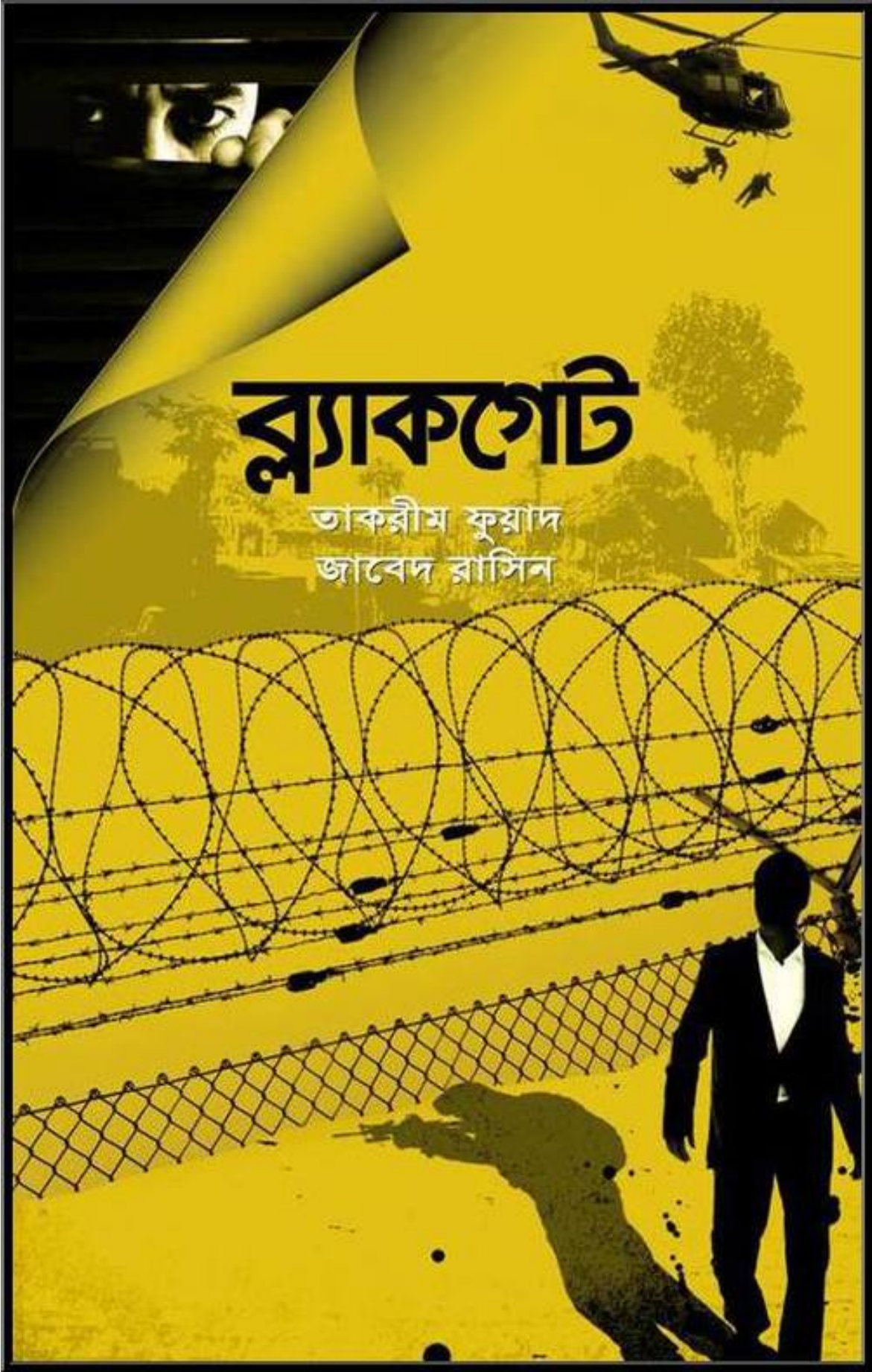
ব্ল্যাকগেট
তাকরীম ফুয়াদ
জাবেদ রাসিন

ভারতের মাটিতে ধরা পড়লো অজ্ঞাত এক ব্যক্তি। সন্দেহের তীর এসে পড়লো বাংলাদেশের দিকে। তোলপাড় পড়ে গেলো দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোতে। ডিজিএফআই-এর ডিরেক্টর জেনারেল শওকত হামিদ তার অধিনস্তদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসলেন। অসংখ্য প্রশ্নবাণে জর্জরিত হলেন ব্রিগেডিয়ার আমিন চৌধুরী। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে লাগলো অজানা সব তথ্য। এদিকে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করলো। কি ঘটতে যাচ্ছে দুই দেশের মানুষের ভাগ্যে?

'ব্ল্যাকগেট' এক মিলিটারি অ্যাসেটের কর্তব্য, আবেগ এবং ভালোবাসার গল্প। ঘটনার বিস্তৃতি কসোভো, ভারত, আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান, মায়ানমার এবং বাংলাদেশ।

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

ISBN 984872970-4

9 789848 729700

ব্ল্যাকগেট

তাকরীম ফুয়াদ
জাবেদ রাসিন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বাতিঘর প্রকাশনী

ব্ল্যাকগেট

তাকরীম ফুয়াদ ও জাবেদ রাসিন

Blackgate

copyright©2015 by Takrim Fuad and Jabed Rasin
স্বত্ব © তাকরীম ফুয়াদ ও জাবেদ রাসিন

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রচ্ছদ দিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য দুইশত বিশ টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

উৎসর্গ :

দ্য জ্যাকেল'কে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মাইকেল ফ্রস্ট বেকনার

যার গল্প থেকে অনুপ্রাণীত হয়ে *ব্ল্যাকগেট* লেখা হয়েছে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সূচনা

"এই যে তোমার পাস," কয়েকটি কাগজ এগিয়ে দিলেন একজন মধ্যবয়সী মানুষ, "তুমি তৈরি তো?"

কাগজগুলো হাতে নিল সে। চোখ বোলাল সেগুলোতে। এখন আর পেছানোর উপায় নেই।

"হ্যা," জবাব দিল শান্ত কণ্ঠে, "আমি তৈরি।"

হাতের কাগজগুলো নিঃশব্দে নিজের ব্যাগে ঢোকাল। গত এক সপ্তাহ ধরে সে এখানে অবস্থান করছে। এখন সময় হয়েছে। অবশেষে।

বাইরে থেকে একজন মহিলা কণ্ঠের ডাক শোনা গেল, "এসো, এসো। দেরি কোরোনা। তারা এসে গেছে।"

উঠে দাঁড়াল সে। গায়ে চাপাল স্বাস্থ্যকর্মীদের সাদা পোশাক। হাতে তুলে নিল একটি চামড়ার ব্যাগ। সেগুলোতে রয়েছে তার প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস।

মনে মনে ছোট্ট একটি প্রার্থনা সেরে বেরিয়ে এল সে।

প্রথম পর্ব
স্কারলেট

অধ্যায় ১

মিজোরামপুর, ভারত
২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

মিজোরামপুরের রুকুনপুর বাজারসংলগ্ন রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছে গাড়িটা। উদ্দেশ্য অজানা নয়। বাজারের প্রতিটি মানুষ জানে কোথায় যাচ্ছে ওটা।

একটা নীল রঙের আর্মার্ড ভ্যান সেটি। সন্ধ্যার আলোয় হেডলাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। গাড়ির সামনে চালককে দেখা যাচ্ছে, চুপচাপ নিজের কাজে ব্যস্ত সে। তার পাশের সঙ্গী নিজের সিটে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার হাতে শোভা পাচ্ছে একটা কারবাইন নাইন মিলিমিটার ওয়ান এ ওয়ান সাব মেশিনগান। দুজনের কারোর পোশাকই সামরিক নয়। কিন্তু জামার নিচে আর্মর, যেটা কিনা নিশ্চিতভাবেই লুকানোর কোনো চেষ্টা করা হয়নি, প্রমাণ করে দেয় যে তারা সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের লোক। তাদের কারো পোশাকে নাম কিংবা পদবীর উল্লেখ নেই।

গাড়ির ভেতরের পরিবেশ অবশ্য বাইরের মত এতটা শান্ত নয়। সেখানে চাপা উত্তেজনা এবং উদ্বিগ্নতা বিরাজ করছে। দুপাশে একটা করে টানা বেঞ্চ বসানো। ডানে বসে আছে তিনজন সশস্ত্র মানুষ। প্রত্যেকেই সাব মেশিনগান বহন করছে। অস্ত্র হাতে নিশ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনে বসে থাকা মানুষগুলোর দিকে। সামনের মানুষগুলো প্রত্যেকেই নিরস্ত্র। তাদের পরনে সাদা কোট। এক নজর দেখেই বলে দেয়া যায় তারা স্বাস্থ্যকর্মী।

মোট চারজন স্বাস্থ্যকর্মী বেঞ্চে বসে আছে। প্রথম দুজনের বয়স চল্লিশের উপরে। তৃতীয় জন নারী, বয়সে তরুণী। আগের দুজনের মত সে আসলে ডাক্তার নয়। সে একজন স্বেচ্ছাসেবিকা। শেষ জনকে অবশ্য ঠিক স্বাস্থ্যকর্মীর মত মনে হয়না। একদম ছোট করে ছাঁটা চুল আর চওড়া কাঁধওয়ালা মানুষটাকে দেখে মনে হয় সেও সশস্ত্র দলেরই একজন। চারজনের ভেতর সে-ই সবচেয়ে শান্ত রয়েছে। গাড়ির একদম ভেতরে কতগুলো কাঠের তৈরি বাক্স সাবধানে রেখে দেয়া হয়েছে। এগুলোর গায়ে বড় করে সিল দেওয়া। সিল দেখে বোঝা যায় ওগুলো বিভিন্ন পথ্য এবং ভ্যাক্সিন বহন করছে।

BanglaBook.org

ওরা অনেক আগেই লোকালয় ছেড়ে এসেছে। এখন চলছে জঙ্গলের ভেতরের পথ ধরে। রাস্তার প্রশস্ততা অবশ্য প্রাকৃতিক নয়। মানুষের তৈরি। এ কথার প্রমাণ দেয় পথের ধারে দাঁড়া করানো সাইনবোর্ডগুলো। সেখানে ইংরেজি এবং হিন্দিতে লেখা রয়েছে - অনুপ্রবেশ নিষেধ। খানিক পরেই কাঁটা তার এবং দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটি কম্পাউন্ডের সামনে এসে থামল গাড়ি। সামনে রয়েছে বিশাল এক গেট। সেখান থেকে দুজন গার্ড হেটে এল গাড়ির সামনে। ড্রাইভার মাথা বের করে নিজের কাগজপত্র দেখিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইল।

একটু পরে আরও দুজন গার্ড এগিয়ে এলো। তারা গাড়ির পেছনের দরজায় থাবা দিল। ভেতর থেকে দরজা খুলে গেলে একজন গার্ড ভেতরে উঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল সব কিছু ঠিক আছে কিনা অথবা কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা।

সব পরীক্ষা শেষ হলে আর্মার্ড ভ্যানটি কম্পাউন্ডের ভেতর প্রবেশ করল। ভেতরে তিনতলা একটি দালান ইংরেজি 'সি' বর্ণের মত আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের খোলা অংশে কয়েকটি গাড়ি পার্ক করা। ওগুলোর পাশে গিয়ে থামল গাড়িটা। পেছনের দরজা খুলে প্রথমে নামল তিন অস্ত্রধারী, তারপরে বাকি চারজন।

ছোট চুলের সেই মানুষটি চারপাশে তাকাল। শেষ পর্যন্ত তার গন্তব্যে পৌঁছে গেছে সে। এতটুকু আসতে তাকে কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি। সামনের দালানের প্রবেশ মুখের ঠিক উপরে চোখ গেল তার। সেখানে একটি ছবি আঁকা। তিন মাথাওয়ালা সিংহের এই ছবি এতদিনে তার কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। লম্বা নিঃশ্বাস নিল সে। এখন আর পেছানো যাবেনা।

ওরা চারজন মিলে ওষুধের বাক্সগুলো নিচে নামাল। ওগুলো বয়ে নিতে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল কয়েকজন অস্ত্রধারী। ওষুধের বাক্সগুলো বহন করে ওরা ঢুকল যে দালানটিতে সেটির অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সারা ভারতের হাতে গোনা কিছু লোক। ভারতের এক্সটার্নাল ইন্টেলিজেন্ট এজেন্সি র-এর একটি কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্প হিসেবে বিভিন্ন সময় এই কম্পাউন্ডটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আগে এটি ছিল ভারত-বার্মা সীমান্তের একটি পুরনো বেস ক্যাম্প। প্রায় দশ বছর আগে এটি চলে আসে র-এর দখলে। পুরো কম্পাউন্ড তারা নতুন করে সাজায়। দালানগুলো বিশেষভাবে সংস্কার করে। দালানের নিচতলা ব্যবহার করা হয় অফিসিয়াল কাজকর্মের জন্য। এছাড়া নিচতলায় রয়েছে বেশ বড়সড় একটি গ্যারেজ। আরও আছে একটি মাঝারি আকারের অস্ত্রাগার। পুরো দালান সংস্কার করা হলেও অস্ত্রাগারের কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। বিএসএফ পনের বছর আগেও এখানে তাদের অস্ত্র মজুদ রাখত। এখন অবশ্য সেই বিধ্বংসী অস্ত্রগুলো নেই, কিন্তু

BanglaBook.org

সাবমেশিনগান, এমজি, এলএমজি, হ্যান্ডগান এবং গ্রেনেডের কোনো অভাব এখানে নেই।

দোতলার একটা অংশে রয়েছে স্টাফ কোয়ার্টার। প্রায় বিশজন র সদস্যকে এখানে পালা করে রাত কাটাতে হয়। দোতলার অপর অংশে তৈরি করা হয়েছে অনেকগুলো সেল। প্রতিটি সেলে নম্বর দেয়া এবং স্টিলের দরজায় মাঝামাঝি অবস্থানে একটি ছোট ফাঁকা রয়েছে। বন্দীদের এই সেলে রাখা হয়। তৃতীয় তলার পুরোটা জুড়ে তৈরি হয়েছে রিসার্চ এবং এনালাইসিস জোন। এখানে আছে রেডিও এবং নেভিগেশন রুম, কন্ট্রোল রুম, রিসার্চ সেন্টার এবং ফাইল রুম।

তবে এই দালানের নিচে আন্ডারগ্রাউন্ড যে রয়েছে খালি চোখে তা বোঝা যায়না। আগে সেটা বাঙ্কার হিসেবে বিএসএফ ব্যবহার করত। সংস্কারের পর সেটা রূপান্তরিত হয়েছে ইন্টারোগেশান বুথে। কোনো কোনো হতভাগ্য হয়তো সেখানেই কাটিয়ে দেয় মাসের পর মাস।

আসলে এই ইন্টারোগেশান বুথের খোঁজেই এসেছে সে। কোনো স্বাস্থ্যকর্মী নয় সে। তবুও চিকিৎসার ব্যাপারে তার কিছুটা দক্ষতা আছে। তার এই দক্ষতাই তাকে সুযোগ এনে দিয়েছে র-এর সবচেয়ে গোপন আস্তানায় প্রবেশ করবার। তার অনর্গল হিন্দি ভাষায় দক্ষতাও তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। দুই বয়স্ক স্বাস্থ্যকর্মী তাকে অবশ্য প্রথমে সাথে নিতে চায়নি। কিন্তু ওর আগ্রহ দেখে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ওকে দলে ভিড়িয়েছে তারা। তাছাড়া র-এর এই আস্তানার প্রতি মানুষের কৌতুহল নতুন কিছু নয়। অবশ্য একবার কোনো ডাক্তার এখানে এলে দ্বিতীয়বার এখানে আসতে চাইবে না।

প্রতি মাসে একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য র-এর এই কম্পাউন্ডে ডাক্তার নিয়ে আসা হয়। এর পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট কারণ। এখানে প্রায়ই ধরে নিয়ে আসা হয় ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের। তাদের বেশির ভাগই বার্মার সীমান্ত এলাকার মানুষেরা, যারা বেশির ভাগই দেহে অজানা অচেনা রোগ জীবাণু বয়ে নিয়ে আসে। প্রায় বছর দুয়েক আগে বার্মার ফাহাম এবং তামু এলাকার ছয় জন নারী পুরুষকে এখানে নিয়ে আসা হয়। অবৈধ মাদক পাচারের অভিযোগ দিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উঠিয়ে আনা হয়। দুটি এলাকার একটি চিন স্টেট এবং অপরটি সাগাইং ডিভিশনের অর্ন্তভুক্ত। এসব এলাকার পাহাড়ি ও জলাশয় অঞ্চলে 'মেলিওডোসিস' নামের একটি রোগের জীবাণু মহামারী রূপে ছড়িয়ে পরে। তখনও তা পত্র পত্রিকায় প্রচার হয় নি। কিন্তু বার্মার সেই ছয় নাগরিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা র-এর তিন এজেন্ট তা খুব দ্রুত টের পেয়ে যায়। শ্বাসকষ্ট, জ্বর এবং বুকে তীক্ষ্ণ ব্যথায় আক্রান্ত হয় তারা সকলেই। একই উপসর্গ দেখা যায় ছয় বন্দীর দেহেও। এরপর থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যাপারে তারা খুব সাবধানী। যদিও ডাক্তাররা সহসা

BanglaBook.org

এখানে আসতে চায় না, কারণ তারা এসে প্রায়ই বন্দীদের দুর্দশা দেখে যায়। মনের ওপর গভীর ছাপ ফেলে তাদের তোবড়ানো দেহগুলো। তবু কেউ কেউ রাজি হয় মোটা টাকার লোভে। টাকার বান্ডিলের অবশ্য আরেকটি উদ্দেশ্য হল মুখ বন্ধ রাখা। তারা মুখ বন্ধও রাখে। তবুও কখনও কখনও লোকে মুখে কথা ছড়িয়ে পরে। তাই র-এর এই অজানা বেস-এর উপস্থিতি এখন আর অজানা নয়। রুকুনপুর এলাকার সকলেই তাদের কথা জানে। মুখে মুখে ছড়ানো কথার ফলেই ছদ্মবেশী ডাক্তারের প্রতি মাসে এখানে স্বাস্থ্যকর্মীদের আগমনের ব্যাপারে জানতে বেগ পেতে হয় নি। খুব সাবধানে সে মিশে যায় তাদের দলে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের সকল নিয়ম কানুন মেনে কাজ করছে সে। নিজেদের সরঞ্জামগুলো তারা সাজাল। মুখে পরে নিল মাস্ক এবং সমস্ত চুল এবং কান আবৃত করল প্লাস্টিকের আবরণ দিয়ে। হাতে পরল দস্তানা ও পরনে জীবাণুরোধক সার্জিকাল পোশাক। একে একে র-এর প্রতিটি এজেন্ট এবং তারপর বন্দীদের রক্ত নমুনা সংগ্রহ করা হল।

রক্ত সংগ্রহের কাজটি করছে মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা। সে যখন কম্পাউন্ডের সুপার ইন চার্জ প্রশান্ত রায়ের রক্ত সংগ্রহ করছিল তখন সুপার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হালকা হেসে উঠল। মেয়েটি তার দিকে তাকাতেই সে তার ভ্রু নাচাল। পুরো ব্যাপারটাই ছিল ইঙ্গিতপূর্ণ। কিন্তু মেয়েটি শক্ত চোখে তাকিয়ে সুপারের চোখের সামনে নিজের বাম হাত মেলে ধরল। মেয়েটির অনামিকায় একটি আংটি চকচক করছে। মেয়েটি তাহলে বিবাহিত, মনে মনে ভাবল সে। দুঃখের কথা। মনে মনে অনেক কিছুই ভাবছিল সে। মেয়েটি গম্ভীর মুখে আবার কাজে ফিরে যাওয়ায় সে মনে মনে হেসে উঠল। তাকে খুব এক চোট নিয়েছে মেয়েটা।

রক্ত সংগ্রহ শেষ। এখন এগুলো বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা হবে। বেশ কয়েক ঘণ্টা লেগে গেল এগুলো করতে করতে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সে, রাত আটটা। বিরতি। একটি বড় রুম সংলগ্ন করিডোর হাটিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হল রুমের ভেতর। সেখানে এক পাশে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করা আছে। ঘরের আরেক পাশে টয়লেট এবং ওয়াশরুম। সবাই নিজেদের পোশাক ছেড়ে পরিস্কার হল। শুধু ছদ্মবেশী তার শরীর খারাপ লাগছে এই অজুহাত দিয়ে কিছু না খেয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। এতে অবশ্য কেউ অবাক হলনা। এই পরিবেশে কেউ প্রথমবার এলে খারাপ লাগাই স্বাভাবিক, অনেকেই এরকম পরিবেশে খাবার মুখে দিতে পারবেনা।

অবশ্য তার উদ্দেশ্য কেউ জানেনা। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে আয়নায় নিজেকে দেখে নিল সে। হাতে বেশি সময় নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। লম্বা একটা শ্বাস নিল সে। নিজের সার্জিকাল কোট খুলে ফেলল। শুধু কাঁধে

BanglaBook.org

ঝুলিয়ে নিল একটি ব্যাগ। তারপর দ্রুত চারপাশে চোখ বোলাল। ডান দিকে সিলিং এর কাছাকাছি একটা এয়ার ডাক্ট চোখে পরায় সেদিকে এগিয়ে গেল সে। হাতের নাগালের মধ্যেই আছে সেটা। দু হাতে শক্ত করে ধরে খানিকটা জোরাজুরি করতেই ছুটে এল এয়ার ডাক্টের ঢাকনা। সাবধানে খুলে আসা অংশটা নিচে নামিয়ে রাখল সে। তারপর এয়ার ডাক্টের খোপে হাত ঢুকিয়ে নিজের শরীরটা টেনে তুলল সে। ভেতরে খোলামেলা না হলেও হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলার মত যথেষ্ট জায়গা আছে। পকেট থেকে ছোট একটি টর্চ বের করে আনল সে। ডাক্তারি সরঞ্জামেরই একটি অংশ এটি। প্রায় দশ গজ এগোতেই একটি বাঁক এবং বাঁকের পরে পথটি উপরে, নিচে এবং ডানে, এই তিন দিকে ছড়িয়ে গেছে। এয়ার ডাক্টগুলো এই দালানটির সংস্কার কাজের সময়ই তৈরি করা হয়েছিল। তাই কাজের সুবিধার্থে এখানে ডাক্টের দেয়ালে খাপ বসানো আছে। সে খাপগুলো বেয়ে বেয়ে নিচের পথ ধরল।

প্রায় পনের ফুট পরেই সে পায়ের নিচে স্টিলের স্পর্শ পেল। এখানেও পথ ডানে ও বামে চলে গেছে। কিন্তু মাঝামাঝি আরেকটি ঢাকনা দেখা গেল। আগেরটির মত এটাও খুলে আনল সে। তারপর শরীর গলিয়ে বের হয়ে আসল।

প্রথমেই সে নিশ্চিত হয়ে নিল কারও উপস্থিতি টের পাওয়া যায় কিনা। যখন সে পুরোপুরি নিশ্চিত হল যে আর কেউ নেই, আলো জ্বালিয়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে আনল। কাগজে কালো মার্কার দিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত ম্যাপ আঁকা। এই আন্ডারগ্রাউন্ডের ম্যাপ। এটা সে যার কাছ থেকে পেয়েছে, তাকে এখানেই আটকে রাখা হয়েছিল।

ম্যাপ অনুযায়ী এগিয়ে যেতে যেতে অবশেষে ইন্টারোগেশন বুথগুলো খুঁজে পেল সে। একে একে সেগুলোতে আলো ফেলে দেখতে লাগল। তৃতীয় সেলটিতে সে খুঁজে পেল তার কাঙ্খিত লক্ষ্যের। হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল সে। সে বাথরুমে ঢোকার পর আট মিনিট কেটে গেছে। আরও দ্রুত কাজ করতে হবে। বিরতি শেষ হতে আর মাত্র সাত মিনিট বাকি।

সে জানে না উপরে সুপার ইন-চার্জ প্রশান্ত রায় একবার সাপার রুমে ঢুঁ মেরে গেছে। তাকে না পেয়ে জিজ্ঞেস করেছে সে কোথায়। বয়স্ক ডাক্তারদের মধ্যে একজন নীরবে ওয়াশরুম দেখিয়ে দিল। সুপার একবার ভ্রু কুঁচকে তাকাল। তবে আর কিছু না বলে ফিরে গেল সে।

ওদিকে নিচে ছদ্মবেশী ডাক্তার তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা নামিয়ে নিল। যে কেউ দেখলে বলবে এটা ভ্রমণকারীদের ব্যবহার্য ব্যাগ অথবা ডাক্তারদের যন্ত্রপাতি বহনকারী ব্যাগ। তাই এটা দেখে কেউ সন্দেহ করেনি। সেটার ভেতর থেকে একটি ছোট বিস্ফোরক চার্জ বের করে আনল। নীরবে জিনিসটা সে সেলের দরজায় ফিট

BanglaBook.org

করে একটু দূরে সরে গেল।

নিচের এই বাংকারটি সংস্কার করে মোটামুটি শব্দ ও বায়ু নিরোধক করে ফেলা হয়েছিল। শুধু বাতাস চলাচলের জন্য তৈরি করা হয়েছিল এয়ার ডাক্ট গুলো। সে আশা করল চার্জের বিস্ফোরণের আওয়াজ উপরে পৌঁছবেনা। হলও তাই। ভেঙে পরা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সে। ভেতরে একজন বন্দী গুটিসুটি মেরে বসে ছিল। টর্চের হালকা আলোয় দুজন দুজনের দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে রইল। তারপর সে হাত ধরে টেনে বন্দীকে উঠিয়ে দাঁড় করাল। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ করার নির্দেশ দিয়ে সেলের বাইরে উঁকি দিল সে। কেউ আসছেনা নিশ্চিত হয়ে দুজনে বের হল। আবছা আলোতেও বন্দির নারীদেহের অবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠল। আগের পথেই ফিরে যাবার জন্য ছুটল তারা।

বিরতি শেষ। ওপরে তিন স্বাস্থ্যকর্মী খাওয়া শেষ করে নিজেদের সার্জিকাল পোশাকগুলো পরে নিল। এখন প্রতিটি মানুষের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টগুলো লিখে জমা দিতে হবে। যাদের টিকা দেয়া হয়নি তাদেরকে টিকা দিতে হবে।

এদিকে দ্বিতীয়বারের মত সুপার এল সাপার রুমে। এবারও চতুর্থজনকে না দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করল সে। তিনজনেই কিছুটা ঘাবড়ে গেল। নতুন লোকটা দেখা যাচ্ছে তাদের ঝামেলায় ফেলে দেবে। ঠিক তখনই ওয়াশরুমের ভেতর থেকে বমির শব্দ শোনা গেল। তার পরপরই ভেতর থেকে শোনা গেল, "ম্যাডাম, কুড ইউ কাম হিয়ার ফর এ মোমেন্ট?"

মেয়েটি সবার দিকে তাকিয়ে ওয়াশরুমের দিকে এগিয়ে গেল। সেটার দরজা খুলে গেলে মেয়েটি ভেতরে ঢুকল। দরজাটা ভিড়িয়ে দিল সে। একটু পরই আবার বমি করার আওয়াজ শোনা গেল। একজন ডাক্তার কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলল, ঐ লোকটা নতুন। তাই এই পরিবেশে নার্ভাস হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই। সুপার কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ওয়াশরুমের দিকে। ভেতরে কি হচ্ছে দেখবে কিনা ভাবছে এমন সময় মেয়েটি বের হয়ে এল। মুখে তখনও সে মাস্ক পরা। হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিল যে সব ঠিক আছে। এর পরপরই বের হল অপরজন। বের হতে হতেই কাঁপা হাতে মাস্ক আর পোশাক পরে নিচ্ছে সে। দুজনকেই দেখতে পেয়ে দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়ে চলে গেল সুপার।

চারজনের ভেতরেই অস্থিরতা টের পাওয়া গেল। তারা দ্রুত হাতে কাজ শেষ করতে সচেষ্ট হয়ে উঠল। মেয়েটি এবং ছদ্মবেশী দুজনে মিলে টেস্ট অবজারভেশন তৈরি করছে এবং অপর দুই ডাক্তার মিলে রিপোর্টে টেস্ট রেজাল্ট লিখছে ও সই করছে।

ছদ্মবেশী নিজের অস্থিরতা চেপে রাখার চেষ্টা করছে। বারবার দৃষ্টি ফেলছে মেয়েটি এবং টহলদার অস্ত্রধারীদের ওপর। ভাল করে লক্ষ্য করলে মেয়েটির

BanglaBook.org

ভেতরেও একই রকম অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাবে। যদিও তার মুখ ঢাকা থাকায় ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছিল না।

টহল দিতে দিতে সুপার ইন চার্জ প্রশান্ত রায় মেয়েটির সামনে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। এক পলক তাকিয়ে থেকেই আচমকা হিন্দিতে বলে উঠল, "ম্যাডাম, আপ্ কা রিং কাহা হ্যায়?"

এই কথায় মেয়েটির কাজ বন্ধ হয়ে গেল। তার হাত কাঁপতে শুরু করল। ওদিকে ছদ্মবেশীর মাথার ভেতর তখন ঝড় শুরু হয়ে গেছে। তারা ধরা পরে গেছে। সে একবারও খেয়াল করেনি স্বেচ্ছাসেবিকার হাতে আংটি ছিল। নিশ্চয়ই আংটিটা এখন অন্ধকার ওয়াশরুমের মেঝেতে বেহুশ হয়ে পরে থাকা মেয়েটির হাতেই রয়ে গেছে। এত তাড়াহুড়োর মাঝে বন্দীর পোশাক বদলাতে হয়েছে যে, সে আংটির ব্যাপারটা খেয়ালই করেনি।

প্রায় একসাথে চার স্বাস্থ্যকর্মীর দিকে এক ডজনেরও বেশি অস্ত্র তাক হয়ে গেল। চরম ভুল করে ফেলেছে সে। এখন তার মূল্য দিতে হবে। তাদের সবাইকে। হয়তো বাকিদের তেমন সমস্যা হবেনা। কিন্তু তার এবং বন্দিনীর উপর এখন নেমে আসবে দুর্ভোগ।

* * *

ঠিক পরের দিন বিকেলেই ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এক বিবৃতিতে ঘোষণা দেয়া হল তাদের হাতে বাংলাদেশী মদদপুষ্ট একজন গুপ্তচর ধরা পরেছে। বাংলাদেশ এবং ভারতসহ বিভিন্ন দেশের মিডিয়াগুলো খবরটি প্রচার করতে লাগল। ততক্ষণে ঢাকায় কয়েকটি বিশেষ স্থানে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২

ঢাকা, বাংলাদেশ
২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০১০

লেফটেন্যান্ট জেনারেল শওকত হামিদ তার নিজের অফিসে বসে আছেন। তার ডেস্কের উপর জরুরি কিছু ফাইলপত্র ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সেদিকে তার মনোযোগ নেই। তার মনোযোগ সামনের কম্পিউটার স্ক্রিনে সংবাদ বুলেটিনের দিকে। বাংলাদেশের চিরাচরিত নিরীহ সংবাদগুলো ছাপিয়ে একটি খবর বারবার শিরোনাম হয়ে ফিরে আসছে। খবরটা তার জন্য খুবই দুর্যোগপূর্ণ।

"আশ্চর্য," আপন মনে বললেন তিনি। ভারতীয় মিডিয়া হঠাৎ করে এই খবরটার পেছনে এত ছোটাছুটি করছে কেন?

শওকত হামিদ বাংলাদেশের একমাত্র মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি ডিজিএফআই এর বর্তমান ডিরেক্টর জেনারেল। এক বছরের কিছু বেশি সময় ধরে তিনি এই পদে আছেন। এই সময়ের মধ্যে বহু ছোটবড় সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। কিন্তু আজ তিনি যে সমস্যার মধ্যে পরেছেন তা একদমই নতুন।

এখন থেকে ঠিক চার ঘন্টা আগে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে একটি ফোন কল পান। তার কাছে কড়া ভাষায় জানতে চাওয়া হয় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে কি ঘটছে। শওকত প্রথমে বুঝতে পারলেন না সীমান্ত সমস্যা নিয়ে তার কাছে কেন জানতে চাওয়া হচ্ছে। টিভিতে তিনি দেখেছেন মিজোরামপুর সীমান্তে একজন বাংলাদেশী ধরা পরেছে। সাধারণত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়গুলো বিডিআর (বর্তমান বিজিবি) এবং বিএসএফ এর ভেতরেই চুকে যায়। তাই তিনি এ ব্যাপারে কোনো মাথা ঘামাননি। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ফোনের পর তিনি আবার ভারতীয় চ্যানেলগুলোর সংবাদ দেখতে থাকেন। কিন্তু এবার তিনি চমকে উঠলেন, এতক্ষণ ভারতীয় মিডিয়াগুলো যাকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলছিল, তাকেই তারা এখন গুপ্তচর বলছে।

ঠিক এক মাস আগে ভারতীয় সীমান্তে বিডিআর এবং বিএসএফ এর ভেতর সংঘর্ষের ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে যান। সেখানে অবস্থানকালে তিনি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বহমান উত্তেজনা প্রশমনের প্রস্তাব রাখেন। ভারত

BanglaBook.org

সরকারের কাছ থেকে আশ্বাসও দেয়া হয় যে প্রস্তাবটি তারা বিবেচনা করবে। এহেন শান্তি প্রস্তাব চলাকালীন সময়ে ভারতে কোনো বাংলাদেশী ধরা পরার বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য খুবই খারাপ সংবাদ।

কিন্তু মানুষটা কে, কিভাবে ধরা পরল, কেনই বা ভারত তাকে বাংলাদেশী গুপ্তচর বলছে এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করতে হবে তাকে। আসলে সে যে-ই হোক প্রথম সন্দেহের তীরটা সবসময় ডিজিএফআই এর উপরেই পরবে। বহুদিন ধরেই বেশ কয়েকটি ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম, খবরের কাগজ এবং ওয়েবসাইট ডিজিএফআই কে ভারতে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলা এবং জঙ্গীবাদের মদদ দাতা হিসেবে প্রচার করে আসছে। তাই পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরাসরি তাকে ফোন করে ঘটনার সত্যতা জানতে চেয়েছেন। পুরো ব্যাপারটিতে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা এবং আর্মির কতটুকু হাত রয়েছে তা সঠিকভাবে জানার জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হয়। কারণ সত্যতা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারকে এর জবাব দিতে হবে। শান্তি প্রস্তাব চলাকালে সরকার চায় না দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হোক।

এরপর থেকে শওকত হামিদ নিজের ডেস্কে বসে খোঁজখবর শুরু করেন। তখন বাজে সকাল নয়টা। কেবল অফিসে এসেই তিনি মন্ত্রীর ফোন রিসিভ করেন। নিজের ডেস্কের কাগজগুলো তিনি গুছানোর বিলাসিতাও করলেন না।

প্রথমেই জানতে হবে গোপনে কোন মিশন কিংবা অপারেশন অথোরাইজড্ হয়েছে কিনা। ডিজিএফআই এর ব্যুরোগুলো থেকে যে কোনো মিশন কার্যকর করার জন্য তার অনুমতিপত্র দরকার হবে। তাই যে কোনো মিশন সম্পর্কে তিনি জানেন। কোনো অপারেশন করা হয়েছে অথচ তিনি জানেন না, এমনটি ভাবার কোনো কারণই নেই। বিশেষ করে ভারত সীমান্তের বেলায় তিনি খুবই সাবধানী। তবুও তিনি নিজের রুমের সুরক্ষিত ভল্ট খুলে কয়েকটি ফাইল বের করে একটি রুটিন চেক করলেন। সেখানে একটি ফাইলই তার নজর কাড়ল।

অপারেশন ব্ল্যাকগেট।

একদম নতুন ফাইল। মাত্র দিন বিশেক আগে এটা ভল্টে জমা হয়েছে। ফাইল কাভার খুলে ভেতরের লেখাগুলোর দিকে এক নজর তাকিয়ে রইলেন তিনি। সাকসেসফুল অপারেশন ছিল সেটি। কোনো ক্ষতি হয়নি, কেউ ধরা পরেনি। এটাই স্মরণকালের মাঝে ভারত সীমান্তে পরিচালিত ডিজিএফআই এর সর্বশেষ অপারেশন। কিন্তু এখানে লেখা রয়েছে মিশনে ব্যবহৃত টাস্ক ফোর্সের কোনো সমস্যাই হয়নি। বিশেষ করে বলা যায় যে, টাস্ক ফোর্সের সকল সদস্য সুরক্ষিত অবস্থায় মিশন শেষ করেছে। কেউ ধরা পরেনি বা ভারতের সীমানায় আটকা

BanglaBook.org

পরেনি। পুরো অপারেশনটির কথা তার নিজেরও মনে আছে। তাই কোনো গোপন মিশন অথোরাইজড হয়নি এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হলেন।

নিজের সেক্রেটারি আসাদ আলমকে রুমে ডাকলেন তিনি।

"আসাদ, তোমার জন্য একটি জরুরি কাজ আছে," চিন্তিত ভঙ্গিতে নির্দেশ দিতে লাগলেন তিনি, "তুমি এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিটি ব্যুরোর প্রতিটি টাস্ক ফোর্সের অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ নাও। দুই ঘণ্টার মধ্যে আমি রিপোর্ট চাই।"

আসাদ মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অফিসে কাজ করা সোজা নয়। এধরনের নির্দেশ সে বহুবার পেয়েছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফাইলপত্র ঘাটা, নম্বর কিংবা ছবি মিলানো, নানান স্থানে ফোন করা এসব কাজগুলো তার উপর এসে বর্তায়। কাজগুলো মোটেও আনন্দদায়ক নয়, বরং খুবই একঘেয়ে। কিন্তু তার উপর কড়া নির্দেশ আছে, এধরনের কাজে যেন কোনো ভুল না হয়, কারণ প্রায়ই দেখা যায় কোনো ছোট্ট তথ্যের মাঝে থেকেই অনেক বড় সমস্যার সমাধান বেরিয়ে পরে। এই ব্যাপারটি সে ভালই উপলব্ধি করে। এখন তাকে প্রতিটি ডেস্কে ফোন করে অথবা নিজে উপস্থিত হয়ে তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে হবে। সে জানে শওকত হামিদ কেন তাকে এ কাজ দিয়েছেন, টিভিতে সেও খবর দেখেছে।

শওকত হামিদ বসে থাকেননি। এ সময়ের মাঝে তিনি বাংলাদেশের অপর গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে ফোন করলেন। এনএসআই, র‍্যাব এবং স্পেশাল ব্র্যাঞ্চে নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি তাদের কাছে ঘটনার সঙ্গে তাদের জড়িত থাকা নিয়ে জানতে চাইলেন। র‍্যাব এবং স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ তাকে আশ্বাস দিয়ে জানাল তাদের সাথে এ ঘটনার কোনো যোগাযোগ নেই। এনএসআই জানাল তাদের কাছেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একই নির্দেশ এসেছে। তারাও ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে। যদিও তাদের সাথে এ ব্যাপারটির যোগাযোগ থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবুও তারা প্রতিশ্রুতি দিল এ ব্যাপারে তারা যে কোনো তথ্য বিনিময়ে তৈরি আছে এবং তারা নিশ্চিত হয়ে কয়েক ঘণ্টার মাঝেই তাকে জানাবে।

শওকত হামিদ মোটামুটি নিশ্চিত হলেন যে, বাংলাদেশের ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলো এসবের সাথে জড়িত নয়। আসলে ডিজিএফআই যে দেশের বাইরে কোনো অপারেশনে অংশ নেয় না, তা নয়। কিন্তু এগুলোর পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ থাকতে হয়। এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন ধুঁকতে থাকা দেশগুলোর ভেতরেও বহুদিন ধরে চলে আসছে দ্বন্দ। এর জন্য দায়ী দেশগুলোর সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এবং নিষিদ্ধ জঙ্গী দলগুলো। এসব দ্বন্দ কখনও কখনও সংঘর্ষে রূপ নেয়। যদিও প্রায় বেশিরভাগ সময় তা থেকে যায় মিডিয়া ও

BanglaBook.org

লোক চক্ষুর অন্তরালে। এসব দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এই নিঃশব্দ যুদ্ধের নাম দিয়েছে তৃতীয় বিশ্বের স্নায়ুযুদ্ধ। দুঃখের কথা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে যে স্নায়ুযুদ্ধ চলে আসছে তার চেয়ে এটা কম কিছু নয়। আরও খারাপ ব্যাপার হল এই "তৃতীয় বিশ্বের স্নায়ু যুদ্ধের" পেছনে মাঝে মাঝে বড় বড় দেশগুলোরও হাত থাকে।

এসব কারণে ডিজিএফআই সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে পাশের দেশগুলোতে। তাদের এজন্য আলাদা একটি ব্যুরোই রয়েছে এ বিষয়ে।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল শওকত হামিদ নিজের ডেস্কের সামনে গিয়ে বসলেন। বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার পার করে এসেছেন তিনি। ১৯৭৩ সালে মাত্র উনিশ বছর বয়সে আর্মিতে যোগ দেন তিনি। দুই বছরের আর্মি প্রশিক্ষণ শেষ করে তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিক্সথ ব্যাটলিয়নে যোগ দেন। এর পর নিজের চোখের সামনে দেখলেন দেশের রাজনৈতিক ওঠানামা। ২০ বছরে দেশটি হারাল তাদের দুই বলিষ্ঠ নেতাকে। ছাত্র জনতার হাতে পতন হল আরেক "অ্যান্টি সোশাল" নেতার। এই সময়ের মাঝে তিনি নিজের অবস্থান শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন। নতুন করে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পরপর তার নিজের ক্যারিয়ারেও এল পরিবর্তন। তিনি ততদিনে মেজর র‍্যাঙ্কে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাকে পাঠান হল জাতিসংঘ শান্তিবাহিনীতে। মুজাম্বিক এবং রুয়ান্ডায় পার করে এলেন পাঁচ বছর। ২০০০ সালে তিনি শান্তিরক্ষা মিশনে কৃতিত্বের কারণে পান "ইউএন পিসকিপিং মেডাল'। ততদিনে তার র‍্যাঙ্ক উন্নীত হয় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল-এ। ২০০১ সালে দেশে ফিরে তিনি চট্টগ্রামে আর্মি ট্রেনিং ক্যাম্পের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০০৬ সালে ক্রমাগত গড়ে ওঠা জঙ্গিবাদকে প্রশমিত করার জন্য তাকে দায়িত্ব দেয়া হয় র‍্যাব ও ডিজিএফআই এর যৌথ টাস্ক ফোর্সের পরিচালক হিসেবে। ২০০৯ সালে নতুন সরকার তাকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে উন্নীত করে তাকে দেয় ডিজিএফআই এর ডিরেক্টর জেনারেলের পদটি।

ক্যারিয়ারের গোধুলী লগ্নে এসে পরেছেন তিনি। তবু বলিষ্ঠ হাতে সব সমস্যা মোকাবিলা করে যাচ্ছেন। নতুন এই সমস্যাটিও তাকে সমাধান করতে হবে। নিজের মনেই হাসলেন তিনি। এর চেয়ে অনেক কঠিন সমস্যাই এসেছে তার সামনে। তবে তিনি চান তার ক্যারিয়ারের শেষটা যেন কোনো অঘটনের মধ্যে দিয়ে না যায়।

ওদিকে তার সেক্রেটারি আসাদ নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব প্রায় শেষ করে এনেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ফলাফল আশাব্যঞ্জক নয়। এই রহস্য

BanglaBook.org

সমাধানের জন্য শওকত হামিদকে অন্য কোনো উপায় বের করতে হবে। ফাইলগুলো গুছিয়ে সে শওকতের রুমের সামনে দাঁড়াল। দরজায় নক্ করে ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাইল।

ভেতরে ঢুকে হাতের কাগজগুলো শওকতের হাতে তুলে দিল সে। মনোযোগ দিয়ে প্রতিটি অক্ষর পরলেন তিনি। প্রতিটি ব্যুরোর প্রতিটি টাস্ক ফোর্সের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও তাদের বর্তমান অবস্থান সেখানে সংক্ষেপে উল্লেখ আছে। কাগজগুলো টেবিলে নামিয়ে রাখলেন তিনি। হয়তো তার ধারণাই ঠিক, ডিজিএফআই এর সাথে ধরা পরা বাংলাদেশীর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু...

হঠাৎ একটি ফাইলে চোখ আটকে গেল তার। সর্বশেষ যে ফাইলটা নামিয়ে রেখেছিলেন সেটা আবার তুলে নিলেন। "এটা কার ফাইল?" প্রশ্ন করলেন তিনি।

ফাইলটা দেখল আসাদ। জবাব দিল, "কি-নেম ডেলটা। সে একজন স্পেশাল অপ, স্যার। র‍্যাব এবং ডিজিএফআই এর অ্যান্টি টেরোরিজম জয়েন্ট ফোর্সের হয়ে কাজ করছে। বর্তমানে সে অবস্থান করছে সিলেটে। আন্ডারকাভার।"

ঠিক তাই। মনে মনে ভাবলেন শওকত। হয়তো পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেবার মত একটি জবাব পাওয়া যাবে। মুখ তুলে আসাদকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, "আমাদের স্পেশাল অপ দের এন্ট্রি ফোর্সের দায়িত্বে কে আছে?"

একটু ভেবে বলল আসাদ, "মেজর শাফকাত। ওনার ডেস্ক সাত তলায়।"

"তুমি গিয়ে তার সাথে আমার যোগাযোগ করিয়ে দাও।"

"ঠিক আছে স্যার।"

ঠিক তিন মিনিট পরই মেজর শাফকাত ডিরেক্টর জেনারেলের সম্ভাষণের জবাব দিলেন। তার কাছে জানতে চাওয়া হল, এই মুহূর্তে ডিজিএফআই এর তালিকাভুক্ত অ্যাসেটের সংখ্যা কত এবং তারা কে কোন অ্যাসাইনমেন্টে রয়েছে। মেজর শাফকাত কিছুটা সময় চাইলেন এর জবাবের জন্য। তিনি বললেন যত দ্রুত সম্ভব তথ্যগুলো তিনি ফ্যাক্স করে দেবেন।

আধ ঘণ্টা পরেই শওকত একটি মাঝারি আকারের তালিকা নিজের ফ্যাক্স মেশিন থেকে গ্রহণ করলেন। প্রতিটি এন্ট্রিই তার কাছে সন্তোষজনক মনে হলেও একজন অ্যাসেটের ব্যাপারে তার খটকা লাগল।

তিনি মেজর শাফকাতকে দ্বিতীয় দফায় ফোন দিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, "কি-নেম স্কারলেট। এটা কে?"

"স্কারলেট?" তাকে তো ২০০৮ সালে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল।"

BanglaBook.org

"তাহলে তার নাম এখনও এন্ট্রি করা কেন?"

"দুঃখিত, স্যার। এটার কারণ আমার জানা নেই।" দ্বিধান্বিত স্বরে জবাব দিলেন শাফকাত।

"তাছাড়া তার প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্টের তথ্যগুলো ব্ল্যাক মার্কার দিয়ে নালিফাই করা হয়েছে।" ওপাশে নিশ্চুপ রইলেন শাফকাত। আবার বলে উঠলেন শওকত, "স্কারলেট কার তত্ত্বাবধানে ছিল?"

ওপাশ থেকে একটু দেরিতে জবাব এল। সম্ভবত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেখা হয়েছে, "ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমিন চৌধুরী।

ফোন কেটে দিলেন ডিজি। "কি-নেম স্কারলেট' লেখা ফাইলটার দিকে তাকালেন। বাংলাদেশে এধরনের অ্যাসেট খুব কমই আছে। নিশ্চয়ই তার অ্যাসাইনমেন্টগুলোর পেছনে বিদেশী শক্তির হাত রয়েছে। সম্ভবত সিআইএ বা এসএএস।

এখন প্রায় বারটা বাজে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় দিয়েছেন। সন্ধ্যায় তাকে ভাল মন্দ যা হোক কিছু একটা রিপোর্ট করতে হবে। তার আগেই তাকে তার অধিনস্ত সাতজন ডিরেক্টরের সাথে বৈঠকে বসতে হবে। তার কাজ কিছুটা কমে গেছে। ব্রিগেডিয়ার আমিন চৌধুরী তারই অধীনস্ত ডিরেক্টরদের একজন।

ইন্টারকমে আসাদকে নির্দেশ দিলেন একটি জরুরি বৈঠকের আয়োজন করতে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

ঢাকা, বাংলাদেশ
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

ঢাকার ব্যস্ত রাস্তাগুলোর মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলছে একটি মিতসুবিশি ল্যানসার। সম্পূর্ণ কালো বর্ণের গাড়িটির কাঁচগুলোও কালো। ভেতরে একজন মানুষই আছেন। কালো রঙের স্যুট এবং প্যান্ট পরা মানুষটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। নিজের গাড়ি নিজে চালাতেই পছন্দ করেন তিনি। মসৃণ গতিতে ড্রাইভ করে এগিয়ে যাওয়া তার বরাবরই পছন্দের।

রাস্তার দিকে সজাগ দৃষ্টি থাকলেও তার মনে চলছে অন্য চিন্তা। তার সকালে ঘুম ভেঙেছে দেরি করে। যদিও এটা তার চিরদিনের অভ্যাস নয়। হালকা ব্যায়াম এবং প্রাতঃরাশ সেরে তিনি নিজের লিভিংরুমে এল. ই. ডি. টিভির সুইচ অন করেছিলেন। সুগন্ধি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে খবরের হেডলাইন গুলো শুনছিলেন। একটি বিশেষ খবর শুনে তার চায়ের কাপে চুমুক দেয়া বন্ধ হয়ে গেল। যদিও তার ভাবলেশহীন মুখে কোনো অভিব্যক্তি ফুটে উঠলনা, কিন্তু তার মগজে তৈরি হল চিন্তার ঝড়।

খুব মনোযোগ দিয়ে তিনি খবরটি শুনলেন। তারপর অন্যান্য চ্যানেলগুলোও সার্ফ করলেন খবরটি শোনার জন্য। তারপর খুব ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়ালেন। পুরো পরিস্থিতি জটিল হয়ে গেছে। খবরটি বাংলাদেশকে জড়িয়ে যে ঘটনাটির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে তার সাথে যদিও তার কোনো সম্পর্ক নেই, তবুও তার ডাক পরবে। খুব শীঘ্রি।

নিজের মাস্টার বেডরুমে ঢুকলেন তিনি। তার স্ত্রী ঘুম থেকে উঠেছেন। তাকে সুপ্রভাত জানিয়ে তিনি তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন।

পুরো বাসায় শুধুমাত্র তারা দুজন থাকেন। তাদের একমাত্র ছেলে লন্ডনের একটি অভিজাত স্কুলে পড়াশুনা করে। তাই পুরো ঘরে প্রাণীর সংখ্যা দুই থেকে তিনে উন্নীত হয়নি। তার বাসাটি ধানমন্ডি রেসিডেনসিয়াল এলাকায় অবস্থিত। পুরো ঘরে জৌলুসতার কদাচিৎ চিহ্ন পাওয়া গেলেও তীক্ষ্ণ রুচিবোধের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দামি ওয়াল ম্যাট কিংবা ম্যান্টল পিসগুলো এসবেরই সাক্ষ্য বহন করে।

তিনি যখন বাথরুমে নিজের চিরাচরিত লম্বা শাওয়ার নিচ্ছেন ঠিক তখনই তার

BanglaBook.org

স্ত্রী তাঁকে জানালেন যে, তার অফিস থেকে জরুরি ফোন এসেছে। সেখান থেকে মেসেজ দেয়া হয়েছে যে, ঠিক দুপুর দুটোয় অফিসে একটি জরুরি মিটিং ডাকা হয়েছে এবং তারা এই মিটিংয়ে তার উপস্থিতিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি যেন অবশ্যই সময়মতো পৌঁছে যান। এটার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

শাওয়ার থেকে বের হয়ে অফিসিয়াল পোশাক পরলেন তিনি। তারপর গাড়ির চাবিটি হাতে নিয়ে স্ত্রীকে বিদায় জানিয়ে রওনা হলেন অফিসের উদ্দেশ্যে।

ডিজিএফআই বা ডিরেক্টোরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স এর হেডকোয়ার্টারটি তেঁজগাও পুরনো বিমানবন্দর থেকে খুব কাছেই অবস্থিত। তিনি তার গাড়িটি ক্যান্টনমেন্ট রোড ধরে চালিয়ে হঠাৎ মোড় নিয়ে শহীদ খালেদ মোশাররফ রোডে প্রবেশ করলেন। রোডের শেষ প্রান্তে একটি বাজার এবং বাজারের বিপরীত পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিশাল চৌদ্দ তলা ইমারত। এটাই তার গন্তব্য।

হেডকোয়ার্টার দালানটি বেশ বড়সড় পরিসর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের দিকে পুরোটা সাদা এবং কাঁচগুলো নীল। সূর্যের আলোয় চমকাচ্ছে সেগুলো। পুরো এলাকায় এটাই সবচেয়ে উঁচু দালান। সামনে একটি মাঝারি আকৃতির পার্কিং লট এবং সেখানে প্রায় গোটা বিশেক গাড়ি পার্ক করা আছে। তিনি ল্যানসারটি সেগুলোর মাঝে পার্ক করে বেরিয়ে এলেন।

কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলেন তিনি। ভেতরে কর্তব্যরত দুই সেনা কর্মকর্তা তাকে স্যালুট করল। তিনি মাথা নেড়ে জবাব দিয়ে পকেট থেকে তার নিজস্ব কি-কার্ডটি বের করলেন। প্রতিটি ডিজিএফআই কর্মকর্তারা এই ডিজিটাল এন্ট্রি কার্ডগুলো ব্যবহার করেন। তার হাতের কার্ডটি সাধারণত: স্মার্ট কার্ড হিসেবে সুপরিচিত। তিনি কার্ডটি পাঞ্চ করে ভেতরে প্রবেশ করলেন। সামনে বিশাল লবি। ডান পাশে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তার অফিস দশতলায়। আরামদায়ক লিফট ভ্রমণের পর তিনি দশ তলায় নিজের অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার অফিসের সামনে নেম ট্যাগে লেখা রয়েছে: ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমিন চৌধুরী। দশ তলার এই অংশটি আমিন চৌধুরীর অতি পরিচিত। প্রায় দশ বছর ধরে তিনি এখানে কাজ করছেন। তার তৃড়িতকর্ম এবং সাফল্যের কারণে তিনি অনেকদূর এগিয়ে গেছেন এই অফিসে বসেই। দরজায় চাবি ঢোকালেন তিনি।

"এই যে জেনারেল, কেমন আছেন?" পেছন থেকে কেউ বলে উঠল।

পেছনে তাকিয়ে আমিন চৌধুরী যাকে দেখতে পেলেন তিনি ডিজিএফআই এর সাতজন ডিরেক্টরদের একজন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহসিন আলী। পূর্ব-ভারত সংক্রান্ত ডেস্ক তিনি গত ছয় বছর ধরে আগলে রেখেছেন। আমিন চৌধুরীর সুযোগ্য সহকর্মী এবং একজন সম্ভাব্য প্রতিযোগী ডিজিএফআই এর ভবিষ্যৎ ডিরেক্টর

BanglaBook.org

জেনারেলের পদের জন্য। মহসিন আলীর মুখের দিকে তাকালেন। তার চোখ দেখে বোঝা না গেলেও ঠোঁটের কোণে সূক্ষ হাসি দেখে বোঝা যায় কোনো একটা ব্যাপারে তিনি আনন্দিত। আমিন চৌধুরীর মনে একটি ক্ষীণ সন্দেহ জাগল যে আনন্দটা হয়তো তাকে ঘিরেই। তিনি মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, "আপনার কি মনে হয় খুব ভাল আছি?"

"আপনাকে দুঃখ দিলাম মনে হচ্ছে," মহসিন বললেন।

"না, দুঃখ পাবার মত কিছুই বলেননি," দ্বিতীয়বার জবাব দিলেন আমিন।

"আসলে মাসখানেক ধরে খুব ব্যস্ত ছিলাম, যতদূর জানি, আপনি নিজেও খুব ব্যস্ত ছিলেন।"

"তা ছিলাম।"

"আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করবার সময় সুযোগ পাচ্ছিলাম না।"

এ কথার কোনো জবাব দিলেননা আমিন। তখনও কি-হোলে চাবি ঢুকিয়ে বসে রয়েছেন। হঠাৎই অন্য সুরে বলে উঠলেন মহসিন, "আপনি কি কোনো কারণে চিন্তিত?"

"এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

"আসলে আজকের এই আচমকা মিটিংটা সবাইকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। যদিও মিটিংটা কি কারণে তা আন্দাজ করা যায়।"

"তাহলে তো আমাকে আলাদা করে জিজ্ঞেস করবার কোনো দরকার ছিলনা।"

"হু তা নেই। কিন্তু একটু আগে আমাদের ডিজি'র সাথে লিফটের ভেতরে দেখা হল। তিনি আমাকে কিছুটা হিন্ট দিয়েছেন। তিনি বললেন যে মিটিংটার সাথে আপনার অনেকখানি যোগসূত্র আছে।"

"উনি তাই বলেছেন?" ভ্রু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমিন।

"তা-ই তো বললেন।"

আমিনের মুখে প্রথম হাসির রেখা দেখা গেল। "তাহলে আপনাকে নিরাশ করতেই হচ্ছে। ডিজি ভুল করেছেন। আমার সাথে পুরো ঘটনার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই।" বলে তিনি চাবিতে মোচড় দিয়ে দরজা খুলে ফেললেন। তারপর ভেতরে ঢুকে পরলেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মহসিন নিরাবেগ মুখে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমিন এবং তার ভেতর গত এক বছর ধরে ডিজিএফআই এর ডিরেক্টর জেনারেলের পদের জন্য একটি নীরব যুদ্ধ চলে আসছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের পর দেশের ক্ষমতায় নতুন সরকার এলে ডিজিএফআই এর সর্বোচ্চ পদ ডিরেক্টর জেনারেল-এ রদবদল ঘটে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আজমির পরিবর্তে নতুন চিফ হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় লেফটেন্যান্ট জেনারেল শওকত

BanglaBook.org

হামিদকে। তবে এটা নিশ্চিত ছিল যে তার এই পদটি ক্ষণস্থায়ী। সরকার চাইছে এই পদটিতে এমন একজনকে বসাতে যে আগামী বছরগুলোতে তাদের সাহায্য করতে পারবে পরিপূর্ণভাবে। তাকে হতে হবে এমন যে জানে সে কি করছে। উচ্চ পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তাদের মাঝে এখন এ নিয়ে কানাকানি হচ্ছে কে হবে ভবিষ্যৎ চিফ। তবে নিশ্চিতভাবেই আমিন চৌধুরী এবং মহসিন আলী এই দৌড়ে এগিয়ে আছেন।

মহসিন এগিয়ে চললেন লিফটের দিকে। কনফারেন্স হল নয় তলায়। আর দশ মিনিট পরেই মিটিং শুরু হবার কথা। মহসিন লিফটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সারাজীবন ধরে তিনি হেলাফেলাহীনভাবে কাজ করে গেছেন। প্রতিটি দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছেন। ডিজিএফআই এ যোগ দেবার আগে তিনি এনএসআই এর হয়ে অনেকগুলো কাজ করেছেন। তখন তিনি যুবক। প্রায় বার থেকে পনেরটি গোশন মিশনে তাকে ব্যবহার করে এনএসআই। দেশে এবং দেশের বাইরেও তিনি এসব মিশনে যোগদান করেন। দেশের বাইরে সব কয়টি মিশন ছিল ভারতের মাটিতে। তাই ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁর যোগাযোগ স্থাপন হয় এবং তা চলতে থাকে। বেশ কয়েকটি মিশনে তিনি নিজে কমান্ড দেন। সেসময় প্রথমদিকে তিনি ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল এবং শেষের দিকে কর্নেল। একদিন তিনি খবর পান তাঁকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে ভূষিত করা হচ্ছে এবং তার জন্য অপেক্ষা করছে ডিজিএফআই এর ডিরেক্টর পদ। নিজের নতুন দায়িত্ব এবং কাজকে তিনি ভালবেসে ফেলেন। ভারতে তার অভিজ্ঞতার কারণে তাঁকে অর্পিত করা হয় পূর্ব-ভারত সংক্রান্ত ডেস্কের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রায়ই তিনি নেন ছল-চাতুরী এবং নোংরা রাজনীতির আশ্রয়। কখনও কখনও এর ভুক্তভোগী হয় দেশের কতিপয় মানুষ, কিন্তু দেশের বৃহৎ স্বার্থে তার এই "কন" গুলো মেনে নিয়েছে সরকার। তারা অস্বীকার করবে না, দেশের স্বার্থে, দেশের প্রয়োজনে এমন কিছু মানুষ তাদের দরকার এবং এমন কিছু মানুষ তারা পোষে। যারা এমনকি সরকার বদলালেও, নিজেদের খোলস পাল্টায়না। তারা জানে ক্ষমতায় যে-ই আসুক, তাদের প্রয়োজন ফুরাবে না। মহসিন আলী ঠিক তেমন একজন। সহকর্মীদের কাছে তিনি "ডার্টি জেনারেল" নামে পরিচিত। এ কথা তিনি নিজেও জানেন। এতে অবশ্য তার আপত্তি নেই। তিনি এগিয়ে যেতে চান। তিনি চান ডিজি'র পদটি।

কিন্তু ডিজি'র খালি হতে থাকা পদটির জন্য আমিন চৌধুরীর যোগ্যতাও কোনো দিক থেকে কম নয়। তিনি ডিজিএফআই এর অন্যতম সেনা কর্মকর্তা যিনি নিজের কাজের সুবিধার্থে নিজের অধীনস্ত অ্যাসেট পছন্দমতো বেছে নিতে পারেন। এই অধিকারটি সবার থাকে না। এছাড়াও বিভিন্ন ফিল্ড অপারেশনাল প্রশ্নে তার যোগ্যতার বিচার করার সাহস কেউ রাখবে না। নির্ভীক, প্রত্যয়ী এবং অদম্য

BanglaBook.org

চরিত্রের জন্য তিনি সহকর্মীদের কাছে প্রশংসনীয়। কোনো কাজে হাত দেবার আগে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তবেই তিনি মাঠে নামবেন। এছাড়াও মোজাম্বিক এবং কসোভোয় জাতিসংঘ শান্তিমিশনে থাকাকালীন তিনি ব্রিটিশ এসএএস এবং আমেরিকান সিআইএ এর সাথে সখ্যতা স্থাপন করতে সক্ষম হন। বিশেষ করে সিআইএ'র সাথে তার সম্পর্ক একটি "ওপেন সিক্রেট" হিসেবে প্রায় সবারই জানা। ২০০০ সালে ডিজিএফআই এ যোগ দেবার পরে তিনি সাফল্যের সাথে দশ বছর পার করেন। পাকিস্তানি আইএসআই কে তিনি বিনিময় পদ্ধতিতে নিজের বন্ধুপ্রতিম হিসেবে হাজির করেন, যা ডিজিএফআই কে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য করে। এছাড়াও নব্য গঠিত ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এনআইএ'র সাথেও তিনি সম্পর্ক করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

দুজনের এই নির্বাক যুদ্ধের ফলাফল কি তা শুধু ভবিষ্যৎই জানে।

* * *

কনফারেন্স হলটি একটি মাঝারি আকৃতির কক্ষ। পুরো রুমে এয়ার কন্ডিশনারের কারণে আরামদায়ক শীতল পরিবেশ ছড়িয়ে আছে। দেয়ালের রঙ ধবধবে সাদা। প্রবেশের জন্য রয়েছে একটি স্লাইড ডোর। দরজার পাশের দেয়ালটি পুরোটাই মোটা ঘেরা। পুরো রুমটা সাউন্ডপ্রুফ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। রুমের এক প্রান্তে একটি দরজা রয়েছে। এর পেছনে রয়েছে রেকর্ডিং রুম। অর্থাৎ রুমের ভেতরের প্রতিটি সংলাপ রেকর্ড করে রাখা হবে। এটি ডিজিএফআই এর একটি অলংঘনীয় রুটিন।

লম্বাটে কক্ষটির ঠিক মাঝখানে একটি আয়তকার টেবিল বসানো। দুপাশে দুই সারি আরামদায়ক রোলিং চেয়ার এবং টেবিলের প্রস্থ বরাবর ডিজি'র জন্য একটি সুইভেল চেয়ার রয়েছে। চেয়ারটিতে তিনি এই মাত্র উপবিস্ট হয়েছেন। দু সারি চেয়ারে সাতজন ডিরেক্টরের একজন ছাড়া সবাই হাজির। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আরাফাত, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মইনুল কবির, মেজর জেনারেল ফজল মাহমুদ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৌরভ সাহা, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহসিন আলী এবং মেজর জেনারেল আনোয়ার ইসলামকে দেখা যাচ্ছে। শুধু আমিন চৌধুরী নেই।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল শওকত হামিদ মৃদু কেশে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। "আমিন সাহেব কে দেখছিনা। তিনি কি এসে পৌছান নি?" হালকা স্বরে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"তিনি এসে পৌছেছেন, স্যার।" উত্তরটা আসল মহসিন আলীর মুখ থেকে,

BanglaBook.org

"তাকে নিজের রুমে দেখে এসেছি।"

"মিটিং শুরু হতে এখনও দু' মিনিট বাকি," শওকত বললেন, "তাহলে তার জন্য অপেক্ষা করা যাক।"

ঠিক দেড় মিনিট পরেই রুমে আমিন চৌধুরীর আবির্ভাব ঘটল। সবাইকে নড করে তিনি নিজের সংরক্ষিত আসনে বসে পরলেন।

"জেন্টলমেন, আমরা আমাদের মিটিং শুরু করতে পারি।" মিটিং শুরুর ঘোষণা দিলেন শওকত। "অফিসিয়াল রুটিন অনুযায়ী বলছি, আমাদের এই মিটিংয়ের সমস্ত সংলাপ রেকর্ড করে রাখা হচ্ছে।"

"এ্যাজ ইউজুয়াল।" একদম নিচু স্বরে কাউকে না শুনিয়েই বললেন মহসিন।

"আমি আজকের এই জরুরি মিটিংটি খুব সংক্ষেপে সারতে চাই," বলে যেতে লাগলেন শওকত, "কারণ আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই। এই মিটিং এর উপর ভিত্তি করে প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমাকে একটি রিপোর্ট করতে হবে। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই।"

সবাই চুপচাপ শুনছে।

"গত রাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মিজোরামপুরের রুকুনপুর গ্রামের কাছে একজন মানুষ ধরা পরে। ভারতীয় সরকার তাৎক্ষণিকভাবে তাকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বললেও পরে তারা সংলাপ পাল্টে লোকটাকে একজন বাংলাদেশী গুপ্তচর হিসেবে প্রচার শুরু করল। আমার কাছে জানতে চাওয়া হয় ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে এবং ডিজিএফআই এর সাথে ঘটনার সম্পর্কের গভীরতা কতটুক। সকালে আমি ভারতের মাটিতে ডিজিএফআই এর অ্যাসেট, স্পেশাল অপ এবং টাস্ক ফোর্সের সংশিষ্টতা রিভিউ করছিলাম। এভাবে আমার জবাব অবশ্য পাচ্ছিলাম না। শুধু একজন স্পেশাল অ্যাসেট এর প্রোফাইল আমার চোখে আটকে গেল। আপনারা যখন মিটিং এ অংশগ্রহণের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন তখন আমি তার গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে কিছুটা খোঁজ খবর করি। আপনারা জানেন বাংলাদেশ-বার্মা সীমান্তে আমাদের ইনফর্মারের অভাব নেই। তাদের কাছেই তার খোঁজ পাই। তাকে সর্বশেষ বার্মা থেকে ভারতে ঢুকতে দেখা যায়। আমরা শতভাগ নিশ্চিত এই অ্যাসেটই হচ্ছে আমাদের ধরা পরা সেই লোক।"

সবার দিকে তাকালেন তিনি। তারপর দৃষ্টি হানলেন আমিন চৌধুরীর উপর। "আপনিই বর্তমানে ডিজিএফআই এর একমাত্র কর্মকর্তা, যিনি নিজের পছন্দমতো অ্যাসেট বেছে নিতে পারেন। নিজের মতো করে গড়ে নিতে পারেন। আমি নিশ্চিত আপনার এই অধিকার আপনার যোগ্যতার ফসল। কিন্তু আপনার এই বিশেষ অধিকারটি এখন ডিজিএফআই এর জন্য কিছুটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

আমিন চৌধুরী জানেন সমস্যাটি কি। ২০০০ থেকে তিনি এই সংস্থার একটি

BanglaBook.org

বিশেষ অংশ "ব্যুরো এক্স" এর চিফ হিসেবে কাজ করেছেন। এসময়ে তিনি মাত্র একজন অ্যাসেটকে সাথে নিয়েই কাজ করেছেন। মজার ব্যাপার হল "ব্যুরো এক্স" এমন একটি বিশেষ আইনের আওতায় গড়ে তোলা হয় যে, এর চিফ এর জবাবদিহি বা রিপোর্টগুলো সরাসরি চলে যায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে। এর ফলে ওই অ্যাসেট সম্পর্কে জানার খুব একটা সুযোগ থাকেনা। শুধুমাত্র তার এন্ট্রি ফর্ম, অঙ্গিকারনামা এবং জাতীয় পরিচয়গুলো জমা থাকে ডিজিএফআই এর ভল্টে। এমনকি অ্যাসেট যেসব কার্য সমাধা করে আসে সেগুলোর সামারিও ব্ল্যাক মার্কার দিয়ে নালিফাই বা ক্লোজ করে দেয়া হয়। সেসব শুধুমাত্র পাওয়া যাবে প্রধাণমন্ত্রীর কাছে জমা পরা কিছু ফাইলে। এসব ফাইলের উপর লাল কালিতে বড় করে লেখা থাকে "ক্লাসিফাইড"। তার এই অ্যাসেটের শুধুমাত্র জাতীয় পরিচয়, ছদ্ম পরিচয়, চেহারা এবং দেহের গড়নের বর্ণনা ব্যবহার করে শওকত তাকে খুঁজে পেয়েছে। এছাড়া তার কাছে অ্যাসেটের ব্যাপারে অন্য কোনো তথ্য নেই। আমিন চৌধুরীকে একইভাবে ঠিক একই কারণে আগের ডিজির সাথেও মিটিং-এ বসতে হয়েছে। আসলে "ব্যুরো এক্স" প্রায় সকলের কাছেই একটি রহস্য। শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর কাছেই এর জবাবদিহিতা আছে। তাই অনেকেই বলাবলি করে যে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে আসা "বিশেষ অনুরোধ" গুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ব্যুরো এক্স এর।

"ব্রিগেডিয়ার আমিন, আপনি কি বলতে পারবেন কে এই স্কারলেট?" শওকত প্রশ্ন রাখলেন।

আমিন চৌধুরীর সামনে একটা ফাইল। সেটা সে সাথে করে নিয়ে এসেছে। এই ফাইলটা সে ২০০৮ সাল পর্যন্ত নিজ হাতে তৈরি করেছে। সেটা ডিরেক্টর জেনারেলের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। "এই ফাইলটা স্কারলেটের। এখানে সব পাবেন।" মুখে বললেন তিনি।

ফাইলটা হাতে নিয়ে খুললেন শওকত। চুপচাপ দশ মিনিট তিনি চোখ বোলালেন পৃষ্ঠাগুলোতে। তারপর খোলা অবস্থাতেই সেটা রাখলেন সামনের ডেস্কে।

সামনে বসে থাকা মানুষগুলো কিছুটা অধৈর্য্য হয়ে পরল। মেজর জেনারেল ফজল মাহমুদ বলে উঠলেন, "আমরা কি জানতে পারব না ব্যাপারটা?"

শওকত সামনের ফাইলটার দিকে তাকালেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কোনো এক ভল্টে আটকা পরা গোপন নথিপত্রের একটি কপি এটি। যে কোনো বুদ্ধিমান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস পারসোনেল নিজের জন্য একটি কপি রেখে দেবে। যেমনটি রেখেছেন আমিন চৌধুরী।

"আমিন চৌধুরী," মুখ খুললেন শওকত, "আপনার মুখ থেকে শুনলেই ভাল হয়। সবাই ব্যাপারটা জানুক।"

BanglaBook.org

দ্বিতীয় পর্ব
একটি গোপন নথিপত্র

অধ্যায় ৪

প্রিস্তিনা, কসোভো

"আমি প্রথম থেকে শুরু করছি। আপনারা জানেন যে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ আর আফ্রিকায় জাতিসংঘকে সাহায্যের জন্য সেনাদল পাঠাতে শুরু করে। আমি ছিলাম প্রথম দিকে পাঠানো দলগুলোর একটি। শান্তি মিশনে আমি আমার জীবনের একটি বড় সময় পার করি। এর পেছনে অবশ্য কিছু কারণ ছিল। যাই হোক, আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন জাতিসংঘের হয়ে আমার শেষ দিনগুলো কাটছে। যদিও আমি তা তখনও জানিনা। আমার পোস্ট তখন কসোভোতে। সেটা ছিল এক শীতল দিন..."

১৭ অক্টোবর, ১৯৯৯

রৌদ্রজ্জ্বল প্রিস্তিনার সকাল। কালো রঙের টয়োটা ল্যান্ড ক্রুসার বাতাস কেটে চলে যাচ্ছে বেদোভাচ লেকের পাশ দিয়ে। শীতের আগমন বার্তা বয়ে নিয়ে আসছে বাতাসে ভেসে আসা তুষার। বেদোভাচের নীল জলে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রিস্তিনার রাস্তা প্রায় ফাঁকা। আর অল্প কিছুদিনের মধ্যে বেদোভাচের নীল জলরাশি সাদা হয়ে পড়বে। ল্যান্ড ক্রুসারের কাচে এসে পড়ছে শুভ্র তুলোর মত বরফ।

গোলজাক পর্বতের পাদদেশে গড়ে উঠা ছবির মতন সুন্দর শহর প্রিস্তিনা, যা কসোভোর রাজধানী এবং এই দেশের অন্যতম বড় শহর। মাত্র ৫৭২ বর্গকিলোমিটারের শহর যা থেকে অপরুপ সুন্দর জার পর্বতমালা দেখতে পাওয়া যায়। সার্বিয়ান সেনাবাহিনী ১৯১২ সালের অক্টোবরে প্রিস্তিনা দখলের পর শহরের মানুষের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার এবং নির্যাতন চালায় তার প্রভাব এখনও শহরের মানুষের চরিত্রে দেখা যায়। যার ফলে শহরের মানুষ অনেক উগ্র এবং সেইসাথে হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতা তাদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রকাশ পায়। সার্ব বাহিনীর হাতে এক রাতে পাঁচ হাজারেরও অধিক মানুষের মৃত্যু ব্যাপক পরিবর্তন আনে পর্বতের পাদদেশে গড়ে উঠা বলকান সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন প্রিস্তিনার মানুষের মাঝে।

BanglaBook.org

১৯১২ সালের বলকান যুদ্ধে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কসোভো সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং কসোভোর এক বিরাট অংশ যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়। ঘটে প্রচুর হতাহতের ঘটনা। ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর যুগোস্লাভিয়ার অধীনে সমাজতন্ত্রে প্রবেশ করে কসোভো। পরবর্তীকালে যুগোস্লাভিয়ার অন্যতম গুরূত্বপূর্ণ প্রদেশে পরিণত হয় কসোভো।

কসোভোর জনগণের একটি বিরাট অংশ মুসলিম এবং জাতিগতভাবে আলবেনীয় হওয়ায়, সেই সাথে সার্বরা যুগোস্লাভিয়ার ক্ষমতায় থাকায় জাতিগত এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ এবং বিভাজন শুরু হয়। আলবেনীয় মুসলিমরা উপলব্ধি করে তারা বিভাজনের স্বীকার হচ্ছে এবং তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব পাচ্ছে। ক্রমেই তারা প্রতিবাদ করা শুরু করে এবং আশির দশকে জাতিগত বিদ্বেষ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ১৯৯০ সালের ২ জুলাই নিজস্ব পার্লামেন্টে কসোভো নিজেকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। সেই সাথে কসোভো নিজেকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। ইব্রাহীম রুগোভা দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সার্বিয়ান এবং যুগোস্লাভ বাহিনী কসোভোতে সামরিক হামলা চালায় এবং হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। যার ফলে ১৯৯৬ সালের দিকে কসোভো লিবারেশন আর্মি (কে এল এ) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সার্ব এবং যুগোস্লাভ বাহিনীর বিপক্ষে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। আবার ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে কসোভো। ১৯৯৮ সালের দিকে পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হতে থাকে এবং পরিস্থিতি এতই ভয়াবহ হয়ে উঠে যে পশ্চিমা দেশগুলো কসোভোর দিকে দৃষ্টিপাত করতে বাধ্য হয়।

১৯৯৯ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১০ জুন পর্যন্ত যুগোস্লাভিয়ার মিলোসেভিচ বাহিনীর উপর ন্যাটো ভারি বোমাবর্ষণ করে। যার ফলে মিলোসেভিচ তার বাহিনী কসোভো থেকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। এই সংঘর্ষে প্রায় দশ লক্ষ আলবেনীয় পালিয়ে যায় অথবা তাদেরকে জোর করে বিতাড়িত করা হয়। ১১ হাজারেরও বেশি প্রাণহানী ঘটে এবং তিন হাজারেরও বেশি লোক নিখোঁজ হয়। ১৯৯৯ সালের ১০ জুন মিলোসেভিচ তার বাহিনী প্রত্যাহারের পর থেকে কসোভো জাতিসংঘের তত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে আসছে।

কসোভোতে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক মিশন (ইউ এন এম আই কে) কসোভোর প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করে থাকে। অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক মিশনের কাজগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ভাগকে পিলার বলা হয়ে থাকে। তাদের কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে পুলিশ এবং বিচার বিভাগ, বেসামরিক প্রশাসন, গণতন্ত্রায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি লাভ, অর্থনৈতিক পুণর্গঠন এবং উন্নতি লাভ করা।

এই যুদ্ধ বিদ্ধস্ত দেশটির রাস্তা ধরেই ল্যান্ড ক্রুসার ছুটে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে।

BanglaBook.org

ল্যান্ড ক্রুসারের পিছনের সিটে বসে আছেন খাকি রঙের স্যুট পরা গম্ভীর চেহারার মধ্যবয়স্ক এক লোক। স্যুটের ব্যাজ দেখে বুঝা যায় তিনি একজন কর্নেল এবং নাম আমিন চৌধুরী। তার পাশেই ওভারকোট পরা এক লোক। পশ্চিমা বংশোদ্ভূত আলবেনীয়। চোখে কালো রঙের সানগ্লাস। কোনো কারণে তিনি বেশ উদ্বিগ্ন। ল্যান্ড ক্রুসারটি একটি ট্রাককে পাশ কাটালো। গাড়ির ড্রাইভার জোরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। তার ভিতরে অস্থিরতা কাজ করছে। সবাই চুপচাপ, অস্বস্তিকর পরিবেশ।

আমিন চৌধুরী তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন কর্নেল এবং তিনি জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর হয়ে কাজ করছেন। গাল্‌ফ যুদ্ধ পরবর্তী শান্তিরক্ষা মিশনে তিনি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে কসোভোতে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক মিশনের পিলার-১ এর পরিচালক বোর্ডের অন্যতম সদস্য তিনি। তার অধীনে রয়েছে কসোভোর পুলিশ বিভাগ। তিনি প্রায় আট বছর ধরে দেশ ছেড়ে বাইরে আছেন। একবার তার উচ্চপদস্থ এক ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের অস্ত্র ক্রয়ের দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকার কথা তিনি ফাঁস করে দেন। তার ফলেই আজ তাকে এই বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে। বেশ কয়েকবার তিনি দেশে ফেরার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু সেই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বর্তমানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল এবং সেই সাথে বর্তমান সেনাপ্রধানের আত্মীয় হবার কারণে তার আবেদন নাকচ হয়ে যায়। বর্তমানে তিনি দেশে ফেরার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন।

আজ সকালে খুব ভোরে কলিংবেলের শব্দে তার ঘুম ভাঙে। আলবেনীয় লোকটি তাকে জানায় জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক মিশনের মহাপরিচালক জেনারেল এডমন্ড স্ট্রস তার সাথে দেখা করতে চান। তিনি কারণ জানতে চাইলে তাকে কিছু বলা হয় নি। শুধু বলা হয়েছে বিষয়টি খুব জরুরি এবং তাকে এখনই যেতে হবে। আমিন চৌধুরী ল্যান্ড ক্রুসারের টিনটেড কাঁচ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। বাইরের আবহাওয়া বোঝার চেষ্টা করছেন তিনি। অবশেষে গাড়িটি এসে থামল জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক মিশনের হেডকোয়ার্টারের সামনে।

কর্নেল আমিনকে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক মিশনের মহাপরিচালক জেনারেল এডমন্ড স্ট্রসের রুমে নিয়ে যাওয়া হল। রুমটি কাঁচ দিয়ে ঘেরা। বাইরে থেকে রুমের ভিতরের কোন কিছু দেখা যায় না। রুমটি বেশ বড় এবং বাইরের দিকে বারান্দা আছে যা থেকে বেদোভা লেকের নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করা যায়। ঝলমলে শুভ্র রোদ রুমের মধ্যে এসে পড়ছে কাঁচের ভিতর দিয়ে।

রুমটি বেশ গোছালো। বেশ বড় একটি টেবিল রাখা রুমটির মাঝখানে।

BanglaBook.org

টেবিলের পিছনে একটি বড় শেলফ এবং সেটিতে প্রচুর বই রাখা। টেবিলটির উপর বেশ কিছু ফাইল রাখা আছে। ডানদিকে বড় একটি টেলিভিশন। বাম দিকে রয়েছে একা জোড়া সোফা। আমিন যখন রুমে প্রবেশ করলেন তখন টেলিভিশনে বিবিসির খবর চলছিল এবং ক্লিন শেভড, ছাই রঙের স্যুট পরা এক ককেশিয়ান সোফায় বসে মনোযোগের সাথে টাইমস ম্যাগাজিন পড়ছিলেন।

এডমন্ড স্ট্রস ল্যাপটপে জরুরি কাজ করছিলেন। তিনি ইশারায় আমিনকে বসতে বললেন। জেনারেল স্ট্রসের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, জাতিতে বৃটিশ। অথচ এখনও শরীরের ফিটনেস ধরে রেখেছেন। তেইশ বছর বয়সী ইলানা তার ব্যক্তিগত সহকারী এবং বর্তমান গার্লফ্রেন্ড। স্ট্রস হাসিমুখে বলে থাকেন ইলানার মত যুবতীকে তিনি বেশ ভালোভাবেই তৃপ্তি দিতে পারেন।

বিবিসির খবরে সাদ্দাম হোসেনের ভিডিও ফুটেজ দেখানো হচ্ছে। কিন্তু টেলিভিশনের ভলিউম অফ থাকায় কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। সাদ্দাম হোসেন এক জনসভায় বক্তব্য রাখছেন। তার হাতে রাইফেল। সাদ্দামই একমাত্র রাষ্ট্রনায়ক যিনি কখনও অস্ত্র ছাড়া কোথাও যান না। কিছুক্ষণ পর ল্যাপটপ থেকে মাথা তুললেন স্ট্রস।

"হ্যালো, কর্নেল আমিন," হাসিমুখে বললেন স্ট্রস।

"হ্যালো জেনারেল," হাসিমুখেই জবাব দিলেন আমিন।

"ভ্রমণ কেমন হল?" জানতে চাইলেন তিনি।

"মন্দ নয়। শীতটা বোধহয় এবার জাঁকিয়েই পরবে কসোভোতে।"

"হয়তো। আপনার জন্য ড্রিংকস চলবে?"

"শুধু বিয়ার, ধন্যবাদ।"

স্ট্রস উঠে গিয়ে আমিনের জন্য একটি কাঁচের গ্লাসে বিয়ার ঢেলে দিলেন। নিজেও এক গ্লাস নিলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনাকে একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি," এই বলে তিনি সোফায় বসে থাকা লোকটির দিকে তাকালেন।

লোকটি ম্যাগাজিন রেখে উঠে দাড়ালেন এবং আমিনের পাশে এসে বসলেন।

"ইনি মি. জন হিউস্টন, সিআইএ এর যুদ্ধাপরাধ ডেস্ক এর ডিরেক্টর," বললেন স্ট্রস।

আমিন হিউস্টনের সাথে হাত মিলালেন। কর্নেল আমিন এখনও বুঝতে পারছেন না তাকে কি কারণে এত জরুরি ভিত্তিতে এখানে ডেকে পাঠানো হয়েছে। আর তার সাথে সিআইএ এরই বা সম্পর্ক কি?

"কর্ণেল আমিন, হিউস্টন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার নিয়ে আমার কাছে এসেছেন," হাসিমুখে বলে যাচ্ছেন স্ট্রস। "কসোভো যুদ্ধে মিলোসেভিচ বাহিনী যে

BanglaBook.org

গণহত্যা চালায় তার উপরই তিনি কাজ করছেন," বলে চুপ করলেন স্ট্রস।

"তা বুঝতে পারছি। কিন্তু এত সকালে আমাকে কেন ডেকে আনা হল তা বুঝতে পারছি না," চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন আমিন চৌধুরী।

"মূলতঃ কসোভো যুদ্ধে যে মিলোসেভিচ বাহিনী গণহত্যা চালায় এবং বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পরে তাদেরকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে," মুখ খুললেন হিউস্টন। চেহারায় আভিজাত্য আর দাম্ভিকতার ছাপ রয়েছে তা একবার তাকালেই বুঝা যায়। "যুদ্ধের সময় যারা যুগোস্লাভিয়ার ক্ষমতায় ছিলেন যেমন মিলান মিলিউতিনোভিচ, নিকোলা সাইনোভিচসহ অনেককেই আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন করা হবে," গম্ভীর কণ্ঠে বললেন হিউস্টন।

আমিন তাকিয়ে আছেন টেলিভিশনের পর্দায়। বিবিসি তে বাংলাদেশ নিয়ে একটি রিপোর্ট দেখানো হচ্ছে। কিন্তু ভলিউম অফ থাকায় তিনি কিছুটা বিরক্ত। কিন্তু তা প্রকাশ করলেন না।

"আপনি নিশ্চয়ই র‍্যাশাক গণহত্যার কথা শুনে থাকবেন," বলে চলছেন হিউস্টন। "এই গণহত্যায় যিনি নিজ হাতে ৪৫ জন নিরীহ বেসামরিক লোককে হত্যা করেন তিনি হলেন জেনারেল আফরিম ভালমির। যিনি যুদ্ধচলাকালীন সময়ে যুগোস্লাভ বাহিনীর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন। যুদ্ধে পরাজয়ের পর তিনি পালিয়ে যান," একটানা বলার পর আমিনের দিকে তাকালেন হিউস্টন। স্ট্রস একটি ফাইল এগিয়ে দিলেন। সেটা হাতে নিয়ে আমিনের সামনে খুলে ধরলেন। ভেতরে বেশ কিছু কাগজপত্রের মাঝে একজন মানুষের ছবি দেখা যাচ্ছে। জেনারেল আফরিম ভালমির।

কর্ণেল আমিন শুনে যাচ্ছেন। হিউস্টন আবার বলা শুরু করলেন, "আমরা জেনারেল ভালমিরকে অনেকদিন থেকে ট্র্যাক করে আসছি। কিন্তু ভালমির খুব চতুর এবং তিনি সবসময় জায়গা পরিবর্তন করে ফেলেন। যার ফলে আমরা তাকে ধরতে পারছিলাম না। কিন্তু এবার বোধহয় তার খোঁজ পেয়েছি এবং তা সত্যি হলে এবার তাকে আমরা ধরতে পারবো।"

এডমন্ড স্ট্রস এবং আমিন মনোযোগের সাথে কথাগুলি শুনছিলেন। স্ট্রস হিউস্টনের জন্য ইন্টারকমে ইলানাকে কফি দিতে বললেন।

"প্রায় তিনদিন আগে আমাদের হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইন্টেল আসে। সেটার খবর অনুযায়ী বর্তমানে গিনজিল্যানে অবস্থান করছেন ভালমির," কফির কাপটি রাখতে রাখতে বললেন হিউস্টন। "যেহেতু র‍্যাশাকে ভালমির যা করেছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই তাই তাকে বিচারের মুখোমুখি করা যাচ্ছে না। তাই আমেরিকা চাচ্ছে তাকে হত্যা করতে এবং কাজটি করতে হবে গোপনে," বলে আমিনের দিকে তাকালেন হিউস্টন।

BanglaBook.org

"এবার বুঝতে পারছি কেন আমাকে ডাকা হয়েছে," কর্নেল আমিন এবার মুখ খুললেন। "কিন্তু আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি, আপনারা কাজটা কেন করছেন না এবং কাজটি কেন গোপনে করতে হবে?"

"গিনজিল্যানে ভালমির কয়েকটি দেশের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করবেন," আমিনের প্রশ্নের উত্তরে বললেন হিউস্টন। "এবং ঐ গোপন বৈঠকে রাশিয়ার দুইজন প্রভাবশালী জেনারেলও থাকবেন। আপনি কি জানেন, ভালমির আবার ক্ষমতা নিজের হাতে নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে? অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি তার এই উদ্যোগের জন্য সাহায্য করার জন্য গোপনে এগিয়ে আসছে রাশিয়ার কমিউনিস্ট দুজন সেনা কর্মকর্তা। রাশিয়ায় আমাদের এজেন্ট আগস্টে আমাদের কাছে খবর পাঠায় যে, রাশিয়ান জেনারেল রাইলভ এবং ইলিয়ানিচ তাদের একটি যৌথ ব্যাংক একাউন্ট থেকে একটি বিশাল পরিমাণ অর্থ ইলেকট্রিক কারেন্সীর মাধ্যমে ট্রান্সফার করে। পুরো অর্থটি দেখানো হয়েছিল তাদের এজেন্সি এসভিআর এর জন্য একটি অস্ত্র চুক্তির খরচ হিসেবে। সরকারিভাবে অর্থগুলো খরচ হলেও সেটা আসলে ব্যবহৃত হয় কয়েকজন মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষে। পরবর্তীতে আমরা খবর পাই, পুরো অর্থের দুই তৃতীয়াংশ চলে গেছে একটি ভুয়া সার্বিয়ান একাউন্টে। একাউন্টটি ভালমিরের চাচাতো ভাই নকল নাম ব্যবহার করে চালায়। সিআইএ এই মুহূর্তে এমন কোনো ঘটনায় জড়িত হতে চাচ্ছেনা যার সাথে এসভিআর জড়িত। বুঝতেই পারছেন কেজিবির সাথে আমাদের সংঘাতগুলো তো আমরা এখনও ভুলি নি। তাই আমাদের কোনো অ্যাসেটকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি না। তাছাড়া ইউএসএমসি চায় না তাদের কোনো ইউনিট বা স্নাইপারকে ধার দিতে। সেই জন্যে কাজটি আমরা করতে পারছি না। আমরা চাই এমন কেউ কাজটা করুক, যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।" বলে চুপ করলেন হিউস্টন।

"ভালমিরের অবস্থান সম্পর্কে আপনারা কতটা নিশ্চিত?" জানতে চাইলেন আমিন।

"স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবি দেখে আমরা নিশ্চিত হয়েছি ভালমির গিনজিল্যানের পার্বত্য এলাকায় এক ছোট বাড়িতে অবস্থান করছেন। তাকে চব্বিশ ঘণ্টা দৃষ্টিসীমার মধ্যে রাখতে ইউএস এয়ার ফোর্স আমাদেরকে দুটো ড্রোন বরাদ্দ দিয়েছে। ড্রোনের ক্যামেরায় তোলা ছবি থেকে দেখা যায় বাড়িটার চারপাশে অনেকগুলি বাড়ি আছে যাতে অস্ত্রধারী লোকজন পাহারা দিচ্ছে," উত্তরে বললেন হিউস্টন।

"তাহলে তো কাজটি করতে গেলে প্রচুর গোলাগুলি হবে," দুই হাত টেবিলের উপর রেখে বললেন আমিন।

BanglaBook.org

"সেইজন্যে কাজটি দূর থেকে করতে হবে," এক কথায় উত্তর দিলেন হিউস্টন।

"মানে?" চেহারায় বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন আমিন।

"মানে স্নাইপার অর্থাৎ দক্ষ শার্প শ্যুটার দিয়ে কাজটি করতে হবে," আমিনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন হিউস্টন।

"কাজটি করতে পারলে আমার লাভ কি হবে?" সরাসরি প্রশ্ন করলেন আমিন।

"দেখুন, লাভ-ক্ষতি হিসেব করলে অনেক কথাই চলে আসে। সিআইএ'র হয়ে একটি কাজ করে দেয়া মানে আপনার রিকগনিশন বেড়ে যাওয়া। তাছাড়া স্টেট্স স্বার্থপর নয়। আমরা জানি আপনি দেশে ফিরতে চান। এই জঙ্গলের মধ্যে কে পরে থাকতে চায়? কিন্তু আপনার দেশের সেনাবাহিনী চাচ্ছে না আপনি দেশে ফিরে যান। আপনি যদি কাজটি করতে পারেন তাহলে আপনার দেশে ফেরার ব্যাপারে সাহায্য করব এবং সেখানে আপনি যেন খুব ভালো অবস্থানে থাকেন তারও ব্যবস্থা করা হবে। আর সেই সাথে সিআইএ এর কাজে সহায়তা করার জন্য আপনি পরবর্তীতে যে কোন সময় আমাদের সাহায্য পাবেন। আর কিছু অর্থের ব্যবস্থাও থাকবে মিশন পরিচালনার জন্য।" বেশ স্পষ্ট ভাবেই কথাগুলো বললেন হিউস্টন।

কর্ণেল আমিন হিউস্টনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এটা হয়তো তার জীবনের একটি বড় সুযোগ। দেশে তার পরিবারের কাছে ফিরে যাবার জন্য কতটা আকুল হয়ে রয়েছেন তিনি এখন অনুভব করতে পারলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আমাকে কি করতে হবে?"

"আপনার বাসায় আজই ইনটেল পৌঁছে যাবে। আর আপনার ব্যাংক একাউন্টে মিশনের জন্য পর্যাপ্ত টাকারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে," হাসিমুখে বললেন হিউস্টন। এই প্রথমবারের মত তার মুখে হাসি দেখা গেল।

কর্ণেল আমিন তাকিয়ে আছেন বাইরের বেদোভাচের নীল জলরাশির দিকে। তার চোখে দেশে ফিরার আকাংক্ষা। প্রিস্তিনার বাতাসে তুষার উড়ছে। বরফে সূর্যের আলো পড়ে অপরুপ সুন্দর দৃশ্য তৈরি হয়েছে। প্রিস্তিনা শীতের অপেক্ষায়।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

প্রিস্তিনা, কসোভো
১৮ অক্টোবর, ১৯৯৯

কর্নেল আমিন বেশ চিন্তিত। গতকালের জন হিউস্টনের সাথে হওয়া বৈঠক নিয়ে তিনি ভাবছেন। তার বাসায় গতরাতেই একটি ফাইল পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি সারারাত চিন্তা করেছেন কাজটি কিভাবে করবেন। এমনকি উত্তেজনার কারণে তার ভাল ঘুম হয় নি।

তার বারবার একটি ঘটনা মনে পড়ছে। বার বছর আগের সেই ঘটনা কাল তার হঠাৎ মনে পড়ে। তখন তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল। তাকে বান্দরবনের পার্বত্য এলাকায় একটি মিশনে পাঠানো হয়। এক প্রভাবশালী লোকের ছেলেকে কিডন্যাপ করে বান্দরবনে নিয়ে যাওয়া হয়। লোকটি প্রভাবশালী হওয়ায় সেনাবাহিনীকে তলব করা হয় ছেলেটিকে উদ্ধারের জন্য। ঐ মিশনে আট জন সৈন্যসহ আমিনকে পাঠানো হয় ছেলেকে উদ্ধারের জন্য। যখন আমিন তার সৈন্য নিয়ে বাড়িটি ঘেরাও করে তখন কিডন্যাপার ছেলেটির মাথায় বন্দুক ধরে বাইরে বের হয়ে আসে। সেই মুহূর্তে তাদের টিমকে কভার দেয়ার জন্য দূরে স্নাইপার নিয়ে তৈরি ছিল লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাজহারুল ইসলাম। প্রায় সাড়ে পাঁচশত মিটার দূর থেকে তার নেয়া শটটি হোস্টেজের মাথার কয়েক সেন্টিমিটার পাশ দিয়ে কিডন্যাপারের বাম চোখে আঘাত করে। শটটি প্রায় অসম্ভব এবং খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

আমিন এবং মাজহার তারপর অনেক মিশনে একসাথে অংশ নেয়। তাদের ভিতর গড়ে উঠে বন্ধুত্ব। একবার পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিরক্ষী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে আহত হয় মাজহার। তখন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাজহারকে উদ্ধার করে আমিন।

এরপর আমিন চৌধুরী চলে আসেন প্রমোশন পেয়ে মোজাম্বিকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে। আর মাজহারকে তার শুটিং দক্ষতার কারণে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) এ বদলী করা হয়। আমিন তার ডায়েরী বের করলেন যেখানে তার সব প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ নম্বর রাখা আছে। অনেকদিন থেকে মাজহারের সাথে কোন যোগাযোগ নেই। মাজহারের নম্বর খুঁজে বের করলেন তিনি। নম্বরটি ডায়াল করলেন। কিন্তু নম্বরটি বন্ধ পাওয়া গেল।

BanglaBook.org

আমিন তারপর কল করলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে। সেখান থেকে এসএসএফ এর অফিসের নাম্বার নিলেন তিনি। এসএসএফ এর প্রধান কার্যালয় তেজগাঁওয়ে প্রধাণমন্ত্রীর অফিসে অবস্থিত । তাদের ট্রেনিং এবং বসবাসের সুবিধাও রয়েছে হেডকোয়ার্টারে। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং ভিআইপি দের দৈহিক নিরাপত্তা দেয়াই তাদের প্রধান কাজ। ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এসএসএফ বেশ সফল ভাবেই ভিআইপি দের নিরাপত্তা দিয়ে আসছে।

উন্নত প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত স্মার্ট বাহিনী এসএসএফ। এসএসএফ এর আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রের ভিতর রয়েছে ব্যক্তিগত ব্যালাসটিক প্রতিরক্ষা গিয়ার, সার্ভাইল্যান্স এবং জ্যামিং ইক্যুইপম্যান্ট, স্পেশাল গাড়ি যার ভিতর রয়েছে মিতশুবিশি পাজেরো, নিসান পেট্রোল, টয়োটা ল্যান্ড ক্রুসার, বিএমডব্লিউ ৭ সিরিজ, নিসান সিডানস, মার্সিডিজ বেন্জ এর লাক্সারী গাড়িগুলো।

এসএসএফ এর কাজগুলোর ভিতর রয়েছে অপারেশন এবং প্রশিক্ষণ, ইনটেলিজেন্স এবং প্রতিরক্ষা। সকল বাহিনী এসএসএফকে সাহায্য করতে বাধ্য এবং তারা যে কাউকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রপ্তার করতে পারে। বাংলাদেশের যে কোন বাহিনীর চাইতে বেশি ক্ষমতা লাভ করে এসএসএফ। যে কারণে তাদেরকে সবাই ঈর্ষা করে থাকে।

আমিন ফোন করলেন এসএসএফ এর হেডকোয়ার্টারে। একবার রিং হবার সাথে সাথে ওপাশ থেকে ফোন রিসিভ করল এক নারীকণ্ঠ।

"হ্যালো, এসএসএফ হেডকোয়ার্টার," নারীকণ্ঠটি বলল।

"আমি কর্নেল আমিন চৌধুরী, কসোভোয় জাতিসংঘের প্রশাসনিক ডিরেক্টর," নিজের পরিচয় দিলেন আমিন চৌধুরী।

"আপনার জন্য কি করতে পারি?" নারীকণ্ঠ প্রশ্ন করল।

"আমি কর্নেল মাজহারুল ইসলামের সাথে কথা বলতে চাচ্ছি," সরাসরি বললেন আমিন।

"আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমি স্যারের অফিসে লাইন দিচ্ছি," যান্ত্রিক নারীকণ্ঠটা উত্তর দিল।

আমিন ফোনে হালকা আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি মনে মনে হাসতে লাগলেন। তার ফোনটি এখন ট্রেস করা হচ্ছে। তার অবস্থান নিশ্চিত হলেই মাজহারের কাছে লাইনটি দেয়া হবে। সেই সাথে ফোনটি রেকর্ডও করা হবে। এই অবস্থার সাথে বেশ ভালভাবেই পরিচিত তিনি।

বেশ কিছুক্ষণ পর ওপাশ থেকে এক গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেলেন আমিন। সেই সাথে বুঝতে পারলেন কণ্ঠটি কর্নেল মাজহারের।

BanglaBook.org

"হ্যালো, কর্নেল মাজহার বলছি," কণ্ঠটি বেশ জোরালো।

"আমি কর্নেল আমিন চৌধুরী, চিনতে পেরেছ?

"হ্যা, চিনতে পেরেছি। আমার পিএস তোমার কথা বলেছে। আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি, তোমার সেল নম্বরটি দাও। আমি পরে তোমাকে কল করব।"

আমিন এটাই চেয়েছিলেন। মাজহারও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে আমিন এতদিন পর নিশ্চয়ই কোন জরুরি কাজে তাকে ফোন দিয়েছেন। আর তিনি চান না কল ট্র্যাক করা অবস্থায় কোন জরুরি কথা বলতে। আমিন তার ব্যক্তিগত নাম্বারটি দিলেন।

আমিন সকালে লাইব্রেরীতে ফোন দিয়ে কিছু বইয়ের অর্ডার দিয়েছিলেন কসোভোর ভূ-প্রকৃতির উপর। তাকে যে ফাইল দেয়া হয়েছে তাতে গিনজিল্যানের উপর তেমন কোন তথ্য নেই। শুধু জেনারেল ভালমিরের বর্তমান অবস্থানের কয়েকটি স্যাটেলাইট ইমেজ আছে। বইগুলো কিছুক্ষণ আগে এসে পড়েছে। আমিন মনোযোগ দিয়ে বই পড়া শুরু করে দিলেন। এবং কখন যে সকাল পার হয়ে দুপুর হয়ে গেল তা বুঝতে পারলেন না।

দুপুরে খাওয়া শেষ করে অলস সময় পার করছিলেন আমিন। এই মিশনের কারণে তাকে তিন সপ্তাহের ছুটি দেয়া হয়েছে। যখন চোখে প্রায় ঘুম এসে পড়েছিল ঠিক তখনই তার সেল ফোনে রিং বেজে উঠল। নম্বর দেখে বুঝতে পারলেন বাংলাদেশ থেকে কলটি করা হয়েছে। ফোনটি রিসিভ করলেন তিনি।

"হ্যালো," আমিন বললেন।

"মাজহার বলছি।" মাজহারের কণ্ঠ শোনা গেল।

"তুমি এখন কোথায়?"

"আমি কিছুক্ষণ আগে বাসায় আসলাম।" আমিনের কাছে দুপুর হলেও বাংলাদেশে তখন সন্ধ্যা।

"তোমার সাথে একটি জরুরি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি কিন্তু একটি বিষয় আমাকে নিশ্চিত করতে হবে-'

"কারও কাছে এ নিয়ে কথা বলা যাবে না এইতো?" আমিনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন মাজহার।

"হ্যা, ঠিক তাই।"

"কথাটা কি?"

"সরাসরি বলব?" জিজ্ঞেস করলেন আমিন।

"হ্যা, বল," মাজহার বললেন।

BanglaBook.org

"তুমি কি আমার জন্য একটি কাজ করতে পারবে?" প্রশ্ন করলেন আমিন।

"কি কাজ বল। তুমি আমাকে একবার বাঁচিয়েছিলে, তার ঋণ তো শোধ করা যাবে না। তারপরও তোমার কোন উপকারে আসতে পারলে অবশ্যই তা করার চেষ্টা করব।" মাজহার সরাসরি বললেন।

"আমি একটি মিশনের দায়িত্ব পেয়েছি সিআইএ এর কাছ থেকে। আচ্ছা, লাইনটি কি সেইফ?" আবার প্রশ্ন করলেন আমিন। তিনি নিশ্চিত হতে চাইছেন কারণ তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

"হ্যা, তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পার।" আমিনকে আশ্বস্ত করলেন মাজহার।

"কসোভোতে এক যুদ্ধাপরাধীকে অ্যাসাসিন করতে হবে।" বলে থামলেন আমিন। এখনই বিস্তারিত জানাতে চাচ্ছেন না তিনি।

"তোমার কাজ কি তাতে?" আমিনের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাচ্ছে না মাজহার।

"আমাকে কাজটি করার দায়িত্ব নিতে বলা হচ্ছে।"

"তাতে তোমার লাভ কি?"

"কাজটি শেষ করতে পারলে আমাকে দেশে ফেরার ব্যাপারে সাহায্য করা হবে।"

"বুঝতে পারছি, এখন আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?" প্রশ্ন করলেন মাজহার।

"কাজটি করতে হলে একজন স্নাইপার লাগবে। এবং আমার দেখা সবচেয়ে ভাল স্নাইপার তুমি। তুমি যদি কাজটি করে দাও তাহলে আমি দেশে ফিরে আসতে পারি।" আমিন একদমে কথাগুলো বলল।

"তোমার শিডিউল কবে? মানে কবে কাজটি করা হবে?"

"সামনের সপ্তাহেই। বড়জোর সাত থেকে আট দিনের ভিতর কাজটি শেষ করতে হবে।"

"সবই ঠিক আছে। আমিও তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আগামী সপ্তাহে মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছেন ওআইসি সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য। আমাদের এসএসএফ এর যে টিম প্রধানমন্ত্রীর সাথে যাবে তার কমান্ডে আমি থাকব। সুতরাং আমাকেও প্রধানমন্ত্রীর সাথে যেতে হবে।" মাজহার তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বললেন।

"তাহলে তো সমস্যা হয়ে গেল। এখন কি করব কিছু বুঝতে পারছি না।" আমিনের কণ্ঠে হতাশা ফুটে উঠেছে।

"দাড়াও। এত হতাশ হবার কিছু নেই। তোমার তো দক্ষ শ্যুটার লাগবে, তাই

BanglaBook.org

না?"

"হ্যা।"

"আমার পরিচিত একটি ছেলে আছে। ছেলেটি দারুণ। অসম্ভব তার শ্যুটিং দক্ষতা এমনকি আমিও মুগ্ধ তার পারদর্শিতা দেখে। ছেলেটির শ্যুটিং লেভেল জি প্লাস। মাত্র তিন বছর হল সে আর্মিতে যোগ দিয়েছে। এর মাঝেই ছেলেটি আমাকে অবাক করে দিয়েছে।"

"সবই বুঝলাম, কিন্তু আমার দক্ষ শুটার লাগবে, ঠিক আছে। কিন্তু তাকে অবশ্যই মুখ বন্ধ রাখতে হবে। তাছাড়া ছেলেটি এমন কোন মিশনে আগে গিয়েছে কিনা সেটাও দেখতে হবে।" আমিন আস্থা রাখতে পারছে না তা তার কথাতেই বুঝা যাচ্ছে।

"ছেলেটি আগে এমন কোন মিশনে যায় নি তা ঠিক আছে। কিন্তু ছেলেটি মুখ বন্ধ রাখবে সে বিষয়ে তোমাকে নিশ্চিত করতে পারি। আর ছেলেটিকে আমি নিজে প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং আমি মনে করি সে কাজটি করতে পারবে।"

"ছেলেটির নাম কি?" আমিন আগ্রহ দেখালেন।

"ওর নাম শাফাত রায়হান এবং র‍্যাঙ্ক ক্যাপ্টেন। তুমি যদি চাও তাহলে আমি ছেলেটির প্রোফাইল তোমাকে মেইল করতে পারি।"

"তা ঠিক আছে। আর একটি ব্যাপার, শুধু শ্যুটার হলেই তো হবে না। তার সাথে একজন স্পটারও লাগবে। তার কি হবে?" আমিন জিজ্ঞাসা করলেন।

এক মিনিট ওপাশ থেকে কোন শব্দ এল না। মাজহার চিন্তা করতে লাগলেন। কিছুটা ভেবে বললেন, "পেয়েছি। শাফাতেরই আর এক বন্ধু আছে। তার নাম রশিদ হোসেন এবং সেও ক্যাপ্টেন। এই ছেলেটিও ভাল এবং খুবই রোমাঞ্চপ্রিয়। ছেলে দুটো আমার হাতে গড়া। তাই তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার তাদের ব্যাপারে। আমি বললে তারা মুখ বন্ধ করে কাজটি করবে। এবং আমি আশাবাদী তারা তোমাকে ব্যর্থ করবে না।"

"হুমম্," কিছুটা ঝিম মেরে বললেন, "ঠিক আছে, কি আর করা। তুমি ছেলে দুটোর প্রোফাইল পাঠিয়ে দাও আমার মেইলে। তোমাকে আমার মেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বললেন আমিন।

"ঠিক আছে তোমাকে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে মাজহার শিস বাজালেন আপন ভঙ্গিতে।

কিছুক্ষণ পর আমিন চৌধুরীর মেইল অ্যাড্রেসে একটি মেইল আসল। মেইলে শাফাত রায়হান এবং রশিদ হোসেনের ছবিসহ তাদের যাবতীয় তথ্য রয়েছে।

BanglaBook.org

শাফাত রায়হানের ছবি দেখে বুঝতে পারলেন ছেলেটির চেহারায় এক ধরণের একরোখা ভাব আছে। তাছাড়া একধরণের রুক্ষতারও ছাপ রয়েছে চেহারায়। দুজনেরই শরীরের ফিট্‌নেস এবং বডি ল্যাংগুয়েজ তার কাছে ভাল লাগল।

আমিন মন স্থির করে ফেললেন। দেশে ফেরার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠছে। তাই আর দেরি না করে তিনি মাজহারকে নিশ্চিত করলেন ছেলে দুটোকে তার পছন্দ হয়েছে। তাই মাজহার যেন খুব তাড়াতাড়ি তাদের প্রয়োজনীয় ব্রিফিং দিয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দেন তার ব্যবস্থা করার কথা বললেন।

আর আমিন পরিকল্পনা করতে লাগলেন কিভাবে কাজটি কোন রকমের ঝুট-ঝামেলা ছাড়া শেষ করে দেশে ফিরতে পারেন। ততক্ষণে কসোভোর উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে চেপে রওনা দিলেন দুইজন তরুণ সেনা ক্যাপ্টেন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

লন্ডন, যুক্তরাজ্য
২৩ অক্টোবর, ১৯৯৯

লন্ডনের হিথ্রো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করল বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইট। এই ফ্লাইটে শেষ মুহূর্তে দুইজন যুবককে বহন করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে। দুই যুবকের একজনের নাম ক্যাপ্টেন শাফাত রায়হান এবং অপরজন ক্যাপ্টেন রশিদ হোসেন। তাদের গন্তব্যস্থল কসোভো। তাদের উর্ধ্বতন সামরিক অফিসার কর্নেল মাজহারুল ইসলামের বিশেষ অনুরোধে মাত্র চার দিনের প্রস্তুতিতে তাদেরকে ঢাকা ছাড়তে হয়। ঢাকা থেকে কসোভো পর্যন্ত সরাসরি কোন ফ্লাইট না থাকায় লন্ডনে অবতরণ করতে হয় তাদের।

হিথ্রোতে যখন তারা নামল তখন ভোর ৪ টা। যদিও হিথ্রো তখন পুরো সজাগ। তারা অফিসিয়াল যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে রিসিপশনে বসে আছেন। বিমানে হালকা নাস্তা করলেও এখন ক্ষুধা অনুভূত হচ্ছে। রশিদ কিছুটা দূরে অবস্থিত ম্যাকডোনাল্ডস থেকে দুটি বার্গার কিনে এনেছে।

হাসি-খুশি স্বভাবের তরুণ রশিদ। তার পরণে নীল শার্ট এবং কালো প্যান্ট। মাথার চুল খাটো করে ছাঁটা। উচ্চতা পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি এবং ফিটনেস চমৎকার। যে কোন মেয়েকে আকৃষ্ট করার মত শারীরীক গঠন তার। সেই সাথে স্মার্টনেসও রয়েছে চালচলনে। মাত্র চার বছর আগে আর্মিতে যোগ দেয় রশিদ। সেখানেই তার সাথে পরিচয় শাফাত রায়হানের। আড়াই বছরে হয়ে যায় ক্যাপ্টেন। শুটিঙে দক্ষতার কারণে নজরে পড়ে যায় কর্নেল মাজহারের। তার অধীনে ছয় মাস প্রশিক্ষণ শেষে যোগ দেন এসএসএফ-এ।

শাফাত রায়হানও চার বছর আগে যোগ দেয় আর্মিতে। তার চেহারায় একধরণের একগুঁয়ে ভাব আছে যা খুব সহজেই চোখে পড়ে। মেয়েদের অতটা আকৃষ্ট না করলেও তার ব্যক্তিত্বপূর্ণ চালচলন সবার থেকে আলাদা করে রাখে তাকে। মাত্র তিন বছরে শুটিং লেভেল জি প্লাস অর্জন করে সে। শরীরে এবং ব্যক্তিত্বে কাঠিন্য রয়েছে তার। স্বল্পভাষী স্বভাবের দরুণ তাকে উর্ধ্বতন অফিসাররা

BanglaBook.org

খুবই পছন্দ করেন। স্নাইপিং-এ দক্ষতার কারণে খুব দ্রুত প্রমোশন হয় তার। রশিদের মত শাফাতও কর্নেল মাজহারের অধীনে এসএসএফ-এ যোগ দেয়। তার চোখের দৃষ্টি খুবই সচেতন। যে কোন জিনিস খুব গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে। ক্যাপ্টেন শাফাতের পরনে সাদা শার্ট এবং কালো প্যান্ট। রোদে পুড়ে যাওয়ায় তার চামড়া অনেকটা তামাটে হয়ে গেছে।

বার্গারে কামড় দিতে দিতে মেয়েদেরকে অবলোকন করছিল রশিদ হোসেন। এমন সময় তাদের কাছে এল এক লোক। পরনে কালো ব্লেজার এবং কালো প্যান্ট। চোখে কালো চশমা। লোকটিকে দেখে বোঝা যায় পশ্চিমা। লোকটি তাদের কাছে এসে বলল, "আপনারা কি ক্যাপ্টেন শাফাত এবং রশিদ?"

লোকটির কথায় মোটেও অবাক হল না তারা। কারণ তাদেরকে আগেই বলা হয়েছিল হিথ্রোতে তাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে। শাফাত জিজ্ঞাসা করল, "আপনার প্রিয় খাবার কি?" এটা একটি কোড প্রশ্ন যা তাদের আগেই শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং তার উত্তরও বলে দেয়া ছিল। লোকটি জবাব দিল, "হিলশা।" শাফাত নিশ্চিত হল এটাই তাদের কন্ট্যাক্ট।

লোকটি তাদেরকে অনুসরণ করতে বলল। শাফাত এবং রশিদ লোকটির পিছনে যেতে লাগল। হিথ্রো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর এবং সবচেয়ে বেশি ফ্লাইট উঠানামা করে এই বিমানবন্দরে। এর দ্বিতীয় টার্মিনাল ধরে হেটে চলল ওরা। কিছুটা এগিয়েই বাঁক নিল। তারা লোকটির পিছন পিছন একটি করিডোর দিয়ে হাটতে লাগল। বিশাল বড় করিডোরের শেষ মাথায় একটি গেইট দেখতে পেল তারা। সেখানে পৌছতেই একজন সিকিউরিটি গার্ডকে দাড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তাদের কন্ট্যাক্টের কাছে আসতেই লোকটি গার্ডের কানে কানে কিছু বলল। গার্ড একবার তাদের দিকে তাকাল। তারপর তাদেরকে পাসপোর্ট বের করতে বলল। শাফাত এবং রশিদ তাদের পাসপোর্ট বের করে গার্ডকে দেখাল। গার্ড কাঁচের দরজা খুলে দিল।

শাফাত এবং রশিদ লোকটিকে অনুসরণ করে তিন নাম্বার টার্মিনাল দিয়ে প্রবেশ করলেন। সেখানে রানওয়েতে অপেক্ষা করছিল বোয়িং সি-১৭ গ্লোবমাস্টার পরিবহন বিমান। আমেরিকার তৈরি বিশাল আকৃতির এই পরিবহন বিমান সাধারণত ব্যবহার করা হয় সৈন্য পরিবহন, আগ্নেয়াস্ত্র পরিবহন, হেভী কার্গো পরিবহনের কাজে। বিমানটি ১৭৪ ফুট লম্বা এবং ডানার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭০ ফুট। ১৩৪ জন সৈন্য অথবা এম১ আব্রাম ট্যাঙ্ক পরিবহনের ক্ষমতা রাখে সি-১৭ গ্লোবমাস্টার।

BanglaBook.org

শাফাত রায়হান একপলক দেখে নিল বিমানটি। তারা যখন বিমানের ভিতর প্রবেশ করলো তখন পাইলট ঘোষনা করলেন বিমানটি অল্প কিছুক্ষণের ভিতর ছাড়া হবে। মাত্র তিনজন যাত্রীর জন্য প্লেনটি বড় বেশি বেমানান। লন্ডন থেকে প্রিস্তিনার দূরত্ব অল্প, প্রায় ১৮৮২ কিলোমিটার। যখন প্লেনটি রানওয়ে দিয়ে চলতে শুরু করল তখন সূর্য মাত্র উঠিউঠি করছে।

শাফাত বেশ চিন্তিত কারণ সে প্রায় কিছুই জানে না কেন তারা কসোভো যাচ্ছে। শুধুমাত্র কর্নেল মাজহারের অনুরোধে তাদেরকে আসতে হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে একটা মিশন সম্পন্ন করতে হবে। প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল শাফাত। রশিদ হেডফোনে গান শুনছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে বেড়াতে এসেছে। তাদের কন্ট্যাক্টও চুপচাপ। শাফাতের দুচোখে ক্লান্তি এসে ভর করছে। ঘুম আসছে তার চোখ জুড়ে। অল্প কিছুক্ষণের ভিতর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন শাফাত।

এটা কি স্বপ্ন নাকি বাস্তব। শাফাত দ্বিধান্বিত। তার মনে হল সে একটি ঘরে বন্দী। তার শরীরে রক্তের দাগ। আঘাতের চিহ্নও রয়েছে শরীরে। তীব্র ব্যথা অনুভব করল শাফাত। স্বপ্নে অনুভূতি থাকে কি না তা সে জানে না। কিন্তু এই ঘটনা তার কাছে বাস্তব মনে হচ্ছে। তাকে যে ঘরে রাখা হয়েছে সেই ঘরটি ছোট। একটি বিছানা ছাড়া কিছু নেই ঘরটিতে। শাফাত অচেতন হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। এমন সময় ঘরটির দরজা খুলে গেল। দুজন লোক এগিয়ে এল। লোক দুটোর পরনে কি তা সে দেখতে পারছে না। তারা নিজেদের ভিতর কি নিয়ে যেন কথা বলছিল।

হঠাৎ লোক দুটো তাকে ধরে সোজা করল। তারা তাকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। তীব্র আলো চোখে এসে পরল। শাফাত তাকাতে পারছে না। সে দেখল তাকে একটা করিডোরে নিয়ে আসা হয়েছে। করিডোরের দরজা দিয়ে আলো এসে পড়ছে। তার সামনে এক অপরুপ সুন্দরী। তাকে খুব চেনা চেনা লাগছে কিন্তু সে মনে করতে পারছে না কোথায় তার সাথে পরিচয় হয়েছে। মেয়েটির শরীরেও রক্তের দাগ। তাকেও নির্যাতন করা হয়েছে বুঝা যাচ্ছে।

আর একজন লোক এসে দাঁড়াল শাফাতের সামনে। লোকটি তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু তার মাথায় কিছু ঢুকছে না। সে তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে। সে কোন কথা না বলায় তার সামনে থাকা লোকটি তার পেটে খুব জোরে একটি ঘুষি মারল। শাফাত ব্যথায় চিৎকার করে উঠল। মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে আর্দ্র মমতা। শাফাতকে একটা বড় পাইপ দিয়ে আঘাত করল

BanglaBook.org

লোকটি। তার কাছে আবারও কিছু জানতে চাইল লোকটি। এবারও কিছু বলল না শাফাত।

লোকটি কাকে যেন ডাক দিল। আর এক লোক আসল একটি বড় পানি ভর্তি ড্রাম নিয়ে। যে লোক দুজন শাফাতকে ধরে রেখেছিল তারা তার মাথা চেপে ধরে পানিতে ডুবাল। দম বন্ধ হয়ে আসছে শাফাতের। তার মুখের রক্ত মিশে যাচ্ছে পানিতে। পৃথিবী শব্দহীন হয়ে গেল। দম প্রায় ফুরিয়ে আসছে কিন্তু তাকে লোক দুজন চেপে ধরে রেখেছে। মনে হচ্ছে মারা যাচ্ছে সে। কোন শব্দই তার কানে আসছে না। অনেকক্ষণ পর মনে হল প্রায় অনাদীকাল থেকে একটি শব্দ তার কানে বাজছে। কে যেন তাকে ঝাঁকাচ্ছে শব্দহীন পৃথিবীতে আবার শব্দ শুনতে পেল সে। চোখ মেলে দেখল রশিদ তাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে। সূর্যের আলো তার চোখে এসে পড়ছে। তাহলে এতক্ষণ যা ঘটল তার সবই স্বপ্ন?

রশিদ তাকে জানাল প্লেন আদাম জাশারী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ল্যান্ড করেছে। শাফাত তখনও আপনমনে ভাবছে মেয়েটির কথা। তার মন কিছুটা খারাপ হয়ে গেল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। নতুন এক দেশ। নতুন এক মিশন যার সম্পর্কে কিছুই জানে না সে। ট্রাভেল ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে বাইরে বের হয়ে আসল। পা রাখল প্রিন্তিনার মাটিতে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

প্রিস্তিনা, কসোভো
২৪ অক্টোবর, ১৯৯৯

আদাম জাশারী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরনের পর ক্যাপ্টেন শাফাত রায়হান এবং ক্যাপ্টেন রশিদ হোসেনকে বিমানবন্দর সংলগ্ন স্লাতিনা এয়ার বেইসে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তারা ফ্রেশ হয়ে সকালের নাস্তা করে নিল। তাদেরকে একটা রুমে অপেক্ষা করতে বললো তাদের কন্ট্যাক্ট।

তারা যখন স্লাতিনায় প্রবেশ করল তখন সকাল ছয়টা বেজে কয়েক মিনিট পার হয়েছে। পুরোপুরি সকাল হয়ে গিয়েছে। ব্যস্ত হতে শুরু করেছে প্রিস্তিনা।

রশিদ ততক্ষণে তাদের কন্ট্যাক্টের সাথে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছে। তার নাম পরিচয়ও জেনে ফেলেছে। লোকটির নাম মাইক জেসন। আমেরিকার পেনসিলভানিয়ায় বড় হলেও জাতিতে আইরিশ। তার জন্মের প্রায় তিন বছর আগে তার বাবা মা আমেরিকায় চলে যায় এবং সেখানেই থিতু হয়। বড় হয়ে আমেরিকা সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় সে। রশিদের সাথে বেশ হাসিমুখে কথা বলছে জেসন।

শাফাত রায়হান চুপচাপ বসে রয়েছে। তার মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। রশিদ শাফাতের দিকে মাউন্টেন ডিউ এর একটি বোতল ছুড়ে মারল। শাফাতের প্রিয় পানীয় এটি। শাফাত বোতলের মুখ খুলে একটি চুমুক দিল। খুব ক্লান্ত লাগছে তার। প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টার ভ্রমনে ক্লান্তি আসাটাই স্বাভাবিক।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার পর জেসন এসে জানাল তাদেরকে নেবার জন্য গাড়ি এসেছে। তারা স্লাতিনা থেকে বের হয়ে দেখতে পেল রূপালী রঙের নিসান সিডান তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। শাফাত এবং রশিদের সাথে জেসনও সিডানে চড়ে বসল। জেসন জানাল তাদেরকে হোটেল বাচি'তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে তারা আজকের দিনটি কাটাবে এবং কাল তাদেরকে আমিন চৌধুরীর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।

শাফাত এবং রশিদ আমিন চৌধুরীর কথা কর্নেল মাজহারের কাছ থেকে শুনেছে। তারা এটাও জানে যে তাদের মিশনটি আমিন চৌধুরীই পরিচালনা করবেন।

BanglaBook.org

সিডানটি আঁকাবাঁকা রাস্তা পার হয়ে শহরের ভিতরে প্রবেশ করল। রাস্তাগুলো মোটামুটি প্রশস্ত। রাস্তার চারপাশের বাড়িগুলোর দেয়ালে এখনও গুলির চিহ্ন দেখা যায়। কিছু বাড়ির ধ্বংসস্তূপ এখনও পরিষ্কার করা হচ্ছে। যুদ্ধ শেষ হলেও তার চিহ্ন চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। সিডানটি দারদানিয়া রোড ধরে এগিয়ে চলছে। প্রিস্তিনা- স্কোপে সড়কে এসে ডানদিকে মোড় নিল সিডানটি। উলপিয়ানায় অবস্থিত হোটেল বাচি। এর নির্মান কাজ এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। কিন্তু শহরে বাইরের মানুষের চাপে তা এখনই খুলে দিয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষ।

দু'তলা হোটেলটিতে সতেরটি রুম এবং পাঁচটি স্যুট রয়েছে। জেসন হোটেল রিসিপশনে জানাল তাদের একটি ডাবল রুম বুকিং দেয়া ছিল। মাস্টার কার্ড দিয়ে টাকা পরিশোধ করে চাবি নিয়ে তারা রুমে প্রবেশ করল। জেসন জানাল সে কাল সকালে এসে তাদেরকে নিয়ে যাবে।

রুমটি বেশ বড় এবং রুমের সাথে বাথরুম, মিনিবার, টেলিভিশন, বারান্দা, এয়ার কন্ডিশনার, টেলিফোন, হেয়ার ড্রায়ার, এলার্ম ক্লক রয়েছে। শাফাত এবং রশিদ কিছুক্ষন টেলিভিশন দেখল। মিনিবার থেকে বিয়ারের একটি বোতল খুলে বসেছে রশিদ। দুপুরে হোটেল রেস্টুরেন্টে গিয়ে লাঞ্চ করে আসল দুজনে।

বিকালে ঘুরতে বের হল শাফাত এবং রশিদ। ট্যাক্সি ক্যাবে করে তারা সানি হিলে গেল। সেখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থেকে সূর্যাস্ত দেখল। সন্ধ্যার পর হোটেলে ফিরে এল দুজনে। রাতে খাবার খেয়ে শুয়ে পরল তারা।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট সেরে নিল শাফাত এবং রশিদ। তার কিছুক্ষন পর জেসন এসে তাদের জানাল বাইরে গাড়ি রাখা আছে। তারা তৈরি হয়ে হোটেলের বাইরে বের হয়ে এল। সিলভার রঙের সিডানে চড়ে বসল তিনজন। প্রিস্তিনা- স্কোপে সড়ক ধরে সিডানটি এগিয়ে চলল। প্রিশ্‌তিনা, ডিওন, পিইটন এবং গ্র্যান্ড হোটেলকে পাশ কাটিয়ে গাড়িটি জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক মিশনের হেডকোয়ার্টারে প্রবেশ করল। জেসন তাদেরকে তিন তলায় নিয়ে গেল।

* * *

কর্ণেল আমিন চৌধুরী খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেছেন। মোজহারের পাঠানো ছেলে দুটোর সাথে আজ তার ব্রিফিং দেয়ার কথা রয়েছে। সিআইএ ডিরেক্টর জন হিউস্টনও ব্রিফিং এ থাকবেন। আমিন চৌধুরী এখন শাওয়ার নিচ্ছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল করার অভ্যাস তার ছোটবেলা থেকে।

BanglaBook.org

শাওয়ার শেষ করে নাস্তা করলেন। জামা পড়ে তৈরি হয়ে বাড়ি থেকে বের হলেন তিনি। বাড়িটি ডুপ্লেক্স এবং সাথেই গ্যারেজ রয়েছে। গ্যারেজ থেকে বিএমডব্লিউ ই-৩৮ গাড়িটি বের করলেন। গাড়িটির মসৃণ বডিতে হাত বুলালেন তিনি। গাড়িটি স্টার্ট করে হালকা রক গান ছেড়ে চালাতে শুরু করলেন। চৌদ্দটি স্পিকার এবং চারটি সাবউফার মিলিয়ে চমৎকার সাউন্ড সিস্টেম রয়েছে গাড়িটিতে। আমিন চৌধুরীর বাড়িটি ন্যাশনাল মিউজিয়ামের কাছে। বাড়ি থেকে তার অফিস মাত্র কয়েক মিনিটের দূরত্বে।

আমিন চৌধুরী জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক মিশনের হেডকোয়ার্টারের পার্কিং লটে গাড়িটি পার্ক করলেন। তার অফিস তিন তলায়।

রুমে ঢুকতেই তার সেক্রেটারী তাকে জানাল মাইক জেসন নামে এক লোক ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছেন এবং তার সাথে দেখা করতে চান। আমিন চৌধুরী তাদেরকে ভিতরে নিয়ে আসতে বললেন।

রুমে প্রবেশ করলেন মাইক জেসন, শাফাত রায়হান এবং রশিদ হোসেন। আমিন তাদেরকে বসতে বললেন। খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে শাফাত এবং রশিদকে নিরীক্ষন করতে লাগলেন আমিন চৌধুরী। আমিনের সাথে শাফাত এবং রশিদকে পরিচয় করিয়ে দিলেন জেসন। আমিন জেসনকে ইশারা করলেন বাইরে যেতে। জেসন রুম থেকে বের হয়ে গেলে কথা শুরু করলেন আমিন।

"হ্যালো জেন্টলমেন," আমিন হাসিমুখে বললেন।

"হ্যালো স্যার," শাফাত উত্তর দিল।

"তারপর কি খবর? এতদূর আসতে কোন সমস্যা হয়নি?" আন্তরিকতার সাথে প্রশ্ন করলেন আমিন চৌধুরী।

"না স্যার। আমরা ভ্রমনটা উপভোগ করেছি," স্বভাবসুলভ হাসিমুখে বলল রশিদ।

"মাজহার তোমাদের কিছু বলেছে কসোভো আসার ব্যাপারে?" আমিন প্রশ্ন করলেন।

"মাজহার স্যার আমাদের শুধু বলেছেন একটি মিশনে কাজ করতে হবে। তবে মিশনের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলেননি," শাফাত গম্ভীর মুখে বলল।

"হ্যা, ঠিক তাই। তোমাদের একটা মিশনে অংশ নিতে হবে," আমিন কড়া দৃষ্টিতে দেখছেন তাদের। "মাজহার আমাকে তোমাদের ব্যাপারে বলেছে। তোমরা ভাল শ্যুটার তা ও আমাকে জানিয়েছে। তোমরা কি এর আগে এমন সত্যিকার মিশনে অংশ নিয়েছ?" আমিন ছেলেদের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে জানতে চাইছেন।

BanglaBook.org

"সত্যিকার মিশন বলতে কয়েকটি টার্গেটে আমি এবং শাফাত একসাথে কাজ করেছি। প্রায় সবগুলোতে আমরা সফল হয়েছি," রশিদের কণ্ঠে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করলেন আমিন চৌধুরী।

"তোমরা এমন এক মিশনে অংশ নিতে যাচ্ছ যা খুব বিপজ্জনক এবং মৃত্যুর ভয় রয়েছে তাতে। সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন ব্যাপার একটু এদিক সেদিক হলে নির্ঘাত মারা পরবে। এমন এক মিশনে তোমরা কি অংশ নিতে চাও?" আমিন খুব সাধারণভাবে কথাগুলো বললেন।

"সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম চ্যালেঞ্জিং এবং বিপজ্জনক জেনেই। সুতরাং সেক্ষেত্রে বিপজ্জনক মিশনে আমার কোন আপত্তি নেই।" শাফাত জবাব দিল।

"হুমম, বুঝতে পারছি। রশিদ তোমার কি অভিমত?"

"আমিও রাজি।" মাথা নেড়ে বলল রশিদ।

"কিন্তু মিশনটি কি তা তো এখন পর্যন্ত জানলাম না।" শাফাত প্রশ্ন ছুড়ে দিল আমিন চৌধুরীর দিকে।

"সবই তোমাদের জানানো হবে। তার আগে আমাকে আর একটি ব্যাপারে কথা দিতে হবে। মিশনটি সফল হোক বা ব্যর্থ হোক তা শেষ হবার সাথে সাথে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা মাথা থেকে মুছে ফেলতে হবে।" আমিন বেশ দৃঢ় কণ্ঠে কথাগুলো বললেন।

শাফাত এবং রশিদ মাথা ঝাকাল যে তারা এ ব্যাপারে চুপ থাকবে। আমিনও প্রাথমিকভাবে ছেলেদের সাথে কথা বলে সন্তুষ্ট।

* * *

আমিন চৌধুরীর রুমে বসে আছেন শাফাত রায়হান, রশিদ হোসেন এবং সিআইএ ডিরেক্টর জন হিউস্টন। শাফাত এবং রশিদের হাতে কয়েকটি ফটোগ্রাফ যাতে জেনারেল আফরিম ভালমিরের কিছু ছবি রয়েছে। শাফাত এবং রশিদ খুব ভালো করে ছবিগুলো দেখতে লাগল। আরও কিছু ছবি শাফাতের দিকে এগিয়ে দিলেন হিউস্টন। ছবিগুলো স্যাটেলাইট এবং ড্রোন থেকে তোলা হয়েছে। ভালমিরের সম্ভাব্য অবস্থান এবং তার আশেপাশের কিছু এলাকার ছবি রয়েছে তাতে। ছবিগুলো দেখা শেষ হলে আমিন কথা বলা শুরু করলেন।

"আমাদের প্রাইমারী টার্গেট হল জেনারেল আফরিম ভালমির। যার ছবি তোমরা দেখলে। সে একজন যুদ্ধাপরাধী। সে গিনজিল্যানের পার্বত্য এলাকায়

BanglaBook.org

অবস্থান করছে। জায়গাটার আশেপাশের ছবিগুলোও তোমরা দেখলে।" আমিন চৌধুরী বলছেন এবং সবাই চুপ করে শুনছে।

আমিন আবার বলা শুরু করলেন, "টার্গেটকে দূর থেকে শ্যুট করতে হবে। সে জন্য স্নাইপার দিয়ে কাজটি করতে হবে।"

"যেখান থেকে শ্যুট নেয়া হবে সেখান থেকে টার্গেটের দূরত্ব কত হবে?" শাফাত প্রশ্ন করল।

"সঠিক দূরত্ব বলা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে, তবে আমরা যে জায়গাকে স্নাইপিং নেস্ট ধরেছি সেখান থেকে টার্গেটের দূরত্ব প্রায় সাড়ে সাতশত মিটার।" মুখ খুললেন জন হিউস্টন।

"অনেক দূরে। সেক্ষেত্রে কোন রাইফেল ব্যবহার করা হবে?" শাফাতের প্রশ্ন।

"যেহেতু দূরত্ব অনেক বেশি এবং হালকা বাতাস থাকবে সে কারণে হেভী ক্যালিবার রাইফেল ব্যবহার করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার রিকমেন্ডেশন থাকবে ব্যারেট এম-৯৯ রাইফেল।" বলে হিউস্টন তাকালেন শাফাতের দিকে।

"ব্যারেট এম-৯৯?" শাফাত প্রশ্ন করল।

"ব্যারেট ফায়ার আর্মস কোম্পানির নতুন প্রোডাকশান," জবাব দিলেন হিউস্টন। "বোল্ট এ্যাকশন রাইফেল। ওজন ১০ থেকে ১২ কেজি। কার্তুজগুলো ম্যাগাজিন থেকে যাবে না। বরং পিস্তল গ্রিপের পেছনে লোড করা হবে।"

"বুলপাপ্?"

"ঠিক ধরেছ। আমরা সেমি অটোমেটিকের চেয়ে সিঙ্গল শট বেশি ভাল মনে করব। ব্যারেট এম-৯৯ স্নাইপার জগতে নতুন সংযোজন হলেও এর কার্যক্ষমতা নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।"

"তাহলে তো খুবই ভাল হল," আমিন বললেন। "রশিদ তোমার স্পটার হিসেবে কাজ করবে। তাকে প্রিসম্যাটিক অপটিক্যাল রেঞ্জ ফাইন্ডার দেয়া হবে। যন্ত্রটি দূরত্ব নির্ণয়ে কাজ করবে। তাছাড়া তাপমাত্রা, বাতাসের গতি, গ্র্যাভিটি পরিমাপক যন্ত্রও দেয়া হবে তোমাদের।"

"বুলেট কোনটা ব্যবহার করা হবে?" প্রশ্ন করল শাফাত।

"পয়েন্ট ৫০ বিএমজি। ১২.৭x৯৯ মি.মি, এই বুলেট ব্যবহার করাটাই ভাল হবে। হাই ক্যালিবার বুলেট। ড্র্যাগ এন্ড ওয়েট হিসেব করলে লম্বা রেঞ্জের জন্য পারফেক্ট। বুলেটটি তাপ এবং বাতাসের বিপরীতে খুব ভাল কাজ করে। লং রেঞ্জে এটা স্নাইপারদের জন্য সোনার কাঠি," হিউস্টন জবাব দিলেন।

"এখন আসি প্ল্যান এর ব্যাপারে। কিভাবে কাজটি করা হবে তা আমি এবং

BanglaBook.org

হিউস্টন মিলে ঠিক করেছি।" আমিন চৌধুরী তাদের সামনে ম্যাপ রেখে বলতে লাগলেন। " ক্যাম্প মনটেইথকে আমরা বেস ধরেছি। আমি এবং হিউস্টন সেখানে থাকব। তোমাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হবে। মনটেইথ থেকে তোমাদের হ্যালিকপ্টারে করে জিওকোকানে নিয়ে যাওয়া হবে। এবং সেটাই হবে ল্যান্ডিং জোন।" ম্যাপের ওপর হাত বোলালেন তিনি।

সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে কথাগুলো। আমিন আবার শুরু করলেন, "ল্যান্ডিং জোন থেকে পূর্ব দিকে বেলানেবচের কাছে পাহাড় রয়েছে। পাহাড়টি তিন দিক দিয়ে বিস্তৃত। পূর্ব দিকে উপত্যকার মত রয়েছে। সেখানেই ছয় থেকে সাতটি বাড়ি আছে। বাড়িগুলোর মধ্যে মাঝের দিকে একটি দু'তলা বাড়ি রয়েছে। বাড়িটার পারফেক্ট অবস্থান হচ্ছে ৪২.২৩৪৯ দ্রাঘিমা এবং ২১.৫৬১৯ অক্ষে। সেটাতেই ভালমির এখন অবস্থান করছেন।"

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে থামলেন আমিন চৌধুরী। হিউস্টন বলা শুরু করলেন, "ল্যান্ডিং জোন থেকে পাহাড়ে যাবার পথে হয়ত কয়েকটি টহল পার হতে হবে। পাহাড়টির এক জায়গায় একটি টাওয়ার আছে। ওয়াচ টাওয়ার। ওদের স্নাইপার সাপোর্ট আছে কিনা আমরা জানিনা। তাই তোমাদের এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।"

"তা বুঝতে পারলাম। কিন্তু সেখানে যেতে হলে অবশ্যই রাতে যেতে হবে। দিনের বেলায় কাজটি অসম্ভব। তাছাড়া ভালমিরের পারফেক্ট অবস্থান না জানতে পারলে কাজটি করা যাবে না।" শাফাত আবার প্রশ্ন করল।

"আমাদের ইন্টেল থেকে আমরা জানতে পেরেছি ভালমির রাত এগারোটার দিকে ঘুমাতে যাবার আগে একবার বারান্দায় আসে। সে সময়টা তার ধূমপানের জন্য বরাদ্দ। বারান্দাটি পশ্চিমমুখী হওয়ায় টাওয়ার থেকে ক্লিয়ার শট পাওয়া যাবে।" আমিন চৌধুরী জবাব দিলেন।

"আমাদের রেন্ডেভু পয়েন্ট কি হবে? মানে আমরা ফিরব কিভাবে?" এবার প্রশ্ন করল রশিদ হোসেন।

ম্যাপে কলম দেখিয়ে বলতে লাগলেন আমিন, "টাওয়ার থেকে নেমে ডান দিকে ঢাল আছে। তোমাদের সেখান দিয়ে নামতে হবে। পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি লেক আছে। লেকটির নাম গ্লাজনিয়া। লেকটার কাছে ডোমানোভচে হবে তোমাদের রেন্ডেভু পয়েন্ট। সেখানে তোমাদের জন্য চপার তৈরি থাকবে।"

শাফাত আপনমনে চিন্তা করতে লাগলো। মনে মনে সে ধারণা করছে কিভাবে কাজটি করবে। কাজটি মোটেও সহজ নয়। মৃত্যুর ঝুঁকিও রয়েছে তাতে।

BanglaBook.org

কিছুক্ষনের জন্য ভাবনার জগতে হারিয়ে গেল শাফাত।

হঠাৎ আমিন চৌধুরীর ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেল শাফাত। "কি চিন্তা করছ?"

"না, তেমন কিছু না। যদি কোন কিছু গোলমাল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কি হবে?" সরাসরি জিজ্ঞাসা করল শাফাত।

"তোমাদের ভয়ের কিছু নেই। তোমাদের জন্য প্রিডেটর ড্রোন থাকবে এবং তাতে হেলফায়ার মিসাইল লোড থাকবে। তাছাড়া আমাদের চপারও তৈরি থাকবে। সুতরাং আশা করছি কোন সমস্যা হবে না।" আশ্বস্ত করলেন আমিন চৌধুরী।

"আর কোন প্রশ্ন আছে?" হিউস্টন বললেন।

"ওদের কি এয়ার সাপোর্ট আছে?" শাফাত জিজ্ঞেস করল।

"না। নিজেদের অবস্থান গোপন রাখতে চাইলে ওরা ইচ্ছা থাকলেও এয়ার সাপোর্ট ব্যবহার করতে পারবে না।" হিউস্টনের কাছ থেকে জবাব এল।

"মিশনটি কখন শুরু হবে?" রশিদের জিজ্ঞাসা।

"আগামীকাল বিকালে তোমাদের নিয়ে আসা হবে। সুতরাং মানসিকভাবে প্রস্তুতি নাও। এবং গুড লাক বয়েস।" আমিন চৌধুরী ব্রিফিং সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

গিনজিল্যান, কসোভো
২৯ অক্টোবর, ১৯৯৯

আমিন চৌধুরী সকাল থেকে খুব চিন্তিত। আজই অপারেশনে যাবে শাফাত রায়হান এবং রশিদ হোসেন। প্ল্যানমতই সবকিছু চলছিল। কিন্তু সেদিনের ব্রিফিং শেষ হবার কিছু পর থেকে আবহাওয়া বেশ খারাপ হয়ে উঠে। শুরু হয় প্রচন্ড তুষারপাত। সারারাত ধরে প্রচন্ড বেগে বাতাস বয়ে যায়। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে চলে তুষারপাত। তাপমাত্রা শূণ্যের কয়েক ডিগ্রি নিচে নেমে যায়। ঠান্ডা আবহাওয়ার জন্য গিনজিল্যান খুবই বিখ্যাত। ১৯৬৩ সালে গিনজিল্যানে রেকর্ড–৩২.৫ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা নেমে যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আশেপাশের সবকিছু সাদা দেখতে পান আমিন। এখন তুষারপাত বন্ধ। তাপমাত্রাও বাড়ছে। আকাশে মেঘ জমে আছে। বৃষ্টির লক্ষণ। কি করবেন এই পরিস্থিতিতে এটা আলোচনার জন্য হিউস্টনের সাথে কথা বলতে হবে। শাফাত এবং রশিদের সাথেও কথা বলতে হবে।

হট শাওয়ার নিলেন আমিন। ঘরেই ব্রেকফাস্ট করে বিএমডব্লিউ নিয়ে বের হয়ে গেলেন। রাস্তায় তুষার জমে আছে। খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে লাগলেন আমিন চৌধুরী। গন্তব্য প্রিস্তিনা বিমানবন্দর। সেখানে অপেক্ষা করার কথা রয়েছে হিউস্টনের।

বিমানবন্দরে পৌছে সরাসরি রানওয়েতে চলে গেলেন কর্নেল আমিন। সেখানে একটি বেল ইউএইচ ১-ডি হেলিকপ্টার উড্ডয়নের অপেক্ষায় রয়েছে। আমিন হেলিপ্যাডের কাছে যেতেই হেলিকপ্টারের দরজা খুলে গেল। আমিন দেখতে পেলেন ওভারকোট পড়ে বসে আছেন জন হিউস্টন। আমিন উঠে বসতেই কপ্টারের ব্লেড দুটো ঘুরতে শুরু করল।

আমিন এবং হিউস্টন বেশ চুপচাপ। হেলিকপ্টারটি গিনজিল্যানের মার্কিন মেরিন ক্যাম্প মনটেইথে অবতরণ করল। কপ্টার থেকে নেমে আমিন হিউস্টনের পিছনে যেতে লাগলেন। ক্যাম্প মনটেইথ সার্বিয়ান বাহিনীর আর্টিলারী বেস ছিল। কসোভো যুদ্ধের পর মার্কিন বাহিনী ক্যাম্পটি দখল করে নেয়। ক্যাম্পটির নাম রাখা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মেডেল অব অনার পদক পাওয়া জিমি উইলিয়াম মনটেইথের নামানুসারে। ক্যাম্পটিতে একটি প্রধান ভবন আছে যা কমান্ড পোস্ট এবং

BanglaBook.org

ইন্টারোগেশন সেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রধান ভবনটির আশেপাশে বেশ কিছু ছোট ভবন আছে যেগুলো ব্যারাক, গ্যারেজ এবং ওয়্যারহাউস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। হিউস্টন এবং আমিন তেমনি এক ওয়্যারহাউসে প্রবেশ করলেন।

ওয়ারহাউসটি ছোট একতলা বিল্ডিং। দুটো রুমের সমান জায়গা নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে সেটি। আমিন রুমটিতে প্রবেশ করে দেখতে পেল বিরাট বড় দুটো স্ক্রিন রাখা আছে এবং তার সামনেই কয়েকটি কম্পিউটার। তাতে কাজ করছেন কয়েকজন অপারেটর। হিউস্টন জানাল একটি স্ক্রিনে স্যাটেলাইট ইমেজ পাওয়া যাবে। অন্যটিতে ড্রোন থেকে পাঠানো ইমেজ দেখা যাবে। পিছনের দিকে একটি বড় রেডিও স্টেশন বসানো হয়েছে। তা দিয়ে শাফাত এবং রশিদের সাথে যোগাযোগ করা হবে।

আমিন সবকিছু দেখে সন্তুষ্ট, শুধু আবহাওয়া বাদে। এই ব্যাপারটা নিয়ে হিউস্টনের সাথে কথা বলা শুরু করলেন তিনি।

"সবকিছু ঠিকই আছে। একটি ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলতে চাই।" আমিন হিউস্টনের দিকে ফিরে বললেন।

"কি ব্যাপারে মি. আমিন?"

"আবহাওয়ার যা অবস্থা এতে কি মিশনটি অব্যাহত রাখবেন?" আমিনের প্রশ্ন।

"আবহাওয়া এখন মোটামুটি ভাল। তুষারপাত বন্ধ হয়েছে। সমস্যাটা কোথায়?" হিউস্টন জানতে চাইছেন।

"সমস্যা হল তাপমাত্রা বাড়ছে। ঝড়ের পূর্বাভাসও পাওয়া গেছে। যে কোন সময় বৃষ্টি শুরু হতে পারে। সেক্ষেত্রে মিশনটি চালু রাখা কতটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে?" সন্দেহের সাথে জানালেন আমিন।

"বুঝতে পারছি আপনি কি বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের ইন্টেল আমাকে জানিয়েছে আজ মিশনটি শেষ করতে না পারলে তা আর করা যাবে না।"

"মানে?"

"মানে, ভালমির বুঝতে পেরেছে সিআইএ তার পিছনে লেগেছে। তাই সে কালই মিটিং শেষ করে ঐ জায়গা থেকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" হিউস্টন একটু উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো বললেন।

চুপ করে ভাবছেন আমিন চৌধুরী। অবশেষে মেনে নিলেন হিউস্টনের কথাগুলো। চুপ করে বসে অপারেটরদের কাজ দেখতে লাগলেন আমিন।

BanglaBook.org

* * *

শাফাত রায়হান এবং রশিদ হোসেন তৈরি হয়ে বসে আছে। তাদেরকে হোটেল

থেকে নিয়ে যাওয়া হবে। শাফাত এবং রশিদ আবহাওয়ার অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে। প্রচন্ড ঠান্ডা। জীবনে এই প্রথম তুষার পরা দেখল দুজনেই। এই অবস্থায় কিভাবে পাহাড়ে উঠবে তা ভেবে পাচ্ছে না তারা। ঠান্ডায় ঘুমাতে পারলে খুব ভাল হত। দুজনই খানিকটা বিমর্ষ। ঝিমুনি এসে গেছে এমন সময় তাদের রুমের টেলিফোন বেজে উঠল। রশিদ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফোনটা তুলল। যা ভেবেছিল তাই। আইরিশ আমেরিকান মাইক জেসন ফোনে জানাল সে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে হোটেলের বাইরে।

শাফাত ও রশিদ দুজনেই রুম থেকে বের হয়ে এল। সিলভার রঙের সিডানটি চোখে পরল তাদের। সিডানে চেপে বসতেই জেসন তাদের অভ্যর্থনা জানাল। শাফাত ঘড়ি দেখল। বেলা তিনটা বাজে।

গিনজিল্যান প্রিস্তিনা থেকে ৪৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। নিরাপত্তার জন্য এই দূরত্ব তারা সিডানেই অতিক্রম করবে। রাস্তা খুবই পিচ্ছিল এবং বিপজ্জনক। খুব সাবধানে গাড়ি ড্রাইভ করছে সিডানের ড্রাইভার। রাস্তার একপাশে ভয়ঙ্কর খাদ। একটু মনোযোগ হারালেই মুহূর্তেই হারিয়ে যেতে হবে খাদে। গাড়ির গতি ঘণ্টায় প্রায় ১৫ কিলোমিটার। প্রায় দুই ঘণ্টায় তারা গিনজিল্যানে এসে পৌছালো। তাদেরকে সরাসরি মনটেইথ ক্যাম্পে নিয়ে গেল জেসন।

শাফাত এবং রশিদ ওয়্যারহাউসে প্রবেশ করল। তাদেরকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন আমিন চৌধুরী। তাদের ছোট একটা ব্রিফিং দেবেন আমিন চৌধুরী। জন হিউস্টনও তাদের সাথে থাকবেন।

আমিন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করলেন, "বয়েস, তোমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তোমরা আজ অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ মিশনে অংশ নিতে যাচ্ছ। প্রথমেই তোমাদের সাফল্য কামনা করছি এবং প্রার্থনা করছি মিশনটি সফলভাবে শেষ করে তোমরা ফিরে আসবে।" বলে চুপ করলেন আমিন।

"কয়েকটি বিষয় তোমাদের শেষবারের মত জানাচ্ছি," হিউস্টন বলতে লাগলেন, "প্রথমেই আসি তোমাদের সাথে কি কি ইক্যুইপম্যান্ট থাকবে। আগেই বলেছি স্নাইপার হিসেবে থাকবে ব্যারেট এম-৯৯ রাইফেল। রশিদের সাথে থাকবে এম-৪ কার্বাইন অ্যাসাল্ট রাইফেল। শুধুমাত্র শেষ মুহূর্তের জন্য তা ব্যবহার করতে হবে। রশিদের সাথে আরও থাকবে স্পটার স্কোপ, ফিজিক্যাল ইনডিকেটর থাকবে বাতাসের বেগ মাপার জন্য, তাপমাত্রা মাপার জন্য দেয়া হবে মিরেজ, প্রিসম্যাটিক অপটিক্যাল রেঞ্জ ফাইন্ডার দূরত্ব মাপার জন্য। আরও থাকবে একটি ল্যাপটপ হিসেব করার জন্য এবং ড্রোন কন্ট্রোল করার জন্য। তোমাদের ক্যামোফ্লাজ হিসেবে গ্যিলি স্যুট দেয়া হবে। যেহেতু বরফ আছে এবং জঙ্গল থাকবে তাই গ্যিলি স্যুটের রং হবে সাদা ও সবুজ মেশানো। কোল্ট হ্যান্ডগানও থাকবে তোমাদের সাথে।

BanglaBook.org

যোগাযোগের জন্য থাকবে রেডিও ট্রান্সমিটার।"

"এবার তোমাদের কোড নেমগুলো জানিয়ে দিব।" হিউস্টন শেষ করলে আমিন চৌধুরী বলা শুরু করলেন। "আমরা নির্দিষ্ট রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি ব্যবহার করব। বেসের কোড নেম হবে ব্রাভো এবং টীমের নাম হবে চার্লি। রশিদের কোড নেম হবে চার্লি ওয়ান এবং শাফাতের চার্লি টু। টার্গেট নেম ইনমেট এবং অপারেশন নেম প্রিজন। আমরা স্যাটেলাইট ইমেজ দেখে তোমাদের নির্দেশনা দিব। সার্বক্ষণিক তোমাদের সাথে যোগাযোগ রাখা হবে। কোন প্রশ্ন বয়েস?" আমিন জানতে চাইলেন।

শাফাত এবং রশিদ দুজনেই মাথা ঝাকাল।

"তাহলে তোমরা তৈরি হয়ে নাও। তোমাদের জন্য পেভহক হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে। গুড লাক এগেইন বয়েস।" আমিন চৌধুরী মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল।

* * *

পেভহক হেলিকপ্টার উড়ে চলছে। কপ্টারে বসে আছে ক্যাপ্টেন শাফাত রায়হান এবং রশিদ হোসেন। দুজনেরই পরনে সাদা ও সবুজ রঙের গ্যিলি স্যুট যা সুতা এবং কাপড় দিয়ে তৈরি করা ক্যামোফ্লাজ, এটা শত্রুর দৃষ্টিসীমাকে বাধাগ্রস্ত করে।

শাফাতের হাতে রাইফেল কেস। তাতে রাখা আছে ব্যারেট এম-৯৯ স্নাইপার রাইফেল। কোমরে আছে সাইলেন্সার লাগানো হ্যান্ডগান ও ছুরি। কানে এয়ারফোন লাগানো। রশিদের কাঁধে ব্যাকপ্যাক ঝুলানো এবং তাতে প্রয়োজনীয় ইদ্দ্যইপমেন্ট আছে। হাতে এম-৪ কার্বাইন অ্যাসাল্ট রাইফেল। কোমরে সাইলেন্সার লাগানো হ্যান্ডগান এবং ছুরি।

শাফাত এবং রশিদ এর আগে এই ধরনের শীতল পরিবেশে কাজ করেনি। তাছাড়া তার হাতে এসেছে সম্পূর্ণ নতুন একটি রাইফেল। এর আগে শাফাত এমচ২ এ-১ দিয়ে গুলি করেছে। তাকে বলা হয়েছে দুটোর মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবেনা। .৫০ ক্যালিবারের স্নাইপার রাইফেলের ফিড সিস্টেম সাধারণত সিঙ্গেল শট এবং ১০ রাউন্ড বক্স ম্যাগাজিনের হয়। শাফাত মনে মনে ভাবছিল এমচ২ রাইফেলই এই আবহাওয়ার জন্য ভাল ছিল। কারণ সে সম্ভবত তার নিশানাকে দ্বিতীয়বার শুট করার মত বিলাসিতা দেখাতে পারবেনা। তার এই সমস্যার কথা আমিন চৌধুরী আগেই চিন্তা করে রেখেছিলন। তিনি শাফাতের জন্য প্র্যাকটিস শটের ব্যবস্থা করেন।

স্নাইপাররা সাধারণত প্র্যাকটিস শটকে সাইটার্স বলে থাকে। অর্থাৎ লক্ষ্যকে

BanglaBook.org

গুলি করবার আগে ঠিক একই পরিস্থিতিতে শট নেয়া। যেন বাতাসের গতিবিধি, জলীয়বাষ্পের পরিমাণ, তাপমাত্রা ইত্যাদির গতিবিধি বুঝে নিয়ে ফাইনাল শট নেয়া যায়। আমিন চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে শাফাত এবং রশিদের সাইটিং শটের ব্যবস্থা করা হয় গিনজিল্যান সীমানা থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে একটি পাহাড়ি এলাকায়। শাফাতকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শট নিতে দেয়া হল। প্রতিটি দক্ষ স্নাইপার জানে এত দূরত্বে প্রথম শটেই লক্ষ্যভেদ করার গ্যারান্টি কোনো মানুষই দিতে পারবেনা। বিশেষ করে দূরত্ব নির্ণয়ের ব্যাপারটা তো সবচেয়ে বড় সমস্যা। তবে শাফাতের জন্য একটি সুবিধা হল তারা ওপর থেকে নিচের দিকে গুলি করবে। এটা যে কোনো স্নাইপারের জন্য সুবিধাজনক। তাহলে অভিকর্ষজ ত্বরণের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়না। বরং পৃথিবী এবং বুলেটের ত্বরণ একই দিকে কাজ করে বলে লক্ষ্য হেরফের হবার সম্ভাবনা কম থাকে।

তাদের জন্য তৈরি করা ভার্চুয়াল সিস্টেমটিতে প্রবেশ করে শাফাত বুঝতে পেরেছিল এটা কোনো সহজ কাজ হবেনা। সাড়ে সাতশ মিটার একটি বিশাল দূরত্ব। তার আঙুলে জাদু থাকলেই শুধুমাত্র প্রথম শটে লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু শাফাতকে দুইটি সাইটিং শট নিতে হয় লক্ষ্যভেদ করার জন্য। তারা যখন প্র্যাকটিস শট নিয়ে উঠে দাঁড়াল চারশ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আমিন চৌধুরী তাদের রেডিও কম-এ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। মাত্র দুটি শটেই কাজ হবে তিনি বুঝতে পারেননি। মনে মনে শাফাতের প্রশংসা করেছিলেন তিনি।

কপ্টারের পাইলট জানালো তারা ল্যান্ডিং জোনের কাছে এসে পড়েছে। রশিদ এবং শাফাত নিজেদের প্রস্তুত করে নিলো। কপ্টারটি তাদের নামিয়ে চলে গেল।

হাতের ঘড়ি দেখে রশিদ মাইক্রোফোনে যোগাযোগ করল বেসের সাথে। ঘড়িতে সময় আটটা বেজে কয়েক মিনিট।

"চার্লি টু ব্রাভো, দিস ইজ চার্লি টু ব্রাভো।" রশিদ কণ্ঠ নিচু করে বলল।

"চার্লি, দিস ইজ ব্রাভো।" বেস থেকে জবাব এল।

"আমরা ল্যান্ড করেছি। এখন কি করব?" প্রশ্ন করল রশিদ।

"একটু অপেক্ষা কর। আমরা তোমাদের ইমেজ পাওয়ার চেষ্টা করছি।" বেস থেকে আমিন চৌধুরী বললেন।

প্রায় মিনিটখানেক পর বেস থেকে জবাব এল, "চার্লি, আমরা তোমাদের ট্র্যাক করেছি। পূর্ব দিকে একটি পায়ে চলার পথ দেখা যাচ্ছে। দুশো মিটার সামনে বড় ঝোপ আছে। ওটা তোমাদের প্রথম এক্সট্রাকশন পয়েন্ট। ব্রাভো ওভার।"

নাইট ভিশন গগলস পড়ে নিল শাফাত এবং রশিদ। সেই সাথে কালো মুখোশে মুখ ঢেকে নিল দুজনেই। রশিদ এম-৪ রাইফেল নিয়ে সামনে এগুতে লাগল। রাইফেল কেসটি কাঁধে নিয়ে হ্যান্ডগানটি বের করে রশিদের পিছনে যেতে

BanglaBook.org

লাগল শাফাত। তুষার পরায় পা দেবে যাচ্ছে। তার ভিতরে সাবধানে পা ফেলে এগুতে লাগল দুজন।

ঝোঁপের কাছে এসে গেল তারা। এখানে রাস্তা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। বাতাস থেমে গিয়েছে। আকাশে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। গ্যিলি স্যুটের কারণে গরম লাগছে শাফাতের। তাপমাত্রাও মনে হয় কিছুটা বাড়ছে। বৃষ্টি আসার সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মনে মনে দোয়া করছে শাফাত যেন বৃষ্টি না আসে। বেসের সাথে যোগাযোগ করল রশিদ।

"চার্লি ওয়ান টু ব্রাভো, আমরা ঝোঁপের কাছে এসে পড়েছি। দুটো রাস্তা দেখা যাচ্ছে। আমরা কোনদিকে যাব?" রশিদ জিজ্ঞাসা করল।

"চার্লি ওয়ান, ডানদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাও। দেড়শ মিটার সামনে এগুলে পাহাড় শুরু হবে। ব্রাভো ওভার।"

আবার চলা শুরু করল শাফাত এবং রশিদ। চারদিক নিস্তব্ধ। শুনশান নিরবতা। এর মাঝেই একটু একটু করে পথ চলতে লাগল তারা। ক্রমশই রাস্তার দুপাশের ঝোপ বড় হতে লাগল। তাদের জন্য তা বেশ সুবিধারই হবে। কারণ পাহাড়ের উপর থেকে তাদেরকে এই অন্ধকারে ঘন ঝোঁপের ভিতর দিয়ে দেখা প্রায় অসম্ভব। পাহাড়ের নিচে এসে রশিদ আবার বেসের সাথে যোগাযোগ করল।

"চার্লি ওয়ান টু ব্রাভো, আমরা পাহাড়ের নিচে এসে পরেছি। পরবর্তী স্টেপ কি?" রশিদ মাইক্রোফোনে বলল।

"ব্রাভো টু চার্লি, একটু অপেক্ষা কর। একটি টহল দল দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের একটু উপরে। তারা ওখানে বসে আগুন তাপাচ্ছে। চারজনের টিম, সাথে কুকুরও আছে। তোমরা ডানদিকে ঝোঁপের ভিতর দিয়ে একশ মিটার এগিয়ে যাও। ওখানে পাহাড়ে উঠে প্রায় দুশো মিটারের মত সামনে এগিয়ে যাবে। তারপর বাম দিকে দুশো মিটারের মত এগোলেই টহল সেনাদের পার হয়ে যাবে। ওখানে পৌঁছে উপরে আরও দুশো মিটার সামনে গেলে রাস্তাটি দুইভাগে বিভক্ত দেখতে পাবে। সেখানে গিয়ে যোগাযোগ কর। ওভার।" হিউস্টন বেস থেকে বলল।

রশিদ ইশারায় শাফাতকে দেখাল যে ডানদিকে যেতে হবে। ঝোঁপের ভিতর দিয়ে এগুতে থাকল রশিদ আর তাকে অনুসরণ করতে লাগল শাফাত। কিছুক্ষণ সামনে এগিয়ে তারা পাহাড়ে উঠার রাস্তা দেখল। রাস্তা ধরে পাহাড়ে উঠতে লাগল তারা। পাহাড়ে উঠে দুশো মিটারের মত সামনে এগুলো তারা। হঠাৎ তীক্ষ্ণ শব্দে থমকে দাড়াল রশিদ। শব্দটা কিসের তা বুঝার চেষ্টা করতে লাগল শাফাত। রশিদ বেসের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতেই তাকে থামিয়ে দিল শাফাত।

"ভয় পেও না, ওটা পেঁচার ডাক।" শাফাত রশিদকে ফিসফিসিয়ে বলল।

"সত্যি বলছ?" বিশ্বাস করতে পারছে না রশিদ।

BanglaBook.org

"হ্যা, সত্যি বলছি ওটা পেঁচা। সামনে চল। এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না।" শাফাত আশ্বস্ত করল।

আবার চলা শুরু করল দুজনে। অনেকদূর যাবার পর বামদিকে রাস্তা দেখতে পেল রশিদ। শাফাতকে ইশারায় সেদিকে যাওয়ার কথা বলল। শাফাত মাথা ঝাঁকালে সেদিকে এগিয়ে গেল রশিদ। নিচের দিকে তাকিয়ে টহল টিমকে দেখতে পেল তারা। আবার উপরের দিকে উঠতে শুরু করল দুজন। বরফের স্তর এখানে খুব বেশি। পা দেবে যাচ্ছে বরফে। সাবধানে পা ফেলে চলতে লাগল তারা। অনেকদূর এগিয়ে রাস্তা দুইভাগ দেখে বেসে যোগাযোগ করল রশিদ।

"চার্লি ওয়ান টু ব্রাভো, আমরা এক্সট্রাকশন পয়েন্টে এসে পড়েছি। এখন কি করব?" রশিদ প্রশ্ন করল।

"বামদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাবে। চারশত মিটার গেলে ওখান থেকে ওয়াচ টাওয়ার দেখা যাবে। ওহ্ শীট্। জলদি লুকোও। ডানদিক থেকে টহল সেনা আসছে। ওদেরকে চলে যেতে দাও।" আমিনের উদ্বিগ্ন গলা শোনা গেল।

তাড়াতাড়ি ঝোঁপে লুকালো রশিদ এবং শাফাত। তিনজনের একটি টহল দেয়া দলটি আসছে। গল্প করতে করতে আসছে তারা। শাফাতদের পাশ দিয়ে চলে গেল ওরা। ভাগ্য ভাল দলটির সাথে কোন কুকুর নেই। কুকুর থাকলে তাদের খুঁজে বের করে ফেলত। হাঁফ ছেড়ে বাচল দুজন।

"ব্রাভো টু চার্লি, তোমরা ঠিক আছ?" জানতে চাইছে আমিন চৌধুরী।

"চার্লি-টু বলছি। আমরা ঠিক আছি। এখন কি চলা শুরু করব?" শাফাত প্রথমবারের মত বেসের সাথে কথা বলল।

"বামদিকে এগিয়ে গেলে দেখবে দুইজন টহল সেনা রাস্তায় দাড়িয়ে আছে। তাদেরকে শেষ করতে হবে। তবে সাবধান শব্দ যেন না হয়।" আমিন বলল।

বামদিকে কিছুদূর এগিয়ে দুজন টহল সেনাকে দেখতে পেল তারা। ঝোঁপের ভিতর দিয়ে সেনাদের পিছনে চলে এল শাফাত। তার পিছনে রশিদ। কোমর থেকে সাইলেন্সার লাগানো হ্যান্ডগান বের করল শাফাত। রশিদও তার হ্যান্ডগানটি বের করল। শাফাত ইশারায় দেখাল ও ডান দিকের সেনাকে মারবে। আর রশিদকে বামদিকের জনকে মারতে বলল। আঙুল দিয়ে এক, দুই, তিন গুনল রশিদকে দেখিয়ে। সাথে সাথে ট্রিগার চাপল শাফাত এবং ডানদিকের সৈন্যটি মাটিতে লুটিয়ে পরল। বামদিকের সৈন্যটি কিছু বুঝে উঠার আগেই একটি বুলেট তার মাথার ভিতর দিয়ে বের হয়ে গেল।

"এক্সিলেন্ট, পার্টনার।" রশিদকে বলল শাফাত।

এবার পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল তারা। অনেকদূর উঠার পর ওয়াচ টাওয়ার দেখতে পেল রশিদ। বেসের সাথে আবার যোগাযোগ করল রশিদ।

BanglaBook.org

"ব্রাভো, দিস ইজ চার্লি ওয়ান। ওয়াচ টাওয়ার দেখতে পাচ্ছি। একজন স্নাইপার দেখা যাচ্ছে," রশিদ কণ্ঠ নিচু করে বলল।

"তাহলে তাকেও শেষ করতে হবে। ইনমেটের বাহিনী আমাদের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ওভাররাইড করতে চেষ্টা করছে। তোমাদের সাথে আপাতত যোগাযোগ করতে পারছি না। ওভার।" হিউস্টন লাইনটি কেটে দিল।

মনে মনে হিউস্টনকে গালি দিল রশিদ। বাইনোকুলার দিয়ে দেখতে পেল স্নাইপারটি সিগারেট খাচ্ছে। প্রায় চারশত মিটার দূরে রয়েছে স্নাইপারটি। হ্যান্ডগান দিয়ে গুলি করা সম্ভব নয়। শাফাতকে রাইফেল দিয়ে শ্যুট করতে বলল রশিদ। কিন্তু শাফাত বলল স্নাইপার দিয়ে গুলি করলে শব্দ হবে। ফলে তা করা যাবে না। শাফাত রশিদকে বলল ঝোঁপের আড়াল দিয়ে টাওয়ারের নিচে যেতে হবে। টাওয়ারের সিড়ি দিয়ে উঠে ছুরি দিয়ে মারতে হবে তাকে।

রশিদ প্রথমে সম্মতি দিল না। কিন্তু এছাড়া অন্য উপায় নেই দেখে অবশেষে রাজি হল সে। ঝোঁপের ভিতর দিয়ে চলতে লাগল শাফাত। তার পিছনে রশিদ। হাতে এম-৪ রাইফেলটি ধরে রেখেছে। স্নাইপারটি একমনে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। ফলে সুবিধাই হল তাদের। টাওয়ারের নিচে চলে এল শাফাত। কোমর থেকে ছুরি বের করে টাওয়ারের সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল সে। সিঁড়ির পিছন দিকে দাড়িয়ে ছিল স্নাইপারটি। শাফাত টাওয়ারে উঠে এক হাত দিয়ে স্নাইপারটির মুখ চেপে ধরল। অন্য হাত দিয়ে গলায় ছুরি চালাল। স্নাইপারটির মৃতদেহ টাওয়ারের মেঝেতে লুটিয়ে পরল। শাফাত ইশারায় রশিদকে জানাল কাজ হয়ে গেছে। রশিদ দ্রুত টাওয়ারে উঠে এল।

টাওয়ারটি পাহাড়ের একেবারে উপরে অবস্থিত। টাওয়ার থেকে পূর্বদিকে নিচের বাড়িগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। ম্যাপ বের করল রশিদ। ব্যাগ থেকে স্কোপ বের করে ম্যাপ মিলাতে লাগল সে। শাফাত রাইফেল কেস খুলল। ব্যারেট এম-৯৯ রাইফেলটি বের করল সে। একবার হাত বুলালো রাইফেলটির মসৃন শরীরটিতে। দেখতে যতটাই সুন্দর কাজেও ততটাই পারদর্শী রাইফেলটি। বোল্ট একশন রাইফেলটি এলুমিনিয়ামের তৈরি। ৩৫ সেন্টিমিটার লম্বা স্টীলের অপটিকস রেইল এবং তার সমান্তরালে বোর লাগিয়ে নিল শাফাত। সেই সাথে ব্যারেল এবং রিসিভার ও ডিটাচেবল বিপড এবং স্কোপ ও টাইটেনিয়াম মাজল ব্রেক লাগিয়ে তৈরি করে ফেলল রাইফেলটি।

রশিদ স্পটিং স্কোপ দিয়ে জেনারেল আফরিম ভালমিরের বাড়িটি চিহ্নিত করলো। ব্যাগ থেকে সব ইদ্যইপম্যান্ট বের করে হিসাব করতে শুরু করল রশিদ। ল্যাপটপে হিসাব করতে লাগল সে মনোযোগ দিয়ে। শাফাত রাইফেলের স্কোপ

BanglaBook.org

দিয়ে চারপাশে দেখতে লাগল। ম্যাপে চিহ্নিত ভালমিরের বাড়িটি প্রিসম্যাটিক অপটিক্যাল রেঞ্জ ফাইন্ডার দিয়ে টাওয়ার থেকে দূরত্ব মাপল। সেই সাথে বাতাসের গতি, তাপমাত্রা মেপে নিয়ে হিসাব করতে লাগল রশিদ। সেই সাথে চারপাশের পরিস্থিতির বর্ণণা দিতে লাগল সে।

"চার্লি-টু, আটটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে। টাওয়ার থেকে ইলেভেন-ও-ক্লকে দুই নাম্বার বাড়িটি ইনমেটের। চারজন সেনা টহল দিচ্ছে ইনমেটের ডান ও বামের বাড়িটার বারান্দা দিয়ে। থ্রেট লেভেল মিনিমাম। টহল সেনারা শীতে কাবু হয়ে গিয়েছে।" রশিদ বলল।

"দেখতে পাচ্ছি, চার্লি ওয়ান।" শাফাত তার রাইফেল স্কোপ দিয়ে দেখে নিচ্ছে চারদিক।

হাতে সময় দেখল রশিদ। মাত্র সোয়া দশটা। আরও প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে তাদের। আধাঘণ্টা চুপচাপ স্কোপে চোখ লাগিয়ে বসে রইল শাফাত এবং রশিদ। হঠাৎ তাদের রেডিওতে শব্দ শুনতে পেল দুজনই।

"ব্রাভো টু চার্লি, শুনতে পাচ্ছ?" আমিনের কণ্ঠ শুনতে পেল তারা।

"চার্লি টু ব্রাভো, শুনতে পাচ্ছি।" শাফাত জবাব দিল।

"আমরা ইন্টেলের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, ইনমেট আর কিছুক্ষণের ভিতরে বারান্দায় আসবে। তোমরা কি পজিশন নিয়েছ?" আমিন জানতে চাইলেন।

"আমরা পজিশন নিয়েছি। তথ্যের জন্য ধন্যবাদ।" শাফাত বলল।

"নিশ্চিত হয়ে জানাও। আমরাও খুব টেনশনে আছি। ওভার।" আমিন চৌধুরী বললেন।

স্কোপে চোখ রেখে হঠাৎ রশিদ বলে উঠল, "টার্গেট কনফার্মড।"

"বলে যাও।" শাফাত সাথে সাথে জবাব দিল। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে দুজনই।

বড় একটা শ্বাস নিয়ে রশিদ স্পটারের দায়িত্ব পালন করা শুরু করল। "টার্গেট ইনমেট। ইলেভেন-ও-ক্লক, দুই নাম্বার বাড়ি, বারান্দায় হাটছে। একা। হাতে সিগারেট।"

"পেয়েছি। রেঞ্জ কত?" এম-৯৯ এর ডায়ালগুলোতে হাত চলে গেছে শাফাতের।

ল্যাপটপের দিকে তাকাল রশিদ। তারপর মনে মনে হিসাব করে বলল, "সাতশত তেতাল্লিশ মিটার।"

"বাতাসের বেগ এবং তাপমাত্রা কত?" ডায়াল ঘুরাতে ঘুরাতে বলল শাফাত।

"বাতাসের বেগ ঘণ্টায় সাত কিলোমিটার উত্তর থেকে দক্ষিণে। তাপমাত্রা চার

BanglaBook.org

ডিগ্রি সেলসিয়াস," দ্রুত বলে চলল রশিদ।

অভ্যস্ত হাতে ডায়াগ্রাম ঠিক করে নিল শাফাত। রশিদ বলে চলল, "বারান্দায় ইনমেট স্থির হয়ে দাড়িয়ে আছে। টার্গেট রেডি।"

আস্তে করে শাফাত বলল, "ওকে।"

সেটা শুনে রশিদ বলল, "স্কোপে চোখ রাখ। টার্গেট কনফার্মড। বুলেটের যাত্রাসময় এক দশমিক শূণ্য দুই সেকেন্ড।"

শাফাতের হাত এবং চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। রশিদ দম আটকে বলল, "ফায়ার হোয়েন রেডি।"

শাফাতের আঙুল ট্রিগারে চেপে বসেছে। স্কোপে টার্গেটের মাথা লক্ষ্য করে ট্রিগার চেপে উঠল। গর্জে উঠল রাইফেল। আগুন ঝলসে উঠল এম-৯৯ এর নলে। .৫০ বিএমজি বুলেটটি বাতাস কেটে এক সেকেন্ডের মধ্যে গিয়ে আঘাত করল টার্গেটের চোয়ালে। রক্ত ছিলকে উঠল। মাটিতে মুহূর্তে লুটিয়ে পরল টার্গেট। মনে হচ্ছে কেউ টের পায়নি কিছু। কারণ বাড়িগুলো উপত্যকায় হওয়ায় এবং তিনদিকে পাহাড় থাকায় শব্দটি চারদিকের পাহাড়ে প্রতিধ্বণিত হয়েছে। ফলে কোথা থেকে শব্দটি হয়েছে তা বুঝা যায়নি। তাছাড়া নিজেদের টাওয়ার থেকে গুলির কথা তারা চিন্তাও করেনি।

উত্তেজনার ধকল সামলে রশিদ বেসে খবর জানাল, "চার্লি টু ব্রাভো, ইনমেট ডাউন। মিশন প্রিজন একমপ্লিশড।"

"ওকে বয়েস। অভিনন্দন।" আমিনের কণ্ঠে আনন্দের ঝলক প্রকাশ পেল।

"আমরা রেন্ডেভু পয়েন্টে ফিরে আসছি।" রশিদ জানাল।

"ঠিক আছে। আধা ঘণ্টার মধ্যে তোমরা রেন্ডেভু পয়েন্টে আস। তোমাদের জন্য চপার তৈরি থাকবে।" হিউস্টন জানাল।

রাইফেলের পিন তিনটি খুলে কেসে গুছিয়ে ফেলল শাফাত। রশিদও সবকিছু ব্যাগে ভরে নিল। টাওয়ার থেকে খুব দ্রুত নেমে এল তারা। বামদিক দিয়ে তারা এসেছে। এবার ডানদিক দিয়ে রওয়ানা দিল। মেঘ গর্জন করছে। বাতাস থেমে গিয়েছে। যা না হবার জন্য মনেপ্রাণে দোয়া করেছে শাফাত ঠিক তাই শুরু হল। বৃষ্টি। পূর্ব ইউরোপের হিমশীতল বৃষ্টি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

গিনজিল্যান, কসোভো
২৯ অক্টোবর, ১৯৯৯

কর্ণেল পাভেল ভুকাসিন রাতের খাবার শেষ করে বারান্দায় বের হলেন। জেনারেল আফরিম ভালমিরের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড এবং ডান হাত পাভেল ভুকাসিন। সার্ব বাহিনীর একজন কর্নেল এবং সরাসরি ভালমিরের অধীনে ছিলেন। যুদ্ধ শেষে ভালমিরের সাথে পালিয়ে যান। তার বাবা শারীরীক রুক্ষতা দেখে নাম রেখেছিলেন ভুকাসিন যার অর্থ নেকড়ে। বাস্তব জীবনেও নেকড়ের মত ভয়ঙ্কর তিনি। বিপদের গন্ধ আগে থেকে টের পাওয়ায় তার সমকক্ষ কেউ নেই সার্বিয়ায়।

কর্ণেল ভুকাসিন আপন মনে হাঁটছেন। খাবার পর হাটার এই অভ্যাসটি তার ছোটবেলা থেকে। তাই এই প্রচন্ড ঠান্ডার ভিতরেও আপনমনে হাঁটছেন। এই জায়গায় প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আছেন। জেনারেলকে তিনি বলেছেন এই জায়গায় আর বেশিদিন থাকা যাবে না। জেনারেল তাকে আশ্বস্ত করেছেন কাল মিটিং শেষ হবার পরই এখান থেকে সরে যাবেন তিনি। কালকের মিটিং এর প্রস্তুতি নিয়ে চিন্তা করছিলেন ভুকাসিন। তার চিন্তায় বাধা আসল রাইফেলের শব্দ শুনে। যদিও শব্দটি প্রতিধ্বণিত হয়েছে কয়েকবার। তারপরও তিনি নিশ্চিত এটি হেভী কেলিবার রাইফেলের শব্দ। আর হেভী কেলিবার রাইফেল মানে হয় মেশিনগান না হলে স্নাইপার। মেশিনগান থেকে গুলি হলে সিঙ্গেল শট হবে না। তার মানে এটি স্নাইপার। মুহূর্তে হিসাব কষে বুঝে ফেললেন কি হয়েছে। তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলেন ভালমিরের বাড়ির দরজায়। দরজায় টোকা দিলেন। কোন সাড়া এল না। দরজায় জোরে লাথি মারলেন। দরজা খুলে গেল। বারান্দায় দেখলেন ভালমিরের লাশ।

বারান্দা থেকে পশ্চিম দিকে তাকালেন। তাদের ওয়াচ টাওয়ার দেখা যাচ্ছে। তিনি চিৎকার করে ডাকলেন, "তিহমির!'

এক সৈন্য ছুটে এল ডাক শুনে।

"আমাদের ওয়াচ টাওয়ারের ডিউটি কার?" এই অবস্থায়ও মাথা ঠান্ডা রেখেছেন।

"রাদোভান জোসিফের, স্যার," সৈন্যটি হতভম্ব হয়ে বলল।

"ওর সাথে কন্ট্যাক্ট কর, জলদি।"

রেডিওতে জোসিফের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করতে লাগলেন তিহমির। কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না।

BanglaBook.org

"স্যার, কোন সাড়া নেই," তিহমির বলল।

মুহূর্তেই ভুকাসিন বুঝে ফেললেন কি ঘটেছে। ওয়াচ টাওয়ার থেকেই শট নিয়েছে শত্রু। তিহমিরকে নির্দেশ দিলেন দ্রুত টাওয়ারে সৈন্য পাঠাতে। মাথায় ভাবনা চলছে তার। টাওয়ার থেকে পালানোর দুটি রাস্তা রয়েছে। একটি জিওকোকানের দিকে অন্যটি লেক গ্লাজনিয়ার দিকে। ভুকাসিন আরও নির্দেশ দিলেন জিওকোকানে ও লেক গ্লাজনিয়ায় যাওয়ার রাস্তায় বেরিকেড দিতে। তার সৈন্যদের দুইভাগে ভাগ করে একভাগ পাঠালেন জিওকোকানের দিকে। আর নিজে সৈন্য নিয়ে রওয়ানা দিলেন গ্লাজনিয়ার দিকে।

* * *

শাফাত রায়হান এবং রশিদ হোসেন পাহাড় থেকে নিচে নামছে। প্রচন্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সেই সাথে দমকা বাতাস। পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে ক্রমশ। রশিদ বেস এ কন্ট্যাক্ট করলেন।

"ব্রাভো, দিস ইজ চার্লি ওয়ান, বৃষ্টি হচ্ছে। এক্সট্রাকশন পয়েন্ট কোথায়?"

বেস থেকে আমিন চৌধুরীর কণ্ঠ শুনতে পেল রশিদ। "সোজা নিচে আড়াইশ মিটার নেমে আস। সেখানে বামে যাবার রাস্তা পাবে। ঐ রাস্তা ধরে সোজা এগুতে থাকবে। সাড়ে চারশ মিটার এগুলে তিনটি রাস্তার মোড় দেখতে পাবে। ওখানে পৌঁছে কন্ট্যাক্ট কর।"

হিমশীতল বাতাস আর বৃষ্টির ভিতর দিয়ে ছুটে চলছে শাফাত এবং রশিদ। গ্যিলি স্যুট ভিজে যাওয়ায় খুব ভারি হয়ে গিয়েছে। তার ওপর ঘন ঝোপ। ফলে যতটা দ্রুত যাওয়া যেত ততটা যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অনেক কষ্টে পাহাড় থেকে নেমে আসল তারা। বাম দিকে মোড় নিল। হঠাৎ তাদের রেডিওতে আমিন চৌধুরীর কণ্ঠ শুনতে পেল শাফাত।

"ব্রাভো টু চার্লি, শত্রুর ম্যুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে। তোমাদের প্রায় পাঁচশত মিটার পিছনে বড় একটা টিম দেখা যাচ্ছে। খুব দ্রুত আগাও।" আমিন চৌধুরী উত্তেজিত।

শাফাত এবং রশিদ খুব দ্রুত ছুটতে লাগল। বৃষ্টি এবং ঝড় উপেক্ষা করে তারা দৌড়াতে শুরু করল। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে তাদের গতি কমাতে বাধ্য হল। এই পরিস্থিতিতে কি করবে বুঝতে পারছে না তারা। কন্ট্যাক্ট করল তারা বেস এ।

"চার্লি ওয়ান, দিস ইজ চার্লি ওয়ান। আমাদের পঞ্চাশ মিটার সামনে বেরিকেড দেখতে পাচ্ছি। কি করব?" রশিদের আতঙ্কিত কণ্ঠ।

"একটু অপেক্ষা কর।" হিউস্টনের গলা শুনতে পেল দুজনেই।

BanglaBook.org

"কিভাবে অপেক্ষা করব? পিছনে তো শত্রু এগিয়ে আসছে।" অধৈর্য হয়ে উঠেছে রশিদ।

"এক কাজ কর। তোমাদের ডানদিকে ঝোপ ভেঙে আগাও। ওখানে ডোবার মত দেখা যাচ্ছে। ডোবাটা পার হও। ছোট একটা টিলা দেখতে পাবে। টিলাটা পাশ থেকে অতিক্রম কর। তাহলে বামদিকে খোলা মাঠ পাবে। মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়াবে। মাঠের শেষপ্রান্তে তোমাদের জন্য চপার অপেক্ষা করবে।" হিউস্টন বলে চললেন।

একটুও দেরি না করে ডানদিকের ঝোপ ভেঙে ছুটল শাফাত। তার পিছনে রশিদ। ছুটতে গিয়ে রশিদের কোমরে থাকা ছুরি পরে গেল। রশিদ টের পেল না। ঝোপ শেষ হতেই ডোবা দেখতে পেল তারা। ডোবার পানি জমে বরফ হয়ে গেলেও বৃষ্টি পরে নরম হয়ে গেছে। যার ফলে পা ডেবে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে ডোবা পাড় হল তারা।

কর্ণেল ভুকাসিন দশজন সৈন্য নিয়ে দ্রুত আগাচ্ছে। প্রত্যেকের হাতে একে-৪৭ রাইফেল। ভুকাসিনের হাতে মিনি উজি। বৃষ্টি হলেও তা তাদের চলাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারছে না। কারণ এই আবহাওয়া তাদের পরিচিত। পাহাড় থেকে নেমে বামে যেতে লাগল ভুকাসিন। অনেকদূর পেরিয়ে তারা বেরিকেডের কাছে এসে পরল।

"কাউকে এখানে আসতে দেখেছ?" ভুকাসিন বেরিকেডে পাহারা দিতে থাকা এক সৈন্যকে প্রশ্ন করল।

"না, স্যার। এখন পর্যন্ত কাউকে দেখি নি।" সৈন্যটি জবাব দিল।

ভুকাসিন মনে মনে ভাবতে লাগল, যেহেতু এখানে আসে নি তাহলে নিশ্চয়ই জিওকোকানের দিকেই গিয়েছে তারা। আবার ফেরত যেতে শুরু করল। কিছুদূর গিয়ে রাস্তার উপর কি যেন পড়ে থাকতে দেখে একটু দাড়াল সে। একটি ছুরি। ছুরিটি নিশ্চয়ই শত্রুর। একটু আশে পাশে তাকাতেই লক্ষ্য করল পাশের ঝোপ ভাঙা। তার মানে এখান দিয়েই গিয়েছে তারা যাদের খুঁজছে সে।

একমুহূর্ত দেরি না করে সেই ভাঙা ঝোঁপের ভিতর দিয়ে সৈন্যসহ এগোতে লাগল ভুকাসিন। গায়ে তার তাতারের রক্ত। পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ জাতি তাতার যারা কখনও কারও দাসত্ব করেনি। পঞ্চম শতাব্দীতে বৈকাল হ্রদের পাশে মঙ্গোলিয়ায় তুর্কী রক্তে গড়ে উঠা তাতার জাতি হিংস্রতা এবং দুর্ধর্ষতায় পৃথিবীর সকল জাতিকে ছাড়িয়ে যায়।

ভুকাসিন ডোবা পার হল দ্রুতগতিতে। বরফে পায়ের ছাপ অনুসরন করে দ্রুত আগাতে লাগল সে। টিলার পাশ দিয়ে মাঠে এসে পরল ভুকাসিন। দেখতে পেল মাঠের ভিতর দিয়ে দুইজন দৌড়ে যাচ্ছে। তাদের সামনে একটি হেলিকপ্টার। দ্রুত

BanglaBook.org

প্রাণপনে দৌড়াতে লাগল ভুকাসিন। তার পিছনে সৈন্যরা গুলি ছুড়তে লাগল। কিন্তু বৃষ্টি এবং বাতাসের কারণে গুলি লাগল না কারও গায়ে। হেলিকপ্টার উড়ে গেল তাদের প্রিয় নেতার হত্যাকারীদের নিয়ে। ভিজে চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল ভুকাসিন। ক্লান্তি এসে ভর করেছে তার সারা শরীরে।

হেলিকপ্টারে উঠে হাপ ছেড়ে বাঁচল শাফাত এবং রশিদ। আর একটু দেরি হলেই আজ নির্ঘাত মারা পরত। রেডিওতে আমিন চৌধুরীর গলার আওয়াজ শুনতে পেল শাফাত। "বয়েস, ইউ মেড ইট। ওয়েলকাম হোম।" হাসি ফুটে উঠেছে শাফাত এবং রশিদের মুখে।

বর্তমান সময়
ডিজিএফআই হেডকোয়ার্টার

"শাফাত ছিল একজন দক্ষশিকারী। যেটা আমার নজর কাড়ে," আমিন চৌধুরী তার বসের দিকে তাকিয়ে বললেন। "তার হাতের টিপ একশ মিটার দূরে বসে থাকা মাছিকেও আতঙ্কে রাখত।"

"আপনি নিশ্চয়ই দেশে ফিরে তার এই দক্ষতার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছিলেন?" প্রশ্ন করলেন মেজর ফজল মাহমুদ।

"অবশ্যই।" শুনে ফজল মাহমুদকে কিছুটা আশ্বস্ত মনে হল। তিনি জানেন আমিন চৌধুরী যদি ব্যাপারটা সম্পর্কে খোঁজখবর না নিত সেটা হত তার স্বভাববিরুদ্ধ। "সে ছিল জি প্লাস র‍্যাঙ্কের স্নাইপার। বাংলাদেশের খুব কম সংখ্যক মানুষই এখন পর্যন্ত অতটুকু যেতে পেরেছে।" আমিন চৌধুরী বলে গেলেন।

"তার বয়স তখন কত ছিল?" জিজ্ঞেস করলেন ডিজি।

"ওটা তার ফাইলে লেখা আছে।" উত্তরে বললেন আমিন চৌধুরী।

"প্লিজ," কাগজের উপর ভরসা রাখতে পারছেন না ডিজি, "আপনিই বলুন।"

একটু চিন্তা করে বললেন আমিন, "মম্...চব্বিশ...পঁচিশ।"

সবাই নিশ্চুপ হয়ে শুনছিল। হঠাৎ বাঁধা পরায় ব্রিগেডিয়ার মহসিনের বোধহয় মনক্ষুন্ন হল। তিনি বলে উঠলেন, " তার ডাক নাম কি স্কারলেট ছিল তখন?"

তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন আমিন, "অবশ্যই না।"

"বেশ তো, আমরা সে গল্পটাই শুনতে চাচ্ছি।"

আমিন চৌধুরী মুখে একটি হাসি হাসি ভাব নিয়ে এলেন। মহসিনের দিকে তাকিয়ে আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। ডিজি বলে উঠলেন, "আপনার আপত্তি না থাকলে আবার শুরু করুন, আমিন।"

"অবশ্যই।" মাথা নাড়লেন তিনি, "কোথায় যেন ছিলাম? ও, হ্যা, স্কারলেট।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

"আমার ট্রান্সফার সম্পন্ন হল জানুয়ারির ৬ তারিখ। ৭ তারিখ বিকেলে আমি দেশের মাটিতে পা রাখলাম। প্রায় নয় বছর পর। এই বছরগুলো আমার একমাত্র সাথী ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহ। সেদিন মনে হল শেষ পর্যন্ত এসব পেছনে ফেলে আসতে পেরেছি। যদিও আমার ধারণা ভুল ছিল। ১০ তারিখে আমি ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসলাম। আমাকে রিপোর্ট করতে বলা হল তখনকার সেনাপ্রধান জেনারেল জামিলুর রহমানের কাছে।"

১৯ মার্চ, ২০০০

আমিন চৌধুরী হেটে চলেছেন সুদৃশ্য করিডোর ধরে। নিচে চকচক করছে পরিস্কার মেঝে। দুপাশের দেয়ালে কয়েকটি বাঁধানো ছবি। সবগুলোই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর। উপরে হালকা সাদা আলো জ্বলছে। সাদা আলোতে চকচক করছে সবকিছু। ডানে বামে দুয়েকটি কাঠের দরজা রয়েছে। তাতে বিভিন্ন সেনা কর্মকর্তার নেমপ্লেট ঝুলছে। এরা সবাই প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছে। করিডোরের শেষ মাথার দরজাটি ভারি সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। সুন্দর করে পালিশ করা দরজাটির উপর হালকা চকলেট রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। দরজার মাঝামাঝি রয়েছে নেমপ্লেটটি। সেখানে বাংলা এবং ইংরেজিতে লেখা রয়েছে জেনারেল জামিলুর রহমান, চিফ অফ স্টাফ, বাংলাদেশ আর্মি।

আমিন চৌধুরী দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জেনারেলের সঙ্গে তার কখনও কথা হয়নি। জেনারেল জামিলুর যখন চিফ অফ আর্মি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তখন তিনি ইউরোপ আফ্রিকা ছুটে বেড়াচ্ছেন। অবশ্য দেশের বাইরে থেকেও তিনি জেনারেলের ব্যাপারে অনেক কথা শুনতেন।

দরজায় নক করে নবটি ঘোরালেন তিনি। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। ভেতরে রুমের সকল সজ্জা ছাপিয়ে একজন মানুষ বসে আছেন একটি ডেস্কের ওপাশে। সম্পূর্ণ সামরিক পোশাকে সজ্জিত মানুষটির বুকে ঝুলছে কয়েকটি ব্যাজ। কাঁধে রয়েছে জেনারেলের চিহ্ন। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সরাসরি তাকিয়ে রইলেন আমিন চৌধুরীর দিকে। আমিন তাকে স্যালুট করলেন। জেনারেল স্যালুটের জবাব

BanglaBook.org

দিয়ে তাকে বসতে বললেন। আমিন চেয়ার টেনে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর তাকালেন সামনের মানুষটির দিকে।

জেনারেল জামিলুর রহমানের মুখটি গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং সেখানে রয়েছে কর্তৃত্বের ছাপ। ১৯৯৭ সালে তিনি যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। সেনাবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি জেনারেলের উপাধিটি বরণ করেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, এয়ার ফোর্স এবং নেভিতে সুনির্দিষ্ট উন্নতির প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে আসে মিগ-২৯, মোডিফাইড টাইপ সিক্সটি নাইন- টু জি মেইন ব্যাটল ট্যাঙ্ক এবং বিটিআর-৮০ আর্মরড ক্যারিয়ার। তিনি নতুন প্রযুক্তিতে বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাসী নতুন ধারণায়।

"কর্ণেল আমিন, দেশে ফিরে কেমন লাগছে?" জানতে চাইলেন জেনারেল।

"দেশটা আগের মত নেই, স্যার। অনেকটা পরিবর্তন এসেছে।" জবাব দিলেন আমিন।

"আমাদের দেশ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। অবশ্য আপনার কাছে ব্যাপারটা চোখে পরার মতই। নয় বছর এমন জায়গায় ছিলেন যে, বাংলাদেশকে নিয়ে চিন্তা করার ফুসরত আপনার ছিল না।"

"তবুও নিজের দেশের প্রতি টান কমে যায়নি, স্যার।"

"অবশ্যই। সেটা আমি বুঝি। আপনারা যারা বাইরের দেশে শান্তিরক্ষা করে আসছেন তাদের মূল প্রেরণা কোথা থেকে আসে তা বোঝা কঠিন কিছু নয়।" আমিনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। "আপনি কি কিছু পান করবেন?"

"ধন্যবাদ, স্যার। কিন্তু আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে ডিনার সেরে এসেছি।"

"ঠিক আছে।" কিছুক্ষণ নীরব থেকে জেনারেল আবার মুখ খুললেন। "আপনি সর্বশেষ কসোভোতে দায়িত্বরত ছিলেন। সেখানকার কি খবর? আই মিন...আমরা টিভিতে তো ভেতরের খবর পাচ্ছিনা। সেখানকার পরিস্থিতি কেমন?"

"সেখানে পরিস্থিতি এখন শান্ত। কিন্তু লিবারেশন আর্মির সাথে সার্বদের সংঘর্ষের আগুন এখনও নিভে যায়নি। অঙ্গারের মত জ্বলছে। চারিদিকে ব্ল্যাক মানির ছড়াছড়ি যা দেশটার অর্থনীতিকে কানা করে দিয়েছে। লিকুইড ক্যাশেরও খুব অভাব। কারণ চারিদিকে ধ্বংসস্তুপ আর গুলির চিহ্ন। এক-চতুর্থাংশ মানুষ কাজের অভাবে ধুঁকছে। আরও খারাপ ব্যাপার হচ্ছে সার্ব এবং মুসলিম বাহিনীকে চাঙা করে তুলতে এখনও কিছু রাশান এবং পশ্চিমা শক্তি গোপনে কাজ করে যাচ্ছে।"

"রাশান?" কথাটা ধরলেন জেনারেল, "আমার জানামতে তারা কসোভোর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। কারণ কসোভো এখন জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণে।"

"ব্যক্তিগত স্বার্থ, জেনারেল। এখনও কিছু রাশান সেনাকর্মকর্তার রক্ত থেকে জারদের রক্ত নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। তারা এখনও রাজ্য শাসন করতে চায়।

BanglaBook.org

যেখানেই হোক না কেন। সেই সাথে রয়েছে অর্থের লোভ।"

"হুম, আপনার কথায় আমি কিছু ভুল খুঁজে পাচ্ছিনা। গত অক্টোবরে যুগোস্লাভ নেতা ভালমিরের হত্যার পর দুইজন রাশান জেনারেলের কেলেঙ্কারির কথা ফাঁস করে দেয় সিআইএ। সে খবর আমরাও পেয়েছি।"

"সিআইএ তাদের প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে সবসময়ই চাঙা থাকে।" মন্তব্য করলেন আমিন।

"ভালমিরের মৃত্যুর সময় আপনি কসোভোর পুলিশ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে কি দেখানো হয়েছিল?"

হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠলেন আমিন। জেনারেল কি কোনো যোগসূত্র খুঁজতে চাইছেন? "মৃত্যুর কারণ ছিল কোনো আততায়ী। তারই বিরোধী দল, সম্ভবত লিবারেশন আর্মির কোনো স্নাইপার টিমের কাজ এটি।"

"হুম। আমার কাছে খবর এসেছিল অক্টোবরে আপনার অনুরোধে এসএসএফ থেকে দুজন তরুণ সেনানী কসোভোতে ভ্রমণ করেছিল। তারা ছিল প্রতিষ্ঠিত শার্প শুটার।"

"তাদেরকে আমার প্রয়োজন ছিল স্যার। প্রিস্তিনার আশেপাশে কয়েকটি আখড়া বসিয়েছিল যুগোস্লাভরা। তাদের নেস্টগুলো সম্মুখ যুদ্ধের চেয়ে গোপনে ধ্বংস করাটাই শ্রেয় বলে মনে করেছিলাম আমি।" স্পষ্ট স্বরে জবাব দিলেন আমিন।

"তারা সফল হয়েছিল?"

"শতভাগ।"

"দেখুন কর্নেল, আপনি কসোভোতে জাতিসংঘকে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করা তা করেছেন।" একটু থেমে আবার বলা শুরু করলেন জেনারেল। "কসোভো এজন্য আপনাকে আরও দুই বছর চেয়েছিল। কিন্তু তার আগেই আপনি ফিরে এলেন। জাতিসংঘের এই আকস্মিক মত পরিবর্তন সবাইকে কিছুটা অবাক করেছে।"

আমিন চৌধুরী বুঝতে পারলেন সিআইএ এর সাথে তার কোনো সম্পৃক্ততা আছে কিনা সেটা জানতে চাইছেন জেনারেল। কিন্তু তিনি এটা স্বীকার করবেন না। দেশের ভিতরে সিআইএ'র কোনো গুপ্তচর সেনাবাহিনী চায় না। তাই তিনি যদি স্বীকার করেন যে সিআইএ'র অনুরোধে তিনি ভালমিরকে হত্যা করেছেন তখন তার উপর একটি লাল দাগ পরে যাবে।

"কর্ণেল, আপনি দেশে ফেরার পর প্রেসিডেন্সিয়াল অফিস থেকে আমার কাছে কিছু নির্দেশ আসে। আপনার জন্য কিছু সুখবর।" আমিন তাকিয়ে রইলেন। এই খবরটির জন্যই তাকে ডাকা হয়েছে। "সরকারি নির্দেশ মোতাবেক আপনাকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদটি দেয়া হবে। সেই সাথে আপনাকে ট্রান্সফার করা হবে

BanglaBook.org

ডিজিএফআই তে।"

"ডিজিএফআই, স্যার?"

"ডিজিএফআই এ একটি নতুন ব্যুরো খোলার জন্য কিছু বিল পাশ হয়েছে। আপনি হবেন ব্যুরো অফ এক্সিকিউশান বা সংক্ষেপে ব্যুরো এক্স এর চিফ অফ কমান্ড।"

আমিন চৌধুরী নিজের নতুন উপাধিগুলো শুনলেন। তার মনে পরে গেল হিউস্টনের কথাগুলো: *আপনি যদি কাজটি করতে পারেন তাহলে আপনার দেশে ফেরার ব্যাপারে সাহায্য করব এবং সেখানে আপনি যেন খুব ভালো অবস্থানে থাকেন তারও ব্যবস্থা করা হবে। আর সেই সাথে সিআইএ এর কাজে সহায়তা করার জন্য আপনি পরবর্তীতে যে কোন সময় আমাদের সাহায্য পাবেন।*

"কর্ণেল," একটু ঝুঁকলেন জেনারেল, "আমার কাছে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার আছে আপনার ট্রান্সফার যত দ্রুত সম্ভব কার্যকর করা। আমি জানিনা একটি সরকার তাদের ক্ষমতার শেষ পর্যায়ে এসে কেন ডিজিএফআই এর জন্য একটি নতুন ব্র্যাঞ্চের সৃষ্টি করল। কোনো সন্দেহ নেই, দেশের মঙ্গলের কথা ভেবেই কাজটা করা হয়েছে। কিন্তু, সেই সাথে ব্যক্তিগত স্বার্থও থাকতে পারে। ব্যুরো অফ এক্সিকিউশান কোনো সাধারণ দপ্তর নয়, কারণ তারা এমন কাউকে এর কমান্ডে চেয়েছে যার থাকতে হবে বিদেশী আর্মিদের সাথে থাকার ঝুড়ি ভর্তি অভিজ্ঞতা এবং নিজের কাজে পারদর্শিতা। এজন্য প্রথমেই কার নাম এসেছে জানেন? আপনার।" আমিন চুপ করে রইলেন। জেনারেল আবার শুরু করলেন, "আমার আর বেশি দিন নেই, কর্নেল। আড়াই বছর ধরে আমি চেষ্টা করছি এই দেশ এবং আর্মির মঙ্গলের জন্য। আশা করি এই সেনাবাহিনীর সবার মাঝে সেই আন্তরিকতাটা আছে। ব্যুরো এক্স, যা-ই হোক না কেন, মনে রাখবেন আপনি এর কমান্ডে। ক্ষমতা মানুষকে পরিবর্তন করে দেয়। আশা করি আমি কি বলতে চাইছি, আপনি বুঝতে পারছেন।"

আমিন চৌধুরী নড করলেন।

জেনারেলের সাথে তার সাক্ষাতের সাত দিনের ভেতরে তিনি ব্যুরো অফ এক্সিকিউশানের চিফ অফ কমান্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

ডিজিএফআই এর মহাপরিচালক তাকে অভিনন্দন জানিয়ে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। আমিন তার নতুন দায়িত্ব পালনকালে কিছুটা হোঁচট খেলেন। ব্যুরো এক্স এর চিফ হিসেবে তিনি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করা শুরু করলেন। তার উপর অর্পিত প্রথম দায়িত্ব হাতে পাবার পরপরই তিনি বুঝে গেলেন এই ব্যুরোর আসল উদ্দেশ্য। তিনি বুঝতে পারলেন কেন এই দপ্তরটির সৃষ্টি, কেন তিনিই এর দায়িত্ব পেলেন আর কেনইবা সিআইএ তাকে মনোনীত করেছিল ভালমিরকে হত্যার জন্য। প্রথম দিকে আমিন মনে করলেন তিনি আরেকটি খাঁচায় এসে পরেছেন।

BanglaBook.org

কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিলেন। নিজের দপ্তরটি গুছিয়ে নিতে শুরু করলেন।

তার অধীনে কাজ করত ষোলো জন সামরিক কর্মকর্তা। তাদেরকেও সেনাবাহিনী থেকে সরিয়ে এনে ব্যুরো এক্স-এর সার্বক্ষণিক কর্মচারিতে রূপান্তর করা হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে আমিন আবিষ্কার করলেন তিনি দেশের একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তার সব চাইতে বড় সুবিধা হল তাকে ডিজিএফআই এর মহাপরিচালকের কাছে রিপোর্ট করতে হয় না। তাই তিনি নিজের মত করে একটি ছোট্ট, কিন্তু শক্তিশালী দল গঠন করলেন। তিনি সেই দলটির নাম দিলেন এক্স ফোর্স। নিজের তত্বাবধানে তাদের ট্রেনিং দিলেন। তাদেরকে ব্যবহার করতে শুরু করলেন তার উপর অর্পিত কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য। কিন্তু এরপরও তার কিছু সমস্যা থেকে গেল। কিছু বিশেষ কাজের জন্য তার দরকার হল এমন কাউকে যে একা, কোনো টাস্ক ফোর্স অথবা অপ টিমের সাহায্য ছাড়াই কার্য সমাধা করে আসতে পারবে। তার প্রয়োজন হল একজন স্পাইয়ের।

তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নিজের অধীনে একজন অ্যাসেট তৈরি করবেন।

তিনি পুরো সেনাবাহিনীতে নিজের পছন্দমত মানুষ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তার একজন মানুষকেই পছন্দ হল। সে তাকে একবার অবাক করে দিয়েছে। কসোভোতে।

ক্যাপ্টেন শাফাত রায়হান।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

ঢাকা
১৫ জুলাই, ২০০০

ক্যাপ্টেন শাফাত রায়হান নিজের ছুটি উপভোগ করছে। মানুষের হৈ হট্টগোলের মাঝ দিয়ে খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে সে। সকালের ব্যস্ততা সবার মাঝেই দেখা গেলেও তার মাঝে সেটার ছিঁটেফোঁটাও নেই। হাঁটতে হাঁটতে একটা বাস স্টপেজের সামনে এসে দাঁড়াল সে। বাসের লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে কিছু অপেক্ষমান যাত্রী। উজ্জ্বল রোদের কারণে তাদের কেউ কেউ বিরক্তি প্রকাশ করছে। কয়েকটি কিশোর ছেলে জোরে জোরে কথা বলছে। তারা স্কুলে যাবে। রাস্তার পাশে কয়েকটি মানুষ পসরা সাজিয়ে বসেছে। তাদের ভ্রাম্যমান দোকানগুলোতে হালকা ভিড়। একজন পঙ্গু ভিক্ষুক লাঠি হাতে খোঁড়াচ্ছে। খুব স্বাভাবিক কিছু দৃশ্য। কিন্তু খালি চোখে অনেক কিছুই আড়াল পরে যায়।

যেমন, কিশোর ছেলেগুলোর সাদা শার্টের নিচে অন্য জামা দেখা যাচ্ছে। এই গরমে দুটো জামা পরার কোনো মানে হয় না। তারা উপরের শার্ট খুলে ফেলার চিন্তা মাথায় রেখেছে। নিশ্চিতভাবেই তারা স্কুল ফাঁকি দেবে। মনে মনে হাসল সে। ফেরিওয়ালাদের দিকে তাকাল সে। তারা ক্রেতাদের দিকে মনোযোগ দিতে পারছে না। সতর্ক দৃষ্টিতে বারবার চারপাশে তাকাচ্ছে। এটা বাস স্টপেজ। এখানে দোকান বসানো নিষিদ্ধ। নিশ্চয়ই তারা পুলিশের ভয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে। পঙ্গু ভিক্ষুকটির কোনো খুঁত নজরে আসছে না।

ঢাকার এই প্রতিদিনকার দৃশ্যগুলো সে খুব উপভোগ করে। সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার পর থেকে নাগরিক জীবন থেকে সে আলাদা হয়ে গেছে। খুব অল্পই ছুটি পেত সে। স্নাইপার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর তাকে বদলী করা হয় এসএসএফ এ। সেখানেও খুব একটা ছুটি দেয়া হয়না তাকে। তাই ছুটি পেলেই সে বেরিয়ে পরে ঢাকার রাজপথে। আপনমনে ঘোরে সে। আজও ঠিক তেমন একটি দিন। ছুটির মায়া কাটিয়ে তাকে আবার কাজে ফিরে যেতে হবে ভাবতেই খারাপ লাগছে। আসলে রাইফেল হাতে নিতে তার আপত্তি নেই। গত তিন চার বছরে রাইফেল হয়ে উঠেছে তার প্রিয় বন্ধু। বিশ্বস্ত সঙ্গী। কিন্তু তার সমস্যা অন্য খানে। কসোভো থেকে ফিরে আসার পর সে টের পায় তার জীবন কতটা ঢিমে তালে চলছে। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে অফিসে রিপোর্ট করা, মাঝে মাঝে

BanglaBook.org

প্রধানমন্ত্রীর এসকোর্ট রুটে পাহারা দেয়া আর প্রতিদিন নিয়মিত শুটিং প্র্যাকটিস করা। এই একটি কাজেই সে এখন আগ্রহ পায়। কিন্তু এসবই তার কাছে একঘেয়ে লাগে। তাকে কখনও "সত্যিকারভাবে" কাজে লাগেনি এসএসএফ'র। কিন্তু কসোভোতে সে পায় রোমাঞ্চের স্বাদ। তুষারে মোড়া পাহাড়, সিক্ত ঘাসবন আর জমে যাওয়া হ্রদের পানি, তার মাঝ দিয়ে সে ছুটে চলেছিল। হাতে ছিল একটি রাইফেল। পেছনে তাড়া করছিল মৃত্যু। সামনে হাতছানি দিচ্ছিল মুক্তি। সে তো এটাই চায়। তার সাধের রাইফেলটাকে সত্যিকারের কাজে লাগাতে, কোনো শ্যুটিং প্র্যাকটিস নয়।

শাফাতের পাশে নিঃশব্দে একজন মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। একটু অপেক্ষা করে দেখল শাফাত তাকে লক্ষ্য করে কিনা। কিন্তু সে তখন অন্য ধ্যানে মগ্ন। তাই আস্তে করে গলা পরিস্কার করে বলল সে, "ভিক্ষুকটির বাম পায়ে বাঁধা ব্যান্ডেজটি কাঁচা হাতে লাগানো। তাছাড়া গজ কাপড়ের রঙ দেখে মনে হচ্ছে অনেক দিনের পুরোনো। হয়তো খোঁড়ানোটা তার ভান।"

"হয়তো না," শাফাত না তাকিয়েই বলে উঠল, "হয়তো প্রতিদিন ড্রেসিং এর জন্য টাকা তার কাছে নেই।"

"আসলে কার মনে কি আছে বোঝা মুশকিল।" লোকটি আবার বলল।

শাফাতের হঠাৎ মনে হল কণ্ঠটা তার খুব পরিচিত। ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠল সে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমিন চৌধুরী। আমিন মুচকি হেসে তাকে রিলাক্স করতে বললেন। আমিন চৌধুরী সিভিলিয়ান পোশাকে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে সানগ্লাস পরে আছেন তিনি। শাফাতের চমকে ওঠায় মজা পেয়েছেন তিনি। শাফাতকে ডাকলেন তিনি, "এসো, কোথাও বসা যাক। তোমার সাথে কিছু কথা আছে।"

তারা দুজন মিনিট দশেক হেটে একটি দোকান খুঁজে বের করল যেখানে মানুষ কম। সকালের ভিড় ভাট্টায় অবশ্য এরকম দোকান খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ওয়েটার আসলে আমিন চৌধুরী হালকা নাস্তা এবং পানীয়ের অর্ডার দিলেন। নিজের পকেট থেকে একটা সেল ফোন বের করে আমিন কিছু একটা করতে লাগলেন। তার বিপরীতে বসে শাফাত অপেক্ষা করতে লাগল। যদিও তার মনে তখন চলছে চিন্তার ঝড়। খাবার এলে আমিন তার সেল ফোনটি পকেটে ঢুকিয়ে শাফাতের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর অলস কণ্ঠে বললেন, "তোমার দিনকাল কেমন যাচ্ছে?"

শাফাত জানে আমিন চৌধুরী তার সঙ্গে নন্ অফিসিয়াল সাক্ষাতে এসেছেন। তাই কথা বলার সময় তার নিয়ম কানুন না মানলেও চলবে। সে উত্তর দিল, "মন্দ নয়, স্যার।"

"ছুটি কাটাচ্ছ বুঝি?"

BanglaBook.org

"চার দিনের জন্য।"

"সাধারণত তোমাদের মত যারা, তারা ছুটির প্রায় পুরোটাই কাটিয়ে দেয় পরিবারের সাথে।"

"আমার এভাবে ঘুরে বেড়াতেই ভাল লাগে।"

"কোনো ক্লোজ ফ্রেন্ড নেই, বা গার্লফ্রেন্ড?" হেসে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"নো, স্যার। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। আর এখনও কোনো মেয়ের দেখা পাইনি।" শাফাতও হেসে জবাব দিল। আমিন মনে মনে বললেন, *দারুণ।*

"তাহলে তো তোমার পুরো জীবন জুড়েই রয়েছে তোমার কাজ।" মুখে বললেন তিনি।

"ঠিক ধরেছেন, স্যার। কাজের বেলায় আমার প্রিয় বেরেটটা আঁকড়ে ধরে রাখতে পারি। ওটাই আমার জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"নিজের কাজ খুব উপভোগ কর নিশ্চয়ই?"

"সত্যি বলব, স্যার?" একটু থেমে আবার যোগ করল শাফাত, "করতাম। অন্তত গত অক্টোবরের আগে পর্যন্ত।"

"এখন আর উপভোগ কর না?"

"কিছু মনে করবেন না, স্যার। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার কাজটা এসএসএফ এ অন্য সবার চেয়ে বোরিং। আমার প্রধান কাজই হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা চলাকালে কোনো একটা দালানের ছাদে উঠে রাইফেল হাতে চারিদিকে নজর রাখা আর বসে বসে ভাষণ শোনা। প্রতিবারই মনে হয় আজকে বোধহয় কিছু একটা ঘটবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাছি মারা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকেনা। আমি এখন পর্যন্ত একটা শুট-ও করতে পারিনি।"

"তাহলে তুমি কি চাও, প্রতিদিন পধানমন্ত্রীর উপর কেউ হামলা চালানোর চেষ্টা করুক?"

"না না, স্যার, ভুল বুঝবেন না," সাথে সাথে মাথা নাড়ল শাফাত, "আমি শুধু বোঝাতে চাইছি যে, আমার মত কারও জন্য কাজটা খুব বোরিং, বিশেষ করে যে দেশের বাইরে অভিযান সম্পন্ন করে এসেছে। যারা এসএসএফ এ তদন্ত বিভাগে কাজ করে, এমনকি তাদের তুলনায়ও আমার দায়িত্বটা খুব সাদামাটা।"

"মানলাম।" মাথা নাড়লেন আমিন, তার কাজটা বোধহয় সহজ হয়ে গেছে। একজন টগবগে তরুণ যে কিনা একবার রোমাঞ্চের সন্ধান পেয়েছে, যে তার পুরনো কাজকে একঘেয়ে মনে করছে। *তোমাকেই তো খুঁজছিলাম।* মনে মনে ভাবলেন তিনি, সিংহ একবার মানুষখেকো হয়ে গেলে আর নিজেকে বদলাতে পারেনা। তার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এবার আসল কথায় আসা যায়।

BanglaBook.org

"তোমার কি মনে হয়, তোমার পছন্দমত কোনো কাজ পেলে তুমি কি এসএসএফ ছেড়ে চলে আসবে?" প্রশ্ন করলেন তিনি। জানেন, শাফাত বুদ্ধিমান ছেলে। তার ইঙ্গিত না বোঝার মত বোকা সে নয়।

শাফাতের কাছে হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠল আমিনের এই অকস্মাৎ আবির্ভাবের কারণ। তার কাছে মনে হল, আমিন তার কাছে আরও একটি কাজের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। কিন্তু তাহলে এত প্রশ্ন কেন? মনে হচ্ছে যেন তার ইচ্ছা এবং আগ্রহ যাচাই বাছাই করে তবেই তাকে প্রস্তাব দেয়া হবে। যদি আর্মির কোনো কাজ হয়, তবে তার ইচ্ছা আছে কিনা সেটা যাচাইয়ের ব্যাপার আসছে কেন? অবশ্য যদি না, ব্যাপারটা আর্মির বাইরের কোনো কিছু হয়ে থাকে। অথবা, আইনের বাইরে। সিআইএ এবং জাতিসংঘ এর মাঝেই তাকে দিয়ে একটি গোপন কাজ করিয়েছে। তারা নিশ্চয়ই এরপর থেকে তার উপর কড়া নজর রেখেছে। তারা দেখতে পেয়েছে, সে নিজের মুখ বন্ধ রাখতে পারে, খুব ভালভাবেই। আমিন কি তাহলে....ওফ্, কিছুই বুঝতে পারেনি সে।

সাবধানে জবাব দিল সে, "সেটা নির্ভর করবে, কাজটা কি আর কাজটা আমাকে কে দিচ্ছে?"

স্থির দৃষ্টিতে শাফাতের দিকে তাকালেন আমিন, বোঝার চেষ্টা করলেন তার মনে কি চলছে। এক সেকেন্ড অপেক্ষা করে আবার বললেন, "কাজটা যদি আমি দেই?"

"স্যার, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যাবে, কাজটা কি?"

কোনো জবাব দিলেন না আমিন। টেবিলে হাত রেখে কিছু একটা ভাবলেন। তার দৃষ্টি সামনের খাবারের প্লেটের দিকে। তিনি ভাবছেন, এধরনের মানুষই তার দরকার। যে শুধুমাত্র তার হর্তাকর্তাদের কথাই চুপচাপ মেনে না নিয়ে নিজের যুক্তি বুদ্ধি ব্যবহার করে পরিস্থিতি বিচার করে। যে সঙ্কটকালে কৌশলে নিজের মাথা বাঁচাতে পারবে। অবশ্য এসব লোকদের নিয়ে কিছুটা সমস্যাও আছে। কখনও কখনও তারা 'সুপার কনফিডেন্ট' হয়ে পরে। কিন্তু এই ব্যাপারটা এড়ানো যাবে সঠিক ট্রেনিং এর মাধ্যমে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, শাফাতকেই ব্যুরো এক্স-এ অন্তর্ভুক্ত করবেন।

দোকানের বিল মিটিয়ে তারা দুজন রাস্তায় উঠে এল। একটু সামনেই আমিনের ল্যানসার দাঁড়িয়ে আছে। আমিন শাফাতকে নিজের গাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। শাফাত গাড়িতে প্রবেশ করলে আমিন ইঞ্জিন চালু করলেন। গাড়ি স্বাভাবিক গতিতে চলতে লাগল।

গাড়ির ভেতর নীরবতা প্রথম আমিনই ভাংলেন, "তুমি আমার অধীনে কাজ করতে চাও? ডিজিএফআই এর হয়ে?"

BanglaBook.org

শাফাত এ ধরনের কোনো কিছু আশা করেনি। সে শুধু বলল, "ডিজিএফআই?"

"হ্যা। কিন্তু ডিজিএফআই নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। তোমার কাজকর্মের সব ধরনের দায় দায়িত্ব থাকবে আমার কাছে। শুধু আমি যা বলব, তুমি তাই করবে। কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না।"

"স্পাই হিসেবে কাজ করতে হবে?"

"স্পাইয়ের চেয়েও বেশি কিছু। তোমাকে সঠিক ট্রেনিং দেয়া হবে। তোমাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তোলা হবে। তোমাকে দেয়া হবে নির্দিষ্ট কিছু এসাইনমেন্ট। সেটা যে কোনো কিছু হতে পারে। তুমি চোখ বুজে সেটা করবে।"

"যদি আমি রাজি না হই?"

"পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে তোমার উপর। তুমি রাজি হলেই তোমার জন্য একটি প্রজেক্ট তৈরি করা হবে। তবে একবার সেটার অংশ হয়ে গেলে তুমি তখন ফিরতে পারবে না।"

একটু চিন্তা করে শাফাত বলল, "আমাকে কি এ ব্যাপারে একটু সময় দেয়া যায়?"

"অবশ্যই," সাথে সাথে বললেন আমিন, "তুমি ভাবার জন্য সময় নাও।" শাফাতের হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দিলেন, "যখন সিদ্ধান্ত নেবে, আমাকে এই নম্বরে পাবে। আমি হ্যা বা না কিছু একটা জানতে চাই।"

শাফাত সম্মতিসূচকভাবে মাথা ঝাঁকাল।

বর্তমান সময়
র-এর কনসেনট্রেশন ক্যাম্প
মিজোরামপুর, ভারত

ছদ্মবেশী ধরা পরে যাবার পর সেখানে প্রায় পনের ঘণ্টা কেটে গেছে। এই পনের ঘণ্টা নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তাকে। বালতি ভর্তি পানিতে ঘাড় ধরে মাথা চুবিয়ে রাখা হয়েছে। পায়ের পাতার নিচে লাইটার জ্বালিয়ে ধরা হয়েছে। হাত পায়ের বেশ কয়েকটি আঙুল ভেঙে গেছে তার। প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে। কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো তথ্য বের হয়নি।

তাকে রাখা হয়েছে নিচের সেই লুকানো আন্ডারগ্রাউন্ডে। এখান থেকেই পনের ঘণ্টা আগে একজন বন্দীকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল সে। এখন সে নিজেই বন্দী। এখান থেকে বের হবার কোনো উপায় নেই। অবশ্য যদি না বাংলাদেশ সরকার তাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য চেষ্টা করে।

BanglaBook.org

তাকে যে সেলে রাখা হয়েছে সেটার ভেতরে একটা আবছা আলো জ্বলছে। তার আহত দেহটাকে ফেলে রাখা হয়েছে কংক্রিটের মেঝের উপর। পুরো মেঝে রক্ত আর পানিতে একাকার হয়ে আছে। তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দুজন মানুষ। তারা এতক্ষণ ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে বন্দীর মুখ থেকে কথা বের করার জন্য। কিন্তু আশ্চর্য! মানুষটার মুখ থেকে একটা কথাও বের হয়নি। তার সহ্য ক্ষমতায় তারা বিস্মিত।

সেলের দরজা খুলে আরেকজন মানুষ প্রবেশ করল। সে হল ক্যাম্পের সুপার ইন চার্জ প্রশান্ত রায়। অপর দুজন তার দিকে তাকিয়ে ইশারায় বুঝিয়ে দিল বন্দী এখনও কোনো কথা বলেনি। সে জ্ঞানহীন মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকল। ছদ্মবেশী ডাক্তার এবং পলায়নপর বন্দী ধরা পরবার সাথে সাথে তাদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা হয় আন্ডারগ্রাউন্ডে। অপর দুজন পুরুষ ডাক্তারদের নিয়ে যাওয়া হয় ইন্টারোগেশন সেলে। মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীকে খুঁজে পাওয়া যায় বাথরুমে অজ্ঞান অবস্থায়। তার পাশে পরে ছিল সিরিঞ্জ। ভেতরে ছিল শক্তিশালী বারবিচুরেট ড্রাগ, থায়োপেন্টাল ইঞ্জেকশন যা মানুষকে খুব দ্রুত অজ্ঞান করে দিতে পারে। ঐ তিনজন স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রচুর ভয় দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও তারা কোনো তথ্য দিতে পারেনি। তারা অবশ্য এটুকু বলতে পেরেছে যে তাদের সাথে ছদ্মবেশীর আগে কোনো পরিচয় ছিল না। বরং সে নিজেই স্বেচ্ছাসেবকের পরিচয় দিয়ে তাদের দলে ভিড়ে যায়। তার অভ্যস্ত হাতের কাজ দেখে কারও মনে সন্দেহ জাগেনি। অনুপ সিনহা নামে তাকে স্বাস্থ্যকর্মীদের দলে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। অবশ্য প্রশান্ত রায় নিশ্চিত, এটা তার আসল নাম নয়। তার মনে অবশ্য একটি ক্ষীণ সন্দেহ রয়েছে যে, সে বাংলাদেশ থেকে এসেছে। কারণ যে বন্দিনীকে নিয়ে সে পালাতে চাচ্ছিল তাকেও সেখান থেকেই ধরে আনা হয়েছে।

বাংলাদেশের মাটি থেকে যে মহিলাকে ধরে আনা হয়েছে সে তাদের কাছে একটি রহস্য। নয়া দিল্লীতে র-এর মেইন হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাকে ধরে আনবার। তাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু এরপর দিল্লী থেকে আর কোনো আদেশ আসেনি। শুধু বলা হয়েছিল পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তাকে যেন ওখানেই আটকে রাখা হয়। কিন্তু তারা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি যে বন্দীকে বের করে নেবার জন্য কেউ এত বড় ঝুঁকি নেবে। শেষ পর্যন্ত তাই ঘটেছে।

ছদ্মবেশী ধরা পরার পরপরই দিল্লীতে খবর পাঠানো হয়। সেখান থেকে এখনও কোনো নির্দেশ আসেনি এই নতুন বন্দীর ব্যাপারে। কিন্তু ঘটনা অনেকখানি

BanglaBook.org

এগিয়ে গেছে। তাদের বন্দীর খবর ভারতীয় মিডিয়া জুড়ে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। এটা অবশ্য পুরোপুরি একটি কুটনৈতিক চাল। আসন্ন বাংলাদেশ-ভারত শান্তি আলোচনায় ভারত যেন বাংলাদেশকে কোনঠাসা করে ধরতে পারে সেটার ব্যবস্থা হয়ে গেল। বাংলাদেশ নিশ্চিতভাবেই তাদের নাগরিককে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে। ভারতীয় সরকার সেই সুযোগটাই নিতে চায়। তবে ভাগ্যক্রমে এই সুযোগটা তাদের হাতে এসে গেছে। তবে একটাই সমস্যা। কে এই অনুপ্রবেশকারী? এটা এখনও র জানতে পারেনি। জানতে পারেনি কে তাকে পাঠিয়েছে।

প্রশান্ত রায় অবাক হয়ে ভাবল তার উপর যে ধরনের অত্যাচার হয়েছে সেটা শক্তিশালী যে কোনো মানুষকে ধসিয়ে দিতে পারে। তারপরও বার বার ছদ্মবেশী একই উত্তর দিয়েছে। *কেউ না...কেউ পাঠায় নি আমাকে...কেউ পাঠায় নি।*

বাংলায় কথা বলেছে সে। কিন্তু হিন্দি বেশ ভালই বলতে এবং বুঝতে পারে সে। তাই তারা তাকে হিন্দিতেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। অবশ্য ফলাফল শূণ্য। প্রশান্ত রায় এখন অন্য পদ্ধতির চিন্তা করছে। মানুষটার দুর্বলতা খুঁজে বের করতে হবে। তার দুর্বলতা শারীরিক নয়। তার একমাত্র দুর্বলতা...

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুইজনের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিল সে, "সাত নম্বর সেল থেকে মেয়েটাকে নিয়ে আসো।"

"কিন্তু, স্যার, তার ব্যাপারে তো দিল্লী থেকে..." একজন বলে উঠতেই তাকে থামিয়ে দিল সে, "যা বলছি করো। মেয়েটার জন্য ও এখানে এসেছে। তার কোনো ক্ষতি সে বরদাস্ত করতে পারবেনা।" মুখে সামান্য হাসি ফুটে উঠল তার, "এবার বাংলাদেশী কুত্তাটা মুখ খুলবে।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

ডিজিএফআই হেডকোয়ার্টার
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

আমিন চৌধুরী বসে আছেন নিজের ডেস্কে। আধ ঘণ্টার জন্য তাদের সভায় বিরতি দেয়া হয়েছে। তিনি বিরতি উপভোগ করতে পারছেন না। মস্তিষ্কের ধুসর কোষগুলো প্রচন্ড বেগে চিন্তা চালিয়ে যাচ্ছে। শাফাত র-এর হাতে ধরা পরেছে। অথচ তিনি চিন্তাও করতে পারেননি শাফাত এমন কিছু করে বসবে। সে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে অন্তত তার কাছে আসতে পারত। তিনি তো তাকে পাঠাননি ভারতে। সে গেছে নিজের ইচ্ছায়। এই মুহূর্তে শাফাতের থাকার কথা পাকিস্তানে। অথচ এখন ভারতের কোনো অখ্যাত স্থানে সে বন্দী। র-এর লোকগুলো অবশ্য তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। কারণ তারা টিভিতে ফলাও করে প্রচার করেছে খবরটা। পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। কিন্তু যদি জানতে পারে সে বাংলাদেশের সিক্রেট সার্ভিসের লোক? তাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘরের লোক? তখন তারা কি করবে?

নিজের নথিপত্রগুলো হেটে একটা ফাইল বের করলেন আমিন। অপারেশন ব্ল্যাকগেট। এটাই হল পুরো ঘটনার মূল কারণ। তার তত্ত্বাবধানে অপারেশন ব্ল্যাকগেট পরিচালিত হয়। কিন্তু তিনি এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ছিলেন পুরোপুরি অন্ধ। ফাইলটা খুললেন তিনি। এটা ছিল একটা এলিট মিশন। মিশনটি সম্পন্ন করে তার গড়ে তোলা এক্স ফোর্স।

রেসকিউ কি-নেম সিলিকন...ফ্লেড ফ্রম ব্ল্যাকগেট...অপারেশন সাকসিড...কামিং হোম মাদার...।

ব্ল্যাকগেট...কি-নেম সিলিকন...

সিলিকন?

আমিন চৌধুরী কিছুদিন আগের কথা মনে করলেন। তিনি তার ডেস্কের পেছনে বসে ছিলেন। তার দরজায় নক করে প্রবেশ করলেন মহসিন আলী। আমিন চৌধুরী কিছুটা অবাক হয়েছিলেন। মহসিন আলী কখনও তার ডেস্কে আসেন না। তাদের ভেতরের নির্বাক দ্বন্দ এবং সূক্ষ অহংবোধের কারণেই বোধহয়। কিন্তু মহসিন আলী এসেছিলেন। আরও অবাক ব্যাপার এসেছিলেন একটি সাহায্যের জন্য।

"নাইক্ষ্যংছড়িতে আমাদের একজন এজেন্ট আটকা পরে আছে। সে আহত

BanglaBook.org

এবং প্রচন্ড বিপদের মধ্যে রয়েছে।" মহসিন আলী বলছিলেন।

"আমাদের এজেন্ট নাকি আপনার?" মৃদু স্বরে প্রশ্ন করেছিলেন আমিন।

"দেখুন, আপনি ভাল করেই জানেন, কোনো অ্যাসেট আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এধরনের প্রশ্ন তোলার কোনো কারণ আমি দেখছিনা।" কিছুটা রাগত স্বরেই তিনি উত্তর দিয়েছিলেন।

"বেশ," আর কথা বাড়ালেন না আমিন, "আমি কি করতে পারি?"

"আপনার জন্য একটি নির্দেশ রয়েছে। ডিজি এবং আমার তরফ থেকে।" হাত বাড়িয়ে একটি কাগজ এগিয়ে দিলেন। সেটা হাতে নিলেন আমিন চৌধুরী।

"কি-নেম সিলিকন...তাকে তাড়া করছে র। খুব দ্রুত তাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা না নিলে আমাদের জন্য সেটা হবে খুব ক্ষতিকর।"

"সে কি ভারত থেকে পালিয়েছে?" প্রশ্ন করলেন আমিন। তার চোখ কাগজের উপরে ঘুরছে।

"হ্যা।"

"সে কি মিশনে গিয়েছিল?"

"সেটা আপনার না জানলেও চলবে।" মহসিনের স্বর কঠিন হয়ে উঠল।

এটুকুই ছিল তাদের কথাবার্তা। আমিন চৌধুরী খুব দ্রুত একটি টিম অ্যাসেম্বল করেন। এক্স ফোর্স থেকে তাদের বাছাই করা হয়। তিনি যোগাযোগ করেন নাইক্ষ্যংছড়িতে তার নিজস্ব সিভিলিয়ান অ্যাসেটের সঙ্গে। পুরো পরিস্থিতি যাচাই বাছাই করেন। তারপর একজনকে পাঠিয়ে দেন পাকিস্তানে। সেই একজন জানত না তার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। সে না জেনে গিয়েছিল। তাকে পাঠানো হয়েছিল। কারণ অনাকাঙ্খিতভাবে আরও একজন জড়িয়ে পরেছিল মিশনটিতে।

আপন মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন আমিন। তারপর ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন। তার কল পৌঁছে গেল বান্দরবান জেলায়। কয়েকবার রিং হবার পরে একটি মধ্যবয়সী মহিলা কণ্ঠ শোনা গেল, "হ্যালো?" তার কথায় উপজাতীয় টান।

"তোরা?" একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন আমিন। কিন্তু ওপাশের কণ্ঠটি মুহূর্তেই সজাগ হয়ে উঠল।

"মাদার?" সাবধানে জবাব দিল কণ্ঠটি।

"আবহাওয়া এখন কেমন?"

"এখনও শান্ত।" জবাব এল।

"আমাদের কন্ট্যাক্টের খবর কি?"

কিছুক্ষণ পরে উত্তর এল, "উধাও।"

"লোকেশন জানো?"

"আপনাকে ফ্যাক্স করে দিচ্ছি।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে। সাবধানে থেক।" ফোন রেখে দিলেন আমিন। পুরো ঘটনার জন্য এখন কিছুটা হলেও নিজেকে দায়ী মনে হচ্ছে। শাফাত ছিল তার শ্রেষ্ঠ এজেন্ট। তবুও তাকে তিনি পাঠাননি অপারেশন ব্ল্যাকগেটে। অথচ এখন সে পচে মরছে ভারতে। তিনি কি এই শিখিয়েছিলেন তাকে?

শাফাতের ট্রেনিংয়ের কথা মনে পরে গেল তার। তাকে প্রস্তাব দেবার পরদিনই সে তাকে ফোন করে জানায় সে রাজি। আমিন চৌধুরী খুশি মনে পুরো ব্যাপারটি অফিসিয়াল করার জন্য তিন দিন খেটে খুটে কাগজপত্র তৈরি করলেন। শাফাতকে এসএসএফ থেকে ট্রান্সফার করে নিয়ে আসা হল ডিজিএফআই এর ব্যুরো এক্স-এ। ব্যুরো এক্স তখন কেবল তার সাংগঠনিক রুপটি দাঁড়া করিয়েছে। এখানে কর্মরতরা তখনও জানত না ঠিক কি উদ্দেশ্যে ব্যুরোটি তৈরি করা হয়েছে। ঠিক তখন আমিন চৌধুরী শাফাতকে নিয়ে গেলেন অফিসে। প্রথমবারের মত। তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন কমান্ডার আনোয়ারের সাথে। কমান্ডার আনোয়ারকে ডিজিএফআই-এ আনা হয়েছিল ব্যুরো এক্স কে বিশেষ সাহায্যের জন্য। তিনি আগে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন।

শাফাতকে নথিভুক্ত করা হল। ডিজিএফআই-এর অধীনস্ত সকল অ্যাসেটকেই কোনো না কোনো কোড নেম দেয়া হত যেটা সে নিজে অথবা তার উর্দ্ধতন কর্তারা ছাড়া অন্য কেউ জানত না। সাধারণত কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে কোনো র‍্যানডম বিশেষ্য শব্দ ব্যবহার করা হত কোড নেম নির্ধারণের জন্য। কম্পিউটারের স্ক্রিনে যখন স্কারলেট শব্দটি উঠে এল তখন থেকে সেটাই শাফাতের কি নেম হয়ে গেল।

শাফাতের ট্রেনিংয়ের প্রথম পর্যায়ে তাকে ভাষা শিক্ষা দেয়া হল। প্রথমত তাকে বিভিন্ন আঞ্চলিক টানে ইংরেজি বলা শেখানো হল। আমেরিকান, ব্রিটিশ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন এবং ভারতীয় টানে সে যখন ইংরেজি বলা রপ্ত করতে পারল তখন তাকে অন্যান্য ভাষার দিকে নিয়ে যাওয়া হল। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার অনুযায়ী তাকে হিন্দী, উর্দু, আরবী এবং বার্মিজ ভাষায় কথা বলতে, বুঝতে এবং লিখতে শিখানো হল। দেশ-বিদেশের বেশ কয়েকজন ল্যাংগুয়েজ ইন্সট্রাক্টরকে এ কাজে প্রদান করা হয়েছিল। তাদের এবং শাফাতের নিরলস প্রচেষ্টায় সে ধীরে ধীরে প্রতিটি ভাষা রপ্ত করতে পারল। এক বছরের মাথায় সে বিশুদ্ধ টানে ভাষাগুলো বলতে শিখে ফেলল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে কমান্ডার আনোয়ার এবং আমিন চৌধুরী তাকে প্রশিক্ষণ দিলেন মিলিটারি জিওগ্রাফি এবং স্ট্র্যাটেজি। এটা অবশ্য তার কাছে ছিল পুরনো শিক্ষা যা সে স্নাইপার ট্রেনিংয়ের সময়ই খুব ভালোভাবে রপ্ত করেছিল। কিন্তু সেটা ছিল একটি পুরো ইউনিটের জন্য। কিন্তু এবার তাকে পুরো ব্যাপারটা শেখানো হল বিশেষভাবে একজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে। মিলিটারি জিওগ্রাফির আওতায় পরে আরবানিস্টিকস, যা

BanglaBook.org

একটি শহুরে এলাকায় একদল মিলিটারির যুদ্ধ পরিচালনার একটি অংশ। তাকে খুব সংক্ষেপে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের দালানকোঠার স্থাপনা কৌশল মুখস্থ করানো হল। একটি দালানের দুর্বলতা বা খুঁত কিভাবে খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় তাও শেখানো হল। এই ট্রেনিংয়ে সাহায্যের জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল কয়েকজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারকে।

কিভাবে জঙ্গুলে এলাকায়, মরুভূমিতে বা বরফ এবং জলাভূমিতে আত্মগোপন করে থাকতে হয় তা শাফাত আগেই শিখেছিল। তাই আমিন চৌধুরী সেদিকে তেমন জোর দেননি। কারণ, এই ক্ষেত্রে শাফাতের পারদর্শীতার প্রমাণ তিনি পেয়েছেন।

শাফাতকে বিভিন্ন ধরনের গাড়ির ইঞ্জিন এবং বডি পার্টসের উপর শিক্ষা দেয়া হল। হট ওয়্যারিং করা বা চাবি ছাড়াই মোটর সাইকেল চালু করার কৌশল সে শিখল। তাকে পাঠানো হল আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনায় অটো থেফট্ টেকনিকস এবং ইলেকট্রনিক্সের ওপর একটি বিশেষ কোর্স করার জন্য। সেখানে তাকে শিখানো হল বিভিন্ন ধরনের রেডিও সেট, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি, ক্যামেরা, মোবাইল ও ল্যান্ড লাইন টেলিগ্রাফি এবং জিপিএস টেকনোলজি সম্পর্কে। আধুনিক বিজ্ঞানের বেশ কিছু সংযোজন সে সেখানে দেখতে পেল যা সে আগে কখনও নিজের চোখে দেখতে পায়নি। সে নিখুঁতভাবে যে কোন ধরনের যোগাযোগ মাধ্যমে ট্যাপিং করতে শিখল। এছাড়াও তাকে শেখানো হল কিভাবে বিভিন্ন ধরনের লক্ সিস্টেম অকেজো অথবা খুলে ফেলা যায়। বিভিন্ন ধরনের হাতকড়া কিভাবে একটি মাত্র ছোট ববি পিনের সাহায্য নিয়ে খুলে ফেলতে হয় তাও সে শিখল। তাকে শিক্ষা দেয়া হল বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক সম্পর্কেও।

নর্থ ক্যারোলিনায় তাকে সর্বশেষ শেখানো হল সেলফ ডিফেন্স। তাকে খালি হাতে ছেড়ে দেয়া হল একটি বন্ধ কক্ষে। সেখানে ছিল একটি ডেস্ক ও তার উপরে কিছু ফাইল, পেন্সিল এবং ম্যাগাজিন। যখন রুমে তার চেয়েও এক হাত লম্বা একজন মানুষ একটি অ্যালুমিনিয়াম স্টিক হাতে প্রবেশ করল তখন সে নিশ্চিত বুঝতে পারছিল ব্যাপারটা সত্যি সত্যি হচ্ছে। তাকে এখন বাঁচা মরার খেলায় নামিয়ে দেয়া হয়েছে। তার হাতে কোনো অস্ত্র ছিলনা, তাই সে ডেস্ক থেকে পেন্সিলটা বাগিয়ে নিয়ে সেটা দিয়েই আঘাতের প্রস্তুতি নিল। পরে সে জানতে পেরেছিল লোকটা আসলে আমেরিকার একজন নামকরা সেলফ ডিফেন্স ইন্সট্রাক্টর। এভাবে সে যে কোনো অবস্থায় যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে রক্ষা করা শিখল। সে শিখল কিভাবে পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়।

শাফাতকে সাহায্য করত তার ভেতরের সহজাত প্রবৃত্তি। আমিন চৌধুরী এবং কমান্ডার আনোয়ারের সাহায্যে সে নিজের প্রবৃত্তিকে কাজে লাগানো শিখল। তার

BanglaBook.org

মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখল। সে অনর্গল মিথ্যা বলতে পারত। যে কোনো মানুষকে প্রভাবিত করতে পারত। যে কোনো মানুষের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদায় করতে পারত।

আমিন চৌধুরী তাকে শেখালো সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস। শাফাত ধীরে ধীরে বিদ্যাটি রপ্ত করতে পারল যার ফলে সে যেখানে যাচ্ছে সেখানকার একটি ছবি মনের মাঝে বন্দী করে রাখত। আমিন বলতেন, শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকলে হবে না, প্রতিটি জিনিসের ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার ক্ষমতা আয়ত্তে আনতে হবে। শাফাত যখন প্রথম প্রথম সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস শিখল সে তার আশেপাশের প্রতিটি মানুষকে খুঁটিয়ে দেখা শুরু করল। একটি ছোট জিনিসও তার নজর এড়িয়ে যেত না।

শাফাতের ট্রেনিংয়ের পেছনে আমিন চৌধুরী কড়া নজর রাখতেন। তিনি জানতেন একজন স্বাভাবিক মানুষ কখনও না জেনেশুনে কোনো কাজ করতে চাইবে না। আর করতে বাধ্য করা হলে সেটা তার মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলবে। তাই তার মানসিক অবস্থা যাচাইয়ের জন্য তিনি নিযুক্ত করেছিলেন একজন সাইক্রিয়াটিস্ট। তিনি আশা করেননি এত বিশাল চাপের পরেও শাফাত মানসিকভাবে স্টেব্‌ল থাকবে। কিন্তু শাফাত যখন তার জীবনের পথম অ্যাসাইনমেন্ট নির্বিঘ্নে শেষ করে আসে এবং সাইক্রিয়াটিস্ট সব ধরনের পরীক্ষা শেষে তার মানসিক অবস্থা খুবই সুস্থির বলে ঘোষণা দেন তখন আমিন চৌধুরী স্ত্রীর সঙ্গে সেলিব্রেট করার মত একটি কারণ খুঁজে পান।

দীর্ঘ দুই বছরের ট্রেনিং শেষে শাফাতও একটি জিনিস বুঝতে পারে, সিক্রেট এজেন্ট হওয়া কোনো মজার ব্যাপার নয়, তা সে গল্পের বইয়ে যতই লেখা হোক না কেন। সে বুঝতে পারে তার জীবনটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যতদিন সে একজন অ্যাসেট হয়ে থাকবে ততদিন সে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে না। সে শাফাত রায়হান থেকে হয়ে গেল কি-নেম স্কারলেট।

আর দুই বছরের ট্রেনিং শেষে আমিন চৌধুরী তৈরি করলেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তিটিকে।

বর্তমান সময়
র-এর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প

BanglaBook.org

তার জ্ঞান ফিরল মুখে পানি ছিটানোর পর। কষ্ট করে চোখ খোলার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু পারল না। মনে হল কেউ চোখের পাতা দুটো একসাথে সেলাই করে দিয়েছে। মাথার পেছনে কোথাও একটা ভোঁতা যন্ত্রণার অনুভূতি হচ্ছে। শরীরটা

নাড়াতে চেষ্টা করল সে। সাথে সাথে পুরো শরীরে তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পরল। মুখ থেকে চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। একটা মুহূর্ত স্থির হয়ে বসে রইল। আবার চোখ খোলার চেষ্টা করল সে। এবার পারল। ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরে পেল সে। তবে চোখ দুটো ব্যথায় কুঁচকে রইল।

সেলের ভিতর হালকা আলো জ্বলছে। আলোর উৎস মাথার উপরে থাকা লো ওয়াটের একটি বাল্ব। ঘন ঘন কয়েকবার নিঃশ্বাস নিল সে। বুকের ভেতর যেন ঢাক বাজছে। খাঁচার হাড়ে খুব ব্যথা করছে। ভেঙে গেছে কিনা কে জানে।

মাথার উপর কেউ হালকা করে চাটি মারল। "সাহেবের জ্ঞান কি ফিরেছে?" কেউ হিন্দীতে জিজ্ঞেস করল। ঘুরে তাকানোর চেষ্টা করল সে। "দেখুন তো কে এসেছে।" কণ্ঠটা আবার বলে উঠল।

তার সামনে আরও কয়েকজন মানুষ। সবার হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র। শুধু একজন বাদে। তার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। পরনে সাদা সার্জিকাল পোশাক। তার মুখে এবং মাথায় তখনও মাস্ক পরানো। শুধু চোখ দুটো বের হয়ে আছে। সেই চোখে আতঙ্ক এবং বিস্ময়।

"ঠিক ধরেছেন। বিবি সাহেব এসেছেন। আপনি তো তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এবার আমরাই তাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।" কণ্ঠটার মধ্যে কৌতুকের ছোঁয়া। সে তাকিয়ে রইল অসহায় ভাবে। মেয়েটিকে সে চিনতে পেরেছে তার ঘোলাটে দৃষ্টি এবং ধোঁয়াটে চিন্তাশক্তি সত্ত্বেও। আসলে মেয়েটির তো কোনো দোষ নেই। তার কারণেই সে এখানে। ওরা কি করবে তাকে?

প্রশান্ত রায় এগিয়ে এল। হাতে সিগারেট জ্বলছে। ঠোঁটের ফাঁক থেকে সিগারেটটি বের করে হাতে নিল। তারপর মেয়েটির চোখের সামনে ধোঁয়াগুলো ছাড়ল। "সিগারেট স্বাস্থ্যের জন্য খুব ক্ষতিকর।" গাঢ় কণ্ঠে বলল সে। "নিভিয়ে ফেলা উচিৎ।" মেয়েটির হাতটি টেনে নিল সে। কব্জির উপর জ্বলন্ত সিগারেটটি চেপে ধরল। "নিভছে না যে।" মিথ্যা আফসোস করল সে। মেয়েটির মুখ থেকে গোঙানোর মত শব্দ বেরিয়ে এল। সম্ভবত তার মুখে ডাক্ট টেপ লাগানো। সে চিৎকার করতে পারছেনা। সিগারেটের আগুন তার ত্বকের কোষগুলো থেকে পানিগুলো বাষ্পীভূত করে দিচ্ছে। ফলে মুহূর্তের মাঝে পুড়ে গেল কোষগুলো। সেই ব্যথা নার্ভ সেলগুলির কল্যাণে পৌঁছে গেল তার মস্তিষ্কে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তার চোখ থেকে পানি বের হয়ে আসল। হাত পেছনে বাঁধা বলে সেটা সরাতেও পারছেনা সে। মুখে টেপ লাগানো না থাকলে এতক্ষণে সে কেঁদে ফেলত।

"বান্‌চোত!' শরীরের সমস্ত শক্তি খরচ করে গাল দিয়ে উঠল সে। "ওকে ছাড়্...ও কিছু...জানে না।" রাগ দেখালেও তার কণ্ঠস্বরটা অসহায় মনে হল। মেয়েটার কব্জি থেকে সিগারেট সরিয়ে ফেলল প্রশান্ত। কয়েক কদম হেটে তার সামনে এসে দাঁড়াল সে। "বেশ, এবার তাহলে নিশ্চয়ই তোমার মুখ খুলবে।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

ডিজিএফআই হেডকোয়ার্টার
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

পুণরায় মিটিং শুরু হবার কয়েক সেকেন্ড আগে আমিন চৌধুরী কনফারেন্স রুমে প্রবেশ করলেন। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না তিনি কি চিন্তা করছেন। রুমের কোনায় রাখা ওয়াটার ফিল্টার থেকে তিনি পানি হাতে নিলেন। প্লাস্টিকের গ্লাসটি ভর্তি তরলের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন। ফিল্টার করা পানি, তবুও কি পুরোপুরি পরিশোধিত হয়েছে? খালি চোখে দেখা না গেলেও নিশ্চয়ই এর ভিতরে এখনও জীবাণু রয়ে গেছে।

তিনি পানি পান না করে হাতে নিয়ে টেবিলে বসলেন। গ্লাসটি রাখলেন তার সামনে। ডিরেক্টর জেনারেল শওকত হামিদ এখনও আসেননি। বাকিরা সবাই এসে হাজির হয়েছেন। দুই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আরাফাত এবং মইনুল কবির হালকা স্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। বাকিরা চুপচাপ বসে আছেন। আসলে তারা কিছুটা বিরক্ত। হঠাৎ করে সব কাজ ফেলে এভাবে এমন একটি মিটিংএ বসে থাকাটা তাদের ভাল লাগছে না। তাছাড়া কথা যা বলার তা আমিন চৌধুরী একাই বলে যাচ্ছেন। তাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা একটা জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না। তারা চাইছে দ্রুত মিটিংটা শেষ হোক।

মহসিন আলী তার সামনে রাখা কয়েকটা কাগজের ওপর চোখ বুলাচ্ছেন। অপারেশন ব্ল্যাকগেটে ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলোর একটা লগ সেখানে রয়েছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কোনো একটা ব্যাপার তার পছন্দ হচ্ছে না। হঠাৎ আমিন চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "এজেন্ট সিলিকনকে কি সাভার ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসা হয়েছিল?"

ভ্রু কুঁচকে আমিন চৌধুরী তাকালেন, "রিপোর্ট বুকে কি তাই লেখা আছে?"

"না এখানে লেখা, সিলিকন ইজ মুভড্ টু কি-পয়েন্ট ইন্সটলেশন," রিপোর্টগুলোর দিকে দৃষ্টি হানলেন মহসিন, "কি-পয়েন্ট ইন্সটলেশন?"

"হ্যা। ঠিক ধরেছেন।"

"আপনি তাকে এখানে নিয়ে এসেছেন?" কিছুটা চড়া স্বরে বললেন মহসিন।

"হ্যা। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।"

"আপনাকে বলা হয়েছিল তাকে সাভার ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছে দিতে।"

BanglaBook.org

"কিন্তু তাকে পৌঁছে দেয়া হয়নি। তাকে এখানে নিয়ে আসাটাই ভাল মনে করেছি।"

"কেন?"

"সে ছিল একজন আহত মানুষ। তার বাম পায়ে বড়সড় একটা জখম ছিল। তাকে আমি কি মনে করে সাভারে নেব? তার চিকিৎসার দরকার ছিল। তাছাড়া...তাছাড়া সাভারে তাকে নিয়ে কি করা হত? জিজ্ঞাসাবাদ? আপনি কি মনে করেন, সেটা আমাদের জন্য খুব ভাল হত?"

"আপনার উপরে একটা অর্ডার ছিল। আপনি তো আমাকে জানান নি।"

"যাকে জানানোর তাকে জানিয়েছি...পি. এম.।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকলেন মহসিন। তারপর আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, "উনি কি আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন?"

"হ্যা, উনি জিজ্ঞেস করেছেন। আমার জবাবে উনি সন্তুষ্টও হয়েছেন। তাই আমি মনে করি, আমার সিদ্ধান্তে তাকে ঢাকায় নিয়ে আসাকে আপনার প্রশ্নাতীত মনে হবে।"

"সে এখন কোথায়?" কথাটা এড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন মহসিন।

"সি-এম-এইচ এ।"

মহসিন চুপ হয়ে গেলেন। আমিন চৌধুরী কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করলেন না। ডিজিএফআই এর কোনো এজেন্ট ভারতে গেলে ব্যাপারটা অবশ্যই বড় কিছু। কিন্তু আশ্চর্য...তিনি এজেন্ট সিলিকনের ফাইল হাতে নিয়েছিলেন। গত পাঁচ মাস ধরে মহসিন আলীর সাথে সে কাজ করছে। এই এজেন্সির আর দশজন অ্যাসেটের মতই সে। কিন্তু তাকে এখন পর্যন্ত জঙ্গিবিরোধী কোনো অভিযান ছাড়া কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। এই প্রথম মহসিন তাকে দেশের বাইরে পাঠিয়েছেন। কেন? কিছুটা অবশ্য তিনি আঁচ করতে পারেন। সামনেই প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর...সিলিকনের হাতের সিলগালা করা কাগজগুলো আমিন চৌধুরী তার রিপোর্টের সাথে যুক্ত করেন। সবগুলো একসাথে তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে। যেহেতু তিনি নিজে ব্যাপারটির খোঁজখবর করছেন, সেটা তার নিজের সুরক্ষার খাতিরেই। যদিও প্রধানমন্ত্রী আমিন চৌধুরীকে এ ধরনের কোনো প্রশ্ন করেননি। তাই ব্যাপারটা কতটুকু সত্য তা আমিন চৌধুরী জানেন না। এনএসআই এর সাথে মহসিন আলীর সখ্যতার কথা সবাই জানে। হয়তো তাদের অনুরোধেই তিনি সিলিকনকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমিনের কাছে যেটা অবাক লাগছে, মহসিন নিজের অ্যাসেটের ব্যাপারে কোনো খোঁজ নেননি। নিজের অজান্তেই সেটা তিনি প্রকাশ করে ফেলেছেন। সিলিকন আসলে কেন ভারতে গিয়েছিল? সেটা এতটা গোপনই বা রাখা হয়েছিল কেন?

BanglaBook.org

দরজা খোলার শব্দে আমিন চৌধুরী ফিরে তাকালেন। শওকত হামিদ রুমে প্রবেশ করেছেন। তাকে অন্য সবার চেয়ে বেশি চিন্তাযুক্ত মনে হচ্ছে। তিনি সরাসরি নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তার হাতে কয়েকটি কাগজ। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কাগজগুলোই তার চিন্তার বিষয়। একে একে সবার দিকে তাকালেন তিনি। তারপর আমিনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তারপর আস্তে করে কাগজগুলো এগিয়ে দিলেন। আমিন চৌধুরী কাগজগুলো হাতে নিলেন।

"ভারতীয় ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দী বাংলাদেশী গুপ্তচর।" মুখে বললেন শওকত। "ভারতীয় একটি দৈনিকে আগামীকাল ছাপাবার কথা।" আমিন চৌধুরী পড়ছেন। বাকিরা সবাই তাকিয়ে আছে। কিন্তু শওকত নিজের মুখেই শোনাতে লাগলেন, "রিপোর্টে লেখা রয়েছে, সে বাংলাদেশের ডিজিএফআই-এর একজন এজেন্ট। তাকে হাতেনাতে ধরা হয় মিজোরামপুরে বিএসএফের একটি পুরোনো বেস ক্যাম্প থেকে। সেখানে বর্তমানে ভারতীয় র একটি ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করেছে। তাকে সেখানেই আটকে রাখা হয়েছে। সে নাকি মুখ খুলেছে। র-এর একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছে যে, তাকে খুব শিঘ্রী মিডিয়ার সামনে আনা হবে। সম্ভবত...আগামীকাল। দৈনিকটি এমনভাবে রিপোর্টটি সাজিয়েছে, যেন ভারতীয় সরকার সরাসরি বাংলাদেশ সরকার এবং ডিজিএফআই কে দোষারোপ করতে পারে।"

"ভারতীয় সরকার নিশ্চিতভাবে আগত শান্তি আলোচনায় বসতে চাইছে না।" মন্তব্য করলেন মইনুল কবির।

"হয়তো।" বললেন শওকত, "কিন্তু এখানে লেখা রয়েছে সে মুখ খুলেছে। আমাদের জন্য এটা কি কোনো দুঃসংবাদ নয়?" প্রশ্নটা যেন আমিন চৌধুরীকেই করা হল।

"মুখ খুলেছে?" ভ্রুকুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন মহসিন। "কোন বিষয়ে?"

"সেটা সম্পর্কে র কিছু বলেনি।"

"এক মিনিট," বাধা দিলেন আমিন চৌধুরী, "রিপোর্টটা আপনার কাছে এসেছে কিভাবে?"

"এটা আমার কাছে মেইল করা হয়েছে। দৈনিকটিতে একজন প্রবাসী বাংলাদেশী কাজ করে। তার সাথে আমার কন্ট্যাক্ট অনেক আগে থেকেই। তার হাতে রিপোর্টটা আসার পরে সে নিজের ইচ্ছায় এটা আমার ব্যক্তিগত ই-মেইল অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দেয়। অবশ্যই আমাদের সতর্ক করে দেবার জন্য।"

"তার মানে র ব্যাপারটাকে আন্তর্জাতিক ইস্যু বানাবার চেষ্টা করছে," বলে উঠলেন মোহাম্মদ আরাফাত।

"ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে তারা সফলও হয়েছে।" মহসিন বললেন।

BanglaBook.org

"তারা সুযোগের ব্যবহার করছে।" আরাফাত যোগ করলেন।

"এখানে ভারতীয় সরকারের উচ্চ পর্যায়ের হাত রয়েছে বলে আমি মনে করি। কোনো একটি কারণে ভারত শান্তি আলোচনায় বসতে চাচ্ছে না।" শওকত বললেন, "তারা এটাকে বানচালের চেষ্টা চালাচ্ছে।"

"কিংবা বাংলাদেশকে কোনঠাসা করার চেষ্টা করছে।" যোগ করলেন সৌরভ।

"আসল প্রশ্ন হল এই শাফাত ছেলেটা কোন বিষয়ে মুখ খুলেছে এবং কতটুকু," পুরনো সুর ধরিয়ে দিলেন মহসিন।

"সে যে ডিজিএফআই-এর এজেন্ট এই কথাটা যখন তার মুখ থেকে বেরিয়েছে, আরও কত কি বের হয় কে জানে?" বলে উঠলেন ফজল মাহমুদ। এই প্রথম তিনি মুখ খুললেন।

"তারা অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে।" আমিনের বক্তব্যে সবাই একযোগে তার দিকে তাকালেন।

"আপনার কথার প্রমাণ কি?" মহসিন জানতে চাইলেন।

সামনে রাখা পানির গ্লাসটা হাতে তুলে নিলেন আমিন। "প্রথমত, এক্স ফোর্সের কোনো সদস্যকে মেরে ফেললেও তাদের মুখ থেকে সত্যি কথা বের হয় না। দ্বিতীয়ত...," গ্লাসটি মুখে নিয়ে পানিটুকু পান করলেন তিনি, "দ্বিতীয়ত, এক্স ফোর্সের কেউ ধরা পরলে তাদের কাছে আগে থেকেই দ্বিতীয় কোনো বিশ্বাসযোগ্য এক্সকিউজ বা গল্প তৈরি থাকে। জিজ্ঞাসাবাদকারীদের সামনে তারা সেটাই ঝেড়ে দেয়। আর তৃতীয়ত, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, শাফাতকে ডিজিএফআই-এর পক্ষ থেকে কোনো মিশনে ভারতে পাঠানো হয় নি। সে গেছে নিজের ইচ্ছায়। অথবা বলা যায় বাধ্য হয়ে গেছে।"

কয়েক মুহূর্ত কেউ কথা বলল না। প্রথম মুখ খুললেন শওকত, "তাহলে র কিভাবে বুঝতে পারল সে ডিজিএফআই-এর একজন এজেন্ট?"

"অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়তে হলেও হাতে ইটের কুচো নিতে হয়, আমিন," বললেন আরাফাত, "আপনি বলতে পারবেন ইটের টুকরোটা কিভাবে হাতে আসল?"

"অবশ্যই।" সাথে সাথে জবাব এল, "কেউ তাদের হাতে ঢিল এগিয়ে দিয়েছে।" আড়চোখে একবার মহসিনের দিকে তাকালেন আমিন।

"মানে?" বুঝতে পারলেন না শওকত।

"বলছি। তার আগে আমার জানতে হবে অপারেশন ব্ল্যাকগেট আসলে কি ছিল।" এবার সরাসরি মহসিনের দিকে তাকালেন তিনি।

মহসিনকে কিছুটা বিব্রত মনে হল। তবে সাথে সাথেই সামলে নিয়ে বলে উঠলেন, "অপারেশন ব্ল্যাকগেট তো আপনি নিজে পরিচালনা করেছেন।"

"হ্যা, তা করেছি। কিন্তু এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল ছিলাম না।

BanglaBook.org

আমি জানিনা অপারেশন ব্ল্যাকগেট কেন এক্সিকিউট করা হয়েছিল। এই এজেন্ট সিলিকনকে কেন র তাড়া করেছিল? আর সে কোন উদ্দেশ্যে ভারতে গিয়েছিল?"

"অপারেশন ব্ল্যাকগেট?" প্রশ্ন রাখলেন মইনুল, "এক মিনিট। আমরা মনে হয় কোনো কিছু মিস্ করেছি?" তার দ্বিধান্বিত কণ্ঠস্বরকে বাকিরা নীরব সমর্থন জানালেন।

"অপারেশন ব্ল্যাকগেট ছিল আমার পরিচালিত একটি মিশন।" জবাব দিলেন আমিন, "এটি ছিল একটি নন-লেথাল অ্যাসাইনমেন্ট। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি জানতাম না। আমার টার্গেট ছিল আমাদের একজন আহত এজেন্ট, যার কোড নেম সিলিকন, তাকে নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে উঠিয়ে আনা। আমার কাছে একটি নির্দেশপত্র আসে ডিজি এবং জনাব মহসিন আলীর কাছ থেকে।"

"এটা ছিল প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার সাথে জড়িত একটি ইস্যু।" খোলাসা করলেন ডিরেক্টর জেনারেল, "এজেন্ট সিলিকনকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল কারণ জনাব মহসিনের হাতে এমন কিছু ইন্টেল আসে, যেগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যে ভারতীয় কোনো সংস্থা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর উপর হামলা চালাতে পারে। সম্ভবত সেটা গোপনেই হবার কথা ছিল। তাকে পাঠানো হয় ডাবল এজেন্ট সাজিয়ে র-এর অভ্যন্তরে। তার ছদ্মবেশ সম্ভবত ধরা পরে যায়। কারণ তার কাছ থেকে আমরা খবর পাই যে সে পালিয়েছে এবং র তাকে তাড়া করছে। সে আহত অবস্থায় পালিয়ে নাইক্ষ্যংছড়িতে শরণার্থী ক্যাম্পে লুকাতে সক্ষম হয়। তাকে ধাওয়া করে আসে র। তাই আমরা দ্রুত লোক পাঠিয়ে তাকে গোপনে উঠিয়ে সাভারে নিয়ে আসি। এ ব্যাপারে আমিন চৌধুরীকে ধন্যবাদ দিতে হয়।"

"ঢাকায়...ঢাকার মহাখালীতে নিয়ে আসা হয়," শুকনো মুখে বললেন মহসিন, "এখানে।"

"এখানে?" বিস্মিত হলেন শওকত।

"হ্যা, এখানেই," উত্তর দিলেন আমিন, "তবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করার সময় উনি এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তোলেননি। সাভারে এজেন্ট সিলিকনকে যে জিজ্ঞাসাবাদ হবার কথা ছিল সেটা আদৌ লোক দেখানো ছিল। আমার তো মনে হয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নয়, এখানে অন্য কোনো বিষয় আছে। আমরা এখনও তা জানিনা।" এবারও মহসিনের দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করলেন আমিন। যেন তার কাছ থেকে কোনো জবাব আশা করছেন আমিন।

"জনাব মহসিন, আপনি কি আমিনের কথায় কোনো আলোকপাত করতে পারবেন?" শওকত জানতে চাইলেন।

কিছুটা চুপ করে রইলেন মহসিন। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে মুখ খুললেন, "আমাদের কাছে কোনো তথ্য আসে সাধারণত হায়ারারকিতে খুব নিচের মাঠ

BanglaBook.org

পর্যায়ের কর্মীদের কাছ থেকে। সেটা আপনারা সবাই জানেন। মাস চারেক আগে জৈন্তপুরে বিজিবি এবং বিএসএফ এর মধ্যে কয়েকবার গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। এই সংঘর্ষের পর বিএসএফ পিছু হটে গেলে বিজিবি সিলেট সীমান্তবর্তী এলাকায় তীব্র নজরদারী ও টহল বসায়।" এটুকু বলে থামলেন মহসিন।

সবাই চুপচাপ শুনছেন। মহসিন আবার শুরু করলেন, "নজরদারীর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিজিবির টহল দলগুলো ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কয়েকটি নো ম্যানস ল্যান্ডে কিছু ক্যাম্প আবিষ্কার করে। ক্যাম্পগুলো বিএসএফ-এর তৈরি করা হলেও সেগুলো কোনো সামরিক কারণে তৈরি করা হয়নি। কারণ সেগুলোর মধ্যে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় যা দেখে মনে হয় এখানে কোনো বৈজ্ঞানিক কাজে সেগুলো আনা হয়েছিল। বিএসএফ দ্রুত পিছু হটে গেলে তারা সেগুলো সাথে নিয়ে যেতে পারে নি।"

"কি ধরনের যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়েছিল?" প্রশ্ন করলেন ডিজি।

"খনন কার্যে প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্র বিজিবি সনাক্ত করতে পেরেছিল। এছাড়াও কিছু যন্ত্র পাওয়া যায় যা প্রাথমিকভাবে মেটাল ডিটেক্টর বলে তারা মনে করে।"

"কিন্তু ওগুলো মেটাল ডিটেক্টর ছিল না?"

"হ্যা, ওগুলো মেটাল ডিটেক্টরই ছিল। কিন্তু বিশেষ ধরনের মেটাল।"

"যেমন?"

"আপনারা কেউ ইয়েলো কেক শব্দটির সাথে পরিচিত?"

"ইয়েলো কেক?" ভ্রু কোঁচকালেন শওকত।

"গোল্ডকে নিশ্চয়ই ইয়েলো কেক বলা হয় না?" মতামত দিলেন মইনুল।

"আচ্ছা...," হঠাৎ করেই যেন বুঝতে পারলেন সৌরভ, "আপনি কি ইউরেনিয়ামের কথা বলছেন?"

"ঠিক বলেছেন।" জবাব দিলেন মহসিন।

"ইউরেনিয়াম?" শওকতকে বিস্মিত মনে হল, "ভারত সরকার সিলেট সীমান্তে ইউরেনিয়াম খুঁজছে?"

"শুধু খুঁজছে না," মহসিন বললেন, "হয়তো পেয়েও গেছে।"

"মানে? বিজিবি কি ইউরেনিয়াম স্যাম্পল পেয়েছে নাকি?"

"না। বিএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে কোনো প্রস্পেক্টর দল সেখানে ইউরেনিয়াম খুঁজেছে। যদি তারা কোনো স্যাম্পল পেয়ে থাকে তবে তারা সেটা সাথে না নিয়ে যাওয়ার মত বোকা নয়।"

"তাহলে বিজিবি কিভাবে বুঝল?"

"তারা মেটাল ডিটেক্টরগুলো ঢাকায় পাঠায়। এখানে বিশেষজ্ঞরা সেগুলোকে গিগার কাউন্টার বলে চিহ্নিত করে।"

BanglaBook.org

"গিগার কাউন্টার দিয়ে ইউরেনিয়াম চিহ্নিত করা যায়?" আনোয়ার ইসলাম জিজ্ঞেস করলেন। এতক্ষণ তিনি শুধু শুনে যাচ্ছিলেন।

"ব্যাপারটা তা নয়। গিগার কাউন্টার দিয়ে রেডিয়েশান নির্ণয় করা হয়।" ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলেন মহসিন, "ব্যাপারটা ঠিক কিভাবে হয় আমি তা বলতে পারছি না।"

"আমি বলছি," সৌরভ বলে উঠলেন, তিনি ছাত্রাবস্থায় রসায়ন অধ্যায়ন করতেন। সেগুলো এখনও মোটামুটি তার জানা আছে। তরুণ বয়সে যখন আর্মিতে যোগ দেন, তখন তিনি এক্সপ্লোসিভ নিয়ে পড়াশুনা করেন। বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি পরমাণু বিদ্যা, ফিউশন এবং ফিশন রিঅ্যাকশনেও জ্ঞানার্জন করেন। এখনও কাজের ফাঁকে তিনি আধুনিক যুগের রসায়ন নিয়ে পড়াশুনা করে থাকেন। তাই যখন তিনি ইয়েলো কেক শব্দটি শোনেন, সাথে সাথে তিনি বুঝে যান মহসিন কি নিয়ে কথা বলছিলেন।

"সাধারণত খুব ভারি ধাতুগুলো রেডিয়েশন বিক্রিয়া করে থাকে। যে সব মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ৮২ বা তার উপরে তারাই তেজস্ক্রিয়তা প্রদর্শন করে। অর্থাৎ তাদের যদি ফেলে রাখাও হয় তাদের শরীর থেকে বিভিন্ন ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হবে।"

"রশ্মি? আমি তো জানতাম তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্গত হয়।" বলে উঠলেন ফজল।

"না। তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হয়। আসলে রশ্মিগুলো হচ্ছে তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে নির্গত হওয়া তারই ইলেকট্রন অথবা নিউক্লিয়াস। যেমন বিটা রশ্মি হচ্ছে কোনো পদার্থ থেকে বের হওয়া একাকি ইলেকট্রন। এটি খুবই এনার্জেটিক। অ্যালুমিনিয়াম শিটকেও ভেদ করে যেতে পারে।"

"ইউরেনিয়াম থেকে বিটা রশ্মি বের হয়?" জানতে চাইলেন আনোয়ার।

"না। গামা রশ্মি। ইউরেনিয়াম থেকে যখন একটি নিউক্লিয়াস বের হয়ে আসে সেটাকেই আমরা গামা রশ্মি বলে থাকি। সাধারণত এটা একটা ফিশন রিএ্যাকশন। হিরোশিমায় যে বোমাটা আমেরিকা ব্যবহার করেছিল তা ছিল ইউরেনিয়াম-বেইজড পারমাণবিক বোমা।"

"লিটল বয়?" বলে উঠলেন আরাফাত।

"হ্যা। শক্তিশালী গামা রশ্মি যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োগ করা যায় সেটা শিশার পাতকেও ভেদ করে যেতে পারবে।"

"ইয়েলো কেকটা কি?"

"ট্রাই ইউরেনিয়াম অক্টা অক্সাইড। খনি থেকে এই রুপেই ইউরেনিয়াম তুলে আনা হয় আর এভাবেই বাজারজাত করা হয়।"

BanglaBook.org

"সেই যন্ত্রটা, কি যেন নাম, ওটা কিভাবে ইউরেনিয়াম নির্ণয় করে?" শওকত প্রশ্ন করলেন।

"গিগার কাউন্টার। যন্ত্রটার ভেতর সাধারণত উচ্চ ঘনমাত্রায় হিলিয়াম বা নিয়ন গ্যাস থাকে। যদি গামা রশ্মি সেটার ভিতর দিয়ে যায়, গ্যাসের অণুগুলো পরিবাহী হয়ে ওঠে। গামা রশ্মির এই পরিবহনকে অ্যামপ্লিফাই করে সেটার ভেতরে থাকা গ্যাস টিউবটি। যন্ত্রের ভেতরের ভোল্টেজ সোর্সকে কাজে লাগিয়ে কোনো কাঁটার সাহায্যে বা ডিজিটাল হরফে সেটা গামা রশ্মির উপস্থিতি জানান দেয়। মহসিন যে ধরনের যন্ত্রের কথা বলছেন, সেটা সম্ভবত কোনো শব্দ করে ওঠে, যেমনটা করে সাধারণ মেটাল ডিটেক্টরগুলো। অনেক সময় সিনটিলেশন কাউন্টার দিয়েও ইউরেনিয়াম খোঁজা হয়।"

"তার মানে মহসিন বলতে চাচ্ছেন, ভারত সরকার সেখানে ইউরেনিয়াম খুঁজে পেয়েছে?" শওকত রসায়ন বিদ্যার ইতি টানলেন।

"হয়তো।" আবার আলোচনায় ফিরলেন মহসিন, "আমরা সেটাই নিশ্চিত হবার জন্য একজন এজেন্টকে পাঠাবো বলে ঠিক করি।"

"কার নির্দেশে?" শওকত জানতে চাইলেন।

"প্রধানমন্ত্রীর।" স্পষ্ট স্বরে জবাব দিলেন মহসিন, "আমরা ভারতের মাটিতে কোনো বিশেষজ্ঞ দল পাঠাতে পারতাম না। কিন্তু তারা আসলেই ইউরেনিয়ামের খোঁজ করছে কিনা সেটা জানার জন্য এছাড়া আর কোনো উপায় ছিলনা।"

"কিন্তু, সেটার সাথে আমাদের কি সম্পর্ক?" ফজল বলে উঠলেন।

"কারণ...," একটু থেমে দম নিলেন মহসিন। যেন পরের কথাটা কিভাবে বলবেন ঠিক করে নিচ্ছেন, "কারণ আমরা সিলেটের মাটিতে বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছিলাম। সেখানে তারা এক মাস ধরে খোঁজার পর ভারত সীমানায় একটি গ্রামের পাহাড়ের পাদদেশের মাটিতে ইউরেনিয়ামের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে বলে দাবি করেছে। স্থানটা বিএসএফ এর সেই অস্থায়ী মাইনিং ক্যাম্পের খুব কাছেই অবস্থিত। বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত বলে ভারতীয়রা সেখানে সন্ধান চালাতে পারছিল না। আমাদের সরকার সন্দেহ করে যে এই কারণে বিএসএফ হয়তো গ্রামটা দখল করে নিতে চায়। গত কয়েক মাস ধরে জৈন্তপুর আর তামাবিল বর্ডারে বিএসএফ-এর অহেতুক আগ্রাসনকে এখন সরকার শুধু ভূমি দখল বলে মনে করছে না। ভারতের শান্তি আলোচনায় বসতে না চাবার এটা একটা কারণ হতে পারে।"

"আপনার এজেন্ট কি সেটার সত্যতা জানতে পেরেছিল?"

"আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম একজন ডাবল এজেন্ট সাজিয়ে। সে মিজোরামপুরে ভারতের ইউরেনিয়াম মাইনিং কোম্পানির একটি অস্থায়ী অফিস আবিষ্কার করে। আরেক ভারতীয় কোম্পানি ইউসিআইএল-এর সাথে তারা এখন তীব্র প্রতিযোগিতায় নেমে পরেছে।"

BanglaBook.org

"কোম্পানিটির নাম কি?" আমিন জানতে চাইলেন।

"ইউএমসিএল। এজেন্ট সিলিকন আমাকে অবাক করে খবর পাঠায় যে, ইউএমসিএল-এর অফিসটিতে খুব কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। আর সেটার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল ওদের সিক্রেট সার্ভিস।"

"র?"

"হ্যা। তাই সে ওখানে নথিপত্র নিজের আয়ত্বে আনার জন্য গোপনে প্রবেশ করে এবং সম্ভবত ধরা পরে যায়। সে পালাতে গিয়ে আহত হয় এবং ভারত-বাংলা-বার্মা ত্রি সীমান্ত দিয়ে আবার বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। সেখানে নাইক্ষ্যংছড়িতে সে আশ্রয় নেয় এবং আমাকে খবর পাঠায় যেন তাকে দ্রুত উদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া হয়। তার নিয়ে আসা ইন্টেলগুলো আমি দেখিনি। সেটা চলে যায় আমিন চৌধুরীর হাতে। রিপোর্টগুলো উনি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিয়ে যান।"

"রিপোর্টগুলো আমিও দেখিনি। সেগুলো সিলগালা করা ছিল। উপরে ক্লাসিফাইড সিল দেয়া ছিল। প্রধানমন্ত্রী নিজেই সেটা খুলে দেখেন। আর আমার সামনে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।" আমিন বললেন।

"আপনি তো বললেন তাকে সন্তুষ্ট মনে হয়েছিল?" শওকত বললেন।

"আমার কাছে তো তাই মনে হল।"

"ব্যাপারটা অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। কিন্তু আমার জন্য তা মোটেও সন্তোষজনক নয়। বরং বলা যায় সেটা আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে।"

"আমি দুঃখিত। কিন্তু যেহেতু প্রধানমন্ত্রী নিজে এ ব্যাপারে কিছু বলেন নি, তাই আমিও চেপে যাচ্ছিলাম। তবে আজ বাধ্য হয়ে বলতে হল।" মহসিন বললেন।

"হুম। কিন্তু এগুলোর সাথে শাফাতের সম্পর্কটা কি?" আবার আমিন চৌধুরীর দিকে ফিরলেন শওকত, "শাফাত যদি মুখ না-ই খোলে র কিভাবে বুঝতে পারল শাফাত ডিজিএফআই-এর লোক?"

"এগুলোর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তার সম্পর্ক অন্য কিছুর সাথে।" জবাব দিলেন আমিন, "র যখন এজেন্ট সিলিকনকে তাড়া করে, তারা নিশ্চয়ই কাকে তাড়া করছে তা জেনেশুনেই তার পিছু নেয়। তাকে ধাওয়া করে আসে নাইক্ষ্যংছড়ি পর্যন্ত। কিন্তু অল্পের জন্য তাকে ধরতে পারে না। ততক্ষণে তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসে এক্স ফোর্স। তার পরপরই শাফাত গিয়ে হাজির হয় র-এর ডিটেনশন ক্যাম্পে। দুয়েদুয়ে চার মেলাতে তাদের কোনো সমস্যা হবার কথা না। তারা এভাবেই বলতে পেরেছে শাফাত কে।"

"তাহলে শাফাত কেন সেখানে গিয়েছিল?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে আবার কথা বলে উঠলেন আমিন, "সেটা জানতে হলে

BanglaBook.org

আমাদের জানতে হবে বছর তিনেক আগে আফগানিস্তানে কি ঘটেছিল।"

বর্তমান সময়
র-এর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প

সুপার ইন-চার্জ প্রশান্ত রায় নিজের অফিসে বসে আছে। এখন বাজে বিকেল চারটা। ঘণ্টা দুয়েক আগে একটি ভারতীয় দৈনিকের সাংবাদিককে তার কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাকে কি কি বলতে হবে সেটাও নয়াদিল্লী থেকে বলে দেয়া হয়েছিল। সে সব ঠিকমতই করেছে। সবগুলো তথ্যই হেডকোয়ার্টার থেকে এসেছে। তাদের হাতে বন্দী লোকটি নাকি বাংলাদেশের ডিজিএফআই-এর এজেন্ট। মেয়েটি সম্পর্কে অবশ্য কোনো নির্দেশ আসেনি।

আশ্চর্যের ব্যাপার বন্দী একবারের জন্যও মুখ খোলেনি। তার সামনে মেয়েটিকে অত্যাচারের পরও। *সে চিনতে পেরেছিল।* মনে মনে ভাবল প্রশান্ত রায়। *আমরা তার কৌশলই তার উপর লাগানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে বুঝে ফেলেছিল।*

প্রশান্ত রায় তাদের হাতে বন্দী মহিলার কোনো ক্ষতি করতে পারত না। এ ব্যাপারে দিল্লী থেকে তার উপর নির্দেশ ছিল। তাই সে গত রাতে আগত ভারতীয় মহিলা নার্সকেই বন্দীর সামনে নিয়ে গিয়েছিল। *কিন্তু সে চিনে ফেলল। তার মানে সে বন্দিনীকে ভাল করেই চেনে।*

ভারতীয় নার্সের মুখ বন্ধ রাখা যাবে। তার উপর অত্যাচারের কথা সে যেন প্রকাশ করে না দেয় তার ব্যবস্থা করা হবে। তার পরিবারের খোঁজখবর নিতে পারলেই হবে। তাদের কথা মনে রেখে সে এ ব্যাপারে চিরতরে মুখ রাখবে। অত্যাচারের চিহ্নগুলো দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দিতে হবে। আর যদি কোনো কারণে কথাটা বের হয়েও যায় তাহলে বলা যাবে যে, স্বাস্থ্যকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে সহায়তা না করায় তারা তাকে বাধ্য করেছিল।

নিজের উপরই মেজাজ খারাপ হচ্ছে তার। এখন বন্দীর উপর আর কোনো অত্যাচার করা যাবে না। তাকে দুয়েক দিনের ভেতরেই মিডিয়ার সামনে হাজির করা হবে। হয়তো আগামীকাল সকালেই। ডিজিএফআই-এর বারটা বেজে যাবে।

নিজের মনেই হেসে উঠল সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

কান্দাহার, আফগানিস্তান

"আজ থেকে প্রায় তিন বছর পূর্বে আমার ব্যক্তিগত সেল ফোনে একটি কল আসে। কলটি আসে আরেকটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ আফগানিস্তান থেকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল এবারও ওপারের ব্যক্তিটি ছিলেন জন হিউস্টন। যার কথা কিছুক্ষণ আগেই বললাম। কসোভোতে সাহায্যের পর সেটাই ছিল তার সাথে আমার প্রথম কন্ট্যাক্ট। তিনি কল করেন একটি সাহায্যের জন্য এবং এই মিশনেই আমি পাঠাই শাফাতকে।"

০৭ অগাস্ট, ২০০৭

মিরওয়াইস হাসপাতালের ওয়ার্ডে এক রুগী প্রচন্ড ব্যথায় ছটফট করছে। রুগীর এক আত্মীয় দৌড়ে ছুটে গেল ডিউটিতে থাকা নার্সের দিকে। নার্স রাহিলা গুরিয়ান তাড়াতাড়ি রুগীর কাছে চলে আসলেন। রুগীটি গতকাল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। কান্দাহারে এক গাড়ী বোমা বিস্ফোরণে আহত হয় লোকটি। গাড়ী বোমা হামলা আফগানিস্তানের স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে। যুদ্ধ পরবর্তী আফগানিস্তান এখন যেন মৃত্যুপুরী। মিরওয়াইস হাসপাতালটি কান্দাহারে অবস্থিত। হাসপাতালটি আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্টের সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। কান্দাহার আফগানিস্তানের বড় প্রদেশগুলোর একটি যেখানে প্রায় নয় লাখেরও বেশি মানুষ বাস করে।

রাহিলা গুরিয়ান একজন আফগান তরুণী যিনি যুদ্ধে তার স্বামী এবং বাবাকে হারিয়েছেন। যুদ্ধাহত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি নার্সের পেশা বেছে নেন। জাতিতে পাশতুন হওয়ায় তার চরিত্রে কাঠিন্য সহজেই চোখে পড়ে। রাহিলা রুগীটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। বোমা বিস্ফোরণে তার একটি হাত উড়ে গিয়েছে। ব্যান্ডেজে এখনও রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। লোকটিকে ওপয়েড ড্রাগ দিতে হবে ব্যথা কমানোর জন্য। ওপয়েড ড্রাগের ভিতরে মরফিন বা পেথিড্রিন খুব বেশি ব্যবহার করা হয়। রাহিলা তার ডেস্কে দ্রুত ফিরে আসলেন মরফিন নেয়ার জন্য। ডেস্কের ড্রয়ার খুললেন তিনি। বেশ কিছু ঔষধ রয়েছে সেখানে। খুঁজতে লাগলেন তিনি। কিন্তু মরফিন বা পেথিড্রিন কোনটাই খুঁজে পেলেন না তিনি।

BanglaBook.org

রাহিলা দ্রুত ওয়ার্ড থেকে বের হলেন। ফ্লোরের শেষ মাথায় চলে আসলেন। সেখানে বসে আছেন তাদের হেড-নার্স আদ্রিতা রহমান। আদ্রিতা মুসলিম হলেও জাতিতে বাংলাদেশী। হাসপাতালটি রেডক্রিসেন্টের সহযোগিতায় পরিচালিত হওয়ায় অনেক বাইরের দেশের ডাক্তার এবং নার্সরা এই হাসপাতালে কাজ করেন। আদ্রিতা বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্টের সদস্য হিসেবে আফগানিস্তানে আসে। বাংলাদেশেই বড় হয়েছে সে। ছোট বেলায় বাবা মা রোড এক্সিডেন্টে মারা যাবার পর চাচার কাছে বড় হয় আদ্রিতা। বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তির পরিমাণ বেশ ভাল হলেও ছোট বেলা থেকেই নিজেকে কঠিন নিয়মের মাঝে রাখার চেষ্টা করে সে। তার চেহারায় একটা আলাদা মাধুর্য্য এবং কমনীয়তা রয়েছে যা অনেককেই আকৃষ্ট করে।

আদ্রিতাকে রাহিলা জানাল যে তার ডেস্কে কোন মরফিন বা পেথিড্রিন নেই। কিন্তু এখনই এক রোগীর শরীরে তা পুশ করতে হবে। রোগী প্রচন্ড ব্যথায় কাতরাচ্ছে। আদ্রিতা রাহিলাকে বলল সে এখনই হাসপাতালের কাউন্টারে যাচ্ছে। আদ্রিতা দ্রুত সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসল।

কাউন্টারে বসে আছে এক আফগান তরুণ। শরীরের গঠন বেশ ভাল এবং মেয়েদের খুব সহজেই তা আকৃষ্ট করে। আফগান তরুণের নাম মাহমুদ দুরখানি। আদ্রিতাকে কাউন্টারে আসতে দেখেই একটু নার্ভাস হয়ে গেল মাহমুদ। আদ্রিতার পরনে নীল রঙের জামা। জামার উপরে সাদা এপ্রন। আদ্রিতাকে পরীর মত লাগছে। মাহমুদ দুরখানির পেটানো শরীরে অবশ অনুভূতি হতে লাগল।

আদ্রিতা কাউন্টারে এসে মাহমুদকে সরাসরি ইংরেজীতে বলল, "তিন নাম্বার ফ্লোরে জরুরী মরফিন অথবা পেথিড্রিন লাগবে। এখনই ঔষধগুলো দিতে হবে।"

মাহমুদ অপ্রস্তুতভাবে বলল, "একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমি খুঁজে দেখছি।"

"ঠিক আছে। আমি দাঁড়াচ্ছি। আপনি খুঁজে দেখুন।" আদ্রিতা স্বাভাবিকভাবে বলল।

মাহমুদ বেশ কিছুক্ষণ ধরে খোজাখুজি করল। তারপর হতাশ চোখে আদ্রিতাকে বলল, "ঔষধগুলো নেই। মনে হচ্ছে শেষ হয়ে গেছে।"

"তা কি করে হয়। আমি তো পরশু দেখলাম বেশ কিছু ঔষধ আনা হয়েছে।" আদ্রিতা বলল।

"পরশু কিছু ঔষধ আনা হয়েছে কিন্তু এখন তো পাচ্ছি না। মনে হয় শেষ হয়ে গিয়েছে।"

আদ্রিতার মনে খটকা লাগল ব্যাপারটা। সে বলল, "আমি কি যে ঔষধগুলো পরশু আনা হয়েছে তার লিস্ট দেখতে পারি?"

BanglaBook.org

ঔষধের লিস্ট খুবই গোপন ব্যাপার এবং তা শুধুমাত্র সুপারভাইজার ছাড়া কাউকে দেখানোর নিয়ম নেই। কিন্তু আদ্রিতার প্রতি দুর্বলতার কারণে মাহমুদ দুরখানি লিস্টটা বের করে আদ্রিতাকে দেখালো। লিস্টটা দেখতে লাগল আদ্রিতা। হঠাৎ সে বলল, "এই যে এখানে মরফিন আর পেথিড্রিনের নাম লেখা রয়েছে। পরশু আনা হয়েছে আর আজকেই শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা অদ্ভূত না?"

"হ্যা, ব্যাপারটা আমার কাছেও অদ্ভূত লাগছে। যদি ঔষধগুলো শেষ না হয় তাহলে গেল কোথায় ওগুলো?" নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল মাহমুদ।

"আমি সুপারভাইজারের সাথে কথা বলছি।" আদ্রিতা মাহমুদকে বলল।

আদ্রিতা সুপারভাইজারের রুমে গেল। সুপারভাইজার দুইতলায় বসেন। তার নাম ড. ইউসুফ গারদান। মালয়শীয়ান ডাক্তার এবং মিরওয়াইস হাসপাতালের সুপারভাইজার তিনি। আদ্রিতা রুমে প্রবেশ করল।

মিরওয়াইস হাসপাতালের ইমার্জেন্সীতে একজন রোগীকে এইমাত্র নিয়ে আসা হল। রোগীটি আমেরিকান এবং তার সারা শরীরে ক্ষত। তাকে যে নিয়ে এসেছে সেও আমেরিকান। রোগীকে দেখে মনে হয় কোন বোমার আঘাতে আহত হয়েছে। রোগীর অবস্থা খুবই আশংকাজনক। রোগী ব্যথায় কাতরাচ্ছে। তার ব্যথা কমাতে হবে। ইমার্জেন্সীতে ডিউটিরত ডাক্তার মরফিন খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও মরফিন পেলেন না।

আদ্রিতা ড. ইউসুফ গারদানের রুমে বসে আছেন। সহজ সাবলীলভাবে কথা বলছে আদ্রিতা। এভাবে কথা বলার অভ্যাস সে পেয়েছে তার চাচার কাছ থেকে। তার চাচা একজন আইনজীবী হওয়ায় বেশ ভালভাবেই যুক্তি দিয়ে কথা বলার অভ্যাসও রপ্ত করেছে সে। সব খুলে বলার পর ইউসুফ গারদান বললেন, "যদি তোমার কথা সত্যি হয়ে থাকে তাহলে তা খুবই চিন্তার ব্যাপার। তার আগে আর একটি ব্যাপার দেখতে হবে আর তা হল শুধু ওপয়েড ড্রাগই পাওয়া যাচ্ছে না, নাকি তার সাথে অন্য কোনও ড্রাগও মিসিং আছে।"

"তা দেখুন স্যার, কিন্তু রোগীর কি হবে। এখনই তাকে ড্রাগ পুশ করতে হবে," আদ্রিতা জোর দিয়ে বলল।

এমন সময় ইন্টারকমে ইউসুফ গারদানকে জানানো হল ইমার্জেন্সিতে এক আমেরিকান ঝামেলা করছে এবং সে এখনই সুপারভাইজারের সাথে দেখা করতে চায়। ড. গারদান আমেরিকানকে তার রুমে নিয়ে আসতে বললেন।

আমেরিকান লোকটি ড. গারদানের রুমে প্রবেশ করল। ড. গারদান লোকটিকে বসতে বললেন। লোকটি আদ্রিতার পাশের চেয়ারে বসল।

"হ্যালো, প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার ব্যবহারের জন্য। আমি সিআইএ এজেন্ট শন উইলিয়াম। আমার এক বন্ধু এবং সিআইএ এর এজেন্ট

BanglaBook.org

মাইক বোমা হামলায় আহত হয়েছে। তাকে আমি দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসি এবং ইমার্জেন্সীতে নিয়ে গেলে তারা আমাকে বলল হাসপাতালে মরফিন বা পেথিড্রিন কোন ড্রাগ নেই। আমি জানতে চাচ্ছি হাসপাতালে যদি চিকিৎসা না থাকে তাহলে হাসপাতালের প্রয়োজন কোথায়?" এক দমে কথাগুলো বলল শন।

"আমি দুঃখিত শন। ড্রাগ না পাবার ব্যাপারটি আমি এইমাত্র জানতে পারলাম। হাসপাতালে ড্রাগ নেই এই ব্যাপারটি আমাকেও ভাবিয়ে তুলছে। আমি দেখছি কি করা যায়। আমরা হয়ত জরুরী ভিত্তিতে ড্রাগের ব্যবস্থা করতে পারব। আপনি শান্ত হয়ে বসুন শন। আর তুমি তোমার কাজে যাও আদ্রিতা। ড্রাগের ব্যবস্থা হলে তোমার ওয়ার্ডে তা পাঠিয়ে দেয়া হবে।" ড. গারদান চিন্তিত ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন।

আদ্রিতা উঠে চলে গেল। ড. গারদান হাসপাতালের একাউন্টেন্ট মির্জা গুলকে ডাকলেন। ড্রাগ না পাবার ব্যাপারটিতে তিনি আসলেই চিন্তিত। তাকে খুঁজে বের করতে হবে আসলে কি ঘটেছে। এজেন্ট শন উইলিয়াম এখন চা পান করছে। তাকেও বেশ কৌতূহলী দেখাচ্ছে। মির্জা গুল রুমে ঢুকলে ড. গারদান তাকে বসতে বললেন।

"মিঃ গুল। আজকে আমি একই ব্যাপারে দুটি রিপোর্ট পেলাম এইমাত্র। এবং বিষয়টি আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। কিছু ড্রাগ হাসপাতাল থেকে মিসিং হয়েছে। আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন আমাকে একমাসে কি পরিমাণ ড্রাগ আনা হয়েছে এবং কি পরিমাণ ব্যবহার করা হয়েছে তার লিস্ট দেখান।"

মির্জা গুল মাথা নেড়ে রুম থেকে বের হয়ে গেলেন। ড. গারদান আমেরিকান এজেন্টের সাথে কথা বলতে লাগলেন। যদিও এই আমেরিকানের এখানে থাকার কোন কারণ নেই তারপরও ড. গারদান তার সাথে গল্প করা শুরু করলেন। কারণ তিনি বেশ ভালভাবেই জানেন আফগানিস্তানে থেকে মার্কিনীদের সাথে যতটা ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা যায় ততটাই মঙ্গল। তার ওপর আবার সিআইএ এজেন্ট। ড. গারদান হাসিমুখে বললেন, "কেমন লাগছে আফগান মরুভূমি?"

"প্রথমে বেশ ভালই লাগছিল কিন্তু এখন আর ভাল লাগছে না। খুব হোমসিক ফিল করছি। আর তাছাড়া সত্যি বলতে কি আফগানদের আমার কখনই ভাল লাগে নি। যারা নিজের বুকে বোমা বেঁধে তার বিস্ফোরণ ঘটায় তাদের ভাল না লাগারই কথা। আর ভাল খবর হচ্ছে আমাকে আর বেশিদিন এই মরুভূমিতে থাকতে হবে না। আমাকে ল্যাঙ্গলীতে ট্রান্সফার করা হয়েছে। তো আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গুডবাই আফগানিস্তান।" শন উইলিয়াম বেশ রিলাক্স মুডে গল্প করতে লাগল ড. গারদানের সাথে।

মিরওয়াইস হাসপাতালের একাউন্টেন্ট মির্জা গুল বেশ কিছু কাগজপত্র নিয়ে ড.

BanglaBook.org

ইউসুফ গারদানের রুমে প্রবেশ করলেন। কাগজগুলো হাসপাতালের ড্রাগ কেনা এবং ব্যবহারের লিস্ট রয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে যে ড্রাগগুলো হাসপাতালে রয়েছে তারও লিস্ট নিয়ে এসেছেন মির্জা গুল। ড. ইউসুফ গারদান লিস্টগুলো বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। বেশ কিছু অসঙ্গতি তার চোখে ধরা পরল। মাত্র তিন ধরণের ড্রাগ মিসিং দেখা যাচ্ছে লিস্টে। এন্টিবায়োটিক ড্রাগ, ওপয়েড ড্রাগ এবং এনালজেসিক টাইপের ড্রাগগুলোই মিসিং দেখা যাচ্ছে।

শন উইলিয়াম চোখ বন্ধ করে কি যেন মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ তার চেহারা উজ্জল হয়ে উঠল। তারপর ড. গারদানের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি এখন উঠি। আর আমার বন্ধুকে দেখতে পরে আবার আসব।"

শন উইলিয়াম উঠে দাড়িয়ে হাত মেলাল ড. গারদানের সাথে। তারপর বের হয়ে আসল রুম থেকে।

* * *

শন উইলিয়াম নিজের ডেস্কে বসে রিপোর্ট লিখছে। তাকে একটু পরেই কাবুলে সিআইএ এর বেসে যেতে হবে। সেখানে সবকিছু বুঝিয়ে দিতে হবে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে। তারপর সিআইএ এর আফগানিস্তান শাখার পরিচালকের অনুমতি পেলেই চলে যেতে পারবে নিজের দেশ আমেরিকায়। তারপর সপ্তাহ তিনেকের ছুটি কাটাতে চলে যাবে তার প্রিয়তমা জেনিসের সাথে মায়ামিতে। জেনিস নিশ্চয়ই তার জন্য অধীর হয়ে পড়েছে। জেনিসের কথা মনে হতেই মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল উইলিয়ামের। কোথায় এখন জেনিসের সাথে মায়ামি বিচে প্রেমময় সময় কাটাতে পারত আর তাকে কিনা এমন মরুভূমিতে পড়ে থাকতে হচ্ছে। দ্রুত রিপোর্ট লিখে অফিস থেকে বের হয়ে আসল শন।

শন কান্দাহার এয়ারপোর্টে এসে পৌছালো। কান্দাহার এয়ারপোর্ট থেকে কাবুলে যেতে বিমান পথে প্রায় পৌণে এক ঘন্টা লাগবে। শন সিআইএ এর একটি পরিবহন হেলিকপ্টারে চড়ে বসল। মায়ামিতে জেনিসের সাথে সময় কাটানোর জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। আর তাছাড়া আজ নিজের চোখে যে ভয়াবহ গাড়ি বোমা হামলা দেখল তা তার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ স্মৃতি। চপারটি কাবুল বিমানবন্দরে এসে নামলে শন প্রয়োজনীয় চেকিং সেরে সিআইএ এর আফগানিস্তান হেডকোয়ার্টারে গেল।

হেডকোয়ার্টারে গিয়ে সে সরাসরি সিআইএ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর রস হাওয়ার্ডের রুমে প্রবেশ করল। হাওয়ার্ডের সাথে তার আগেই এপয়েন্টমেন্ট করা ছিল। রুমে প্রবেশ করতেই সে দেখতে পেল পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের গম্ভীর চেহারার এক

BanglaBook.org

লোক বসে রয়েছে। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ চোখে পরার মত। রস হাওয়ার্ডের দিকে একটি ফাইল বাড়িয়ে দিলেন শন উইলিয়াম। রস হাওয়ার্ড শন উইলিয়ামকে বললেন, "কান্দাহারের সর্বশেষ পরিস্থিতি কি?"

"আজকের সর্বশেষ খবর হয়ত আপনি ইতিমধ্যেই জেনে থাকবেন। সত্যি বলতে কান্দাহার পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। কান্দাহার থেকে পাকিস্তান সীমান্ত কাছে হওয়ায় তালেবানরা ওখানে পালিয়ে যাচ্ছে। ফলে আমাদের পক্ষে ব্যাপারটা আরও কঠিন হয়ে পরেছে। আমি রিকমেন্ড করব শিগগিরই ওখানে একটি আর্মি রেইড চালাতে।" শন পরিস্থিতি বর্ণণা করতে লাগল।

রস হাওয়ার্ড জানতে চাইলেন, "তালেবানদের কারা সাহায্য করছে তার ব্যাপারে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে?"

"স্যার, আমরা কয়েকজনের লিস্ট করেছি। কিন্তু তাদের ট্রেস করে কোনকিছু পাওয়া যায়নি। আর একটি ব্যাপার আমি আজ জানতে পারলাম কান্দাহারের হাসপাতাল থেকে কিছু ড্রাগ মিসিং হচ্ছে।"

"হাসপাতাল থেকে ড্রাগ মিসিং?" রুমে বসে থাকা গম্ভীর লোকটি হঠাৎ বলে উঠলেন।

শন ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল। রস বললেন, "ও শন, ইনি সিআইএ এর এশিয়া ডেস্ক এর ডিরেক্টর জন হিউস্টন। স্যার আফগানিস্তান পরিস্থিতি নিজ চোখে দেখতে এসেছেন।"

"স্যরি স্যার। আপনাকে চিনতে পারিনি।" ক্ষমাসুলভ ভঙ্গিতে বলল শন।

"ঠিক আছে। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ড্রাগ মিসিংয়ের ব্যাপারে কি যেন বলছিলেন?" জন হিউস্টনকে আগ্রহী দেখাল ব্যাপারটিতে।

"না, মানে আজ সকালে গাড়ি বোমা হামলায় আমাদের এক এজেন্ট আহত হলে তাকে আমি মিরওয়াইস হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি কয়েক ধরণের ড্রাগ মিসিং হাসপাতাল থেকে। বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক এবং পেইনকিলার।"

"হুমমম। ঠিক আছে।" হিউস্টন নিজের মনে চিন্তা করতে লাগলেন। *যেগুলো যুদ্ধে প্রয়োজন হয়।*

শন উইলিয়াম প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে রুম থেকে বের হয়ে গেল। মরুভূমিতে তার সব কাজ শেষ। এখন দেশে ফেরার পালা।

ওদিকে রস হাওয়ার্ডের রুমে বসে হিউস্টন কথা বলতে লাগলেন। "রস, আমরা যে ব্যাপারটা সন্দেহ করছিলাম তাই মনে হয় সত্যি হচ্ছে।"

BanglaBook.org

"আপনি কি ব্যাপারে কথা বলছেন বুঝতে পারছি না।" রস হাওয়ার্ড বললেন।

"ওই ড্রাগ মিসিং-এর ব্যাপারটি। স্টেট্স ইন্টেলিজেন্স ধারণা করছে আইমান আল জাওয়াহিরি তালেবানদের চিকিৎসার ব্যাবস্থা করছে।"

"আইমান আল জাওয়াহিরি? কে সে?" রস প্রশ্ন করলেন।

"জাওয়াহিরি একজন ডাক্তার এবং বিন লাদেনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। লাদেনের ডান হাতও বলা যায় তাকে। তার পরিচয় আমরা কয়েক সপ্তাহ আগে জানতে পেরেছি। এবার মনে হয় তাকে ট্র্যাক করা যাবে। কান্দাহারে আপনাদের অ্যাসেট আছে কতজন?" হিউস্টন জানতে চাইলেন।

"আজ মারা গেছে দুইজন এবং একজন আহত। আর শন তো ট্রান্সফার হয়ে গেল। আর চারজনের মত এজেন্ট আছে।"

'হুমমম। তাদের দিয়ে হবে না। কাজটা করতে হলে এমন কাউকে লাগবে যে মুসলিম এবং অ্যাসেট হিসেবে অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর। আইএসআই কি এমন কাউকে ধার দিতে পারবে?" হিউস্টন প্রশ্ন করলেন।

"আইএসআই এখন তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং ভারত নিয়ে ব্যস্ত। আমার মনে হয় না তারা সাহায্য করতে পারবে।"

হিউস্টনের মাথায় গভীর ভাবনা চলতে লাগল। স্থানীয় আফগানদের হয়তো টাকা দিয়ে কাজ করানো যেতে পারে। কিন্তু তারা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তারপর হঠাৎ তার চোখে খুশি ঝিলিক দিয়ে উঠল। তার সমস্যার সমাধান আপাতত মনে হয় হয়ে গিয়েছে। হিউস্টনের মাথায় হঠাৎ একটি নাম মনে পড়ে যায় যে তাকে কয়েক বছর আগে এক বরফাচ্ছাদিত পাহাড়ি এলাকায় সাহায্য করেছিল। সেই নাম আমিন চৌধুরী।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

কাবুল, আফগানিস্তান
১৯ অক্টোবর, ২০০৭

বিমান বাংলাদেশের বোয়িং-৭৭৭ পরিবহন বিমানের বিজনেস ক্লাস কেবিনে বসে হেডফোনে গান শুনছে শাফাত রায়হান। বিমানের পাইলট প্রথমে বাংলায় এবং পরে ইংরেজীতে ঘোষণা দিলেন আর অল্প কিছুক্ষনের ভিতর বিমানটি ঢাকা ছেড়ে কাবুলের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। শাফাত গান শুনতে শুনতে হাতে তুলে নিল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ইন-ফ্লাইট ম্যাগাজিন দিগন্ত।

বিমানটি চলতে শুরু করলে শাফাত জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাল। ঢাকা থেকে বিমান পথে কাবুল যেতে প্রায় তিন ঘণ্টার মত সময় লাগবে। শাফাত চোখ বন্ধ করে গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পরল।

দুই মাস আগের ঘটনা।

এক সকালে আমিন চৌধুরীর কাছে একটি কল আসে তার ব্যক্তিগত সেলফোনে। কলটি আসে আফগানিস্তান থেকে। আমিন চৌধুরী বেশ অবাকই হন কলটি রিসিভ করার পর। ফোনের ওপাশের ব্যক্তিটি ছিলেন জন হিউস্টন, যার সাথে আমিন চৌধুরীর পরিচয় কসোভোতে। আমিন আরও জানতে পারেন জন হিউস্টন এখন সিআইএ এর এশিয়া ডেস্কের ডিরেক্টর।

হিউস্টন মূলতঃ কল করেন একটি ব্যাপারে সিআইএ-কে সাহায্য করার জন্য। আমিন চৌধুরীর সাথে সিআইএ-এর সম্পর্কের ব্যাপারটি ডিজিএফআই-এ একটি ওপেন সিক্রেট। এবং আমিন চৌধুরীর সাথে সিআইএ-এর সম্পর্কের ব্যাপারে বাংলাদেশের ইন্টেলিজেন্স মহলে অনেক গল্পই প্রচলিত আছে। আমিন চৌধুরীকে এইসব ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি সাধারণত কৌশলে প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যান।

হিউস্টন আমিন চৌধুরীর কাছে একজন চৌকষ অ্যাসেটের জন্য কল করেন। হিউস্টন আমিনকে জানান তারা আফগানিস্তানে হাসপাতালের ডাক্তার পাচারের সাথে শেখ বিন লাদেনের প্রধান সহযোগী ড. আইমান আল জাওয়াহিরির সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পেয়েছেন। স্টেট্স চাচ্ছে এ ব্যাপারে কোন মুসলমান অ্যাসেটকে কাজে লাগাতে। কারণ আফগানিস্তানে যদিও মার্কিন বাহিনী কর্তৃত্বে রয়েছে তারপরও দেশটিতে গোঁড়া মুসলিমদের সংখ্যাই বেশি। জন হিউস্টন জানতে চান সেক্ষেত্রে ডিজিএফআই বা আমিন চৌধুরী কোন সাহায্য করতে পারবে কিনা।

BanglaBook.org

আমিন চৌধুরী হিউস্টনের কাছে জানতে চান সিআইএ-এর কি ধরণের সাহায্যের দরকার। জবাবে হিউস্টন জানান ড্রাগ পাচারের রহস্য উদঘাটন করতে পারলে বিন লাদেনের প্রধান সহযোগী জাওয়াহিরিকে ট্র্যাক করা সম্ভব হবে বলে মনে করছে স্টেট্স। কারণ হামলার প্রায় পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও আফগান মরুভূমিতে প্রকৃত অর্থে তেমন কোন সফলতার মুখ দেখে নি মার্কিন বাহিনী। আফগানিস্তানে হামলার যে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিন লাদেনকে গ্রেপ্তার করা সে ব্যাপারে কোন ধরণের আলোর মুখই দেখেনি মার্কিন ইন্টেলিজেন্স। সে কারণে এই ব্যাপারে সিআইএ আমেরিকার এই মোস্ট ওয়ান্টেডকে মরিয়া হয়ে খুঁজছে।

হিউস্টন আমিন চৌধুরীকে জানান তাদের একজন মুসলিম এজেন্টের প্রয়োজন কারণ গোঁড়া আফগানরা মার্কিনী বা পশ্চিমা লোকদের সহ্য করতে পারে না। সে কারণে পশ্চিমা ইন্টেলিজেন্স আফগানিস্তানে বিশেষ করে কান্দাহারে, যা কিনা গোঁড়া মুসলিমদের এবং পূর্বে তালেবানদের শক্ত ঘাঁটি ছিল, কোন ধরনের অগ্রগতিই লাভ করে নি।

আমিন চৌধুরী যখন হিউস্টনের কাছে জানতে চান তার সাহায্যের ধরণ কি হবে তখন জবাবে হিউস্টন জানান, তার একজন সুদক্ষ অ্যাসেটের প্রয়োজন যে কিনা হাসপাতালের ড্রাগ পাচারের রহস্যভেদ করে জাওয়াহিরিকে ট্র্যাক করতে সমর্থ হবে। আমিন চৌধুরী হিউস্টনকে বিস্তারিত জানাতে বললে হিউস্টন আমিন চৌধুরীর ব্যক্তিগত ইমেইলে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য পাঠিয়ে দেন।

আমিন চৌধুরী ইমেইলের তথ্য পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন এই মিশনে তার সবচেয়ে সুদক্ষ অ্যাসেট শাফাত রায়হানকে পাঠাবেন। কারণ তিনি যতটা বুঝতে পেরেছেন মিশন ততটা সহজ হবে না।

ইমেইল পাবার প্রায় দিন তিনেক পরে আমিন চৌধুরী তার অফিসে শাফাতকে ডেকে পাঠান। শাফাত রায়হানকে আমিন বলেন যে সে এই মুহূর্তে দেশের বাইরে কোন মিশনে অংশ নিতে প্রস্তুত কিনা। জবাবে শাফাত মিশন সম্পর্কে জানতে চান। আমিন চৌধুরী শাফাতকে ইমেইলে পাওয়া মিশনের যাবতীয় তথ্য বুঝিয়ে বলেন। শাফাত কিছুক্ষন চিন্তা করার পর আমিনকে হ্যা বললে সাথে সাথেই আমিন চৌধুরী হিউস্টনকে কল করেন। হিউস্টন আমিন চৌধুরীর কাছ থেকে কনফার্মেশন পাবার পর তাকে প্রয়োজনীয় সব নির্দেশাবলী পাঠিয়ে দেন।

হিউস্টনের কাছ থেকে যাবতীয় নির্দেশ পাবার পর আমিন শাফাতকে কিছু প্রয়োজনীয় ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেন। যেহেতু শাফাতকে হাসপাতালে থেকে কাজ করতে হবে সেই জন্য শাফাতকে পূর্বে দেয়া ট্রেনিংগুলো যেমন প্যারামেডিক ট্রেনিং, উর্দু ভাষায় কথা বলা এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শারীরিক ট্রেনিং যা কিনা মরুভূমিতে কাজে লাগবে সেগুলো আবার দেয়া হল। সব মিলিয়ে শাফাতকে সব ট্রেনিং এবং

BanglaBook.org

মিশনের খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিতে প্রায় দুই মাস সময় লাগল।

তারপর একদিন কাঁধে একটি ব্যাকপ্যাক ঝুলিয়ে, হাতে একটি স্যুটকেস নিয়ে শাফাত আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে বিমানে চেপে বসল। শাফাতকে বিদায় জানাতে বিমানবন্দরে এসেছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমিন চৌধুরী। হালকা কিছু কথাবার্তা শেষ করে আমিন শাফাতকে বলেছিলেন, "তুমি আজ খুব ঝুঁকিপূর্ণ মিশনে অংশ নিতে যাচ্ছ। তুমি সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশের অন্যতম সেরা অ্যাসেট। আমি চাই তুমি মিশনটি সম্পূর্ণ করে দেশে ফিরে আসবে। একদম শেষ মুহূর্তে যদি তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমি তোমাকে আশ্বস্ত করতে পারি আমার সেল নাম্বার তুমি সবসময় খোলা পাবে।"

শাফাত অবশ্য জবাবে তেমন কিছু বলেনি। সে শুধু ছোট একটা স্যালুট দিয়ে মুচকি হাসি দিল এবং পা বাড়াল টার্মিনালের ভিতর দিয়ে। তারপর চড়ে বসল বোয়িং–৭৭৭ বিমানে।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ঘুমানোর পর আড়মোড়া দিয়ে ঘুম ভাঙল শাফাত রায়হানের। শাফাতের সিটটি সিঙ্গেল। তার পাশে অপর সারিতে এক সুদর্শন মেয়ে বসে আছে। শাফাত একবার মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি হেডসেটে গান শুনছে। শাফাতের ঘুম ভাঙতেই এক এয়ারহোস্টেস তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল তার কিছু প্রয়োজন কিনা। শাফাত জবাবে বলল হালকা ড্রিংকস দেয়ার জন্য।

শাফাত ওয়াশরুমে গেল মুখে পানি দেবার জন্য। ওয়াশরুমের বেসিনের কলটি ছেড়ে পানি ছিটাল মুখে। তারপর আয়নায় একবার নিজেকে দেখল শাফাত। এরপর বের হয়ে এল ওয়াশরুম থেকে। শাফাত তার সিটে বসতেই এয়ারহোস্টেসটি এক গ্লাস জুস এনে দিল শাফাতকে। শাফাত হাসিমুখে ধন্যবাদ জানাল বিমানবালাকে।

প্রায় আরও এক ঘণ্টা পর বিমানের পাইলট জানালো যে বিমানটি অবতরণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এবং বিমানটি কিছুক্ষণের মধ্যেই কাবুলের খাজা রাওয়েশ বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। কাবুলের খাজা রাওয়েশ বিমানবন্দরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬০ সালে। সোভিয়েত যুদ্ধের সময় বিমানবন্দরটি রেড আর্মির দখলে ছিল। ২০০১ সালের অক্টোবরে মার্কিন বাহিনী এবং মিত্রপক্ষ অপারেশন 'এনডিউরিং ফ্রিডম' চালানোর পর বিমানবন্দরটি মার্কিন বাহিনীর কর্তৃত্বে চলে যায়।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বোয়িং-৭৭৭ পরিবহন বিমান কাবুলের খাজা রাওয়েশ বিমানবন্দরে অবতরণ করল।

ইমিগ্রেশনে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে শাফাত বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে আসল। তার কাঁধে ব্যাকপ্যাক ঝুলানো। একটি ট্যাক্সি ডেকে তাতে উঠে পরল শাফাত। গাড়ির কাঁচ দিয়ে সে কাবুলের দৃশ্য দেখতে লাগল।

BanglaBook.org

প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো শহর কাবুল। দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ার মাঝে ব্যবসায়িক রুটের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে অবস্থিত শহরটি। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের প্রথম রাজধানী ছিল কাবুল। নাদের শাহের আক্রমনের আগ পর্যন্ত কাবুল মুঘল সুলতানাতের অন্তর্গত ছিল। ১৭৭৪ সালে নাদের শাহ্ এর নিহত হবার পর কাবুলের পতন ঘটে আহ্মাদ শাহ্ দুররানির হাতে। এবং শাহ্ দুররানির হাতেই আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ট্যাক্সিটি বিমানবন্দর থেকে সোজা দক্ষিণ পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে এগুতে লাগল। শাফাতের গন্তব্য ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল যা শহরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ট্যাক্সিটি পাশ্তুনিস্তান স্কয়ারে এসে ডান দিকে মোড় নিল। কার্তা পারওয়ান এলাকা দিয়ে ট্যাক্সিটি সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। প্রায় আধা ঘণ্টা চলার পর ক্যাবটি ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের পার্কিং লটে এসে পার্ক করল। শাফাত ট্যাক্সি ক্যাবের ভাড়া মিটিয়ে হোটেলের ভিতরে প্রবেশ করল।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলটি থ্রি-স্টার এবং আফগানিস্তানের প্রথম বিলাসবহুল আন্তর্জাতিক হোটেল। হোটেলটিতে সুইমিংপুল এবং জিমনেসিয়ামসহ চারটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে। প্রতিটি রুম সাজানো হয়েছে আন্তর্জাতিক মান অনুসারে। শাফাত হোটেলটির রিসিপশনের সামনে গিয়ে দাড়াল। রিসিপশনে বসে রয়েছে খুব সুন্দরী এক আফগান তরুণী। শাফাতের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে মেয়েটি আন্তরিক কণ্ঠে বলল, "ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আপনাকে স্বাগতম। স্যার, আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"আমার একটি সিঙ্গেল রুমের প্রয়োজন," শাফাত জবাবে বলল।

"একটু অপেক্ষা করুন স্যার। আমি চেক করছি।" মেয়েটি মুখে হাসি বজায় রেখেছে।

মিনিটখানিক পর মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, "স্যার, আপনার কোন প্রেফারেশন আছে?"

"উমম, রুম থেকে রোড ভিউ পাওয়া গেলে ভালো হয়।" শাফাত একটু চিন্তা করে বলল।

"রুম পাওয়া গিয়েছে। স্যার, কাইন্ডলি, আপনার পাসপোর্টটি দিন।" রিসিপশনিস্ট শাফাতের দিকে তাকিয়ে তার পাসপোর্টটি চাইল। শাফাত পকেট থেকে পাসপোর্টটি বের করে দিল। রিসিপশনিস্ট কম্পিউটারে টাইপ করতে লাগল। অল্প কিছুক্ষণ পর মেয়েটি শাফাতের দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার, কতদিনের জন্য রুমটি আপনার প্রয়োজন?"

"আপাতত তিন দিনের জন্য। পরে দরকার হলে তা বাড়ানো যাবে।" শাফাতের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ দেখা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

"আপনাকে ২৫ পারসেন্ট এডভান্স পে করতে হবে স্যার।"

শাফাত তার মানিব্যাগ থেকে ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার কার্ডটি বের করল। মেয়েটি আরও কিছুক্ষন পর একটি ফর্ম শাফাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ফর্মটিতে আপনাকে সই করতে হবে।"

শাফাত ফর্মটিতে সই করে তা মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিল। রিসিপশনিস্ট ফর্মটিতে এক নজর চোখ বুলিয়ে শাফাতের দিকে একটি চাবি এগিয়ে দিয়ে বলল, "২২৯ নাম্বার রুম। লিফ্ট থেকে নেমে ডান দিকে চলে যাবেন। হলওয়ের শেষ রুমটাই আপনার।"

"ধন্যবাদ আপনাকে।" শাফাত চাবিটি নিয়ে লিফ্টের দিকে পা বাড়াল।

হোটেলের ভিতরের পরিবেশ খুবই চমৎকার। দেয়ালে অনেক পেইন্টিং ঝুলছে। লবি ধরে হেটে চলল সে। লিফ্টের কাছে গিয়ে দাড়াল। লিফ্টের দরজা খুলে গেলে তার ভিতর প্রবেশ করল শাফাত।

শাফাত লিফ্ট থেকে বের হয়ে করিডোর দিয়ে শেষ মাথায় তার রুম খুঁজে পেল। চাবি দিয়ে সে রুমের দরজা খুলল। রুমটিও তার খুব পছন্দ হল। রুমটি সিঙ্গেল হলেও মোটামুটি বড়। জানালার পর্দা সরিয়ে দিল সে। জানালা থেকে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। শাফাত বাথরুমে ঢুকে ফ্রেশ হল। বেলা প্রায় তিনটার কাছাকাছি। ক্ষুধাও লেগেছে প্রচন্ড। কিন্তু সেই সাথে ক্লান্ত হয়ে পরেছে শরীর। তাই ইন্টারকমে রুমে খাবার পাঠাতে বলল শাফাত। ততক্ষণে জামাকাপড় পাল্টে ফেলল সে। ওয়েটার খাবার দিয়ে গেল। খাওয়া শেষ করে বিছানায় শুয়ে পরল শাফাত। বিমানে ভালই ঘুম হয়েছে। তাই এখন আর ঘুমালো না সে। বিছানায় আধাঘণ্টা শুয়ে থেকে উঠে বসল। মিনিবার থেকে কোকের একটি বোতল বের করল। আর ব্যাকপ্যাক থেকে বের করল তার ল্যাপটপটি। ল্যাপটপ নিয়ে বিছানায় বসল শাফাত।

প্রথমেই ইন্টারনেট কানেকশন সেট করে মেইল পাঠালো আমিন চৌধুরীর মেইল অ্যাড্রেসে। আর একটি মেইল পাঠালো জন হিউস্টনের ব্যক্তিগত মেইলে। মেইলটিতে শাফাত হিউস্টনকে তার বর্তমান স্টেটাস জানাল। তারপর জানালার সামনে চেয়ার নিয়ে বসল সে। কাবুলের রাস্তা দেখতে লাগল শাফাত। আস্তে আস্তে সূর্য অস্ত যেতে লাগল। আকাশে কোন মেঘ নেই। তাপমাত্রাও কমে আসতে লাগল। রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। শাফাত রুম থেকে বের হয়ে আসল।

হোটেল থেকে বের হয়ে রাস্তায় হাঁটতে লাগল শাফাত। সূর্য পুরোপুরি ডুবে গিয়েছে। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে কাবুলের রাস্তা। শাফাত হাটতে হাটতে কার্তা-ই-দেহনাও এলাকায় চলে আসল। ঘড়িতে দেখল নয়টা বেজে গিয়েছে। তাই ব্যাক করল সে। হোটেলে ফিরল ট্যাক্সিতে করে। হোটেলের রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেয়ে রুমে ঢুকে টেলিভিশন অন করল। ল্যাপটপটি আরেকবার চালু করে মেইল

BanglaBook.org

চেক করল শাফাত। কিন্তু কোন মেইল না আসায় তা বন্ধ করে দিল। টেলিভিশন দেখতে দেখতে একসময় ঘুমিয়ে পরল।

লং জার্নির কারণে ঘুমও বেশ ভাল হল। এক ঘুমে রাত পার করে দিল শাফাত। সকালে যখন ঘুম থেকে উঠল তখন ঘড়িতে দেখল নয়টা বেজে গেছে। বিছানা থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে এসে রেস্টুরেন্টে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে আসল শাফাত। এসে আবার ল্যাপটপে মেইল চেক করল। দেখল দুটি মেইল তার ইনবক্সে।

প্রথম মেইলটি এসেছে আমিন চৌধুরীর কাছ থেকে। সেটি ওপেন করল শাফাত। তেমন কিছু লেখা নেই তাতে। শুধু আপডেট জানাতে বলেছেন তাকে। দ্বিতীয় মেইলটি এসেছে হিউস্টনের কাছ থেকে। মেইলে শুধু লেখা রয়েছে দুপুর দু'টায় বাগ-ই-বালা রেস্টুরেন্টে দেখা করার জন্য।

বাগ-ই-বালা রেস্টুরেন্টটি হোটেলের খুব কাছেই অবস্থিত। গাড়িতে প্রায় পাঁচ মিনিটের রাস্তা। দু'টা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগেই রেস্টুরেন্টে পৌছে গেল শাফাত। কর্নারের দিকে একটি টেবিল নিয়ে তাতে বসে পরল সে।

ঠিক দুইটায় রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলেন জন হিউস্টন। পরনে কালো স্যুট। প্রায় নয় বছর আগে দেখা হলেও একবার দেখেই চিনে ফেলল শাফাত। হাত উঁচিয়ে ডাকল হিউস্টনকে। চেহারায় আভিজাত্য এখনও ধরে রেখেছেন। দুজনে হাত মেলাল। হিউস্টন চেয়ারে বসতেই ওয়েটার চলে আসল। হিউস্টন খাবারের অর্ডার দিলেন। তারপর শাফাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হাউ আর ইউ?"

"ফাইন," শাফাত জবাব দিল।

"ফ্লাইট কেমন লাগল?" হিউস্টনের কথার স্টাইল ঠিক আগের মতই আছে।

"ভাল।" শাফাত সংক্ষেপে বলল। শাফাতের স্বল্পভাষিতার সাথে আগেই পরিচয় আছে হিউস্টনের।

"অক্টোবর চলে এল, কিন্তু তাপমাত্রা কমছে না। গরম প্রচন্ড সমস্যা করছে।" প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইলেন হিউস্টন।

"হুমম, গরম একটু বেশি। কিন্তু আমার সমস্যা হবে না। আমার দেশটাওতো ট্রপিক্যাল কান্ট্রি।"

"কিন্তু মরুভূমির তাপ অন্যরকম। প্রথমে একটু সমস্যা হবে। পরে অবশ্য ঠিক হয়ে যাবে।"

ওয়েটার খাবার নিয়ে এল। খাবার পরিবেশন শেষ হলে খাওয়া শুরু করল দুজনই। খেতে খেতে কথা বলতে লাগল হিউস্টন, "তোমার মিশনের ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলি।"

শাফাত মাথা নাড়ল। হিউস্টন আবার বলা শুরু করল। "মিশনটি একটু

BanglaBook.org

অন্যরকম। তুমি সব জান তাই আর বিস্তারিত বলছি না। তুমি কাজ শুরু করবে প্যারামেডিক হিসেবে। মিরওয়াইস হাসপাতালে তুমি পরশু থেকে কাজ শুরু করবে। হাসপাতালের ডিরেক্টর আসিফ রেজার সাথে দেখা করবে। তিনি তোমাকে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন দিবেন। তোমার থাকার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। হাসপাতালে আমাদের কন্ট্যাক্টের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে। আর ব্যাকআপ সাহায্যের জন্য এমআই-ফাইভ এর একটি টিম সবসময় রেডি থাকবে। কখন কি করতে হবে তা তুমিই সিদ্ধান্ত নিবে। তারপরও জরুরী প্রয়োজনে আমার সাথে সবসময় যোগাযোগ করতে পারবে।"

পুরো কথা শাফাত চুপ করে শুনল। হিউস্টন আবার বলল, "কোন প্রশ্ন?"

শাফাত মাথা নেড়ে জানাল তার কোন প্রশ্ন নেই। হিউস্টন শাফাতের দিকে হলুদ খামের একটি ফাইল এগিয়ে দিল। শাফাত এবং হিউস্টন বাকি সময়টা নীরবে খাওয়া শেষ করল। হিউস্টন বিল দিয়ে বের হতে হতে বলল, "গুড লাক, জেন্টেলম্যান। আসিফ রেজার সাথে দেখা করে আমাকে স্টেটাস জানাবে। আর কোন অবস্থাতেই যেন হাসপাতালের কেউ জানতে না পারে তোমার আসল পরিচয়। ওকে?"

শাফাত এবার মুখে বলল, "ওকে।"

"গুড।" বিদায় নিয়ে হিউস্টন তার সিলভার সিডানে চড়ে বসল। মিটিংটি অনেক সংক্ষেপেই শেষ হয়ে গেল। অবশ্য বলার তেমন কিছু ছিলও না। গত দুই মাস ধরেই সব পরিকল্পনা করা হয়েছে। আজ শুধু আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হল মিশনের। শাফাত হাতের ঘড়ি দেখল। মাত্র তিনটা বাজে। হোটেলে না গিয়ে সে ট্যাক্সি ভাড়া করে চলে গেল ওল্ড সিটি ওয়াল দেখতে। কাল থেকে শুরু হবে নতুন দিনের। তারই প্রস্তুতি নিতে লাগল শাফাত রায়হান।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১৬

কান্দাহার, আফগানিস্তান
২১ অক্টোবর, ২০০৭

প্রতিদিনের মত সূর্য উদিত হল কান্দাহারের পূর্ব আকাশে। অক্টোবরের শেষদিকে হলেও তাপমাত্রা মোটেও কমছে না। রাতের বেলায় কিছুটা ঠান্ডা থাকলেও দিনের বেলা তাপের প্রখরতা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। কান্দাহার আফগানিস্তানের গুরূত্বপূর্ণ প্রদেশগুলোর মধ্যে একটি। সুন্দর একটি দিন শুরু করতে যাচ্ছে কান্দাহারের অধিবাসীরা। পাহাড়ী এলাকা হিসেবে মানুষদের চরিত্রেও রুক্ষতার ছাপ চোখে পড়ে। কান্দাহারের সাথে পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমারেখা প্রদেশটিকে আন্তর্জাতিক গুরূত্ব প্রদান করেছে।

কান্দাহারের মিরওয়াইস হাসপাতালের ডিরেক্টর আসিফ রেজার রুমে বসে রয়েছে শাফাত রায়হান। আসিফ রেজার পাশতুনীয় শরীরের গঠন বেশ দৃঢ়। পড়নের স্যুট প্যান্ট পাশতুনীয় চরিত্রের সাথে মিলে না। তারপরও আসিফ রেজার শরীরের গঠনের সাথে বেশ মানিয়ে গেছে পশ্চিমা পোশাক।

আসিফ রেজার হাতে একটি ফাইল। তিনি মনোযোগ দিয়ে ফাইলটি পড়ছেন। টেবিলের অন্যপ্রান্তে শাফাত বসে রয়েছে চুপচাপ। শাফাতের পরনে হালকা সবুজ রঙের শার্ট আর কালো প্যান্ট। চুলগুলোও চমৎকারভাবে আচড়ানো। তার চোখেমুখে একধরণের আভা দেখা যাচ্ছে। শাফাতও বেশ গভীরভাবে রুমটি পর্যবেক্ষণ করছে। হাসপাতালের ডিরেক্টরের রুম হিসেবে রুমটি একটু বড়। দেয়ালে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কিছু পোস্টার ঝুলছে। রুমের মাঝে বড় একটি টেবিল যার উপর প্রচুর কাগজপত্র রাখা। পিছনের দিকে বড় একটি শেল্ফ। শেল্ফটি বইয়ে বোঝাই।

আসিফ রেজা ফাইল থেকে মুখ তুলে তাকালেন শাফাতের দিকে। তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন, "ওয়েলকাম জেন্টেলম্যান। তোমার ফাইলটি পড়ে শেষ করলাম। তারপর, আফগানিস্তান কেমন লাগছে?"

শাফাতও মুখে হাসি এনে বলল, "ভালই লাগছে স্যার। তবে শুষ্ক আবহাওয়ায় বেশ অস্বস্তি লাগে।"

"হুমম। প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগবে। পরে অবশ্য ঠিক হয়ে যাবে। এখন কাজের কথায় আসি। হিউস্টন আমাকে তোমার ব্যাপারে বলেছে। হিউস্টনের সাথে

BanglaBook.org

আমার পরিচয় আমেরিকায়। এক কলেজে পড়ালেখা করেছি। তখন থেকেই বন্ধুত্ব।"

শাফাত শুনে যেতে লাগল। আসিফ রেজা বলতে লাগলেন, "হাসপাতালের ড্রাগ পাচার সমস্যার সমাধান যদি করতে পার তবে বেশ ভালই হয়। হিউস্টন আমাকে বলেছে তোমাকে সর্বোচ্চ সাহায্য করতে। আমার কাছ থেকে তা পাবে।"

শাফাত মাথা নাড়ল। আসিফ রেজা আবার বলা শুরু করলেন, "তোমার ডিউটি হবে দুইতলায় ওয়ার্ডে। ওখানে ডাক্তার সবসময় থাকবে। তাই তোমার বেশি সময়ও দিতে হবে না রোগীদের পিছনে।"

"ধন্যবাদ, স্যার।"

আসিফ রেজা ইন্টারকমে বললেন, "আব্দুল, একটু রুমে আস।"

একটু পর রুমে প্রবেশ করল পাশতুন এক যুবক। পরনে পাশতুনীয় পোশাক। মাথায় পাগড়ী। কোর্তা রয়েছে পাঞ্জাবীর উপর। আব্দুলকে লক্ষ্য করে আসিফ রেজা বললেন, "আব্দুল, মি. শাফাতকে দুইতলায় ওয়ার্ডে নিয়ে যাও। ওখানকার ডিউটি অফিসারকে বলবে, প্যারামেডিক ডাক্তার হিসেবে জয়েন করেছেন শাফাত। আমি ডিউটি অফিসারকে ফোন দিচ্ছি। কোন সমস্যা হলে আমাকে জানাবে। আর ভাল কথা, আজ থেকে তুমি সবসময় শাফাতের সাথে থাকবে। উনার কোনকিছুর প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করবে।"

শাফাত একটু দ্বিধা নিয়ে তাকালেন আসিফ রেজার দিকে। আসিফ রেজা বুঝতে পেরে বললেন, "আব্দুলকে নিয়ে কোন সমস্যা হবে না। তুমি হাসপাতালের অনেক ব্যাপারে কিছু বুঝবে না। তাছাড়া এখানকার রোগীদের ভাষাও তোমার জন্য সমস্যা হবে। তাই আব্দুল তোমার সাথে থাকবে। তোমার যে কোন সমস্যা হলে আমাকে সরাসরি ইনফর্ম করবে।"

শাফাত উঠতে উঠতে বলল, "আপনাকে ধন্যবাদ।"

"ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।" হাসিমুখেই বলল আসিফ রেজা।

আব্দুলকে সাথে নিয়ে আসিফ রেজার রুম থেকে বের হয়ে আসল শাফাত রায়হান।

মিরওয়াইস হাসপাতালের দুইতলায় ওয়ার্ডে শাফাতকে নিয়ে গেল আব্দুল। যাবার পথে আব্দুলের সাথে হালকা কথাবার্তা হল। আব্দুল ওয়ার্ডের ডিউটি অফিসারের সাথে শাফাতকে পরিচয় করিয়ে দিল। ডিউটি অফিসার একজন মহিলা ডাক্তার। ভারতীয় মুসলিম। তার নাম জোয়াইব কাদীর। স্বাস্থ্যবান মহিলাকে প্রাথমিক পর্যায়ে খুব রাগী মনে হলেও মহিলা খুবই আন্তরিক। অন্তত শাফাতের তাই মনে হল।

শাফাত নিজের পরিচয় দিলেন প্যারামেডিক ডাক্তার হিসেবে। ড. জোয়াইব

BanglaBook.org

যখন জানতে পারলেন শাফাত বাংলাদেশী, তখন তিনি শাফাতকে জানালেন এই ওয়ার্ডে একজন বাংলাদেশী নার্সও কাজ করছেন। ড. জোয়াইব তখন ডেকে পাঠালেন নার্স আদ্রিতা রহমানকে।

আদ্রিতার পরনে হলুদ রঙের জামা। তার উপর সাদা এপ্রন। ঠোঁটে হাল্কা লিপিস্টিক দেয়া। কপালে সবুজ রঙের টিপ। এককথায় আদ্রিতাকে পরীর মত লাগছে। অন্তত শাফাতের কাছে তাই লাগছে। তার মনে হল এমন সুন্দর মেয়ে সে তার জীবনেও দেখেনি। মেয়েদের প্রতি শাফাত কখনও দুর্বল ছিল না। কিন্তু এই প্রথম আদ্রিতার সামনে নিজেকে কেমন যেন দুর্বল লাগছে শাফাতের। তার ইস্পাতের মত কঠিন নার্ভে যেন মরিচা পড়তে শুরু করেছে।

আদ্রিতা রহমান ড. জোয়াইবকে বলল, "ম্যা'ম, আমাকে ডেকেছেন?"

"হ্যা, সিস্টার আদ্রিতা। তোমাকে একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ডেকেছি।" এরপর শাফাতের দিকে ইঙ্গিত করে ড. জোয়াইব বললেন, "ইনি প্যারামেডিক ড. শাফাত রায়হান। তোমার জন্য আনন্দের খবর হচ্ছে ড. শাফাত বাংলাদেশী। তোমার মুখের হাসি দেখেই বুঝতে পারছি তুমি কতটা খুশি হয়েছ। যাই হোক, তুমি মি. শাফাতের সাথে কথা বল, আমি একটু ওয়ার্ড থেকে ঘুরে আসি।" এই বলে ড. জোয়াইব গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেলেন।

রুমের ভিতর চুপচাপ দাড়িয়ে রইল দুইজন। কিছুক্ষণ কোন কথা না হওয়ায় আদ্রিতাই প্রথম কথা শুরু করল, "কেমন আছেন?"

"ভাল।" শাফাত উত্তর দিল। নিজের মনেই শাফাত নিজেকে বলল- বোকামী করোনা, ও তো শুধু একটা মেয়ে। নিজেকে কন্ট্রোল কর বোকা ছেলে।

"তারপর, আপনি তো এখানেই জয়েন করেছেন, তাই না?" সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে বলল আদ্রিতা। কথায় কোন জড়তা নেই। বাংলদেশী হলেও কথাবার্তায় বোঝা যায় বেশ উঁচু ক্লাস থেকেই এসেছে সে।

"হ্যা। প্যারামেডিক ডাক্তার হিসেবে। আপনি কতদিন ধরে রয়েছেন এখানে?" শাফাত অপ্রস্তুতভাবে কথাটা বলল।

"আফগানিস্তানে আছি প্রায় দুই বছর ধরে।"

এমন সময় হঠাৎ নার্স রাহিলা গুরিয়ান রুমের ভিতর প্রবেশ করল। আদ্রিতাকে দেখে বলল, "তুমি এখানে। আর আমি তোমাকে সারা ওয়ার্ড খুঁজে বেড়াচ্ছি। ১১ নাম্বার বেডের রোগীকে ইঞ্জেকশন পুশ করতে হবে। তাড়াতাড়ি আস।"

আদ্রিতা শাফাতের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার সাথে পরে কথা হবে। আমি এখন যাই।"

আদ্রিতা রুম থেকে বের হয়ে গেল। শাফাত আদ্রিতার যাবার দিকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

থাকল। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পরল শাফাত। ভাবনার রাজ্যে হারিয়ে গেল সে। সম্পূর্ণ অন্যরকম এক অনুভূতি। তার বত্রিশ বছরের জীবনে কখনো সে এইরকম অনুভূতি লাভ করেনি। অথবা হয়ত সে কখনো এই ব্যাপারে চিন্তা করার সময় পায়নি। তার চিন্তা চেতনায় কখনোই কোনসময় মেয়ে আসেনি। কিন্তু আজকের এই অনুভূতি সত্যিই অন্যরকম। একেই কি সাহিত্যে বলে প্রথম দেখায় ভালোবাসা? হাজারো চিন্তা তার মনের ভিতর উঁকি দিতে থাকল। আজকের সুন্দর রৌদ্রজ্জল সকাল, শুষ্ক আবহাওয়া, মরুভূমি সবই তার কাছে অন্যরকম লাগতে থাকল। কিন্তু তার চিন্তায় ব্যঘাত ঘটল আব্দুলের ডাকে।

"স্যার, স্যার।" আব্দুল জোরে ডাক দিল।

ভাবনার রাজ্য থেকে বাস্তবে ফিরে আসল শাফাত। "কি ব্যাপার, আব্দুল?"

"আপনার জন্য একটি রুম পাওয়া গিয়েছে।"

"ধন্যবাদ আব্দুল। আচ্ছা আব্দুল," একটু ইতস্তত করে শাফাত বলল, "সিস্টার আদ্রিতার ব্যাপারে একটু খোঁজ নিতে পারবে?"

"কোন ব্যাপারে স্যার?"

"মানে এই ধর, ও কোথায় থাকে? কার সাথে থাকে? এইসব আর কি।"

আব্দুল মুখের হাসি বিস্তৃত করে বলল, "বুঝেছি স্যার, তা আমি জোগাড় করে দিতে পারব। কিন্তু স্যার, আমাদের কাউন্টারের মাহমুদ দুরখানি তো আদ্রিতা সিস্টারের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমি মাহমুদকে ছোটবেলা থেকে চিনি স্যার। ওর মত গোঁয়াড় গোবিন্দ এই কান্দাহারে আর একটিও নেই। ও যদি জানতে পারে যে আপনি আদ্রিতা সিস্টারের ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছেন তাহলে লঙ্কাকান্ড বাঁধিয়ে দিবে।"

"সিস্টার আদ্রিতাও কি মাহমুদকে পছন্দ করে?"

"তা জানি না স্যার। মাহমুদ তো এখনও আদ্রিতা সিস্টারের সাথে কথাই বলতে পারে নি।"

"মাহমুদ জানতে না পারলেই তো কোন সমস্যা হয় না, তাই না আব্দুল?"

"ঠিক আছে স্যার, আমি ব্যবস্থা করে দিব। কিন্তু দেখবেন, আমার যেন কোন সমস্যা না হয়।"

"ধন্যবাদ আব্দুল।"

শাফাত বেরিয়ে আসল ড. জোয়াইবের রুম থেকে। আরেকবার সে দেখতে পেল আদ্রিতাকে। আদ্রিতা নার্সদের রুমে প্রবেশ করছে। শাফাত সেদিকে তাকিয়ে আনমনে হাটতে লাগল। আব্দুল পিছন থেকে ডাক দিল, "স্যার, এই তো আপনার রুম।"

শাফাত বামদিকে একটি দরজা দেখতে পেল। তার ভিতর ঢুকল সে। রুমটি খুবই ছোট। রুম না বলে ছোট খোপ বলা যায়। একটি ছোট টেবিল আর একটি

BanglaBook.org

চেয়ার রাখা। টেবিলের উপর একটি টেলিফোন সেট। যদিও হাসপাতালটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তারপরও এই খোপটিতে প্রচন্ড গরম। শাফাত দেখতে পেল চেয়ারে একটি এপ্রন ঝোলানো।

শাফাত চেয়ারে বসতে বসতে বলল, "আচ্ছা আব্দুল, তোমাদের এখানে ঔষধের হিসাব রাখে কে জান?"

"না স্যার। তবে হাসপাতালের সব হিসাব একাউন্টেন্টের কাছে থাকে।"

"হুমম। ঠিক আছে আব্দুল তুমি এখন যাও। আমি একটু হাসপাতালের বাইরে যাব। আধাঘন্টা পর আমি ফিরে আসব।"

"ঠিক আছে স্যার। কিন্তু আপনি কি কান্দাহারের রাস্তা-ঘাট চিনবেন?"

"তা আমি চিনে নিতে পারব। আর তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। তুমি ড. আসিফ রেজার কাছে এই নোটটি নিয়ে দিবে।" এই বলে শাফাত ছোট একটি কাগজে কি যেন লিখল। তারপর তা ভাঁজ করে আব্দুলের হাতে দিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেল।

* * *

হাসপাতাল থেকে বের হয়ে মেইন রোডে এসে পরল শাফাত। রাস্তাঘাট মোটামুটি ভালই শহরের এই পাশটাতে। যুদ্ধের চিহ্ন চোখে পড়ে রাস্তার পাশের দালানগুলোর গায়ে বুলেটের দাগ এবং দেয়ালে রক্তের ছাপ দেখে। শাফাত হাঁটতে লাগল ফুটপাত ধরে। ছয় লেনের সড়কটিতে যান চলাচল অনেক কম। সকাল এগারটা বাজলেও রোদের প্রখরতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। কিছু দোকানপাট খোলা দেখতে পেল সে। কয়েকটি আফগান শিশু কাগজের বল দিয়ে ফুটবল খেলার চেষ্টা করছে। শাফাতের কেন যেন বেশ ভাল লেগে গেল জায়গাটি। কিছুদূর এসে বামদিকে মোড় নিল সে। হাঁটার আরও কিছু পর ডান দিকে সরু একটি রাস্তা দেখতে পেল শাফাত। সেই রাস্তায় ঢুকে গেল সে। রাস্তাটি প্রায় ফাঁকা। রাস্তা ধরে কয়েক পা সামনে এগিয়ে দুইতলা সাদা রঙের বাসা দেখে তার ভিতরে ঢুকে গেল শাফাত।

দালানটির দরজায় দুইবার টোকা দিল শাফাত। ভিতর থেকে ইংরেজীতে আওয়াজ ভেসে এল, "কে?"

শাফাত উত্তর দিল, "স্কারলেট।" তার নিজের কি নেইমটি বলল।

দশ সেকেন্ড পর দরজা খুলে গেল। শাফাত ভিতরে প্রবেশ করল। ছোট একটি রুম। ভিতরে বলতে গেলে তেমন কোন আসবাব নেই। একটি সোফা আর কয়েকটি টেবিল। রুমের একপাশে টেবিলের উপর একটি ল্যাপটপ আর তার পাশে

BanglaBook.org

পিৎজার খালি প্যাকেট পরে রয়েছে। রুমে শাফাত দুইজন পশ্চিমা ব্যক্তিকে দেখতে পেল। শরীরের গঠন দুইজনেরই বেশ চমৎকার। শরীরের উচ্চতা দুজনেরই ছয় ফুট ছাড়িয়ে যাবে। শাফাতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল লাল চুলের ব্যক্তিটি। মোটা এবং ভারি গলায় বলল, "হাই, আমি এজেন্ট মাইক, আর ও এজেন্ট টমাস।" পাশে সোফায় বসে পিৎজা খেতে থাকা লোকটিকে দেখিয়ে বলল মাইক। শাফাতের দিকে তাকিয়ে বাম হাতটি উঁচু করল হাই দেয়ার ভঙ্গিতে। শাফাতও তার হাত উঁচু করল।

শাফাতের দিকে একটি বিয়ারের বোতল ছুড়ে মারল টমাস। শাফাত কথা বলতে বলতে পাশের রুম থেকে আরেক লোক এসে ভিতরে ঢুকল। এই লোকটিও পশ্চিমা। তবে আগের দুজনের চাইতে লোকটি বেশ স্মার্ট। চেহারায় এক ধরণের কর্তৃত্বের ছাপ চোখে পড়ে। পরনে কালো রঙের স্পোর্টস জ্যাকেট। তাকে দেখে মাইক বলে উঠল, "শাফাত, উনি স্পেশাল এজেন্ট পিটার উড। এবং অপারেশন "ক্যামেল হান্টিং" এর চার্জে আছেন তিনি।" শাফাত হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল পিটার উডের সাথে। শাফাত মনে মনে ভাবতে লাগল, এই সেই এমআই-৫ যাদের কথা সবসময় শোনা যায়। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স সেকশন ফাইভ যা সংক্ষেপে এমআই-৫ নামে পরিচিত বৃটেনের অন্যতম জাঁদরেল গোয়েন্দা সংস্থা। সারা বিশ্বে গোপন অপারেশন চালানোর জন্য রয়েছে তাদের স্মার্ট আর সুদক্ষ এজেন্ট।

পিটার উড সোফায় বসতে বসতে শাফাতের দিকে উদ্দেশ্য করে বলল, "শাফাত আই ম্যিন স্কারলেট, আপনার বর্তমান স্টেটাস কি?"

"সব মোটামুটি ভাল। হাসপাতালে ঢুকতে তেমন কোন সমস্যা হয় নি। আশা করি আজ থেকেই কাজ শুরু করতে পারব।" শাফাত জবাব দিল।

"হুমম। দেটস গুড। যদিও আমি অপারেশন ক্যামেল হান্টিং এর ইনচার্জে রয়েছি, কিন্তু আপনাকে এই মিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গুলো নিতে হবে। আমরা আপনার সাপোর্টে থাকব। আপনার কাছে যে সেল ফোন আছে তার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হবে। এবং কোন ধরনের অ্যাকশনে যাবার আগে আমাদের অবশ্যই ইনফর্ম করবেন। ইজ ইট ক্লিয়ার?"

শাফাত মাথা ঝাকাল। যদিও পিটার উড বুঝতে পারেন নি শাফাত আসলেই বুঝতে পেরেছে কিনা। শাফাতের চেহারায় অন্যমনস্কতার ছাপ দেখতে পেল পিটার। জন হিউস্টন কি পেল এই যুবকের মাঝে যে অপারেশনের সব সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা তাকে দেয়া হল, তাই ভাবতে লাগল পিটার। আরও কিছুক্ষণ গল্প করল শাফাত। তারপর সবার সাথে হ্যান্ডশ্যাক করে বের হয়ে এল রুম থেকে। তার মাথায় তখনও ঘুরছে আদ্রিতার কথা। উফ্ এমন বিশ্রী অবস্থায় এর আগে কখনও পড়েনি শাফাত। মিটিংটি শেষ হয়ে যাওয়ায় একদিক থেকে খুশিই হয়েছে সে। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালের দিকে যেতে লাগল শাফাত। কিন্তু

BanglaBook.org

এতটাই অন্যমনস্ক ছিল শাফাত যে সে ভুলেই গেল কেউ তাকে ফলো করতে পারে।

শাফাত হাসপাতালে এসে নিজের রুমে ঢুকল। টেবিলের উপর একটি ফাইল রাখা। ফাইলটি খুলে একনজর দেখল সে। শাফাত যা চেয়ে পাঠিয়েছিল তাই আসিফ রেজা পাঠিয়ে দিয়েছেন তার রুমে। গত তিন মাসের ঔষধের লিস্ট। এই মুহূর্তে ফাইলটি পড়তে ইচ্ছা করছে না তার। তাই ফাইলটি টেবিলের ড্রয়ারে রেখে তালা মেরে দিল শাফাত। কি করা যায় তাই ভাবতে লাগল সে। মাত্র একটা বাজে অথচ প্রচন্ড ক্ষুধা পেয়েছে। ক্ষুধার কথা মনে হতেই এক ভাবনা উঁকি দিল তার মনে। শাফাত এপ্রন পরে উঠে দাঁড়াল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল ওয়ার্ডের দিকে।

ওয়ার্ড খালি দেখতে পেল শাফাত। এই দুপুর বেলা ওয়ার্ডে ভিড় নেই বললেই চলে। ক্লিনার ওয়ার্ড পরিষ্কার করছে। ভিজিটরও নেই এখন। কিন্তু শাফাত যার কারণে এখানে এসেছে তাকেই দেখতে পেল না। শাফাত আসলে এসেছে আদ্রিতার কাছে। শাফাত বুঝতে পারছে না কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা? হাজার হলেও সে একটা মিশনে রয়েছে। এবং তার ট্রেনিং এর সময় আমিন চৌধুরী সবসময় তাকে একটা ব্যাপারের উপর খুব জোর দিয়েছেন। আর তা হল যতক্ষণ কোন মিশন চলতে থাকবে ততক্ষন কোন মেয়ের ব্যাপারে কোন ধরনের দূর্বলতা প্রদর্শন করা যাবে না। কিন্তু শাফাত এই মুহূর্তে সব ভুলে গিয়েছে।

সে ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে আসতেই দেখতে পেল আদ্রিতাকে। সে নার্সরুমের দিকে যাচ্ছে। কি করবে শাফাত ভেবে পেল না। একবার ভাবল ডাক দিবে কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল কাজটা ছেলেমানুষি হয়ে যাবে। ততক্ষনে নার্সরুমে ঢুকে গেল আদ্রিতা। শাফাত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। তারপর ধীরপায়ে সে চলে আসল নিজের রুমে।

দুপুরে হাসপাতালের ক্যান্টিনে খেতে বসেছে শাফাত। ক্যান্টিনটি মোটামুটি বড়। লাঞ্চ টাইম হওয়ায় লোকজনের ভীড় অনেক। শাফাত খাবার নিয়ে খালি দেখে একটি টেবিলে বসল। আশেপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সবকিছু খেয়াল করছে সে। তার মন কিছুটা বিষন্ন। হঠাৎ সে একটি আওয়াজ শুনে পিছনে তাকাল। কয়েকজন হাসপাতালের স্টাফ উঁচুস্বরে হাসছে। তাদের মাঝে সে আব্দুলকেও দেখতে পেল। তারা কোন একটা বিষয় নিয়ে হাসছে। শাফাতের মন খারাপ ভাবটা আরও বাড়ল।

বিকাল হলে সে ট্যাক্সি ক্যাবে করে চলে আসল শাহিদান চকের কাছে। ক্যাবটি শাহিদান চকে এসে বামদিকে মোড় নিল। তারপর জাহির শাহী হাই স্কুল এবং কমার্শিয়াল ব্যাংকের সামনে দিয়ে চলতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে বামদিকের সরু

BanglaBook.org

রাস্তায় মোড় নিল ক্যাবটি। পুরোনো একতলা একটি বাড়ির সামনে গিয়ে থামল ক্যাবটি। ভাড়া মিটিয়ে ক্যাব থেকে বের হয়ে এল শাফাত।

বাড়িটি অনেক পুরোনো। শ্যাওলা পড়ে গিয়েছে দেয়ালে। প্লাস্টার খসে পরেছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় অতি দরিদ্র কোন লোক এখানে বাস করে। মেইন গেইটের ভিতর ছোট একটি লন। ঘাসগুলো বেয়াড়াভাবে বেড়ে উঠেছে। এইরকম শুষ্ক আবহাওয়ায় ঘাসগুলোর কোন অসুবিধাই হয়নি বেড়ে উঠার জন্য। শাফাত দরজা ভিতর থেকে লাগিয়ে ঘরে ঢুকল।

ঘরের ভিতরের চেহারা বাইরের থেকে একেবারেই আলাদা। হালকা আকাশী রঙ দেয়া হয়েছে দেয়ালে। তেমন কোন আসবাব নেই। দুই রুমের ভিতরটিতে খাট, একটি টেবিল এবং ওয়ারড্রোব রাখা আছে। আর বাইরেরটিতে সোফা এবং একটি টেলিভিশন ছাড়া কিছুই নেই।

শাফাত জামাকাপড় চেঞ্জ করে তার ব্যাগ থেকে ল্যাপটপটি বের করল। তারপর হিউস্টনের ব্যক্তিগত মেইলে একটি মেইল পাঠালো তার সর্বশেষ স্ট্যাটাস জানিয়ে। কিছুক্ষনের মধ্যেই ফিরতি মেইলে হিউস্টন জানাল সকালে তার ব্যবহারের জন্য একটি গাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হবে। তারপর নিজেই চা বানাল শাফাত। চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে বারান্দায় বসে রইল। আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার সেল ফোনে মেসেজের রিং বেজে উঠল। শাফাত উঠে গিয়ে মেসেজটি দেখল। মেসেজটি এসেছে পিটার উডের কাছ থেকে। তারপর দুপুরের ফাইলটি নিয়ে বসল সোফায়। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। সূর্য অস্ত গিয়েছে কান্দাহারের আকাশ থেকে। শাফাত ফাইলটিতে গত তিন মাসের ঔষধের লিস্ট দেখতে লাগল খুঁটিয়ে। তারপর তার সেল ফোনে আসা মেসেজটির কথা ভাবতে লাগল। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ পরল। মনে হচ্ছে আগামীকালের দিনটি অনেক ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে কাটবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

কান্দাহার, আফগানিস্তান
২২ অক্টোবর, ২০০৭

সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল সেরে নিল শাফাত। ডিম ভাজি এবং টোস্ট দিয়ে নাস্তা সারল সে। নেভী ব্লু রঙের একটি শার্ট এবং অফ হোয়াইট রঙের প্যান্ট পরল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে নিল। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ চোখে পরল তার। কিছুক্ষণ আয়নার সামনে দাড়িয়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করতে লাগল। যদিও এর আগের সব মিশনগুলোতে তার চিন্তার সবটুকু জুড়ে থাকত মিশনের বিষয়বস্তু নিয়ে। কিন্তু এবারের ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার চিন্তায় বারবার এসে পড়ছে আদ্রিতার কথা।

শাফাত তার বাড়িটির সামনে একটি নিসান গাড়ী দেখতে পেল। আগের রাতে তাকে পাঠানো মেইলে যেমনটি বলেছিলেন হিউস্টন। গাড়িটিতে চড়ে বসল শাফাত। গাড়িতে বসে বসে সে আদ্রিতার কথা চিন্তা করতে লাগল। কয়েক মিনিটের মাঝে শাফাত চলে আসল মিরওয়াইস হাসপাতালে। হাসপাতালে ঢুকে শাফাত তার রুমে চলে গেল। আব্দুলকে ডাক দিল শাফাত। দেয়ালে ঝুলানো হ্যাঙ্গার থেকে এপ্রনটি গায়ে দিল সে। আব্দুল রুমে ঢুকে সালাম দিল তাকে। আব্দুলের পরনে পাশতুনীয় কোর্তা, মাথায় পাগড়ী। সালামের জবাব দিল শাফাত। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করল হাসপাতালের ডিরেক্টর আসিফ রেজা অফিসে এসেছেন কিনা? আব্দুল জবাবে বলল ড. আসিফ রেজা এখনও এসে পৌছেনি। শাফাত বলল ড. আসিফ আসলে তাকে যেন জানানো হয়। তারপর শাফাত রুম থেকে বের হয়ে গেল।

শাফাত প্রথমে হাসপাতালের ওয়ার্ডে গেল। কয়েকটি রুগীর রুটিন চেকআপ শেষ করে সে নার্সদের রুমের দিকে গেল। সেখানে ড. জোয়াইবকে দেখতে পেল। তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলল। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করল সিস্টার আদ্রিতা হাসপাতালে এসেছে কিনা? ড. জোয়াইব তাকে জানাল আজ আদ্রিতার অফ ডে। শাফাত আরও কিছুক্ষণ কথা বলে তার রুমে চলে আসল।

শাফাত তার রুমে বসে চিন্তা করতে লাগল। তার মনে হাজার রকমের চিন্তা ভিড় করতে লাগল। গতকালের তার কাছে আসা পিটার উডের মেসেজটি নিয়ে শাফাত ভাবতে লাগল। মেসেজটিতে তাকে বলা হয়েছে হাসপাতালের

BanglaBook.org

অ্যাকাউন্টেন্ট মির্জা গুলের উপর নজর রাখতে। শাফাত চিন্তা করতে লাগল তার কাজ কোথা থেকে শুরু করবে। আদ্রিতাকে নিয়েও তার মস্তিষ্ক প্রচুর গ্লুকোজ খরচ করতে লাগল। যখন চিন্তার খুব গভীরে পৌঁছে গিয়েছিল শাফাত ঠিক তখনই তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল আব্দুলের ডাক।

"স্যার, স্যার?"

চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল শাফাত। "হুমম! কি ব্যাপার আব্দুল?"

"বড় স্যার এসেছেন। তাকে আপনার কথা বলেছি। স্যার বলেছেন আপনাকে এখনই যেতে। স্যারের নাকি পরে একটা মিটিং আছে। তিনি হাসপাতাল থেকে বের হয়ে যাবেন একটু পর।"

"ও আচ্ছা। ঠিক আছে। তুমি যাও, আমি আসছি।" আব্দুল চলে যাবার মিনিট পাঁচেক পর শাফাত তার রুম থেকে বের হল।

হাসপাতালের ডিরেক্টর ড. আসিফ রেজার রুমে প্রবেশ করল সে। গতকালও একবার সে এই রুমে এসেছিল। শাফাত বিনয়ের সাথে বলল, "স্যার, ভিতরে আসতে পারি?"

"অবশ্যই, ভিতরে আস। বস।" শাফাত একটি চেয়ার টেনে বসল। "তারপর কি খবর ইয়াং ম্যান? তোমাকে কাল সব ড্রাগসের লিস্ট পাঠিয়েছিলাম। পেয়েছ সেটা?" মুখে প্রসন্নতা বজায় রেখে কথা বলছেন ড. রেজা।

"জি স্যার। ফাইলটি পেয়েছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু একটি ব্যাপারে মানে খোলাখুলি বলতে গেলে, আপনার হাসপাতালের কয়েকজনের সাথে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে ধারনা করছে আমাদের ইন্টেলিজেন্স।"

"হুমম।" চিন্তার ভাঁজ পরল ড. রেজার কপালে। "এই ব্যাপারটা আমি আগেই ধারনা করেছিলাম। তোমরা কাদের সন্দেহের তালিকায় রেখেছ তা আমি জানতে চাই না। তবে আমি তোমাকে সব ধরনের সহায়তা দেব এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি।"

"সেটা করলেই চলবে স্যার। আপনার হাসপাতালের অ্যাকাউন্টেন্ট মির্জা গুল সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে চাচ্ছি।"

"তুমি ঠিক কি ধরনের তথ্য জানতে চাচ্ছ?"

"আপনাদের কাছে যা আছে তার সবটাই দরকার আমার।"

"আমাদের হাসপাতালের সকল ডাক্তার, অফিস স্টাফ এবং আরও যারা আছে তাদের ব্যক্তিগত ফাইল আছে। সেটাতেই যা ইনফরমেশন থাকে তার বাইরে তোমাকে দেবার মত কিছু নেই এবং তার বাইরে আমাদের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষেরও কোন কিছু জানা নেই।"

"ঠিক আছে। ফাইলটি কি আমি এখন পেতে পারি? মানে আমি আপনার হাত

BanglaBook.org

থেকে ফাইলটি নিতে চাচ্ছি।"

"বুঝতে পেরেছি। তাহলে একটু অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে।"

"ওকে স্যার। আমি অপেক্ষা করছি।"

ড. রেজা তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালেন। তার ড্রয়ার থেকে চাবির গোছা বের করলেন। তারপর রুমের একদম শেষ মাথায় থাকা বিশালাকৃতির এক আলমারির সামনে গেলেন। চাবি দিয়ে আলমারির দরজা খুললেন। নানা রকম কাগজপত্র এবং ফাইলে বোঝাই আলমারিটি। ড. রেজা বেশ কিছুক্ষণ ফাইল ঘাটলেন। তারপর নীল রঙের একটি ফাইল বের করলেন। ফাইলের উপর মিরওয়াইস হাসপাতালের নাম এবং লোগো রয়েছে। সেই সাথে বড় করে লেখা মির্জা গুল নামটিও চোখে পড়ছে। ফাইলটি এনে শাফাতের হাতে দিলেন ড. রেজা। শাফাত ফাইলটি নিয়ে বলল, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ফাইলটি আপনাকে আমি কাল ফেরত দিতে পারব।"

"সেটা সমস্যা হবে না। তোমার কাজের অগ্রগতি হলে আমাকে জানাবে। আর আমার একটা জরুরি মিটিং আছে। আমাকে এখনই বের হতে হবে। সো উইশ ইউ গুড লাক।"

হাত মিলিয়ে ড. রেজার রুম থেকে বের হয়ে এল শাফাত।

শাফাত তার রুমে ফিরে এল। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে ফাইলটি নিয়ে বসল। ফাইলের কভার খুলতেই দেখতে পেল মির্জা গুলের ছবি। এবং তার কিছু ব্যক্তিগত তথ্য। সেখানে মির্জা গুলের বর্তমান ঠিকানা দেখতে পেল শাফাত। তার মোবাইলটি বের করে জিপিএস ম্যাপ অন করল। তারপর ম্যাপে জায়গাটি খুঁজে বের করে তা বুকমার্ক করে রাখল।

ফাইলে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেল শাফাত। তার মধ্যে তার মনোযোগ আকর্ষণ করল একটি তথ্য আর তা হল মির্জা গুলের সেনাবাহিনীর ট্রেনিং নেয়া আছে। পরের পৃষ্ঠাগুলোতে মির্জা গুলের শিক্ষা জীবন এবং কর্ম জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা রয়েছে। শাফাত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফাইলটি পড়তে লাগল। অনেক সময় পর শাফাতের কানে এসে ঢুকল আযানের আওয়াজ। সে ঘড়িতে তাকিয়ে দেখল প্রায় একটা বাজে। পেটের ভিতর খিদেটাও মোচড় দিতে শুরু করেছে। শাফাত বাথরুমে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে এল। তারপর সে ফাইলটি ড্রয়ারে রেখে তালা মারল। রুম থেকে বের হয়ে চলল ক্যান্টিনের দিকে।

হাসপাতালের ক্যান্টিনটি চার তলায় এবং বেশ বড়। রোগী ও তাদের আত্মীয় স্বজনদের জন্য এবং ডাক্তার ও হাসপাতালের স্টাফদের জন্য ক্যান্টিনটি দুইভাগে ভাগ করা। শাফাত ক্যান্টিনে ঢুকে কুপন সংগ্রহ করল। তারপর ট্রেতে খাবার নিল লাইনে দাঁড়িয়ে। দুপুর বেলা লাঞ্চ টাইম হওয়ায় প্রচন্ড ভীড়। সেই সাথে প্রচুর

BanglaBook.org

হট্টগোল। একটি খালি টেবিল পেয়ে সেখানেই বসে পরল শাফাত।

শাফাত দেখতে পেল কিছু দূরে আব্দুল এবং মাহমুদসহ আরও তিনজন লাঞ্চ করছে। তারা বেশ হাসি খুশি। কি একটা ব্যাপার নিয়ে তারা যেন খুব গল্প করছে। তাদের মধ্যে মাহমুদকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে। যদিও এই ব্যাপারটি চট করে বোঝা যায় না তারপরও শাফাত এই ব্যাপারগুলো ধরতে পারে। শাফাত খাওয়া আরম্ভ করল। খাওয়ার এক পর্যায়ে আব্দুল এসে তার সামনে দাড়িয়ে বলল, "স্যার আপনার সাথে বসতে পারি?"

শাফাত বলল, "হ্যা, বস।"

"স্যার আজ মাহমুদের মনটা বেজায় ভাল। আমাদের আজ রাতে ও খাওয়াবে।"

"কেন? কিছু হয়েছে নাকি?"

"হ্যা, স্যার। মাহমুদ আজ আদ্রিতা সিস্‌কে বলেছে যে সে তাকে খুব ভালোবাসে আর চাইলে মাহমুদ তাকে বিয়েও করতে পারে।"

কথাটা শুনা মাত্র শাফাত ভিতরে দারুণভাবে চমকে উঠল। এক ধরনের শূণ্য অনুভূতি তাকে গ্রাস করল। তার মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে গেল। আব্দুল বলেই চলছে, "মাহমুদ আদ্রিতা সিস্‌কে বিয়ে করে বাংলাদেশে চলে যাবে। সে খুব উত্তেজিত।"

কিন্তু এসব কোন কথাই শাফাতের কানে ঢুকছে না। সে খাওয়া বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। বেসিনে গিয়ে হাত ধুয়ে নিল। তারপর ক্যান্টিন থেকে বের হয়ে আসল। আব্দুল অবাক হয়ে গেল শাফাতের এই আচরণ দেখে।

শাফাত তার রুমে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল। তার মাথা পুরো খালি হয়ে গিয়েছে। কোন কিছু সে চিন্তা করতে পারছে না। তার ইচ্ছা করছে মিশন থেকে অব্যাহতি নিয়ে দেশে ফিরে যেতে। না দেশে নয়। অন্য কোথাও। যেখানে সে একা থাকতে পারবে। কেউ তাকে বিরক্ত করবে না। কোন কাজ থাকবে না। সে শুধু ঘুরে বেড়াবে। এই রকম হাজার ধরনের ভাবনা সে ভাবতে লাগল।

একবার তার মনে হল হাসপাতাল থেকে আদ্রিতার বাসার ঠিকানা নিয়ে সেখানে চলে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই সেই ভাবনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল। বেশ অনেক সময় ধরে শাফাতের মাথায় ভাবনার ঝড় বয়ে গেল। তারপর সে ধীরে ধীরে মনকে বোঝালো আদ্রিতার সাথে তার কিছুই হয়নি যে তাকে এভাবে মন খারাপ করতে হবে। বরং যা হয়েছে তা ভালই হয়েছে। তার উচিৎ এখন আদ্রিতার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মিশনটিতে পূর্ণ মনোযোগ দেয়া। শাফাত নিজের মনকে শক্ত করে নিল। তারপর তার রুম থেকে বের হয়ে এল। শাফাত হাসপাতাল থেকে বের হয়ে আসল।

BanglaBook.org

হাসপাতালটির বিপরীত পাশে একটি ফাস্ট ফুডের দোকান রয়েছে। শাফাত দোকানটিতে ঢুকল। দুপুরে লাঞ্চ ঠিকমত হয়নি। তাই শাফাত ভাবল কিছু খেয়ে নেয়া দরকার। বড় সাইজের একটা বার্গার আর কোক অর্ডার দিল সে। তারপর বসল দোকানের বাইরে রাখা টেবিলে। টেবিলের উপর ছাতা দেয়া। অনেকটা ইটালিয়ান স্টাইলে তৈরি ফুড র্দ্দারটি। ওয়েটার বার্গার সার্ভ করলে খাওয়া শুরু করল শাফাত। মন অনেকটাই শান্ত হয়েছে এখন। বার্গারটিও বেশ ভাল হয়েছে। মন পুরোপুরি ভাল না হলেও খারাপ ভাবটি কেটে গেল শাফাতের। রাস্তায় গাড়ির চলাচল তেমন নেই। হাসপাতালের সামনে কিছু ভীড়। রোগী আসছে যাচ্ছে। রোগীর আত্মীয় স্বজনরা আসছে। অ্যামবুলেন্স আসছে মাঝে মাঝে। পার্কিং লটে অনেকগুলো ট্যাক্সি ক্যাব। শাফাত কামড় বসাচ্ছে বার্গারে এমন সময় হঠাৎ তার দৃষ্টি আটকে গেল হাসপাতালের মেইন গেইটে। হাসপাতালের মেইন গেইট দিয়ে আসতে দেখা গেল মির্জা গুলকে। শাফাত একটু নড়েচড়ে বসল। হাতের ঘড়িটাতে একবার চোখ বুলালো। এখন বাজে তিনটা। শাফাত কোকের কাপে চুমুক দিল। মির্জা গুলের হাতে বাদামি রঙের একটা ব্যাগ দেখা যাচ্ছে। শাফাত তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখছে গুলের উপর। মির্জা গুল একটি ট্যাক্সি ডাকল। শাফাত দেখতে পেল গুলকে ট্যাক্সিতে চড়ে বসতে। শাফাত প্রায় দৌড়ে রাস্তা পার হল। পার্কিংলটে তার পার্ক করা গাড়িটির কাছে চলে গেল মুহূর্তেই। পকেট থেকে চাবি বের করে গাড়ির দরজা খুলে ফেলল। গাড়িতে বসে দ্রুত ইঞ্জিন চালু করে দিল। তারপর গাড়িটি ছুটালো ট্যাক্সিটির পিছন পিছন।

হাসপাতাল থেকে ডানদিকে চলে গেছে ট্যাক্সিটি। শাফাত সেদিকেই গাড়ি চালাতে লাগল। কিছুক্ষণ গাড়ি চালাবার পর সে দেখতে পেল ক্যাবটিকে। ডানদিকে মোড় নিল ক্যাবটি। শাফাতও গাড়টি ডানদিকে ঘোরালো। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ি চালাতে লাগল শাফাত। রাস্তাটি সোজা চলে গিয়েছে উত্তর দিক বরাবর। রাস্তার বামদিকে কৃষি জমি। গম আর বার্লির চাষ করা হয়েছে জমিতে। গম মূলতঃ এখানকার প্রধান ফসল। শাফাত গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগল। ট্যাক্সিটি মাঝারি গতিতে চলছে। ট্যাক্সিটি চাউনি এলাকায় চলে আসল। একবার ডানদিকে মোড় নিয়ে আবার উত্তর দিক বরাবর চলতে লাগল ট্যাক্সিটি। আকাশে কোন মেঘ নেই। সূর্য ক্রমেই হেলে পরছে পশ্চিমে। তিনটার বেশি বাজলেও রোদের প্রখরতা কমেনি এতটুকুও। শাফাত তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে ক্যাবটির উপর।

কিছুদূর যাবার পর ক্যাবটি চাউনির এক বাজারে এসে থামল। শাফাতও গাড়িটি থামিয়ে দিল। মিনিট পাঁচেক পর একজন স্থানীয় পাশতুন ট্যাক্সিতে উঠে বসল। দূরে থেকে তার চেহারাটা ভাল করে বুঝতে পারল না শাফাত। লোকটির উচ্চতা ছয় ফুটের বেশি হবে। দাড়ি আছে মুখে। লোকটি ট্যাক্সিতে উঠে পরতেই

BanglaBook.org

আবার চলতে শুরু করল। শাফাতও গাড়ি চালানো শুরু করল। ট্যাক্সিটি আরও উত্তর দিকে চলতে লাগল। প্রায় মিনিট বিশেক পর ট্যাক্সিটি আবাসিক এলাকায় ঢুকে পরল। ডানদিকে মোড় নিয়ে একটি মসজিদের সামনে এসে থামল ট্যাক্সিটি। মির্জা গুল এবং পরে উঠা পাশতুনীয় লোকটি ট্যাক্সি থেকে নামল। শাফাত কিছুটা দূরে নিজের গাড়িটি পার্ক করল। বেশ কিছু দোকানপাট দেখা যাচ্ছে এলাকাটিতে। এখানটায় লোকজন একটু বেশি। বাড়ি-ঘরও প্রচুর। এখানকার লোকজন প্রধানত কৃষিকাজ করে। সেই তুলনায় এলাকাটি বেশ গোছালো। শাফাত তার মোবাইল বের করে কয়েকটি ছবি তুলে ফেলল মির্জা গুলের এবং তার সাথে থাকা লোকটির। সাথে সাথেই ছবিগুলো মেইল করে দিল স্পেশাল এজেন্ট পিটার উডের কাছে।

মির্জা গুল কয়েকজন লোকের সাথে কোলাকুলি করল। সবাই স্থানীয় পাশতুন। তবে তারা সবাই যে আর্মড তা বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না শাফাতের। শাফাত তার শার্টের ইন খুলে ফেলল। মসজিদে আযান দেয়া হল। মির্জা গুল এবং অন্য লোকজন একটা চায়ের দোকানে বসল। তারা সবাই বেশ খোশ মেজাজে আছে বুঝা গেল। শাফাত একটা স্টেশনারী দোকানে ঢুকে গেল। এখান থেকে তাদের বেশ ভালভাবেই লক্ষ্য রাখা যাবে। এমন সময় একটি কালো রঙের ভক্সি গাড়ি এসে থামল মসজিদের সামনে। শাফাত পাশতুনীয় ভাষায় দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করল মসজিদটির নাম কি। দোকানদার উত্তর দিল সুফি সাহিব মসজিদ। মসজিদটি দেখেই বুঝা যায় বেশ পুরোনো। প্রাচীন আমলের কারুকাজ করা হয়েছে মসজিদের দেয়ালে। ভক্সি গাড়ি থেকে দু-পাশ দিয়ে কয়েকজন পাশতুনীয় নেমে দাঁড়াল। তাদের প্রত্যেকের কাছে অস্ত্র রয়েছে তা এমনিতেই বুঝা যায়। প্রত্যেকের ডান হাত তাদের জামার ভিতর ঢুকানো। গাড়ি থেকে বেশ বয়স্ক এক লোক নামল। তার পরনে জোব্বা এবং মাথায় পাগড়ী। মুখে দাড়ি আছে। এক পলক দেখেই শাফাত বুঝতে পারল তিনি নেতৃস্থানীয় কেউ হবেন। আর গাড়ি থেকে যারা নেমেছে তারা তার দেহরক্ষী হবে নিশ্চয়ই। তিনি গাড়ি থেকে নেমে দাড়াতেই মির্জা গুল এবং তার সাথের লোকজন এসে দাড়াল কাছে। মির্জা গুল হাত মেলাল লোকটির সাথে। শাফাত দোকান থেকে বের হয়ে আরও কিছু ছবি তুলে ফেলল। মির্জা গুল তার হাতের বাদামি প্যাকেটটি লোকটির হাতে দিলেন। লোকটি প্যাকেটের মুখ খুলে এক নজর দেখলেন। তারপর প্যাকেটটি তার সাথে থাকা দেহরক্ষীর হাতে দিলেন। তারপর সবাই মিলে মসজিদের ভিতরে ঢুকে পরল সবাই। শাফাত দাড়িয়ে দাড়িয়ে সব কিছু দেখল।

তার এখন সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে। কি করবে সে? মসজিদের ভিতরে ঢুকবে? নাকি হিউস্টন অথবা এমআইফাইভ এর এজেন্টদের জানাবে। কিন্তু শাফাত এমআইফাইভ এর চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল। যেহেতু তাকে এই

BanglaBook.org

মিশনের সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে, তাই সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিবে বলে ঠিক করল। শাফাত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সে মসজিদের ভিতরে ঢুকবে। মসজিদে ঢুকার আগে শাফাত পকেট থেকে ছোট একটা ইলেক্ট্রনিক চিপ কালো ভক্সি গাড়িটির পিছনের বাম্পারের ভিতরে লাগিয়ে দিল। গাড়ির ভিতরে থাকা ড্রাইভার কিছুই টের পেল না। এই চিপের কল্যাণে সে তার মোবাইলেই দেখতে পাবে গাড়িটির অবস্থান। এখন আছরের নামাযের সময় হয়েছে। শাফাত মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করল। ওযুখানায় বসে সে ওযু করতে লাগল। ওযু শেষ করে সে মসজিদের ভিতরে ঢুকল। পুরো মসজিদটি দামি টাইলস দিয়ে সুসজ্জিত করে রাখা হয়েছে। মসজিদে প্রচুর লোক। আছরের নামায শুরু হবে কিছুক্ষণের ভিতর। লোকজন পাশতুন ভাষায় ফিসফিস করে কথা বলছে। শাফাত মির্জা গুল এবং তার সাথের লোকজনদের খুঁজছে। এইবার দেখতে পেল তাদের শাফাত। তারা প্রথম কাতারে বসে রয়েছে। নেতৃস্থানীয় লোকটি সামনের কাতারের মাঝখানে বসে রয়েছে। মোয়াজ্জিন নামাজের ইকামত দেয়া শুরু করলে সবাই দাঁড়িয়ে পরল। শাফাতও জামাতের সাথে নামায আদায় করল।

নামাযের ভিতরেই শাফাতের কাছে একটি মেইল আসল। নামায শেষ করে মেইলটি চেক করল শাফাত। তাতে সে জানতে পারল নেতৃস্থানীয় লোকটির নাম শেখ ওমার ইকরিমাহ। তার পরিচয় হিসেবে যা লিখেছে তাতে শাফাতের মুখে হাসি ফুটে উঠল। শেখ ওমার আল কায়েদার শীর্ষস্থানীয় একজন নেতা। এবং পশ্চিমা ইন্টেলিজেন্সের মতে তিনি আল কায়েদার সেকেন্ড ইন কমান্ড আইমান আল জাওয়াহিরির খুব ঘনিষ্ঠ সহযোগী। শাফাত এক মুহূর্তেই বুঝে ফেলল বাদামি প্যাকেটটির ভিতরে কি ছিল। শাফাত সিদ্ধান্ত নিল আজই সে শেখ ওমারের পিছু নিবে। এবং হয়ত সেই তাকে ড. জাওয়াহিরির কাছে নিয়ে যাবে। নামায শেষ করে শাফাত ভাবল শেখ ওমার এবং মির্জা গুলসহ বাকিরা উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু নামাযের পর ইমাম সাহেব আল কুরআনের তাফসীর বয়ান করতে শুরু করলেন। সকলের মত শেখ ওমার এবং বাকিরা তাফসীরের বয়ান শুনতে লাগল। অগত্যা শাফাতকেও বসে থাকতে হল।

প্রায় এক ঘণ্টা পর তাফসীর শেষ হল। শেখ ওমার ও বাকিরা উঠে দাড়াল। মসজিদের ভিতরের সব লোকজন বের হতে শুরু করেছে। ভীড়ের ভিতর মির্জা গুল খেয়াল করল না শাফাতকে। শাফাতও কিছুটা পরে বের হল। শাফাত যখন মসজিদ থেকে বের হল তখন শেখ ওমার সবার সাথে হাত মিলিয়ে তার কালো ভক্সি গাড়িটিতে উঠে পরল। শাফাতও তাকে ফলো করবে তার জন্য তার গাড়ির কাছে চলে গেল। ঠিক এই সময় আরেকজনকে দেখে শাফাত চমকে উঠল। ব্যাপারটি বেশ কাকতালীয় হলেও এই জায়গায় এই সময়ে আদ্রিতাকে দেখে

BanglaBook.org

শাফাতের চমকে উঠারই কথা। আদ্রিতা শাফাতকে দেখতে পেয়েছে। শাফাত এতটাই আশ্চর্য হয়ে পরল যে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কি করবে। সে কি গাড়িতে চড়ে শেখ ওমারকে ফলো করবে, নাকি তার দিকে যে এগিয়ে আসছে হাসিমুখে, তার সাথে কথা বলার জন্য দাড়িয়ে থাকবে। শাফাতের মাথায় দ্রুত আবার চিন্তার ঝড় বয়ে যেতে লাগল। অবশেষে শাফাত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। যেহেতু সে শেখ ওমারের গাড়িটিতে একটি চিপ বসিয়ে দিতে পেরেছে তাই একটু পরেও গাড়িটির অবস্থান সে জানতে পারবে। আদ্রিতা তার কাছে এসে আশ্চর্য হয়ে বলল, "আপনি এখানে?"

"এই তো। একটা কাজে এসেছিলাম। তা আপনি এখানে?" শাফাত যতটা সম্ভব গলার স্বর স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করছে। তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গিয়েছে।

"আমি তো এখানেই থাকি। এই তো কিছু দূরেই আমার বাসা।"

"আপনার সাথে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগছে। আজ আপনার খোঁজ করছিলাম হাসপাতালে।"

"তাই নাকি? তা আমাকে খুঁজছিলেন কেন?"

"না, মানে...বাংলায় কথা বলার মত কাউকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অথচ বাংলায় কথা বলার জন্য প্রচন্ড অস্থির লাগছে।" মিথ্যা কথা বলার ট্রেনিংটা বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করেছে সে।

"ও, তাই বুঝি?" সহজ স্বাভাবিকভাবে কথা বললো আদ্রিতা।

"আপনার সাথে এই মেয়েটি কে?"

"ও আমার সাথেই থাকে। ওর নাম মিলি। এই দূর দেশে একা থাকা সম্ভব নয়। তাই আমার চাচা ওকে আমার সাথে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে খারাপ লাগছে। কোথাও বসে কথা বলি? যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

"না না, আপত্তির কি আছে। চলুন সামনে ডানদিকে কিছুদূর হাটলেই নদী। নদীর পাড়ে বসা যাবে।" আদ্রিতা মিলিকে বলল, "তুই বাজার থেকে যা যা লাগবে তা কিনে নিয়ে যা। আমি একটু পরেই আসছি।" তারপর শাফাতের দিকে ঘুরে বলল, "চলুন।"

শাফাত আর আদ্রিতা হাটতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে ডানদিকে যেতেই নদীর দেখা মিলল। নদীর নাম আরঘান্দাব। নদীর ওপারে বেশ কিছু পাহাড় আর টিলা। আর এ পাড়ে কৃষি জমি। নদীর পাড় ধরে হাটতে লাগল দুজনে। এক জায়গায় বসার মত জায়গা পেল তারা। সূর্য পশ্চিম দিকে ডুবতে বসেছে। মৃদু বাতাস বয়ে যাচ্ছে। দুপুরের রোদের প্রখরতা নেই। তার বদলে আরামদায়ক এক শীতল বাতাস বয়ে যাচ্ছে। নদীর জলের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে সূর্য। শাফাত আর

BanglaBook.org

আদ্রিতা বসে কথা বলতে শুরু করল। শাফাতই এবার প্রথম কথা শুরু করল, "দেশ, আত্মীয় স্বজন থেকে এত দূরে থাকতে আপনার ভালো লাগে?"

"ভালো সবসময় যে লাগে তা বলব না। কিন্তু অনেক সময় অনেক কিছু করতে হয় মানুষকে।"

"তা ঠিক। কিন্তু কিছু কিছু সময় আছে যখন পরিচিতদের খুব কাছে দরকার হয়।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন তা বুঝতে পারলাম না।"

"আমি বলতে চাইছি অনেক সময় আছে যখন নিজেকে খুব একা লাগে। কাউকে পাশে থাকতে হয় সেই সময়টাতে। যেমন মানুষ যখন অসুস্থ হয় বা সত্যি বলতে আমার ক্ষেত্রে, যখন আকাশ কালো করে অঝোর বৃষ্টি নামে তখন খুব একা লাগে। পাশে কাউকে পেতে ইচ্ছে করে।"

"বুঝলাম। ঐরকম সময় যে আসেনা তা বলব না। মনটাকে শক্ত রাখি। খুব খারাপ লাগলে হাসপাতালে চলে যাই। রোগীদের কষ্ট দেখলে আর নিজের মনে কষ্ট থাকে না।" আদ্রিতা নদীর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল।

"দেশটাকে মিস করেন না?" প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইল শাফাত।

"মাঝে মাঝে করি। কিন্তু এখন আর ঐসব গায়ে লাগে না।"

"আপনাকে একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন নাতো?"

"আগে বলুন শুনি। তারপর দেখা যাবে।"

"না, মানে আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে।"

"এই কথা?" আদ্রিতা হাসতে শুরু করল। শাফাত তাকিয়ে রয়েছে আদ্রিতার দিকে। হাসির কারণেই আদ্রিতাকে যেন আরও সুন্দর লাগছে।

"না, আমি হিসাব মিলাতে পারছি না, আপনার মত এমন সুন্দরী মেয়ে কি কারণে এই দূরদেশে পরে রয়েছে।"

"বললাম না আপনাকে, অনেক সময় অনেক কিছু করতে হয় মানুষকে।"

"আপনার মনে কি কোন কষ্ট আছে?"

"কষ্ট? না কষ্ট নেই। ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে কষ্ট পাইনি। কারণ কষ্ট পাবার বয়সটা তখন ছিল না। তাছাড়া আমার চাচা আমাকে মা-বাবার আদরেই মানুষ করেছেন। তার নিজেরও কোন ছেলে মেয়ে ছিল না। তাই বুঝতেই পারছেন অনেক আদরেই ছিলাম। একসময়ে কলেজে ভর্তি হলাম। ভালো রেজাল্টও করলাম। তারপর আমার জীবনে ঘটে যায় এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। সেই স্মৃতি বয়ে বেড়াতে বেড়াতে যখন ক্লান্ত হয়ে পরলাম তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম আর দেশে থাকব না। চাচা অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন। আমি যেদিন চলে আসি সেদিন আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন। কিন্তু এখন মোটামুটি ভালই আছি। স্যরি, মনের অনেক

BanglaBook.org

কথা বলে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না।"

"না, আমি কিছু মনে করি নি।"

"তা আপনি কেন এই দেশে এলেন? আপনার সম্পর্কে তো কিছুই জানা হল না।"

"আজ থাক। অন্য কোনদিন বলব।"

"আচ্ছা ঠিক আছে, না বলতে চাইলে বলতে হবে না। চলুন উঠি। সন্ধ্যা হয়ে এল।"

"হ্যা, ঠিক আছে। চলুন। আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

"কেন শুধু শুধু কষ্ট করবেন?"

"না, কষ্ট হবে না। আমার সাথে গাড়ি রয়েছে।"

"আচ্ছা ঠিক আছে চলুন।"

শাফাত এবং আদ্রিতা উঠে দাড়াল। কিছুদূর এগিয়ে আদ্রিতার বাসার সামনে এসে দাঁড়াল দুজন। দু'তলা সাদা রঙের বাড়ি। সামনের দিকে একটি বারান্দা আছে। শাফাত আদ্রিতাকে বলল, "যদি কিছু মনে না করেন, আমি কি আপনার সেল নাম্বারটি পেতে পারি?"

আদ্রিতা শাফাতকে তার সেল নাম্বারটি দিল। তারপর হাত নাড়িয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল। শাফাত কিছুক্ষণ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তার বিশ্বাস হচ্ছে না এতক্ষণের ঘটনা। তারপর ধীরপায়ে গাড়ির কাছে চলে গেল। গাড়িতে চড়ে বসল শাফাত। ততক্ষনে সূর্য অস্ত গিয়েছে কান্দাহারের আকাশে। আকাশে জ্বলজ্বল করে উঠছে তারারা। মৃদু বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

কান্দাহার, আফগানিস্তান
৪ নভেম্বর, ২০০৭

কান্দাহারের দান্দ চক এলাকার একটি ছোট দোতলা বাড়ি। চারিদিকে কৃষিজমি। তার মাঝে মেইন রোড থেকে কিছুটা ভিতরে অবস্থিত এই বাড়িটি। দূর থেকে দেখলে মনে হবে কোন কৃষকের বাসস্থানের জায়গা। অথচ বাড়িটির ভিতরে এই মুহূর্তে অবস্থান করছে কিছু মিলিটারী পার্সোনেল। এখন রাত প্রায় দুটো। চারিদিক নীরব নিথর। কিছু ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া কোন শব্দ নেই বাইরে। বাড়িটির বাইরে অবস্থান করছে দুইটি মিলিটারী জিপ।

বাড়ি থেকে বের হয়ে এল সাতজন সশস্ত্র লোক। তাদের পড়নে কালো রঙের কমব্যাট গিয়ার স্যুট। তিনজনের হাতে রয়েছে কার্বাইন এম-৪ এসাল্ট রাইফেল, তিনজনের হাতে টার-২১ রাইফেল, একজনের হাতে এম-৪০ স্নাইপার রাইফেল। সবারই কাঁধে ব্যাকপ্যাক ঝুলানো। চোখে নাইট ভিশন গগল্‌স। সবারই মুখ মাস্ক দিয়ে ঢাকা। কানে এয়ারফোন লাগানো। প্রত্যেকের কোমরে হ্যান্ডগান রয়েছে। একটি জিপে উঠে পরল চারজন। বাকি তিনজন অন্য জিপে উঠল। চলতে শুরু করল জিপ দুইটি। এবড়ো থেবড়ো মাটির রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলছে জিপ দুইটি। হেড লাইট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তারার আলোয় পথ দেখে চলছে জিপ দুইটি। মাটির রাস্তা ছেড়ে মেইন রোডে এসে পরল তারা। তারপর বামদিকে মোড় নিল। মিনিট সাতেক পর আবার ডানদিকের মাটির রাস্তায় এসে পরল জিপ দুইটি। উপরের দিকে উঠতে থাকল তারা। পাহাড়ী রাস্তা ধরে এগুচ্ছে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। আধা-ঘণ্টা পর টিলার উপর এসে পৌছালো জিপ দুইটি।

জিপ থেকে সবাই নেমে পরল। সবাই যার যার জিনিসপত্র নিয়ে হাটতে শুরু করল। কিছুদূর গিয়ে তারা টিলা যেখানে ঢালু হতে শুরু করেছে সেখানে থামল। সবাই মুখের মাস্ক খুলে ফেলল। স্নাইপার নিয়ে বসে পরল শাফাত রায়হান। ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ বের করল সে। বাকি সবাই যার যার অস্ত্র লোড করে নিল। প্রত্যেকে তাদের কোমরের বেল্টে গ্র্যানেড এবং ফ্ল্যাশ ব্যাং লাগিয়ে নিল। সবাই ব্যাগ চেক করে যার যার অ্যামো চেক করে নিল। শাফাত ল্যাপটপ বের করে প্রিডেটরের ইমেজ চেক করল এবং ড্রোনের কন্ট্রোল রুমের সাথে কানেক্ট করে নিল। তারপর স্নাইপারটির পজিশন সেট করে নিল। এবার সময় শুধু অপেক্ষার।

BanglaBook.org

শাফাত এবং অন্যরা অপেক্ষা করছে এমন সময় শাফাতের ব্যক্তিগত সেল ফোনে একটি কল এল। যদিও শাফাত একজনের কলের অপেক্ষা করছিল কিন্তু সেই কলটি তার ছিল না। সেই কলটি ছিল সিআইএ আফগানিস্তানের কান্ট্রি ডিরেক্টর রস হাওয়ার্ডের। রস হাওয়ার্ডের সাথে তার কথোপকথোন ছিল সংক্ষিপ্ত। রস হাওয়ার্ড তাকে জানায় তাদের মিশনের মোটো পরিবর্তন করা হয়েছে। আফগানিস্তান পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির কারণে টার্গেটকে হত্যা করাই তাদের মূল লক্ষ্য। আর তাকে হত্যার এই কাজটি শাফাতকেই করার নির্দেশ দেন হাওয়ার্ড। এই কলটি পাবার পর শাফাতের মনে খটকা লাগে। সাথে সাথে সে কল করে জন হিউস্টনের ব্যক্তিগত নাম্বারে। হিউস্টনকে সে একটু আগেই তার সাথে হয়ে যাওয়া রস হাওয়ার্ডের কথোপকথোনের বর্ণনা দেন। হিউস্টন সব কিছু শুনে তাকে পরবর্তীতে নির্দেশ দিবেন বলে ফোনটি কেটে দেন।

সময় কাটতে লাগল। অনেক সময় পর দূর থেকে আযানের শব্দ ভেসে এল। সচকিত হয়ে গেল সবাই। ব্যস্ততা দেখা গেল প্রত্যেকের মাঝে। শাফাত যোগাযোগ করল জন হিউস্টনের সাথে। তাকে জানাল পূর্ব দিক ফর্সা হতে শুরু করেছে। শাফাত আরেকবার প্রিডেটরের কন্ট্রোল চেক করল। তারপর স্নাইপারের স্কোপে চোখ লাগিয়ে দেখে নিল নিচের দৃশ্য। তারপর সবাইকে জানাল নিচের অবস্থা মোটামুটি শান্ত। আরও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল শাফাতের। স্কোপে চোখ লাগিয়ে সে বেস-এ যোগাযোগ করে বলল, "টার্গেট পৌঁছে গেছে।"

ওপাশ থেকে জবাব এল, "অপারেশন ক্যামেল হান্টিং ইজ এ গো।"

১৩ দিন আগের ঘটনা

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল শাফাতের। গতকালের সন্ধ্যাটা তার স্বপ্নের মত কেটেছে। আদ্রিতার সাথে গতকাল কথা হওয়ায় মনটা বেশ প্রফুল্ল। কিন্তু মনের আকাশের কোণে উঁকি দিচ্ছে এক টুকরো মেঘ। মাহমুদ দুরখানিকে নিয়ে অনেকটুকুই চিন্তিত শাফাত। এমন সময় তার সেল ফোনে একটি এসএমএস আসল। এত সকালে মেসেজ আসায় কিছুটা আশ্চর্য হল শাফাত। মেসেজ ওপেন করে দেখল আদ্রিতার কাছ থেকে এসেছে সেটি। মেসেজে লেখা রয়েছে, "গুড মর্নিং। রাতের মেসেজটি দেখতে পাইনি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হাসপাতালে দেখা হবে। বাই।"

গতকাল রাতে বাসায় এসে আদ্রিতার সাথে খুব কথা বলতে ইচ্ছা করছিল শাফাতের। কিন্তু শেষে আদ্রিতা কি মনে করবে তাই ভেবে "কি করছেন?" লিখে একটি এসএমএস পাঠায় আদ্রিতার মোবাইলে। তারই উত্তর আসল এখন। শাফাতের মনটা ভাল হয়ে গেল।

BanglaBook.org

ঘর থেকে শাফাত জগিং স্যুট পড়ে বের হয়ে এল। পার্কে চলে এল সে। অনেকদিন দৌড়ানো হয় না। তাই আজ সে অনেক সময় ধরে দৌড়ালো। তারপর যখন শরীর ঘামে ভিজে একাকার হয়ে গেল তখন বাসায় ফিরে এল। বাসায় এসে গোসল করে নাস্তা করল। তারপর জামা পড়ে ছুটল হাসপাতালের দিকে।

হাসপাতালে পৌছে শাফাত তার রুমে গেল। তার টেবিলের উপর একটি সাদা খাম পড়ে রয়েছে। খামের মুখ খুলল সে। ভিতরে একটি চিঠি পেল। স্পেশাল এজেন্ট পিটার উড তাকে জরুরি দেখা করতে বলেছে। শাফাত চিঠিটি খামে ঢুকিয়ে তার ড্রয়ারে রেখে দিল। শাফাত তার দৈনন্দিন কাজ শেষ করল। কিছু রুগী দেখল। তারপর নার্সরুমে গেল আদ্রিতার সাথে দেখা করতে। আদ্রিতাকে নার্সরুমে পাওয়া গেল। আদ্রিতা কিছু রোগীর ফর্ম পূরণ করছিল। শাফাতকে দেখে সে চেয়ার থেকে উঠে দাড়াল। হাসিমুখে বলল, "সুপ্রভাত। কেমন আছেন?"

শাফাতও হাসিমুখে জবাব দিল, "সুপ্রভাত। ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন?"

"আমিও ভাল আছি।" আদ্রিতা চুপ হয়ে গেল।

"কালকের সন্ধ্যাটা বেশ ভালই কাটল।" শাফাত চেয়ারে বসতে বসতে বলল।

আদ্রিতা জবাবে কিছু বলল না। শাফাত আবার বলল, "আজ সন্ধ্যায় আপনার কোন কাজ আছে?"

"উমম, হ্যা। আজ সন্ধ্যায় এক জায়গায় যেতে হবে।"

"ও, আচ্ছা। ঠিক আছে। কাল?" শাফাত নাছোরবান্দা।

"কেন, কি ব্যাপার বলুন তো?"

"না এমনিতেই। একটু ঘুরতে বের হতাম। নতুন জায়গা তো, তাই ভাবছি আপনার সাথে ঘুরে চিনে নিব।"

"ও আচ্ছা। ঠিক আছে। কাল বিকালে আমার ডিউটি নেই। আমি বাসায় থাকব।"

"অনেক ধন্যবাদ। এখন তাহলে আসি।"

মাথা নেড়ে সায় দিল আদ্রিতা। শাফাতের মুখে সন্তুষ্টির চিহ্ন দেখা গেল। নার্স রুম থেকে বের হয়ে এল শাফাত। বারোটার মত বাজে। ঘড়ি দেখল সে। তারপর বের হয়ে এল হাসপাতাল থেকে। আবার হেটে হেটে সেই দুই তলা সাদা রঙের বাসায় এসে পৌছুল। দরজায় টোকা দিলে ওপাশ থেকে জিজ্ঞাসা করল, "কে?"

শাফাত জবাবে বলল, "স্কারলেট।"

দরজা খুলে গেল। শাফাত ভিতরে প্রবেশ করল। সোফায় বসে রয়েছে পিটার উড। মাইক আর টমাস ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত। পিটার উড শাফাতকে লক্ষ্য করে বলল, "কেমন আছেন?"

BanglaBook.org

"ভাল।" শাফাত এক কথায় উত্তর দিল।

"তারপর আপনার কাজের অগ্রগতি কেমন হল?"

শাফাত সোফায় বসে উত্তর দিল, "অগ্রগতি মোটামুটি ভালই হয়েছে।" তারপর গতকাল মির্জা গুলকে ফলো করার পর থেকে যা যা ঘটেছে তার বিস্তারিত বর্ণণা দিল।

"শেখ ওমার ইকরিমাহকে ফলো করলেন না কেন?" পিটার উড শাফাতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

"শেখ ওমারের গাড়িতে একটি চিপ বসিয়ে দিয়েছি। গাড়িটি কোথায় আছে তা আমি আমার সেলফোনেই দেখতে পাব। তার জন্যই আর ফলো করিনি। তাছাড়া আমার পরিচিত একজনের সাথে দেখা হয়ে যাওয়ায় ফলো করা সম্ভব হয়নি।"

পিটার উড শাফাতের কাছে সেলফোনটি দেখতে চাইল। শাফাত সেলফোনটি বের করে পিটার উডের হাতে দিল। পিটার উড চীপটির আউটপুট সিগন্যাল তার সেলফোনে সেট করে নিল। তারপর শাফাতের ফোনটি তার কাছে ফেরত দিল। শাফাতকে পিটার উড জানাল তারা গাড়িটি ট্র্যাক করবে। আর কোন কিছু ঘটলে শাফাত যেন তাদের জানায়। শাফাত সম্মতি জানিয়ে বের হয়ে এল বাড়ি থেকে।

সারাদিন আর তেমন কোন কিছুই ঘটল না। শাফাত এরপর আর হাসপাতালে যায়নি। বাসায় ফিরে এল। সারাদিন রুমে বসে টেলিভিশন দেখল। বিকেলবেলায় হাঁটাহাঁটি করল রাস্তায়। অনেক রাত পর্যন্ত হাঁটল সে। আদ্রিতাকে নিয়ে অনেক কিছু ভাবল। একসময় তার মনে হল আদ্রিতাকে তার জীবনে খুবই প্রয়োজন এবং সে মনের সব আবেগের কথা খুলে বলবে আদ্রিতার কাছে। এক সময় ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল বাসায়। রাতের খাওয়া শেষ করে আদ্রিতাকে "শুভ রাত্রি" লিখে একটি এসএমএস করল। কিছুক্ষণের ভিতর মোবাইলে ফিরতি এসএমএস পেল। তাতে লেখা রয়েছে, "গুড নাইট, সুইট ড্রিম।" চোখে অনেক স্বপ্ন নিয়ে ঘুমিয়ে পরল শাফাত।

সকালে ঘুম থেকে উঠল শাফাত। জগিং করে এসে গোসল করে নাস্তা করল। তারপর গাড়ি ড্রাইভ করে হাসপাতালে এল। হাসপাতালে এসে সোজা নার্স রুমে চলে গেল। আদ্রিতাকে সেখানে দেখতে পেল না। নার্স রাহিলা তরিয়ানকে শাফাত জিজ্ঞাসা করল আদ্রিতা কোথায় আছে। রাহিলা তাকে জানাল আদ্রিতা ওয়ার্ডে রোগী দেখছে। শাফাত একপ্রকার ছুটে চলল ওয়ার্ডের দিকে। আদ্রিতাকে দেখতে পেল এক রুগীর শরীরে ইঞ্জেকশন পুশ করছে। শাফাত আদ্রিতার কাছে এসে দাড়াল। আদ্রিতা শাফাতকে দেখে ইশারায় রুগীকে দেখাল। এবং তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলল। শাফাত বাইরে অপেক্ষা করল। কিছুক্ষণ পর আদ্রিতা বাইরে আসল। শাফাত তাকে দেখে হাসিমুখে বলল, "কেমন আছেন?"

BanglaBook.org

"এই কথা বলার জন্য এই কাজের সময়ে এসেছেন?" আদ্রিতাও হাসিমুখে বলল। "আমি ভাল আছি। আপনার খবর কি?"

"এই তো চলছে। আজ কিন্তু আমার সাথে বাইরে যাবার কথা রয়েছে।" শাফাত মনে করিয়ে দিল আদ্রিতাকে।

"হ্যা, মনে আছে তো। এই কথা বলার জন্যই এসেছেন বুঝি?"

"না মানে। হ্যা," অপরাধী ভঙ্গিতে বলল শাফাত।

"আচ্ছা ঠিক আছে। এখন আমি কাজ করি? বিকেলে তো দেখা হচ্ছেই।"

শাফাত মাথা নেড়ে সায় দিল। আদ্রিতা ওয়ার্ডে প্রবেশ করলে শাফাত তার রুমেই চলে এল। তারপর সময় যেন আর কাটতেই চাচ্ছে না। সারাদিন যেন অনেক দীর্ঘ মনে হল শাফাতের কাছে। দুপুরে যোগাযোগ করল পিটার উডের সাথে। উড জানাল তেমন কোন অগ্রগতি হয় নি। তারা গাড়িটিকে ট্র্যাক করেছে। আপডেট তাকে জানাতে অনুরোধ করে শাফাত হাসপাতাল থেকে বের হয়ে গেল।

বাড়িতে পৌঁছে শাফাত আদ্রিতার সাথে কি কথা বলবে তাই নিয়ে চিন্তা করতে লাগল। বিকাল থেকে সে রেডি হওয়া শুরু করল। কালো রঙের শার্ট পরল। সাথে অফ হোয়াইট রঙের প্যান্ট। চুল আঁচড়িয়ে নিল আয়নার সামনে দাড়িয়ে। তারপর গাড়িটি বের করল। গাড়ি চালিয়ে চাউনি এলাকায় আসল। আদ্রিতার বাড়ির সামনে গাড়িটি রাখল। তারপর বাড়ির দরজায় টোকা দিল। আদ্রিতা দরজা খুলল। তার পরনে হালকা গোলাপী রঙের শাড়ী। আদ্রিতাকে দেখে শাফাত কি করবে বুঝতে পারল না। তাকে খুবই সুন্দর লাগছে। শাফাতের এই অবস্থা দেখে আদ্রিতা বলল, "কি ব্যাপার? এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকব?"

আদ্রিতার কথায় সম্বিৎ ফিরে পেল শাফাত। ইতস্ততভাবে বলল, "তোমাকে, স্যরি, আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে।"

"ধন্যবাদ। এখন কি আমরা যেতে পারি?"

শাফাত মাথা নেড়ে সায় দিল। তারা গাড়িতে এসে বসল। শাফাত আদ্রিতাকে জিজ্ঞাসা করল কোথায় যাবে সে। আদ্রিতা বলল কিছুক্ষণ গাড়ি চালাতে। শাফাত নদীর পাড়ের হাইওয়ে দিয়ে গাড়িটি চালাতে শুরু করল। হালকা মিউজিকের একটি গান ছেড়ে দিল শাফাত। অনেকক্ষণ ধরে গাড়ি চালাল শাফাত। একসময় সূর্য ডুবে গেল। রাতের আকাশে চাঁদ উঠল। তারাদের মাঝখানে চাঁদটিকে অপূর্ব লাগছে। নদীর পানিতে চাঁদের ছায়া পড়ছে। গাড়ির জানালার কাচ খুলে দিল আদ্রিতা। বাতাসে তার চুল উড়ছে। শাফাত মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে সেদিকে। একটি রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি থামাল শাফাত। ভিতরে ঢুকে কোণার দিকে একটি টেবিল বেছে নিল সে।

খাবারের অর্ডার দিয়ে গল্প করল তারা। খাবার শেষ করে আবার গাড়িতে এসে

BanglaBook.org

বসল দুজনে। শাফাত আবার গাড়ি চালানো শুরু করল। রাত প্রায় দশটার মত বেজে গিয়েছে যখন আদ্রিতার বাসার সামনে এসে পৌঁছালো তারা। আদ্রিতা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। শাফাতও বের হয়ে এল গাড়ি থেকে। আদ্রিতাকে এগিয়ে দিল তার বাড়ির দরজা পর্যন্ত। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। আদ্রিতা সামলে উঠল প্রথমে। শাফাতকে বলল, "কাল দেখা হবে। এখন যাই।"

শাফাত কোন কথা বলল না। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত মাথা নাড়ল। আদ্রিতা বাড়ির ভিতরে চলে গেল। শাফাত আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তেমনি করে। স্বপ্নের মত লাগছে তার সবকিছু। গাড়িতে ফিরে এল সে।

পরের এক সপ্তাহ এক কথায় উড়ে চলল। প্রতিদিন আদ্রিতার সাথে কথা বলতে থাকল শাফাত। মাঝে মাঝে ঘুরতে বের হত। একদিন দুপুরে লাঞ্চ করল একসাথে। অনেকটাই ফ্রি হয়ে গিয়েছে দুইজনে এক অপরের সাথে। নিজেদের অনেক কথাই শেয়ার করেছে তারা। শাফাত পুরোপুরি দূর্বল হয়ে পড়েছে আদ্রিতার উপর। সবসময় তার চিন্তায় আদ্রিতার কথা এসে পড়ে। গত কয়দিন সে মিশনের ব্যাপারেও তেমন সময় দিতে পারেনি। আজও অন্যদিনের মত আদ্রিতার সাথে দেখা করার জন্য নার্সরুমে এসেছে শাফাত। আদ্রিতা কাজ করছিল। শাফাত তাকে শুধু বলল আদ্রিতা আজ তার সাথে ঘুরতে যেতে পারবে কিনা। আদ্রিতা তাকে জানাল সে আজ বাইরে যেতে পারবে না। শাফাত কিছু না বলে বের হয়ে এল রুম থেকে। শাফাতের মন কিছুটা খারাপ হয়ে গেল।

শাফাত এজেন্ট পিটার উডের সাথে দেখা করল। উড তাকে জানাল তারা শেখ ওমারকে ট্র্যাক করেছে এবং তার বাড়িরও খোঁজ পেয়েছে। তিনি শাফাতকে সন্ধ্যায় বাসায় থাকতে বললেন। তারা শেখ ওমারের ব্যক্তিগত ফোন ট্যাপ করার চেষ্টা করবে আজ। শাফাত তাকে কথা দিয়ে বাসায় চলে আসল।

সন্ধ্যায় পিটার উড এবং এমআইফাইভ এর এজেন্টরা শাফাতের বাসায় এসে হর্ন বাজাল। শাফাত বের হয়ে এল। গাড়িতে উঠে পরল সে। গাড়ি চালাচ্ছে এজেন্ট মাইক। তার পাশে বসা এজেন্ট টমাস। পিটার উড আর শাফাত পিছনে বসল। গাড়ি চলতে লাগল। কান্দাহারের কোলাহলপূর্ণ রাস্তা থেকে বের হয়ে এল। হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে মাইক। শাফাত চুপ করে বসে রয়েছে। অনেক সময় পর তারা একটি বাজারের ভিতর এসে গাড়ি থামাল। গাড়ি থেকে বের হয়ে এল সবাই। টমাসের কাঁধে একটি ব্যাগ ঝুলছে। রাত প্রায় আটটার মত বাজে। তারা হেটে কিছুদূর এসে একটি তিনতলা বাড়ির সামনে থামল। পিটার উড শাফাত এবং টমাসকে নির্দেশ দিলেন বাড়িটির পিছনের দিকে যেতে। সেখানে ফোনের তারের খোঁজে পেলে তাতে ট্যাপ করার জন্য ট্যাপিং ডিভাইস লাগিয়ে দিতে বললেন। এবং তাদের বললেন যে তারা গাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করবে। তাদের কাজ শেষ করে

BanglaBook.org

গাড়িতে চলে আসার নির্দেশ দিয়ে ফিরে গেল উড।

শাফাত এবং টমাস বাড়িটির পিছনে চলে গেল। বাড়িটি উঁচু দেয়ালে ঘেরা। শাফাত একবার রাস্তার উপরে চোখ বুলালো। কিন্তু সে কোথাও কোন টেলিফোনের তারের দেখা পেল না। শাফাত পকেট থেকে একটি কলম বের করে মাটিতে খোঁচাতে লাগল। টমাস হতভম্ব হয়ে পরল শাফাতের কাজ দেখে। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। শাফাত কিছুদূর পরপর মাটি খোঁচাতে থাকল। এক জায়গায় এসে সে থামল। সে টমাসের কাছে ছুরি চাইল। টমাস পকেট থেকে ছুরি বের করে দিল। শাফাত ছুরি দিয়ে অল্প কিছু মাটি তুলে ফেলল। টমাস কাছে এসে দেখল কালো তার দেখা যাচ্ছে। টমাস আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। একবার ভাবল সে শাফাতকে জিজ্ঞাসা করবে কিভাবে সে এটা বের করল। কিন্তু কিছু না জিজ্ঞাসা করে সে ট্যাপিং ডিভাইস বের করল। ছোট একটি পেন্সিলের মত ডিভাইস। এটি একমাস নিরবচ্ছিন্নভাবে ট্যাপ করে যাবে ফোন। কোন ভাবেই বুঝা যাবে না যে ফোনটি ট্যাপ করা হয়েছে। টমাস ডিভাইসটি লাগিয়ে মাটি আবার আগের মত করে দিল। তারপর দুইজনে রাস্তায় চলে এল।

হঠাৎ শাফাতের চোখ চলে গেল রাস্তার পাশে থাকা রেস্টুরেন্টের দিকে। আদ্রিতা এবং মাহমুদকে দেখতে পেল শাফাত। তারা দুজনে হাসতে হাসতে রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে এল। এর জন্যই আদ্রিতা আজ তার সাথে বাইরে বের হতে চায়নি। শাফাতের চিন্তার জগৎটি কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। শাফাত আদ্রিতা এবং মাহমুদের দিকে তাকিয়ে রইল। তার বুকের ভিতর শূণ্য এক অনুভূতি হতে শুরু করল। আদ্রিতা এবং মাহমুদ একটি ট্যাক্সিতে উঠে পরল। শাফাত সেদিকে তাকিয়ে থাকল। টমাসের ডাকে সে ফিরে তাকাল। দেখল টমাস তাকে ডাকছে। শাফাত এলোমেলো পায়ে গাড়িতে এসে বসল। সারাটি পথ সে কোন কথা বলল না। তার বাড়ির সামনে এসে থামল গাড়িটি। গাড়ি থেকে নেমে পরল শাফাত।

সারা রাত ঘুম হল না শাফাতের। বারবার তার একই ঘটনার কথা মনে পড়তে থাকল। বুকের ভিতর হাহাকার অনুভূত হতে থাকল তার। অনেকক্ষণ পর সে সিদ্ধান্ত নিল আদ্রিতার সাথে সরাসরি কথা বলবে। তাকে তার মনের গভীর আবেগের কথা খুলে বলবে।

সকালে সে হাসপাতালে গেল খুব ভোরে। আদ্রিতা এল অনেক পর। আদ্রিতা রুমে ঢুকতেই শাফাতও এসে রুমে ঢুকল। আদ্রিতার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আপনার সাথে আমার কথা আছে।"

আদ্রিতা অপ্রস্তুতভাবে বলল, "কি হয়েছে আপনার? চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন?"

BanglaBook.org

"সেটাই বলতে চাচ্ছি। কিন্তু এখানে বলতে পারব না। অন্য কোথাও চলুন।"

"কিন্তু আমি তো এই মাত্র আসলাম। এখন কিভাবে বাইরে যাব? তাছাড়া আপনার কি এমন জরুরি কথা যে এখানে বলা যাবে না?"

"আল্লাহর দোহাই লাগে, আমার আপনার সাথে কথা বলতে হবে। কাল সারারাত আমি ঘুমাই নি।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি আমার সাথে আসুন।" আদ্রিতা নার্সরুম থেকে বের হয়ে এল। শাফাতও তার পিছনে বের হয়ে এল। আদ্রিতা ড. জোয়াইবের রুমে আসল। ড. জোয়াইব এখনও হাসপাতালে আসেননি। আদ্রিতা শাফাতকে বলল, "বলুন, কি বলবেন?"

"কাল আপনি কোথায় ছিলেন?" শাফাত রাগত স্বরে বলল।

"আমি কোথায় ছিলাম তা আপনাকে কেন বলতে হবে?" আদ্রিতার কণ্ঠেও রাগের প্রকাশ পাচ্ছে।

"আপনাকে বলতে হবে। আপনি মাহমুদের সাথে কি করছিলেন কাল?"

"আমি কি করছিলাম তা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি আপনাকে বলতে বাধ্য নই।"

"অবশ্যই আপনি বাধ্য। আমার সব কথার জবাব দিতে আপনি বাধ্য।"

"মানে? আপনি কি বলছেন আপনি কি তা বুঝতে পারছেন? আপনার মাথা ঠিক নেই। আপনি মাথা ঠান্ডা করে আসুন। তারপর আমি আপনার সাথে কথা বলব।"

"না, আপনার এখনই আমার সাথে কথা বলতে হবে। আমার মাথা কেন ঠিক নেই জানেন?" আদ্রিতা চুপ করে রইল। "আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আপনাকে কাল মাহমুদের সাথে দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমি আপনাকে চাই।"

"আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি চাইলেই তো হবে না। আমারও চাইতে হবে। তাছাড়া মাহমুদ আমাকে কয়েকদিন আগে বলেছে সে আমাকে ভালোবাসে। আমি চাইলে সে আমার দেশেও যেতে রাজী। ওর ব্যাপারটাও তো দেখতে হবে।" আদ্রিতার কথায় উষ্মা প্রকাশ পাচ্ছে।

"কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে প্রথম দেখেই আপনার প্রেমে পরে যাই। আর এই কয়েকদিনে আমি আপনার প্রতি কি পরিমাণ দুর্বল হয়ে পড়েছি তা বুঝাতে পারব না। আমার কথা একবার চিন্তা করুন।"

"চিন্তা করে কোন লাভ নেই। আপনাকেও আমার ভালো লেগেছিল। কিন্তু মাহমুদ আমাকে এতটা ভালোবাসে যে আমার এখন অন্যকিছু চিন্তা করার ইচ্ছা নেই।"

BanglaBook.org

"একবার কি আমার কথা চিন্তা করা যায় না? শুধু একবার।" শাফাত করুণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে আদ্রিতার দিকে।

"তার আগে আমি আপনাকে কিছু কথা বলতে চাই। আপনাকে একদিন বলেছিলাম যে আমার জীবনে খুব নিষ্ঠুর একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে আমি তা সহ্য করতে না পেরে দেশ ছেড়ে চলে আসি। সেই ঘটনাটি কি জানতে চান?"

শাফাত চুপ করে রইল। আদ্রিতার দিকে শূণ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সে। আদ্রিতা বলল, "আমি যখন কলেজে পড়ি তখন আমাকে আমাদের কলেজের এক ছেলে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়। তিনদিন পর সে আমাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু আমি যখন বাসায় ফিরে আসি আমাকে কেউ গ্রহণ করেনি। আমার পাশে দাড়ানোর মত কেউ ছিল না। সমাজ আমাকে ত্যাগ করেছিল। কতদিন আমাকে আমার রুমের চার দেয়ালের ভিতর কাটাতে হয়েছে তার হিসাব নেই। সেই সময়ে আমার চাচা শুধু আমার পাশে ছিলেন। আমার বিয়ের অনেক চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু আমাকে কেউ বিয়ে করতে রাজি হয়নি। আমি কলেজে যেতে পারি নি। আমার বান্ধবীরাও আমাকে ত্যাগ করেছিল। বাধ্য হয়ে আমি লন্ডনে চলে আসি এবং নার্সিং এর উপর পড়ালেখা করি। তারপর রেডক্রিসেন্টের সাথে যোগ দিয়ে এই মরুভূমিতে চলে আসি। এখন আপনি আমাকে বলুন, যে সমাজ আমাকে ত্যাগ করেছিল সে সমাজে আমি কেন ফিরে যাব?" শেষের দিকে আদ্রিতার গলা ভারি হয়ে এল। আদ্রিতার চোখে পানি দেখতে পেল শাফাত। সে নিশ্চিতভাবেই চোখের পানি আটকানোর কোন চেষ্টা করল না।

শাফাত আদ্রিতার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার অতীত জীবনে যা ঘটেছে আমার কাছে তার দরকার নেই। আমি আপনাকে চাই। আপনার বর্তমান নিয়েই আমি থাকতে চাই। প্লিজ। আমাকে ফিরাবেন না।"

"আমাকে এইভাবে বলবেন না। মাহমুদকে আমি কি বলব? আমি এটা পারব না। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।" এই বলে আদ্রিতা রুম থেকে বের হয়ে গেল। শাফাত নিশ্চুপ দাড়িয়ে রইল।

এরপরের দুইদিন শাফাত আদ্রিতাকে বেশ কয়েকটি মেসেজ পাঠায়। আদ্রিতা শাফাতকে একবার মেসেজের রিপ্লাই দেয়। সেই মেসেজে লিখা ছিল, "আমার কিছু সময় দরকার। আমি আরেকবার ভাবতে চাই পুরো ব্যাপারটা। আমি আপনাকে পরে আমার জবাব দিব।"

শাফাত আর হাসপাতালে যায় নি। এরমাঝে সে একবারের জন্যও ঘর থেকে বের হয়নি। এমআইফাইভের সদস্যরা বারবার তার সাথে যোগাযোগ করলেও কোন লাভ হয়নি। ওমার ইকরিমাহ এর সাথে এক ব্যক্তির ফোনে কথোপকথোনের মাধ্যমে এমআইফাইভের সদস্যরা একটি মিটিংয়ের ব্যাপারে জানতে পারে। যদিও

BanglaBook.org

সেই ফোনালাপে একবারও জাওয়াহিরির নাম উল্লেখ করা হয়নি। বরং সেখানে মোহাম্মাদ রাবি নামে এমন একজনের নাম উল্লেখ করা হয় যার ব্যপারে কোন তথ্যই খুঁজে পায়নি এমআইফাইভ। যার কারণে তারা বারবার সেই ব্যাপার নিয়ে শাফাতের সাথে কথা বলতে চাইলেও কোন সাড়া পায়নি তার কাছ থেকে। এমআইফাইভ তাদের জাওয়াহিরির সমস্ত তথ্য আরেকবার মিলাতে গেলে একটি জায়গায় তারা থমকে যায়। যদিও সেই সময়ে জাওয়াহিরি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ছিল না পশ্চিমা ইন্টেলিজেন্সের কাছে, তারপরও একটি নাম দেখে চমকে উঠে পিটার উড। সেই নাম আইমান মোহাম্মাদ রাবি আল জাওয়াহিরি। এই তাহলে মোহাম্মাদ রাবি। এমআইফাইভ রিপোর্ট জমা দেয় জন হিউস্টনের কাছে। এমআইফাইভ এজেন্টরা শাফাতকে তার ঘর থেকে বের করতে না পারলেও জন হাইস্টনের ছোট একটি ফোন কল তাকে তার রুম থেকে বের করতে বাধ্য করে। যদিও তখনও শাফাত কোন উত্তর পায়নি আদ্রিতার কাছ থেকে।

* * *

স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। কান্দাহারের সিআইএ রিজনাল অফিসের দোতলায় একটি রুমে বসে কথা বলছেন সিআইএ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর রস হাওয়ার্ড এবং এশিয়া ডেস্কের ডিরেক্টর জন হিউস্টন। তাদের মাঝে এই মুহূর্তে বাক্য বিনিময়ের পুরো অংশ জুড়ে রয়েছে জাওয়াহিরি। রস হাওয়ার্ড তার হাতদুটো একসাথে করে বললেন, "স্যার আপনি যাই বলুন না কেন, জাওয়াহিরিকে আপনি জীবিত ধরতে চাইছেন তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু সত্যি বলতে আমি আফগানিস্তান পরিস্থিতি নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন। সেই ক্ষেত্রে আমি বলব তাকে হত্যা করাটাই বোধহয় ভাল হবে।"

হিউস্টন মনোযোগের সাথে হাওয়ার্ডের কথা শুনলেন। তারপর বললেন, "দেখুন পরিস্থিতি যত খারাপই হোক না কেন, আমাদের উপরের নির্দেশ আছে যে কোন মূল্যে বিন লাদেনকে ধরা। কিন্তু তাকে ধরার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন হবে জাওয়াহিরির। আর মৃত জাওয়াহিরির চেয়ে জীবিত জাওয়াহিরিই মনে হয় বেশি তথ্যপূর্ণ হবে।"

"কিন্তু আপনি যাদের উপর ভরসা করছেন তারা যদি শেষ মুহূর্তে সফল না হয়?"

"আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে তাদের প্রত্যেকের উপর। এবং এই ক্ষেত্রে তারা তাদের সর্বোচ্চ দেয়ার চেষ্টা করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।"

"আপনি যা ভাল মনে করবেন তাই হবে। কিন্তু আমার কাছে ফিল্ড এজেন্টদের

BanglaBook.org

মৃত্যু কোনভাবেই কাম্য নয়। সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি জাওয়াহিরিকে হত্যা করলে জঙ্গীদের মনোবল ভেঙে পরবে। ফলে আমাদের কাজটা সহজ হয়ে যাবে।"

"আপনি যা করতে চাইছেন তা করে সাময়িকভাবে হয়ত আমরা সফল হব। কিন্তু তারপর?" হিউস্টন প্রশ্ন ছুঁড়লেন রস হাওয়ার্ডের দিকে।

হাওয়ার্ড মাথা নিচু করে রইলেন। আর কোন কথা তিনি বললেন না। তার মাথায় চলছে অন্য চিন্তা। এক বছরে এগার জন এজেন্টের মৃত্যু তিনি মেনে নিতে পারছেন না।

হিউস্টন একটি রুমে এসে ঢুকলেন। তার পিছনে এসে প্রবেশ করল হাওয়ার্ড। রুমে বেশ কিছু অপারেটর কাজ করছে। প্রত্যেকের সামনে মনিটর। তার ভিতরের রুমে কয়েকটি চেয়ার এবং সামনে একটি টেবিল রাখা। একটি প্রজেক্টর রাখা আছে রুমের শেষ প্রান্তে। প্রজেক্টরের আলো যে দেয়ালে পড়েছে তার সামনে এসে দাড়ালেন জন হিউস্টন। তার সামনে চেয়ারে বসে আছে শাফাত রায়হান। আজ সকালেই হিউস্টন তাকে জরুরি দেখা করতে বলেন। ফলে অবশেষে রুম থেকে বের হতে হয় শাফাতকে। রুমে আরও রয়েছে ইউএস রেঞ্জার্সের ছয় সদস্যের কমান্ডো টীমের ক্যাপ্টেন গ্যারি আব্রাম এবং তার সাথে রয়েছে ল্যাফটেন্যান্ট ফিলিপ এলমার, ল্যাফটেন্যান্ট জ্যাক কার্সন, স্টাফ সার্জেন্ট এন্ড্রু রিচার্ড, সার্জেন্ট জন কালভার্ট ও সার্জেন্ট স্টিফেন এটকিনস।

জন হিউস্টন এক অপারেটরকে প্রজেক্টর চালু করার নির্দেশ দিলেন। ছোট একটি ব্রিফিং দিবেন তিনি সামনে বসে থাকা ব্যক্তিদের। কিছুক্ষণের ভিতরে দেয়ালে ভেসে উঠল কিছু ছবি। ছবির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "কান্দাহারের উত্তরে আরঘান্দাব নদী থেকে আরও দূরে ছোট ছোট পাহাড় দিয়ে ঘেরা কয়েকটি বাড়ি এবং একটি বড় কম্পাউন্ডের মত রয়েছে। আমাদের স্পেশাল এজেন্ট শাফাত রায়হানের এবং আমার ধারণা এই জায়গাতেই আল-কায়েদার ছোট একটি ঘাঁটি গড়ে তুলেছে তালিবান এবং আল-কায়েদার জঙ্গিরা।" কৌশলে এমআইফাইভের কথা বাদ দিয়ে গেলেন হিউস্টন। কারন এমআইফাইভের স্পেশাল টীমের সদস্যদের কাজে লাগিয়েছিলেন শুধুমাত্র তার সাথে এমআইফাইভের একটা আলাদা সম্পর্কের কারণে। এবং তিনি ভাল করেই জানেন সিআইএ এর কোন অপারেশনে এমআইফাইভের সংশ্লিষ্টতা মার্কিনরা ভালভাবে নেয় না। বলতে থাকলেন হিউস্টন, "এবং এই ঘাঁটির দায়িত্বে রয়েছে কান্দাহারের আল-কায়েদা নেতা শেখ ওমার ইকরিমাহ।" প্রজেক্টরে ভেসে উঠল শেখ ওমারের কিছু ছবি। সবাই মনোযোগের সাথে ছবিগুলো দেখল।

জন হিউস্টন আবার শুরু করলেন, "আমরা গোপন খবরের ভিত্তিতে জানতে পেরেছি এই ঘাঁটি পরিদর্শনে আসবে আল-কায়েদার সেকেন্ড ইন কমান্ড এবং শেখ

BanglaBook.org

বিন লাদেনের সহযোগী ড. আইমান আল জাওয়াহিরি।" কথার সাথে সাথে দেয়ালে ভেসে উঠল জাওয়াহিরির কিছু ছবি।

ক্যাপ্টেন গ্যারি আব্রাম হাত তুললেন। জন হিউস্টন ইশারা করলে ক্যাপ্টেন গ্যারি বললেন, "জাওয়াহিরির নাম তো আগে কখনও শুনিনি। উনার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি।"

"উনার নাম কখনও শোনা যায়নি কারণ তিনি সবসময় পর্দার আড়ালে থাকতেই পছন্দ করেন। আর তার সম্পর্কে বিস্তারিত বলার সময় এখন নয়। তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে, তিনি একজন মিশরীয় ডাক্তার এবং ইসলামী জিহাদিস্ট ছিলেন। ১৯৮১ সালে মিশরীয় প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে ক্ষমতাচ্যুত করার মূল পরিকল্পনা তারই করা। এবং ধারণা করা হয় তাকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে রাশিয়ার এফএসবি। এমনকি নাইন ইলেভেনের হামলার পরিকল্পনাও তার। তিনি বিন লাদেনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং বর্তমান আল-কায়েদার শূরা কমিটির দ্বিতীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তি। কোন প্রশ্ন?" হিউস্টন তাকালেন সামনে বসে থাকা সৈন্যদের দিকে।

কেউ কিছু না বলায় হিউস্টন আবার বলা আরম্ভ করলেন, "১৯৮৬ সালে বিন লাদেনের সাথে প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই জাওয়াহিরি হয়ে উঠেন লাদেনের খুব ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তাই বলা যায় লাদেনের সঠিক অবস্থান তিনিই জানেন। আর তাই আমাদের কাজ হবে জাওয়াহিরিকে আটক করা। কিন্তু এই কাজটি খুব বেশি সহজ হবে না। কারণ আমাদের ইন্টেলিজেন্স থেকে আমরা জানতে পেরেছি, জাওয়াহিরির দেহরক্ষী হিসেবে যারা রয়েছে তারা প্রত্যেকেই দক্ষ শুটার। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আপনাদের চেয়েও ভালো। আর জাওয়াহিরির সম্পর্কে আমরা তেমন কিছু কখনও শুনি নি, কারণ তিনি বাইরে তেমন একটা আসেন না। এই বার আমরা সুযোগ পেয়েছি তাকে ধরার। কান্দাহারের দান্দ চক এলাকার উত্তরে অবস্থিত এই জায়গায় (দেয়ালের ছবির দিকে ইঙ্গিত করলেন) অস্থায়ী ক্যাম্প গড়ে তুলেছে আল-কায়েদা। তাদের অসুস্থ লোকদের দেখতে এবং জঙ্গীদের মানসিকভাবে চাঙ্গা করতে তিনি এখানেই আসবেন কাল ভোরে ফজরের নামাযের পর। আমরা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম অনেকদিন। এই সুযোগ খুবই দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং এই সুযোগের পুরো শতভাগ কাজে লাগাতে হবে আমাদের।"

হিউস্টন থামলেন। টেবিলে রাখা পানির গ্লাস থেকে এক চুমুক পানি পান করে আবার শুরু করলেন তিনি, "আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য থাকবে জাওয়াহিরিকে জীবিত আটক করা। যদি কোন কারণে তা সম্ভব না হয় তখন তাকে হত্যা করা হবে আমাদের সেকেন্ড অপশন। ঠিক আছে?"

সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "ইয়েস স্যার।"

BanglaBook.org

"গুড। এবার আসি মিশনের ব্যাপারে। মিশনের অফিসিয়াল নাম দেয়া হয়েছে "ক্যামেল হান্টিং"। এই অপারেশনের ফিল্ড কমান্ডার থাকবে শাফাত রায়হান আর আমি থাকব বেস কমান্ডার। বেসের কোড নাম হবে "আলফা" এবং শাফাতের হবে "রোমিও"। আর টীমের কোড নাম হবে 'টিম ৩-২'।" আবার প্রজেক্টরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "এই ছোট টিলা থেকে পুরো এলাকা কভার করা যাবে। শাফাত স্নাইপার দিয়ে অপারেশন টিমকে সহায়তা দিবে। তার সাথে সবাই যোগাযোগ করবে। আর শাফাত কন্ট্যাক্ট করবে আমার সাথে। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রয়েছে শাফাতের উপর। তার আদেশ সবাই পালন করবে।"

সবাই মাথা নাড়ল। হিউস্টন আবার শুরু করলেন, "এই অপারেশনটি হাইলি ক্লাসিফাইড। কোন ধরনের ভুল করা যাবে না। যদিও আমার শতভাগ আস্থা রয়েছে আপনাদের উপর। আপনাদের সুবিধার জন্য একটি ড্রোন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর কন্ট্রোল থাকবে শাফাতের কাছে। ক্যাজুয়ালটির ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। আমি আবারও বলছি আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য থাকবে জাওয়াহিরিকে জীবিত ধরার। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে হত্যা করার অনুমতি দেয়া হল। পাহাড় থেকে দুই দিক দিয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে নেমে যাবে কমান্ডো টিম। সাইলেন্সার লাগানো থাকবে সবার আর্মস এ। প্রাথমিক পর্যায়ে কভার ব্লো না করলেই তা ভাল হবে। মিশনের সব কিছু পরিস্কার হয়েছে? কোন প্রশ্ন?"

সবাই মাথা নাড়ল। হিউস্টন বললেন, "গুড। আজকের ব্রিফিং এখানেই শেষ হল। গুড লাক জেন্টেলমেন।"

সবাই উঠে চলে যেতে শুরু করল। শাফাত উঠতেই হিউস্টন তাকে বসতে বললেন। সবাই চলে গেলে হিউস্টন শাফাতকে বললেন, "অনেক বছর আগে তোমার দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এবারও তোমার দক্ষতা দেখব আশা করি।"

শাফাত কিছু বলল না। চুপচাপ বসে রইল। হিউস্টন আবার বললেন, "তুমি গত কয়েকদিন কি করেছ তার সব খবরই আমার কাছে এসেছে। আদ্রিতার ব্যাপারেও আমি খোঁজ নিয়েছি।"

শাফাত এবারও কিছু বলল না। তার মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। হিউস্টন বললেন, "আশা করি মিশনটি তুমি সঠিকভাবেই সম্পন্ন করতে পারবে। ইউএস রেঞ্জার্সের আলফা টিমের কমান্ডো বাহিনীর দায়িত্বে থাকাটা বিরাট সম্মানের ব্যাপার। তুমি সেই সম্মান পাবার যোগ্য। তাই বলছি শেষ পর্যন্ত সবকিছু ভালভাবে শেষ কর। আমি আর কিছু বলব না। গুড লাক জেন্টেলেম্যান।" এই কথা বলে হিউস্টন বের হয়ে গেলেন।

শাফাত বসে রইল আরও কিছু সময়। তারপর সেল ফোনটি বের করল সে।

BanglaBook.org

একবার ভাবল আদ্রিতাকে কল করবে সে। তারপর ভাবল শুধু শুধু কি দরকার ঝামেলা করে। আদ্রিতা থাকুক তার মত। সে মিশন শেষ করে দেশে ফিরে যাবে। শাফাত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ।

ঘণ্টা দুই পরে শাফাত ও ক্যাপ্টেন গ্যারিসহ সবাই উঠে পরল একটি মাইক্রোবাসে। তারা চলে এল দান্দ চকের একটি খামার বাড়িতে। মেইন রোড থেকে অনেক ভিতরে বাড়িটি। বাড়ির বাইরে দুইটি মিলিটারি জিপ দেখতে পেল। মাইক্রোবাস থেকে নেমে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল তারা। সেখানে তাদের সবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং অস্ত্র রয়েছে। সবাই প্রস্তুতি নিতে লাগল।

শাফাত বাড়ি থেকে বের হয়ে আসল। উঠানে হাঁটতে লাগল সে। আকাশে অনেক তারা। তার খুব ইচ্ছা করছে আদ্রিতার সাথে কথা বলতে। কিন্তু সে জানে আদ্রিতা তার সাথে কথা বলতে চায় না। আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। লেফটেন্যান্ট ফিলিপ এলমারের ডাকে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকল। রেঞ্জার্সের সব সদস্যই হাসি খুশি। সবাইকে পছন্দ করে ফেলল শাফাত। তাদের সাথে খুব সহজেই মিশে গেল সে। রাতে খাসির কাবাব আর রুটি দিয়ে খাবার খেল সবাই। তারপর বিশ্রাম নিল।

শাফাত ঘুমিয়ে পড়েছিল। গত দুই রাত ঘুম হয়নি শাফাতের। দুইটার দিকে সার্জেন্ট স্টিফেন এটকিনসের ডাকে তার ঘুম ভাঙল। ঘুম থেকে উঠে কমব্যাট স্যুট পড়ে নিল সে। মুখ ঢেকে নিল মাস্ক দিয়ে। নাইট ভিশন গগলস পড়ে নিল। যদিও সকালে এটি কোন কাজে লাগবে না। তারপর হাতে তুলে নিল এম-৪০ স্নাইপার রাইফেল। বাকি সবাই তৈরি হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। তারপর বের হয়ে আসল তারা সবাই বাড়ি থেকে। খুব কঠিন একটি মিশন তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এবং শাফাতের জন্য অপেক্ষা করছে বড় একটি চমকের।

অপারেশন ক্যামেল হান্টিং

এম-৪০ স্নাইপারের স্কোপে চোখ লাগিয়ে আল-কায়েদার ঘাঁটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে শাফাত রায়হান। ইউএস রেঞ্জার্সের কমান্ডো টিম ক্যাপ্টেন গ্যারির নেতৃত্বে টিলা থেকে ডান দিক দিয়ে নেমে গেল।

বাইনোকুলারে একবার তাদের দেখে নিয়ে শাফাত মাইক্রোফোনে বলতে লাগল, "টিম ৩-২, দিস ইজ রোমিও। ৩০০ গজ সামনে কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে। একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়িটির পিছন দিকের বেড়া কেটে ফেল। বাড়ির ভিতর আপাতত একজন অস্ত্রধারীকে দেখা যাচ্ছে। আউট।"

ক্যাপ্টেন গ্যারির কাছ থেকে উত্তর আসল, "কপি, রোমিও।"

BanglaBook.org

টিম ৩-২ এর সকল সদস্য লাইন ধরে নিচে নামতে লাগল । সূর্য পূর্বদিকে উঠতে শুরু করেছে । টিলা থেকে নেমে এল টিমের সদস্যরা । ডানদিকে সরে যেতে লাগল । মাটির রাস্তা পার হয়ে সামনে এগুল তারা । মাটির রাস্তায় গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পেল সবাই । একটু আগেই যে গাড়ি চলে গিয়েছে তার দাগ । তারা সামনের দিকে এগিয়ে তারের বেড়ার কাছে চলে এল ।

ক্যাপ্টেন গ্যারি সার্জেন্ট কালভার্টকে নির্দেশ দিল বেড়া কাটার জন্য । কালভার্ট তার ব্যাগ থেকে একটি স্প্রে করার ক্যান বের করল । এই ক্যান স্প্রে করলে শক্তিশালী এসিড নির্গত হয় যা অনায়াসেই লোহা গলিয়ে ফেলে । ক্যান স্প্রে করে তার গলিয়ে ফেলতে লাগল কালভার্ট । একজন মানুষ যাবার মত জায়গা কেটে ফেললে তার ভিতর দিয়ে প্রথমে বেড়া পার হল লেফটেন্যান্ট ফিলিপ এলমার । তারপর একে একে সবাই বেড়া পার হল । সবার শেষে বেড়া পার হল ক্যাপ্টেন গ্যারি আব্রাম । তারের বেড়ার খুব কাছেই বাড়িটির পিছনের দেয়াল । সবাই খুব সাবধানে বাড়িটির দেয়ালের কাছে গিয়ে লাইন ধরে দাড়াল । মাথার উপরের জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর তাকালো লেফটেন্যান্ট জ্যাক কার্সন । রুমের ভিতর একজন আফগানকে বসে থাকতে দেখল সে । নিজের অজান্তেই তার হাত চলে গেল কোমরে । সেখান থেকে সাইলেন্সার লাগানো .৪৫ এসিপি পিস্তলটি বের করল । তারপর আফগানের মাথা বরাবর তাক করে ট্রিগার চাপল সে । জানালা দিয়ে রুমের ভিতর প্রবেশ করল লেফটেন্যান্ট । তারপর বলল, "রুম ক্লিয়ার ।"

একে একে সবাই রুমের ভিতর নিঃশব্দে প্রবেশ করল । ডানদিকে আরেকটি রুম দেখা গেল । সার্জেন্ট এটকিনস তার হাতের টার-২১ রাইফেলটি নিয়ে দরজার কাছে চলে গেল । দরজার আরেক পাশে দাড়াল স্টাফ সার্জেন্ট রিচার্ড । তার হাতে রয়েছে এম-৪ কার্বাইন । হাত দিয়ে ইশারা করল রিচার্ড । মুহূর্তে ডাইভ দিয়ে রুমে প্রবেশ করল এটকিনস । রুমের ভিতর একজন আফগান জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল । তার হাতে একে-৪৭ ঝুলছিল । আফগান জঙ্গিটি কিছু বুঝে উঠার আগেই তার পিঠে পরপর দুই রাউন্ড গুলি করল এটকিনস । মাটিতে লুটিয়ে পরল জঙ্গিটি । রুমে প্রবেশ করে রিচার্ড ঘোষণা দিল, "হাউস অল ক্লিয়ার ।"

শাফাত রায়হান বাইনোকুলার দিয়ে তাকিয়ে আছে বাড়িটির দিকে । বাড়ির আশ-পাশে কড়া নজর দিয়ে দেখছে সবকিছু । শাফাত রেডিওতে বলল, "টিম ৩-২, বাড়িটির সামনে দোতলা হল ঘরের মত দেখা যাচ্ছে । তার ছাদে চারজন জঙ্গি রাউন্ড দিচ্ছে । প্রত্যেকের হাতে একে-৪৭ দেখা যাচ্ছে । জাওয়াহিরি এবং আরও প্রায় ২০ জন ভারি অস্ত্রে সজ্জিত লোক হলঘরের ভিতর প্রবেশ করছে। পরের বাড়িটিতে প্রবেশ কর । ক্লিয়ার করে কনফার্ম কর আমাকে । ওভার ।"

লেফটেন্যান্ট কার্সন বলল, "কপি রোমিও, বাইরে একজন জঙ্গি টহল দিচ্ছে । ছাদে আরেকজনকে দেখা যাচ্ছে । তাদের ব্যবস্থা কর ।"

BanglaBook.org

শাফাত তার এম-৪০ স্নাইপারের স্কোপে চোখ লাগিয়ে বলল, "কপি টু এনগেজ। কিপ স্টেডি।" শাফাত দেখতে পেল ছাদের টহলরত জঙ্গিটি বাড়ির একেবারে পশ্চিম দিকে। এই মুহূর্তে শট নিলে নিচে যে টহল দিচ্ছে তার দেখার কোন সম্ভাবনা নেই। সাথে সাথে স্নাইপারের ট্রিগারে চাপ দিল সে। এবং মুহূর্তের ভিতর ছাদে থাকা জঙ্গিটি লুটিয়ে পরল। এবার সে স্কোপ দিয়ে মাটিতে থাকা জঙ্গিকে টার্গেট করে শট নিল। এবং তা জঙ্গির মাথায় আঘাত হানল। শাফাত জানাল, "রাস্তা পরিস্কার। সামনে আগাও।"

ক্যাপ্টেন গ্যারি তার এম-৪ কার্বাইনের লেসার স্কোপে চোখ রেখে বাইরে দেখে নিল। তারপর হাত দিয়ে ইশারা করলে দরজা দিয়ে বের হতে শুরু করল টীমের সব সদস্যরা। নিঃশব্দে তারা পার হয়ে গেল দুই বাড়ির মাঝের খোলা জায়গা। সার্জেন্ট কালভার্ট তার টার-২১ রাইফেলটি নিয়ে দরজার একপাশে দাড়াল। আর একপাশে দাড়াল ক্যাপ্টেন গ্যারি। লেফটেন্যান্ট ফিলিপ এলমার জানালার কাছে চলে গেল নিচু হয়ে। বাকিরা দরজার পাশে দাড়াল। এলমার জানালা দিয়ে উঁকি দিল। ভিতরে দুইটি রুম এবং প্রথম রুমে তিনজন জঙ্গিকে আড্ডা দিতে দেখল। নিচু হয়ে সে ইশারায় ক্যাপ্টেন গ্যারিকে জানাল এই কথা। ক্যাপ্টেন গ্যারিও ইশারায় তাকে জবাব দিল। সাথে সাথে রুমের ভিতর ঢুকে পরল গ্যারি এবং কালভার্ট। এবং রুমে প্রবেশের সাথে সাথে দুইজন জঙ্গিকে গুলি করল দুইজনে মিলে। আর একেবারে সেই সময় জানালা দিয়ে শট নিল ফিলিপ এলমার। রুমে সাথে সাথে প্রবেশ করল বাকিরা। সার্জেন্ট এটকিনস রুমটি ক্লিয়ার বলে ঘোষণা দিল।

ঠিক এই সময় পাশের রুম থেকে একজন জঙ্গি রুমে ঢুকতে লাগল। সাথে সাথে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করল স্টাফ সার্জেন্ট রিচার্ড। কিন্তু এই সময় পাশের রুমে আরও একজন সৈন্য ছিল। সেও সাথে সাথে গুলি করল তাদের লক্ষ্য করে। রুমের ভিতর গ্রেনেড চার্জ করল জঙ্গিটি। সবাই বাইরে বের হয়ে এল দৌড়ে। কিন্তু লেফটেন্যান্ট ফিলিপ এলমারের বাম হাতে লাগল গ্রেনেডের স্প্লিন্টার। বাম হাত রক্তে ভিজে উঠল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল এলমার। ক্যাপ্টেন গ্যারি রুমের ভিতর ঢুকে পরল। পুরো রুমে ধোঁয়া এবং বারুদের গন্ধ। গ্যারি অকস্মাৎ দৌড়ে পাশের রুমে ঢুকে ভিতরে থাকা জঙ্গিকে লক্ষ্য করে গুলি করল। পুরো কম্পাউন্ডে গুলি আর বিস্ফোরণের শব্দে হৈ চৈ পড়ে গেল। শাফাত লক্ষ্য করল ব্যাপারটি। ক্যাপ্টেন গ্যারি শাফাতকে বলল, "রোমিও, আমাদের কভার শেষ। একজন আহত হয়েছে।"

শাফাত উত্তর দিল, "টিম ৩-২, ওপেন ফায়ার। ক্যাপচার অর কিল টার্গেট। আমি উপর থেকে সাপোর্ট দিচ্ছি। ওভার।"

BanglaBook.org

শাফাত দেখল প্রত্যেক রুম থেকে প্রচুর জঙ্গি বের হয়ে আসছে। সে প্রথমে ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা জঙ্গিদের লক্ষ্য করে শট নিতে থাকল। ছাদে থাকা চারজনকেই সে নিখুঁত নিশানায় গুলি করল। মাটিতে থাকা সৈন্যদের লক্ষ্য করেও সে শট নিতে থাকল। ওদিকে ক্যাপ্টেন গ্যারি তার সৈন্যদের নির্দেশ দিল ওপেন ফায়ারের। সে ফিলিপ এলমারের অবস্থা দেখে বলল, "এলমার আমার সাথে থাকবে। ওর হাঁটতে সমস্যা হবে না। কিন্তু ও গুলি চালাতে পারবে না। সুতরাং তোমাদের ওকে কভারও করতে হবে।" সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

রুম থেকে সবাই একসাথে বের হল। সামনে রয়েছে ক্যাপ্টেন গ্যারি আর লেফটেন্যান্ট কার্সন। মাঝখানে ফিলিপ এলমার। আর পিছনে রয়েছে বাকিরা। সামনের দিকে এগুতে লাগল। সামনে থেকে ছয় সাতজনের একটি দল ফায়ার করে এগুতে লাগল টিম ৩-২ এর দিকে। এক জঙ্গির হাতে আরপিজি দেখা গেল। ক্যাপ্টেন গ্যারি নির্দেশ দিল গ্রেনেড লঞ্চার দিয়ে গ্রেনেড চার্জ করার। রিচার্ড তার এম-৪ কার্বাইনের গ্রেনেড লঞ্চার দিয়ে জঙ্গিদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুঁড়ল। সাথে সাথে বিকট বিস্ফোরণ হল। ছয় জনই সাথে সাথে মারা গেল। শাফাত তার স্কোপ দিয়ে দেখতে পেল টিম ৩-২ এর পিছন দিক দিয়ে তিন-চার জন জঙ্গি এগুচ্ছে। শাফাত সাথে সাথে সে ব্যাপারে সাবধান করে দিল। এটকিনস এবং কালভার্ট পিছনে থাকা সৈন্যদের দিকে গুলি ছুঁড়তে লাগল। শাফাত রায়হানও এক জনকে স্নাইপার দিয়ে হত্যা করল।

সামনের দিকে আরও অগ্রসর হতে লাগল টিম ৩-২। এমন সময় শাফাত খেয়াল করল দূর থেকে একটি হেলিকপ্টার এদিকেই আসছে। শাফাত চিন্তিত হয়ে পরল। তাদের তো কোন এয়ার সাপোর্ট দেয়ার কথা বলে নি হিউস্টন। তাহলে কি চপারটি জঙ্গিদের? সাথে মাথে বেস এ যোগাযোগ করল শাফাত, "রোমিও টু আলফা, আকাশে একটি চপার দেখা যাচ্ছে। চপারটি কাদের?"

ওপাশ থেকে সাথে সাথে জবাব এল, "রোমিও, দিস ইস আলফা। আমাদের কোন চপার পাঠানো হয় নি। সম্ভবত এটি শত্রুদের। আমার মনে হয় চপারটি জাওয়াহিরির পালানোর জন্য আনানো হয়েছে। পালানোর আগেই চপারটি ধ্বংস করতে হবে। ওভার এন্ড আউট।"

"কপি আলফা।" শাফাত উত্তর দিল। শাফাত সাথে সাথে টিম ৩-২ কে জানাল একটি চপার কম্পাউন্ডের উপর দিয়ে চক্কর দিচ্ছে। সেটি ধ্বংস করার নির্দেশ দিল সে।

নির্দেশ পেয়ে ক্যাপ্টেন গ্যারি রিচার্ডকে বলল, "সামনে পড়ে থাকা আরপিজি-টি তুলে নাও। চপারটি ধ্বংস কর।" আকাশে উড়তে থাকা চপারের দিকে ইঙ্গিত করে বলল গ্যারি। রিচার্ড আরপিজি তুলে নিল। কিন্তু এখান থেকে রকেট টার্গেটে

BanglaBook.org

লাগানো সম্ভব না হওয়ায় এটকিনস তাকে বলল ছাদ থেকে চেষ্টা করতে। রিচার্ড আরপিজি কাঁধে করে যে রুমে ফিলিপ আহত হয় সেই রুমে দৌড়ে চলে গেল। ছাদে উঠল সে। তারপর চপারটি লক্ষ্য করে রকেট ছুঁড়ল। রকেটটি গিয়ে আঘাত হানল চপারের পিছনের পাখায়। চপারটিতে আগুন লেগে গেল। চপারটি আর উড়তে পারলনা। সেটি যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেল। শাফাত টিম ৩-২ কে উদ্দেশ্য করে বলল, "গুড জব।"

টীম ৩-২ সামনে অগ্রসর হলে হলঘরে ঢুকার দরজা দেখতে পেল। তারা সামনের দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগুতে থাকল। হলঘরের দরজায় এসে পরতেই ভিতর থেকে প্রচুর গুলি এবং গ্রেনেড ছুঁড়তে লাগল জঙ্গিরা। ক্যাপ্টেন গ্যারি পরপর তিনটি ফ্লাশ গ্রেণেড ছুঁড়ে মারল ভিতরে। প্রচন্ড শব্দ এবং আলোর ঝলকানিতে ভিতরে থাকা জঙ্গিরা কিছুই দেখতে পেল না। এই সুযোগে ভিতরে ঢুকে পরল তারা। ভিতরে ঢুকে তারা দেখতে পেল হলঘরটি একটি ছোটখাট হাসপাতাল। কয়েকটি বেড রয়েছে সেখানে। যদিও আহতদের মাটিতে শুইয়ে দেয়া হয়েছে। এ সময় তারা দেখতে পেল দশ বারো জন হেভী আর্মর পরা জঙ্গি হলঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শাফাত যখন হলঘরের বাইরের জঙ্গিদের একের পর এক হত্যা করছিল তখন সে দেখতে পেল দশ বারো জন জঙ্গির একটি দল কাকে যেন গার্ড দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শাফাত স্কোপ দিয়ে ভালো করে খেয়াল করল, জঙ্গির দলটি জাওয়াহিরিকে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শাফাত স্কোপ দিয়ে জাওয়াহিরিকে টার্গেট করল। একবার ভাবল শট নিবে। কারণ রস হাওয়ার্ড তাকে টার্গেটকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু পরক্ষনে তার মাথায় চিন্তা আসল, হিউস্টন তাকে এই ব্যাপারে জানাবেন বলেছিলেন। শাফাত একটি মেসেজ পাঠাল হিউস্টনের সেলফোনে, কি করবে এই মুহূর্তে তা জানতে চেয়ে। ততক্ষণে শাফাত স্কোপ দিয়ে জাওয়াহিরির মাথা টার্গেট করে রাখল যাতে সে চোখের আড়াল না হয়। ট্রিগারে হাত রেখেছে এমন সময় ল্যাপটপের পাশে রাখা তার সেল ফোনে একটি মেসেজ আসল। শাফাত স্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে, মেসেজটি ওপেন করল।

শাফাত দেখতে পেল মেসেজটি এসেছে হিউস্টনের কাছ থেকে। তিনি তাকে শেষ পর্যন্ত জাওয়াহিরিকে জীবিত ধরার নির্দেশ দিলেন। শাফাত সেল ফোনটি রেখে আবার স্কোপে চোখ রাখল। কিন্তু জাওয়াহিরি বা তার গার্ডদের কাউকে সে দেখতে পেল না। কিছু সময় সে স্কোপ দিয়ে চারপাশ ভাল করে দেখল। এরপর বাইনোকুলার দিয়ে যে জায়গায় জাওয়াহিরি ছিল তার আশেপাশে ভালো করে খুঁজতে লাগল সে। এমন সময় হঠাৎ শাফাত দেখতে পেল একই মডেলের তিনটি কালো রঙের গাড়ি হলঘরের বামপাশ থেকে বের হয়ে এল। শাফাত মনে মনে

BanglaBook.org

প্রমোদ শুনল। একই মডেলের গাড়ি এবং কালো কাচে ঢাকা হওয়ায় কোন গাড়িতে জাওয়াহিরি রয়েছে তা বুঝা যাচ্ছে না। শাফাত কি করবে বুঝতে পারল না। হঠাৎ তার মনে হল তাদেরকে একটি প্রিডেটর ড্রোন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। শাফাত খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখল গাড়ি তিনটি এক সিরিয়ালে যাচ্ছে এবং তিনটিই এক অপরের খুব কাছাকাছি রয়েছে। তাই শাফাত চিন্তা করল যে একটি মিসাইল যদি ঠিক মাঝের গাড়ি লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা যায় তাহলে তিনটি গাড়িই ধ্বংস হবে। শাফাত তার ল্যাপটপে ড্রোণের কন্ট্রোল ওপেন করল।

ক্যাপ্টেন গ্যারি এবং তার টীমের সদস্যরা তখন হলঘরে থাকা সকল সশস্ত্র জঙ্গিকে হত্যা করেছে। বাকিরা যাতে অস্ত্র নিতে না পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে এমন সময় তারা দেখতে পেল তিনটি একই ধরণের গাড়ি পরপর ছুটে যেতে। সাথে সাথে ক্যাপ্টেন গ্যারি শাফাতের সাথে যোগাযোগ করল। "জাওয়াহিরির কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু তিনটি গাড়ি বের হয়ে যেতে দেখলাম। পরবর্তী নির্দেশ কি?"

শাফাত জবাব দিল, "মনে হচ্ছে জাওয়াহিরি ঐ তিনটি গাড়ির যে কোন একটিতে রয়েছে। ড্রোন থেকে মিসাইল লাঞ্চের কমান্ড দিচ্ছি। ভিতরে সার্চ করে জরুরি কিছু পেলে নিয়ে চলে আস। ওভার।"

শাফাত ল্যাপটপে ড্রোণের কমান্ড রুমের সাথে কন্ট্যাক্ট করল। ল্যাপটপে সে ড্রোণ থেকে পাঠানো ইমেজ দেখতে পেল। মাঝের গাড়িটি লক্ষ্য করে সে মিসাইল লাঞ্চ করার জন্য কমান্ড দিতে যাবে এমন সময় তার সেলফোনে আরেকটি মেসেজ আসল। শাফাত মেসেজটি ওপেন করবে না ভেবেও শেষ পর্যন্ত মেসেজটি ওপেন করল। সে ভাবল মেসেজটি হয়ত হিউস্টনের কাছ থেকে এসেছে। কিন্তু মেসেজটি ওপেন করে সে দেখল তা আদ্রিতার মেসেজ এবং তাতে যা লিখা ছিল তার জন্য শাফাত মোটেও প্রস্তুত ছিল না।

মেসেজটিতে লেখা রয়েছে, "আমি অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি আপনাকে ভালোবাসি। আমার সাথে বাসায় দেখা করুন।"

শাফাত কি করবে বুঝতে পারল না। সে কিছুক্ষণ মেসেজের দিকে তাকিয়ে রইল। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ সময় পার হয়ে গেল। তার বিশ্বাস হচ্ছে না কোন কিছু। যখন তার সম্বিৎ ফিরে এল তখন তার মনে পরল মিসাইল লাঞ্চ করার কমান্ড দেবার কথা। যে গাড়িটি সে ট্র্যাক করে রেখেছিল সেটি ততক্ষণে বড় সড়কে উঠে গিয়েছে। তার সামনে থাকা গাড়িটি বাম দিকে অনেকদূর চলে গিয়েছে। ঐ গাড়িটিও বামদিকে মোড় নিল। পিছনে থাকা গাড়িটি ডানদিকে মোড় নিচ্ছে। তিনটি গাড়ির অবস্থান এখন তিন জায়গায়। শাফাত মিসাইল লাঞ্চ করার কমান্ড দিল। মিসাইল গিয়ে আঘাত হানল ট্র্যাক করে রাখা গাড়িটির উপর। মুহূর্তে গাড়িটি

BanglaBook.org

ধ্বংস হল বিকট শব্দ করে। কালো ধোঁয়া দেখতে পেল শাফাত।

শাফাত তড়িৎগতিতে সবকিছু গুছিয়ে ফেলল। ক্যাপ্টেন গ্যারি এবং অন্য সদস্যরা এসে পড়েছে ততক্ষণে। শাফাতকে ক্যাপ্টেন গ্যারি বলল, "জাওয়াহিরির ব্যক্তিগত ল্যাপটপ পেয়েছি।"

"গুড। দুটি গাড়ি দুই দিকে রয়েছে। আমি ডানদিকের গাড়ির পিছনে যাচ্ছি। আমার সাথে দুজন আস। আর ক্যাপ্টেন, তুমি বাকিদের নিয়ে অন্য গাড়িটির পিছনে যাও। তাড়াতাড়ি।" শাফাত জিপের ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে বলল।

এটকিনস এবং রিচার্ড শাফাতের জিপে উঠে পরল। স্পীড বাড়িয়ে দিল শাফাত। এবড়ো থেবড়ো রাস্তা দিয়ে উড়তে লাগল জীপটি। মেইনরোডে এসে ডানদিকে মোড় নিল জীপটি। ক্যাপ্টেন গ্যারি এবং বাকিরা শাফাতের পিছনে আসতে লাগল। দুইটি জীপই ততক্ষণে মেইনরোড ধরে অনেক দূর চলে গিয়েছে। কিন্তু কেউ খেয়াল করল না আরেকটি গাড়ি কিছুক্ষণ পর ঘাঁটি থেকে বের হয়ে এল।

শাফাত তুমুল স্পীডে গাড়ি চালাতে লাগল। কালো গাড়িটির পিছনে এসে পরল কিছুক্ষণের ভিতর। সাথে সাথে গুলি চালাতে বলল এটকিনসকে। এটকিনস গুলি চালাল। রিচার্ডও যোগ দিল তার সাথে। সামনে থাকা গাড়িটির পিছনের চাকায় একটি গুলি আঘাত হানল। নিয়ন্ত্রণ হারালো গাড়িটি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের খাঁদে গিয়ে পরল গাড়িটি। শাফাত জীপ থামিয়ে বের হয়ে আসল। কোমর থেকে ডিসার্ট ঈগল বের করে গাড়ির কাছে গেল। কাঁচের ভিতর দিয়ে পরপর কয়েকটি গুলি করল। কিন্তু ভিতরে তাদের টার্গেটকে পেল না।

ক্যাপ্টেন গ্যারি কিছুক্ষণ পর শাফাতের সাথে যোগাযোগ করল। তারা গাড়িটি আটকাতে পেরেছে। কিন্তু জাওয়াহিরির কোন চিহ্ন তারা পায় নি। শাফাত কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে জিপে উঠে বসল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

ঢাকা, বাংলাদেশ
১১ ডিসেম্বর, ২০০৭

ডিজিএফআই-এর হেডকোয়ার্টারে যা কিনা 'কি-পয়েন্ট ইন্সটলেশন' নামে পরিচিত, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমিন চৌধুরীর রুমে বসে আছে শাফাত রায়হান। আফগানিস্তান থেকে কাজ শেষ করে দেশে ফেরার পর এটিই আমিন চৌধুরীর সাথে শাফাত রায়হানের প্রথম সাক্ষাৎ। প্রায় পনের দিন আগে দেশে ফিরলেও কাজে যোগদান করেনি শাফাত। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি শীত বেশ ভালভাবেই জাঁকিয়ে পরেছে। শাফাতের পোশাক দেখেই তা বুঝা যাচ্ছে। নেভী ব্লু রঙের একটি সোয়েটার আর গলায় কালো রঙের মাফলার ঝুলানো। তবে রুমের ভিতর শীতাতপ নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা থাকায় শীত বেশি অনুভূত হচ্ছে না।

আফগানিস্তান মিশন মোটামুটি বেশ ভালভাবেই শেষ করে এসেছিল শাফাত। যদিও শেষ মুহূর্তে জাওয়াহিরিকে ধরতে পারে নি। শাফাতের শেষ মুহূর্তের ভুলে তাদের নাকের ডগা দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় জাওয়াহিরি। আদ্রিতাকে নিয়ে দেশে ফিরে আসে শাফাত। বিমানবন্দরে নেমে যদিও শাফাতের রিপোর্ট করার কথা ছিল হেডকোয়ার্টারে, কিন্তু সে পনের দিন পর আজ আমিন চৌধুরীর সাথে দেখা করতে আসল।

আমিন চৌধুরী বসে রয়েছেন টেবিলের অপর প্রান্তে। তার হাতে শাফাতের দেয়া সদ্য শেষ হওয়া আফগানিস্তান মিশনের রিপোর্ট। এক মনে নিবিড়ভাবে রিপোর্ট পড়ছেন ব্রিগেডিয়ার আমিন। শাফাত রুমে ঝুলানো ছবিগুলো দেখছে। তার চেহারায় কোন দুশ্চিন্তার ছায়া চোখে পরছে না। আমিন চৌধূরী রিপোর্টটি পড়া শেষ করে চেয়ারে হেলান দিলেন। চোখ দুটি বন্ধ করলেন তিনি। দীর্ঘ সময় নীরবতার মাঝে কেটে গেল। ধীরে ধীরে চোখ খুললেন তিনি। ভারি স্বরে প্রশ্ন করলেন, "আফগানিস্তানে সময় কেমন কাটল?"

"মোটামুটি ভালই কেটেছে। কিছু সমস্যা হয়েছিল, কিন্তু পরে তা ঠিক করে নিয়েছিলাম।" শাফাত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জবাব দিল।

"ভালই কাটার কথা। যাই হোক তোমাকে মিশন শেষ করার জন্য

BanglaBook.org

অভিনন্দন।"

শাফাত বুঝতে পারল আমিন চৌধুরী কি বলতে চাইছেন। কিন্তু শাফাত চুপ করে রইল। আমিন বলতে লাগলেন, "আচ্ছা একটি ব্যাপার আমাকে পরিষ্কার কর, তুমি কেন তিনটি গাড়ি যখন এক সাথে ছিল তখন মিসাইল লাঞ্চ করলে না?"

"আমি মানসিকভাবে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম।"

"কিন্তু তুমি তো সকল পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে দৃঢ় রাখতে সচেষ্ট। তাহলে কি এমন ঘটল যে তুমি মানসিকভাবে অপ্রস্তুত হয়ে গেলে?" আমিন চৌধুরীর কণ্ঠে রাগ ঝরে পরছে।

শাফাত কোন কথা না বলায় আমিন আবার বলতে লাগলেন, "তোমার সেলফোনে ঐ সময় দুইটি মেসেজ আসে। আমি কি জানতে পারি মেসেজগুলো কে পাঠিয়েছিল?"

"আপনি তো সব খবরই পেয়েছেন। এবং আপনি সবকিছু জানতেও পেরেছেন। তারপরও কি আমাকে বলতে হবে?" শাফাত শান্ত স্বরে বলল।

"অবশ্যই আমি সবকিছু জানি। তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর কোন ইচ্ছা আমার নেই। তারপরও বলছি, বাংলাদেশ সরকার তার জনগনের ঘাম ঝরানো ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকা তোমার পিছনে খরচ করেছে তার দেশের সাধারণ জনগনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, কোন মেয়ের পিছনে সময় নষ্ট করার জন্য নয়।"

"আমি কোন মেয়ের পিছনে সময় নষ্ট করছি না। আমি আমার জীবনসঙ্গী বেছে নিতে চাই। এইটুকু চাওয়ার অধিকার আমার আছে বলে মনে করি।"

"অবশ্যই তুমি তোমার জীবনসঙ্গী বেছে নিতে পার। কিন্তু তাকে তুমি কর্তব্যের চাইতে বেশি প্রাধান্য দিতে পার না। তুমি যার জন্য দূর্বল হয়ে পড়েছ সে তোমার জন্য পরবর্তীতে হুমকি হয়ে দাড়াবে না তার কি নিশ্চয়তা তুমি দিতে পার? তাছাড়া তুমি যখন শপথ নিয়েছিলে এই কাজে যোগদানের সময়, তখন তুমি বলেছিলে তুমি নিজের ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করবে দেশের জন্য, কিন্তু তুমি নিজেই এখন ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে চিন্তিত। এমনকি তার জন্য তুমি দেশে ফিরে এসে আমার কাছে রিপোর্ট পর্যন্ত জমা দাও নি। পনের দিন তুমি দেশে ছিলে অথচ আমার সাথে একবার যোগাযোগ কর নি।" আমিন চৌধুরী উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

"আমি দেশে ফিরে আসার পর কিছুদিন বিশ্রাম নিতে চেয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমার দায়িত্ব আমি ঠিকমত পালন করতে না পারায় আপনার সামনে আসতে ইচ্ছা করছিল না। আমি আপনাকে হিউস্টনের সামনে ছোট করেছি।"

BanglaBook.org

আমিন চৌধুরী কিছু বললেন না। শাফাত আবার বলতে লাগল, "এক সময় আমার মনে হত এই ধরনের জীবন বুঝি খুব রোমাঞ্চকর। এজেন্ট বা অ্যাসেট আপনি যাই বলেন না কেন, আসলে তা জীবন ধ্বংস করে দেয়। আমি একজন অ্যাসেট, কিন্তু এর চাইতে বড় পরিচয় আমার আছে। আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমি কেন সাধারণ মানুষের মত আবেগী হতে পারব না? আমি কেন একজনকে তার সম্পর্কে না জেনে তাকে হত্যা করব? সেই লোকটি আসলে দোষী কি না তা আমি কেন জানব না? আমাকে একজন ঠান্ডা মাথার খুনি বানানো হয়েছে। আমি এখান থেকে বের হয়ে আসতে চাই।" শেষের দিকে শাফাত আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল। তার কথায় এমন কিছু ছিল যা আমিন চৌধুরীকে স্পর্শ করতে পেরেছিল।

"আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। তুমি আজ এইভাবে ভাবছ কারণ, এইভাবে ভাবার মত কেউ তোমার জীবনে এসেছে। তুমি যে জীবন বেছে নিয়েছ সেখান থেকে ফেরার কোন উপায় নেই। তুমি খুব ভালো করেই জানো, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর একমাত্র শাস্তি তাকে গুলি করা।" আমিন এই বলে থামলেন।

"আপনি কি আমাকে হুমকি দিচ্ছেন?"

"আমি তোমাকে কিছুই বলছি না। তুমি এখন আবেগের কারণে অন্ধ হয়ে গিয়েছ। তোমাকে বুঝানোর কোন বৃথা চেষ্টা আমি করব না। তবে এমন কোন সিদ্ধান্ত নিবে না যা পরবর্তীতে তোমার বা তোমার প্রিয় কারো জন্য হুমকি হয়ে দাড়ায়।"

"তাহলে আমিও আপনাকে বলে রাখছি, আমি আদ্রিতাকে নিয়েই থাকব। তার জন্য যদি আমার পুরো সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে নামতে হয় আমি তার জন্যও প্রস্তুত আছি।" এই বলে শাফাত উঠে দাড়াল। আর কোন কথা না বলে সে বের হয়ে গেল রুম থেকে। আমিন চৌধুরী তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। সবকিছু কেমন যেন বদলে যেতে শুরু করছে। একদিকে শাফাতকে তথা দেশের সবচেয়ে দামি অ্যাসেটকে হারানোর ভয় অন্যদিকে নিজের দাম্ভ্য বজায় রাখা। আমিন চৌধুরী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। কি করবেন তিনি? এমন করে হারাতে চাইছেন না শাফাতকে। গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন তিনি।

"এই ঘটনার পর প্রায় এক সপ্তাহ আমি শাফাতের সাথে যোগাযোগ করিনি। কিন্তু একসময় আমার মনে হল, আমি কাজটি ভুল করছি। একজনের ব্যক্তিগত আবেগ থাকতেই পারে। সেই আবেগকে সম্মান করা উচিৎ। যদিও এরপর যখন আমি শাফাতকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম তখন সে আমার কাছে তার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়েছিল। যত দিন যেতে লাগল আমি বুঝতে পারলাম মেয়েটির জন্য

BanglaBook.org

শাফাতের দুর্বলতা এতটুকুও কমে নি। বরং বেড়েছে দিনের পর দিন। এমনকি আমি এটাও বুঝতে পেরেছিলাম, শাফাত যে ধরণের ধাতু দিয়ে গড়া, তাতে সে এই মেয়ের জন্য যে কোন কিছু করতে প্রস্তুত। এমনকি পুরো দেশের মানুষকে বিপদে ফেলে দিতেও।"

বর্তমান সময়
ডিজিএফআই হেডকোয়ার্টার

"তার মানে শাফাত মেয়েটির প্রতি দূর্বল হয়ে পরেছিল?" প্রশ্ন করলেন মইনুল।

"হ্যা। শাফাত দূর্বল হয়ে পরেছিল," মাথা ঝাকালেন আমিন চৌধুরী, "সে তার স্বাভাবিক কাজকর্মের মাঝে তাকে জড়িয়ে ফেলছিল।"

"এটা কি তার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি?" এবার প্রশ্ন করলেন শওকত।

"হ্যা। সে ছিল আমাদের সবচেয়ে চৌকস অ্যাসেট। নিখুঁত উপায়ে কাজ করতে তার জুড়ি মেলা ভার ছিল। কিন্তু আদ্রিতার কারণে তার মনোযোগ ভ্রষ্ট হয়।"

রুমে বসে থাকা মানুষগুলো নীরবে আমিন চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি পরবর্তীতে কি বলবেন তা তারা বুঝতে পারছেন। শাফাত কার জন্য ভারতে গিয়েছে সেটা তারা এখন বুঝতে পারছেন। যদিও যোগসূত্র মেলানো যাচ্ছে না, তবে তারা নিশ্চিত যে আমিন চৌধুরী কিভাবে অপারেশন ব্ল্যাকগেট পরিচালনা করেছেন সেটা জানলেই পুরো ব্যাপারটা তাদের কাছে পানির মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কনফারেন্স রুমের দরজায় টোকার শব্দ হল। শওকত ঢোকার অনুমতি দিলে একজন মানুষ ভেতরে ঢুকে তার কানে কানে কিছু বলল। লোকটা চলে যেতে শওকত বাকিদের দিকে তাকিয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টি হানলেন। সেটার অর্থ তারা বুঝতে পারলেন। ভারতীয় দৈনিকটিতে প্রকাশিতব্য প্রতিবেদনটির কথা সরকারী উচ্চ মহলের কানে পৌঁছেছে। এখন তাদের সিদ্ধান্ত নেবার সময় হয়ে গেছে।

"পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফোন দিয়েছেন," গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ডিজিএফআই-এর ডিজি, "ভারত সরকার শাফাতকে মিডিয়ার সামনে আনছে সেটা তার কানে গেছে। আমি নিশ্চিত আমাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি ওনার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। আমিন, আশা করি আপনার যতটুকু বলার বাকি আছে তা গুছিয়ে রাখবেন। আমি ফিরে এসে মিটিং বন্ধের ঘোষণা দিতে চাই। মন্ত্রীকে দেবার মত জবাব তৈরি

BanglaBook.org

করতে হলেও আমার কিছুটা সময় দরকার।"

আমিন চৌধুরী মাথা ঝাঁকালেন। শওকত উঠে বেরিয়ে গেলেন। অন্যান্যরা নিজেদের মধ্যে হালকা স্বরে কথা বলতে লাগলেন। আপাতদৃষ্টিতে মিটিংটাকে লঘু মনে হলেও এখন তা খুব খারাপ দিকে মোড় নিচ্ছে। একদিকে বাংলাদেশের একজন নাগরিক, আরও ভাল করে বলতে গেলে শাফাত বাংলাদেশ আর্মির একটি মিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি। অন্যদিকে দেশের কুটনৈতিক ভবিষ্যৎ, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের অগুনিত মানুষের ভবিষ্যৎ। সরকার কোনটা বেছে নেবে? এটা নির্ভর করছে তাদের এই মিটিং-এর ওপর। এখানকার সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করবে বাংলাদেশের জন্য কোনটা বেছে নেয়া হবে। নিকট ভবিষ্যৎ নাকি সুদূর ভবিষ্যৎ?

আমিন চৌধুরী হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ালেন। মহসিন বলে উঠলেন, "কোথায় যাচ্ছেন?"

ক্ষণিকের জন্য মনে হল আমিন চৌধুরী কোনো উত্তর দেবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলে উঠলেন, "আমার কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া বাকি আছে।"

"যেমন?"

"বান্দরবানে আমার আরও একজন ইনফর্মার রয়েছে। একজন সিভিলিয়ান অ্যাসেট বলতে পারেন। শাফাতের যদি কিছু হয় তবে তার জীবনও বিপন্ন হতে পারে।"

"তাকে ঢাকায় নিয়ে আসবেন?"

"বোকারাই শুধু এক ভুল দুবার করে। শাফাত হয়তো ধরা পরেছে, কিন্তু তাকে তো ধরা পরতে দিতে পারি না।"

মহসিন আর কিছু বলার আগেই আমিন চৌধুরী উঠে রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। লিফট ব্যবহার করে অফিস ফ্লোরে চলে এলেন। সোজা এসে ঢুকলেন নিজের অফিস রুমে। পুরো পরিস্থিতি শাফাতের প্রতিকুলে কাজ করছে। সরকার যখন জানতে পারবে যে, অপারেশন ব্ল্যাকগেটে শাফাত নামে কেউ ছিল না, সে ভারতে গেছে শুধু নিজের প্রয়োজনে, দেশের কোনো কাজে নয়, সরকার সাথে সাথে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। তারা ঘোষণা দেবে, ভারতে ধরা পরা লোকটি বাংলাদেশের কেউ নয়। অন্তত বাংলাদেশ গোয়েন্দা বাহিনীর কেউ তো নয়ই। এটুকু ঝুঁকি তারা নেবে। শাফাত মারা গেলেও কেউ এগিয়ে আসবে না। কারণ তাকে তার পরিবার পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল। কেউ তার খোঁজ নিতে আসবে না। সে মারা গেলেও সরকারের ওপর কোনো চাপ আসবে না।

BanglaBook.org

এটা হবেই।

নিয়তিকে নিষ্ঠুর মনে হল আমিন চৌধুরীর।

শাফাতকে কি কোনো ভাবেই বাঁচানো যায় না? তিনি কোনো কুটনৈতিক নন। তবুও রাজনীতির মারপ্যাচে ফেলে শাফাতকে যে বের করে আনা যাবে না তা তিনি খুব ভাল করেই বোঝেন। একমাত্র উপায় হচ্ছে ভারতের কাছে সারেন্ডার করা। স্বীকার করে নিতে হবে, শাফাত তাদেরই একজন। সেটা অবশ্য কখনই করবে না এদেশের সরকার। তারা দেশের ষোল কোটি মানুষের কথা চিন্তা করে একজন গুপ্তচরকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

আরেকটু বেশি সময় পাওয়া গেলে তিনি হয়তো প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে পারতেন। প্রধানমন্ত্রী তার কথায় আস্থা রাখেন। পুরো ব্যাপারটা ভাল করে বিবেচনা করে দেখতেন। তবে আজকে এই চরম পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী তাকে কোনো সময় দিতে পারবেন না। ভারত সরকার বড় বেশি তাড়াহুড়ো করছে।

নিজের ডেস্কে বসতেই ফ্যাক্স মেশিনটির দিকে চোখ গেল তার। সেখানে একটি কাগজ ট্রের উপর পরে আছে। কাগজটি হাতে নিলেন তিনি। সেখানে হাতে লেখা কয়েকটি শব্দ এবং সংখ্যা লেখা রয়েছে। সংখ্যাগুলোর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিজের চালু করা কম্পিউটারের দিকে ফিরলেন তিনি। দ্রুত কি বোর্ডে হাত চালালেন। সাথে সাথেই মনিটরে একটি স্যাটেলাইট ইমেজ ভেসে এল। তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে তাতে তার কোনো সমস্যা নেই। তিনি শুধু অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছেন। র-এর 'সি' শেপড বিল্ডিংটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। এখানেই কোথাও শাফাত আটকে আছে। তাকে ব্যবহার করে ভারত কোনো একটি বিশেষ সুবিধা আদায় করে নিতে চায়। সম্ভবত, জৈন্তপুরে সন্ধান পাওয়া ইউরেনিয়াম খনিটি তারা নিজেদের আয়ত্তে আনতে চায়। ভারতীয় কোম্পানিটি এজন্য ভারত সরকারকে নিশ্চয়ই মোটা টাকা দিয়েছে।

আনমনে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন তিনি। তারপর ফোন তুলে নিলেন। রিডায়াল বাটনটি চাপলেন তিনি। ওপাশে একবার রিং হতেই জবাব এল

"তোরা?"

"মাদার?"

"তুমি কি ঢাকায় চলে আসতে পারবে?"

"এখানে আমার কোনো সমস্যা মনে হচ্ছে না।"

"না। তোমাকে আসতে হবে। ব্যাপারটা জরুরি। পুরো পরিস্থিতি এখন সুতোয় ঝুলছে। আমাদের জন্য ব্যাপারটা খুব ঝামেলার হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়

BanglaBook.org

সুতোটা শক্ত করে ধরতে হবে অথবা কেটে ফেলে দিতে হবে।"

"আপনি কি ধরে রাখতে চাইছেন?"

"ব্যক্তিগতভাবে। কিন্তু সম্মিলিতভাবে নয়।"

"আমি আপনার সাহায্যে আসলে খুশি হব।"

"তাহলে তুমি শরণার্থী ক্যাম্পে যাও। যেভাবে হোক সপ্তাখানেকের জন্য ছুটি নিয়ে আসো। আমি লোক পাঠাচ্ছি। ওরা সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাবে।"

"আমরা কি আসার পথে কোনো ডিটুর নেব?"

"সেটা আমি এখনও জানি না। ঘণ্টাখানিকের মধ্যেই আমি সিদ্ধান্ত নেব। বার্মিজ আর্মির সাথে হয়তো যোগাযোগ করতে হতে পারে।"

"আমাকে আর কিছু করতে হবে?"

"বর্ডারের বার্মিজ কমান্ডারের নাম কি?"

"আরুন ইলিয়া। ফ্যাক্সে তার নাম এবং কন্ট্যাক্ট নাম্বার পাঠিয়েছি।"

"সে কতটুকু জানে?"

"যতটুক তার জানা দরকার। ডিজিএফআই কে সাহায্য করতে সে প্রস্তুত। তার কাছ থেকেই আমি তথ্যগুলো পেয়েছি।"

"তার কাছে তথ্যগুলো আসল কিভাবে?"

"বন্দী বার্মিজ। তারা র-এর ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে ফিরে এসে বার্মিজ আর্মিকে সব ধরনের তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে। কমান্ডার আরুন চাইছে বার্মার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের খবরদারি যেন কমে যায়। গত কয়েক বছর ধরে বার্মা ভোগান্তির স্বীকার হচ্ছে। ডিজিএফআই কে সাহায্য করাটা তিনি নিজের স্বার্থেই বিবেচনা করছেন।"

"কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি ডিজিএফআই কে সাহায্য করতে পারবেন না।"

"কেন?" ওপাশের কণ্ঠটি কিছুটা আশাহত মনে হল।

"স্কারলেটকে বিসর্জন দেবার সম্ভাবনা প্রায় ১০০ ভাগ। বাংলাদেশ সরকার সীমান্তে বসবাসকারী লাখখানেক লোকের ভবিষ্যৎ একজন অজানা গুপ্তচরের জন্য নষ্ট হতে দেবে না। নাহলে সংবাদপত্র আর মিডিয়ায় তোলপাড় পরে যাবে। সরকার এবং সেই সাথে ডিজিএফআই-এরও প্রচুর দুর্নাম হবে।"

"তাহলে আমরা কিছুই করব না?"

"জানিনা। কিন্তু তুমি ঢাকায় চলে আসো। বলা যায় না, হয়তো কোনো উপায় বেরিয়েও পরতে পারে।"

"ঠিক আছে।"

BanglaBook.org

আমিন ফোন কেটে দিয়ে দ্বিতীয়বার রিসিভার তুলে নিলেন। এবার ডায়াল করলেন তার চিরচেনা একটি নম্বরে। ওপাশ থেকে কেউ ফোন ধরতেই তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। ওপাশ থেকে যথাযথ সম্ভাষন এল। তিনি কথা না বাড়িয়ে বললেন, "পুরো ফোর্স নিয়ে চলে যাও বান্দরবানে। সেখানে আমাদের কন্ট্যাক্ট তোরার সঙ্গে যোগাযোগ কর। আমি একটা ফ্যাক্স করে দিচ্ছি। সেখানে সব বিস্তারিত পাবে। অফিসিয়াল কাগজপত্রগুলো এক্ষুণি পাঠাচ্ছি। আর শোনো, তোমাদের হয়তো একটা বিশেষ কাজ করতে হবে।"

ওপাশের মানুষটি গভীর মনোযোগের সাথে সবকিছু শুনল। বিস্তারিত বলার পর আমিন ফোন রেখে দিলেন। আরও অনেক কিছু করতে হবে। তিনি এক্স ফোর্সের জন্য কিছু আদেশনামা টাইপ করে ফ্যাক্সের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলেন। এবার তার কন্ট্যাক্ট বুক হেটে বের করলেন একটি বিশেষ নম্বর। জরুরি পরিস্থিতির জন্য ডিজিএফআই কে আর্মির পক্ষ থেকে বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা দেয়া হয়। এখন সেটা ব্যবহারের সময় এসেছে। তিনি নম্বরটিতে ফোন করে পুরনো এয়ারপোর্টে একটি হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করলেন। তারপর বার্মিজ কমান্ডারের নম্বরটি হাতে নিলেন। কিন্তু তারপরই রেখে দিলেন। *না। এখনই নয়। আগে শওকত হামিদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।* বান্দরবানের সেই সিভিলিয়ান এজেন্টকে ঢাকায় নিরাপত্তার খাতিরে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু শওকত হামিদ চেষ্টা করলে শাফাতকেও ফিরিয়ে আনতে পারবে। শুধু কিছুটা শক্তি খরচ করতে হবে। র-এর লোকেরা আর্মি নয়। ডিফেন্স সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। অন্তত আর্মির তুলনায় তো নয়ই। শক্তি প্রয়োগ করলে তারা অসহায়। কিন্তু শওকতকে আগে এ ব্যাপারে রাজি করাতে হবে।

আমিন চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে নিজের টাই ঠিক করলেন। শওকতকে রাজি করানো সহজ হবে না। তিনি এখন রিটায়ারমেন্টের দোরগোড়ায়। কোনো ধরনের ঝুঁকি তিনি নিতে চাইবেন না।

আমিন চৌধুরী কনফারেন্স রুমের দিকে হেটে চললেন। এর ঠিক বিশ মিনিট পরেই তেজগাঁও পুরনো বিমানবন্দর থেকে একটি বেল ৩১২ লাইট ইউটিলিটি হেলিকপ্টার দুইজন পাইলট এবং আটজন স্পেশাল অপ সদস্যকে নিয়ে বান্দরবানের দিকে রওনা হল। তারা সবাই ছিল এক্স ফোর্সের সদস্য।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

নয়া দিল্লী, ভারত
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

নয়া দিল্লীর কোপার্নিকাস মার্জ ইন্ডিয়া গেট থেকে মাত্র দুই ব্লক দূরেই অবস্থিত। এই রোড সংলগ্ন একটি বার তলা ভবনে অবস্থিত ভারতের সরকারী টিভি চ্যানেল দূরদর্শন। দূরদর্শন ভবনের পাঁচ তলায় নিজের অফিসে বসে আছেন চ্যানেলটির নিউজ ডিরেক্টর আমৃতা সেন। একটু আগেই তিনি একটি ফোন কল পেয়েছেন। ফোন কলটি এসেছে নয়া দিল্লীতে অবস্থিত ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি র-এর হেডকোয়ার্টার থেকে। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আগামীকাল সকাল দশটার মধ্যে মিজোরামপুরে যেন একদল রিপোর্টার পৌঁছে যায়। তার কাছে ঠিকানা বলে দেয়া হল। তাকে আরও বলা হল ভারতের একটি জনপ্রিয় দৈনিকের নাম। তারাও সেখানে উপস্থিত থাকবে। সেখানে তাদের কিসের উপর রিপোর্ট করতে হবে সেটাও সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হল।

আমৃতা সেন নিজের চেয়ারে বসে ফোন কলটির কথাই ভাবছেন। দেখেশুনে মনে হচ্ছে ভারতের মাটিতে ধরা পরা বাংলাদেশির ঘটনাটি তারা নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নিচ্ছে। আগামীকাল তাকে মিডিয়ার সামনে দাঁড়া করবার জন্য তারা টিভি মাধ্যম হিসেবে ভারতের ৫০০ টি চ্যানেলের মাঝে বেছে নিয়েছে সরকারী চ্যানেল দূরদর্শনকে। বেসরকারী মিডিয়া হিসেবে বেছে নিয়েছে সরকারী মদদপুষ্ট একটি সংবাদপত্রকে।

আপনমনে হাসলেন আমৃতা। তারা আসন্ন শান্তি আলোচনায় বাংলাদেশকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। সেটা পানির মত স্পষ্ট। যদিও কারণটি কি তা বোঝা যাচ্ছে না।

তিনি নিজের সেল ফোন থেকে মিজোরামপুরে দূরদর্শনের সংবাদদাতার নম্বরে ফোন করলেন। সকালে যেন র-এর নির্দেশ মোতাবেক রিপোর্টটি করা হয় সেটার ব্যবস্থা করতে হবে। ফোন কানে রেখেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। সন্ধ্যা হবে হবে করছে। তিনি তখনও জানেন না কি হতে যাচ্ছে আজ রাতে।

BanglaBook.org

বর্তমান সময়
ডিজিএফআই হেডকোয়ার্টার

ডিজিএফআই-এর ডিরেক্টর জেনারেল শওকত হামিদ নিজের অফিস রুমে বসে আছেন। এইমাত্র ফোনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তার সংলাপ শেষ হল। মন্ত্রীর তল্ল-াশীপূর্ণ প্রশ্নের জবাবে তিনি নিশ্চিত করেছেন ভারতে আটককৃত মানুষটি ডিজিএফআই-এর একজন সদস্য। যদিও তার ভারতে যাবার কারণটি এখনও সম্পূর্ণ খোলাসা হয় নি, তবে তিনি নিশ্চিত করেছেন যে ডিজিএফআই বা বাংলাদেশের অন্য কোনো সংস্থার তাতে হাত নেই। মন্ত্রী কঠোর স্বরে তাকে জানিয়েছেন যে, সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে। তিনি যেন এক ঘণ্টার মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পূর্ণ রিপোর্ট নিয়ে হাজির হন।

শওকত হামিদ ইন্টারকমে ফোন করে তার সেক্রেটারি আসাদ আলমকে ডাকলেন। আসাদ আসতেই তিনি শাফাত রায়হানের উপর একটি রিপোর্ট তৈরি করতে নির্দেশ দিলেন। তাদের মিটিং-এ যে সকল কথাবার্তা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে পুরো রিপোর্টটি তৈরি করা হবে। অপারেশন ব্ল্যাকগেট এবং এর সাথে শাফাতের সম্পর্কের রিপোর্টটি তিনি নিজ হাতে তৈরি করবেন। তবে সেটা তাদের মিটিং সমাপ্ত হবার পরে।

আসাদ চলে যেতে তিনি নিজেও উঠে দাঁড়ালেন। দ্রুত মিটিংটি শেষ করতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে তার উপর যেন ঝড় বয়ে না যায় সেভাবে রিপোর্ট লিখতে হবে।

তিনি যখন কনফারেন্স রুমে ঢুকলেন তাকে দেখে কিছুটা ক্লান্ত মনে হল। আমিন চৌধুরীও নিজ অফিস থেকে ফিরে এসেছেন। শওকত হামিদ নিজের চেয়ারে বসে এক মুহূর্ত সময় নিলেন। তারপর আমিন চৌধুরীকে নির্দেশ দিলেন অপারেশন ব্ল্যাকগেট সম্পর্কে বলতে।

আমিন চৌধুরী মাথা ঝাঁকিয়ে শুরু করলেন।

২১ জানুয়ারি, ২০১০
নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান

BanglaBook.org

"অপারেশন ব্ল্যাকগেট শুরু করার জন্য আমি নিজে বান্দরবানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। পুরো অপারেশনটির উদ্দেশ্য ছিল এজেন্ট সিলিকনকে নাইক্ষ্যংছড়ির শরণার্থী ক্যাম্পে সনাক্ত করে তাকে নিরাপদে বের করে নিয়ে আসা। এখানে

সমস্যা বলতে ছিল একটিই। তা হল সাদা পোশাকে র-এর লোকজনও সেখানে ঘোরাফেরা করছিল। তাদেরও উদ্দেশ্য ছিল এজেন্ট সিলিকনকে ধরে ফেলার এবং ভারতে পাচার করে নিয়ে যাওয়া। তাই পুরো ব্যাপারটি গোপনে সেরে ফেলার জন্য আমি মনস্থির করেছিলাম শাফাত রায়হানকে এ কাজে নিযুক্ত করব।"

আমিন চৌধুরী নাইক্ষ্যংছড়ির ছোট শহুরে এলাকার পথ ধরে হেটে চলেছেন। পনের মিনিট আগে তিনি বাস থেকে নেমেছেন। লোকাল বাসে চড়ে তিনি এখানে এসেছেন তার কন্ট্যাক্টের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। বাসে বসেই তিনি শাফাত রায়হানের সাথে যোগাযোগ করেন। সে আজ সকালের বাসে ঢাকা থেকে বান্দরবানের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। তারা মিলিত হবে এখানে, এই নাইক্ষ্যংছড়িতে।

নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে হাজির হলেন আমিন। একটি এক তলা বাড়ি। সুন্দর ছিমছাম করে সাজানো। সামনে ছোট খোলা জায়গা। বাড়ির দুপাশে বিভিন্ন ধরনের পাহাড়ি গাছ লাগানো হয়েছে। এ বাড়ির মালিক এলাকার একজন বড় চাকমা ব্যবসায়ী। আমিন চৌধুরী অবশ্য তার কাছে আসেন নি। তিনি এসেছেন তার স্ত্রী অনিন্দিতা চাকমার কাছে। যার ডাক নাম তোরা। তিনি একজন ডাক্তার। যদিও তার কোনো পেশা বেছে নেবার দরকার ছিল না, তবুও তিনি চিকিৎসা বিদ্যা নিয়েই পড়াশুনা করেন। সেই সাথে নিজেকে একজন নিবেদিত প্রাণ চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তোলেন। তিনি কোনো সন্তানের জননী হতে পারেননি। এই দুঃখটি তাকে খুব কষ্ট দেয়। তাই তিনি কষ্ট ভুলে থাকার জন্য নাইক্ষ্যংছড়ির শরণার্থী শিবিরে কাজ শুরু করেন। সেখানে আশ্রয় নেয়া পঁচিশ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গাদের জন্য তিনি নিজের হাত বাড়িয়ে দেন। প্রায় দেড় শতক আগে বার্মা থেকেই তার পূর্বপুরুষরা এদেশে আসে বসবাসের উদ্দেশ্যে। তাই আশ্রিত রোহিঙ্গাদের তার কাছে স্বদেশী বলেই মনে হয়।

এই এলাকায় অনিন্দিতা চাকমা আমিন চৌধুরীর কন্ট্যাক্ট হিসেবে কাজ করেন। পাঁচ বছর আগে বার্মা থেকে পালিয়ে আসা একদল গেরিলাদের ব্যাপারে খোঁজ করার সময় আমিন চৌধুরীর সাথে তোরার পরিচয় হয়। নিজের অজান্তেই তোরা হয়ে ওঠেন ডিজিএফআই-এর একজন সিভিলিয়ান অ্যাসেট।

আমিন চৌধুরী বেল বাজাতেই দরজা খুলে দিলেন তোরা। যেন তিনি অপেক্ষাতেই ছিলেন। আমিন চৌধুরী ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন। ঘরের ভেতরটা উপজাতীয়দের রীতি অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। আমিন চৌধুরী জানেন, তোরার স্বামী নীলয় চাকমা নিজেদের পুরনো ঐতিহ্য ধরে রাখতে সচেষ্ট।

BanglaBook.org

তোরা স্থানীয় খাবার এবং পানীয় পরিবেশন করলেন। আমিন চৌধুরী ভদ্রতা বজায় রেখে অল্প কিছু খাবার মুখে নিলেন। খাবার পর্ব শেষ হতে তোরা তার হাতে কয়েকটি কাগজ ধরিয়ে দিলেন। আমিন চৌধুরী সেগুলোতে চোখ বোলালেন। কাগজগুলো পড়া শেষ হতেই তোরা উপজাতীয় টানে বাংলায় বললেন, "শরণার্থী শিবিরে সাধারণত বাঙ্গালীদের আশ্রয় দেয়া হয় না। কিন্তু গতদিন বিকেলে একজন বাঙ্গালী ভাড়া করা একটি স্কুটারে করে এসে হাজির হল। তার বাম পায়ে ছিল বুলেটের ক্ষত। সে বলল ডাকাতদের আক্রমনে সে আহত হয়েছে। তার পায়ের ক্ষত বেশ গুরুতর ছিল। আমি যতটুকু শুনেছি তার প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। তাকে সাথে সাথে চিকিৎসা দেয়া হয়।"

"তার মানে তুমি নিজে তাকে চিকিৎসা কর নি?"

"পঁচিশ হাজার রোহিঙ্গাদের জন্য আমরা তো আর কম ডাক্তার রিক্রুট করি নি। আমি ছাড়া আরও অনেক ডাক্তার আছে। তারা চিকিৎসা করেছে।"

"তাকে সরিয়ে নিতে হবে।"

"কোথায়?"

"ঢাকায়।"

"আমি কি ব্যবস্থা করব?"

"না।" তাকে থামালেন আমিন চৌধুরী, "সরাসরি নয়। এখানে র-এর লোকেরাও আছে। তারাও সুযোগ খুঁজছে তাকে বের করে আনার। তাদের হাতে তাকে পরতে দেয়া যায় না। আমরা সরাসরি ব্যবস্থা নিলে ওরা মরিয়া হয়ে উঠতে পারে।"

"তাহলে কি করব?"

"আমাদের লোক আসছে। তাকে সবার অলক্ষ্যে উঠিয়ে আনতে হবে। উপরের নির্দেশ আছে তাকে কোনো ধরনের আর্মি এসকর্ট দেয়া যাবে না। সবার চোখে পরবে ব্যাপারটা।"

"আমাদের তো দুটো সমস্যা ছিল। প্রথমটির সমাধান হয়েছে। আমরা তাকে চিহ্নিত করতে পেরেছি।" সায় দিলেন আমিন। তোরা আবার বলল, "দ্বিতীয়টি একটি সমস্যাই বটে। শরণার্থী ক্যাম্পে কয়েকটি জোন রয়েছে। আপনাদের লোকটি যে জোনে রয়েছে সেটা আমার আওতায় নেই। এই সমস্যার সমাধান হবে কি করে?"

আমিন চৌধুরী একটি ভ্রু উঁচু করলেন। "সেখানকার কর্মীদের লিস্ট তোমার কাছে আছে?"

BanglaBook.org

"আপনার হাতের কাগজগুলো দেখুন। ঐ যে, দ্বিতীয় কাগজটি।"

আমিন চৌধুরী নামগুলোতে চোখ বোলাতে গিয়ে একটি নাম দেখে থমকে গেলেন। হঠাৎ করে তার মনে হল শাফাতকে এখানে ডেকে বড় ধরনের ভুল করে ফেলেছেন।

"আদ্রিতা রহমান।" বিশেষভাবে নামটি উচ্চারণ করলেন তিনি, "এই মেয়েটিকে কতটুকু চেনো?"

"মেয়েটি নার্স হিসেবে খুব ভাল। এ ব্যাপারে ওর খুব অভিজ্ঞতা আছে।"

"সে কি এর আগে আফগানিস্তানে ছিল?"

"হ্যা। আপনি কি তাকে চেনেন নাকি?"

"আমি তাকে চিনি। কিন্তু সে আমাকে চেনে না।"

"আমি কি তার সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব?"

"তার দরকার হবে না। আমি নিজেই পরিচয় দেব। তুমি তার সাথে আমার দেখা করার ব্যবস্থা করে দাও।"

"ঠিক আছে।" তোরা বললেন, "আমি সেটা দেখব। আশা করি আজ বিকেলেই আপনাদের দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে পারব।"

* * *

নাইক্ষ্যংছড়ি শরণার্থী ক্যাম্পের ঠিক বাইরে বেশ কয়েকটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িগুলোর মাঝে একটি সাদা টয়োটা ভ্যানও রয়েছে। ভ্যানটি আজ সকালে একটি রেন্ট-এ-কার দোকান থেকে ভাড়া করা হয়েছে। গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে একজন মানুষ সিগারেট টানছে। সেই সাথে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে সামনের একতলা বিল্ডিংটির দিকে। বিল্ডিংটিতে এইমাত্র একজন নার্স প্রবেশ করল।

আদ্রিতা রহমান।

গাড়িতে বসে থাকা লোকটি এই কম্পাউন্ডে কর্মরত ডাক্তার এবং নার্সদের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছে। কম্পাউন্ডটি ব্যবহার করা হয় গুরুতর আহতদের চিকিৎসা এবং বিশ্রামাগার হিসেবে। আদ্রিতা এই কম্পাউন্ডের নার্সদেরই একজন, স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সে ঢাকা থেকে এসেছে। লোকটা আরও জানে, তারা যে মানুষটাকে তাড়া করে এখানে এসেছে সে এই কম্পাউন্ডেই রয়েছে। তাকে সম্ভবত চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

যদি এই নার্সটিকে কিছু একটা বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করানো যায়, তবে হয়তো

BanglaBook.org

ডিজিএফআই-এর ঐ ইঁদুরটাকে সরিয়ে ফেলা যাবে। র-এর আরও কয়েকজন সদস্য আশেপাশেই রয়েছে। তারা একটি কারণেই দ্বিধা করছে। এখানে নিশ্চয়ই ডিজিএফআই-এর লোকেরাও রয়েছে। তারা কোথায়? তারা কি কোনও ফাঁদ পাতছে?

হঠাৎ করে একটি গাড়ির আবির্ভাব ঘটল। ভাড়া করা স্কুটারটি এসে থামল কম্পাউন্ডের গেটে। স্কুটার থেকে একজন মাঝবয়সী শক্তসমর্থ মানুষ এবং তার থেকে কিছুটা কমবয়সী এক মহিলা নামল। পুরুষটি স্কুটারের ভাড়া মিটিয়ে দিল আর মহিলাটি একতলা দালানের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

* * *

আমিন চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন একতলা দালানটির সামনে। পাকা দালান হলেও উপরের ছাদটি টিনশেড। নাইক্ষ্যংছড়ির শরণার্থী ক্যাম্পের হসপিটাল ইউনিট হিসেবে দালানটি ব্যবহার করা হয়।

১৯৯০ সালে জাতিবিদ্বেষের কারণে প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম সীমান্ত পার হয়ে বান্দরবানে এসে আশ্রয় নেয়। তাদের অনেকে ফিরে গেলেও এখনও প্রায় পঁচিশ হাজার রোহিঙ্গা এখানে রয়ে গেছে। শরণার্থী ক্যাম্পে চলছে তাদের অনিশ্চিত জীবন। রোহিঙ্গাদের মাঝে অনেকেই বন্দী হয় বিডিআর-এর হাতে। কারণ প্রমাণিত হয় যে, তারা বার্মা সরকারবিরোধী বিদ্রোহী গেরিলা গ্রুপ ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অফ আরাকান-এর সদস্য। ২০০৫ সালে এই গ্রুপটির নেতা "তাই জো খয়' কে ধরার জন্য আমিন চৌধুরী একটি অভিযান পরিচালনা করেন। ধরা পরে আরও তিন গেরিলা। এ ব্যাপারে আমিন চৌধুরী এবং এক্স ফোর্সকে সাহায্য করে বিডিআর। সিভিলিয়ান অ্যাসেট হিসেবে তথ্য প্রদান করেন তোরা। পাঁচ বছর পরে আবারও এখানে এসে হাজির হলেন আমিন চৌধুরী।

এবারও একজন নার্সের সাহায্য তার দরকার। আদ্রিতা রহমান সে সাহায্য করলে ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে যাবে। কারণ এখানে এসে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে র-এর লোকেরাও তাদের এজেন্টের গন্ধ শুঁকে শুঁকে হাজির হয়েছে। বাইরের দুটো গাড়িতে তিনি দুজনকে সন্দেহ করছেন। একজন সাদা শার্ট পরা মানুষ। সাদা রঙের টয়োটা ভ্যানে বসে একযোগে এদিকে তাকিয়ে রয়েছে। অপরজন একটি কালো গাড়ির সামনের দিকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে সংবাদপত্র। সেটা পড়ার ভান করছে সে। তারা অবশ্যই ভারতীয়।

নার্সদের লিস্টে আদ্রিতার নাম দেখার সাথে সাথে তিনি এই অভিযান থেকে

BanglaBook.org

শাফাতকে বাদ দেবার পরিকল্পনা করেন। একটু আগে শাফাত বান্দরবানে এসে পৌঁছায়। তাকে অকারণে বান্দরবানে ডেকে আনা হয়েছে একথা শুনলে সে অবশ্যই সন্দেহ করবে। তাই তার সঙ্গে দেখা করে তিনি শাফাতকে পাকিস্তানে সম্পূর্ণ ভুয়া একটি কারণ দেখিয়ে পাঠিয়ে দেন। পাকিস্তানে পরিচিত একজন মানুষকে ফোন করে তিনি শাফাতের সেখানে যাওয়ার কথা বলেন। সেই লোকই সামলাবে তাকে। আসলে শাফাতকে এখান থেকে সরাতে চাইছিলেন তিনি। শাফাত এখন পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। আর তিনি নতুন করে পরিকল্পনা আঁটছেন। এক্স ফোর্সকে জরুরি তলব করেছেন তিনি। আজ রাতের মাঝেই হেলিকপ্টারে করে চারজন সদস্য এসে হাজির হবে। তিনি এখন আদ্রিতাকে নিজের পরিচয় দিয়ে তাদের এজেন্টকে যেন একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসে সেই অনুরোধ করবেন।

শাফাত যদি এখানে থাকত তবে কখনই এই পরিকল্পনাটি সে মেনে নিত না। কারণ র-এর লোকেরা যে এখানে এসেছে সেটা তার নজর এড়াত না। তাই জেনেশুনে সে তার প্রেমিকাকে এই কাজে জড়াতে চাইত না। কিন্তু এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই। যদি সব ঠিকঠাক মত হয় তবে তারা সবাই নিরাপদে সব কাজ সেরে ফিরে যেতে পারবে। হয়ত আদ্রিতাও। সামনে শব্দ হতেই তিনি মুখ তুলে তাকালেন। তোরা এবং আদ্রিতা খোয়া বিছানো পথ ধরে হেটে আসছে।

আদ্রিতার সঙ্গে তার কথা হল খুব সংক্ষেপে। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন শাফাতের উর্দ্ধতন কর্তা হিসেবে। তিনি জানতেন না, আদ্রিতার সঙ্গে শাফাতের খানিক আগেই ফোনে কথা হয়ে গেছে।

তিনি আদ্রিতাকে জানালেন যে, তাদের একজন এজেন্ট হাসপাতালে কোনো একটি ওয়ার্ডে পরে আছে। সে সম্ভবত আহত। তিনি শাফাতের বরাত দিয়ে জানালেন যে, এজেন্টকে আজ রাতের মধ্যেই সরিয়ে ফেলতে হবে। কারণ ব্যাপারটা একটি জাতীয় ইস্যু। কাজটা করতে হবে গোপনে যে কোনো ধরনের সংঘর্ষ এড়িয়ে। তিনি জানালেন না যে ভারতীয় র এই ব্যাপারটির সাথে জড়িত। এটা জানালে হয়তো সে কাজটা করতে রাজি হবে না। হয়তো শাফাতের সঙ্গে যোগাযোগ করে বসবে।

আদ্রিতা নিজের মনে খানিকটা ভাবল। সামনের মানুষটাকে সে চেনে না। অবশ্য তার পরিচয়পত্র সে এইমাত্র দেখেছে। তাছাড়া তাকে নিয়ে এসেছে তাদেরই একজন ডাক্তার। হয়তো ব্যাপারটা সত্যিই জরুরি। সে জিজ্ঞেস করল, "আমাকে কি করতে হবে?"

"ম্যাডাম তোরা আমাকে বলেছে ওই ছাউনিটা গ্যারেজ হিসেবে ব্যবহার করা

BanglaBook.org

হয়," আঙুল তুলে আরেকটি ছোট ঘর দেখালেন আমিন চৌধুরী, "ওখানেই কি অ্যাম্বুলেন্স রাখা হয়?"

"হ্যা।" জবাব এল আদ্রিতার কাছ থেকে, "তবে আমাদের নিজস্ব কোনো অ্যাম্বুলেন্স নেই।"

"সেটা কোনো সমস্যা না। আজ রাত দশটায় ওখানে একটা অ্যাম্বুলেন্স থাকবে। আমরাই এনে রাখব। তুমি নিশ্চিত করবে গ্যারেজ যেন খোলা থাকে। আমাদের লোকটিকে ওখানে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে...'

"তাহলে বলব, তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শহরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

"ভেরি গুড।"

"আর কিছু করতে হবে?"

"না। আশা করি তোমার ওপর ভরসা করতে পারব। ওহ, তার জন্য একটি রিলিজ সার্টিফিকেট তৈরি রেখ।"

"ঠিক আছে।"

আমিন চৌধুরী তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেন। তাকে আরও কিছু কাজ করতে হবে।

বাইরে সাদা শার্ট পরা মানুষটি তীক্ষ্ণ চোখে আমিন চৌধুরীর চলে যাওয়া পর্যবেক্ষণ করল। তারপর তার দৃষ্টি এসে পরল সামনে আদ্রিতার দিকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান
২১ জানুয়ারি, ২০১০
রাত ৯:০০

নাইক্ষ্যংছড়ির একটি হোটেল কক্ষে কয়েকজন মানুষ বসে আছে চরম উত্তেজনা নিয়ে। তাদের শিকার এখন বলতে গেলে হাতের মুঠোয়। বর্ডার পার হয়ে তারা বাংলাদেশের প্রায় ৫০ কিলোমিটার ভিতরে এসে পরেছে। একজন মানুষকে তাড়া করে। সেই মানুষটিকে ধরে আনার পূর্ব পরিকল্পনা চলছে এখন।

গতকাল তাদের কেটেছে মানুষটিকে ট্র্যাক করে করে। শেষ পর্যন্ত তারা এসে হাজির হয়েছে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে। তারা অবাক হয়ে আবিষ্কার করল আহত মানুষটি তাদেরকে সম্পূর্ণ ধোঁকা দিয়ে শরণার্থী ক্যাম্পের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। হয়তো তার উচ্চ মহলে খবরও পাঠিয়েছে। আর উচ্চ মহল থেকে নিশ্চয়ই কেউ এসে গেছে। আজ বিকেলের সেই মাঝবয়সী মানুষটি এবং হাসপাতালের নার্স হয়তো তাদেরই লোক। তাই তারা আর দেরি করতে চাইছে না। নিজেদের ভেতর তারা একমত হয়েছে আজ রাতেই তাদের শিকার সম্পন্ন করতে হবে। সেটা কৌশলেই হোক অথবা জোর খাটিয়েই হোক।

র উঠেপড়ে লেগেছে লোকটাকে ধরতে। তাই ঝুঁকি নিয়ে হলেও তারা একজনকে পাঠিয়েছে শরণার্থী ক্যাম্পের হাসপাতালে, কোনো এনজিও'র কর্মচারী সাজিয়ে। তারা তার ফোনের অপেক্ষায়ই আছে। তারা শুধু জানতে চায় তাদের কাঙ্খিত মানুষটি কোন কক্ষে আছে। সেটা জানতে পারলেই তাদের অপারেশন শুরু হবে, রাতের আঁধারে। র-এর কাছ থেকে নির্দেশ দেয়া আছে, যে কোনো ধরনের অপ্রয়োজনীয় বা অনাকাঙ্খিত ঘটনা এড়িয়ে যাবার। তবে অবস্থা বেগতিক হলে যেন শক্তি প্রয়োগ করা হয়, সেটা শারীরিক হোক বা অস্ত্রের।

হঠাৎ একটি সেল ফোন বেজে উঠল। রুমে বসে থাকা মানুষগুলোর কমান্ডার ফোনটি হাতে তুলে নিল। হিন্দীতে কথোপকথন চলল।

"তাকে বের করে নিয়ে গেছে।" ওপাশ থেকে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

"কি?" কমান্ডার চাপা স্বরে গর্জে উঠল, "কিভাবে?"

"রাত সাড়ে আটটায় তার এক আত্মীয় এসে তাকে রিলিজ করে নিয়ে গেছে।"

"আত্মীয় না ছাই। ইন্টেলিজেন্সের লোক এসে গেছে। কিন্তু আমাদের চোখের

BanglaBook.org

সামনে থেকে বের করল কিভাবে?"

"বলতে পারছি না। চার্লি টু বলল সে কোনো আহত মানুষকে আজ হাসপাতাল থেকে বের হতে দেখে নি। অথচ সে সারাদিন গেটের সামনে থেকে নড়ে নি।"

"কোনো ব্ল্যাক ভ্যানে করে উঠিয়ে নিয়ে যায় নি তো?"

"নেগেটিভ।"

"সে ওখানেই আছে।"

"কিন্তু আমি প্রতিটি রুমে ঢুকে দেখেছি। বাম পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত কাউকে দেখিনি।"

"ঠিক আছে তুমি এবং চার্লি টু ওখানেই থাক। আমরা বেজের সাথে যোগাযোগ করছি। ওভার এন্ড আউট।"

ফোন রেখে সামনে বসে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকাল সে। তারাও বুঝতে পেরেছে কি হয়েছে। সবার মুখেই হতাশার ছাপ।

* * *

এক্স ফোর্সের সদস্যরা বিরামহীন কাজ করে যেতে পারে। এর একটি উদাহরণ আজ দিনটি। আধ ঘণ্টার নোটিশে চারজন কমান্ডো যে যার অবস্থান থেকে ছুটে এসে একত্রিত হল। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ধার করা হেলিকপ্টারে চড়ে তারা উড়ে এল বান্দরবান। সাদা পোশাকে মানুষের ভিড়ে ঢুকে গেল। তাদের হাই কমান্ড তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিল নাইক্ষ্যংছড়ির একটি ছোট হোটেলে। আমিন চৌধুরী ততক্ষণে অপারেশন ব্ল্যাকগেটের অনুমতিপত্র ফ্যাক্সের মাধ্যমে রিসিভ করেছেন।

এক্স ফোর্সের চার সদস্য চুপচাপ ব্রিফিং শুনে গেল। এই প্রথমবার তারা এ ধরনের কোনো মিশনে যাচ্ছে। মিশনটি লেথাল অথবা নন্ লেথাল দুটো হবারই সমান সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তাদেরকেই বেছে নেয়া হয়েছে। কোনো রকম বিশ্রাম না নিয়েই তারা চলল একটি একতলা বাসার উদ্দেশ্যে। এই বাসাটিতেই আমিন চৌধুরী সকালে পা রেখেছিলেন। আজ সন্ধ্যায় সেই বাসাতেই তিনি ভাড়া করা একটি মাইক্রোভ্যান এনে রেখেছেন। চার সদস্য বাড়ির গ্যারেজে ঢুকে একনজর গাড়িটিকে দেখল। তারপর পাশে পরে থাকা গাড়ি রঙ করবার সরঞ্জামগুলো হাতে তুলে নিল। দামি ইউরেথান কার পেইন্টগুলো দিয়ে ভর্তি করা হল স্প্রে গানগুলো। পাশে পরে থাকা কাগজে আঁকা অ্যাম্বুলেন্সের ডিজাইন অনুযায়ী তারা ভ্যানটি রঙ করতে লাগল। এক ঘণ্টার মাঝেই পুরো গাড়িটি রঙ করা হয়ে গেল। গ্যারেজটি খুলে রাখা হল খোলা বাতাসে দ্রুত রঙ শুকাবার জন্য। ইউরেথান পেইন্টে

BanglaBook.org

ইউরেথান চেইনগুলো পিগমেন্টের জন্য বাইন্ডার হিসেবে কাজ করে। দ্রুত রঙ শুকিয়ে যাবার জন্য এই পেইন্টের সুনাম রয়েছে। তাই তারা এই পেইন্ট ব্যবহার করেছে। পুরোটা পেইন্ট হয়ে যাবার পর তারা ভিনেগার এবং ফিনাইল এর একটি মিশ্রণ দিয়ে গাড়ির ইন্টেরিয়র এবং এক্সটেরিয়রগুলো পালিশ করে দিল। উদ্দেশ্য, কাঁচা রঙের গন্ধ আড়াল করা।

ঠিক সাড়ে আটটায় তাদের মাঝে একজন রওনা দিল শরণার্থী শিবিরের হসপিটাল কম্পাউন্ডের উদ্দেশ্যে। সে পরে নিয়েছে সিভিলিয়ান ড্রেস। হাসপাতালে পৌঁছে সে বিশেষভাবে খোঁজ নিল নার্স আদ্রিতা রহমানের। তার কাছে নিজের পরিচয় দিতেই আদ্রিতা তটস্থ হয়ে উঠল। আদ্রিতাকে আগেই শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল আমিন চৌধুরীর লোক এসে তাকে কি বলবে। তাই মানুষটি নিজের পরিচয় দিতেই আদ্রিতার তাকে চিনতে কোনো ভুল হয়নি। আদ্রিতা রিলিজ সার্টিফিকেট নিয়ে তৈরি হয়ে বসে ছিল। কর্মরত ডাক্তারকে সে জানাল তাদের বিশেষ রুগীটির ভাই এসেছে তাকে ঢাকায় নিয়ে যাবার জন্য। ডাক্তার সার্টিফিকেটে সই করে দিতেই তারা দুজনে মিলে একটি স্ট্রেচারে করে আহত মানুষটিকে নিয়ে ব্যাক ডোর থেকে বের হল। পিছনে ছোট আঙিনার মত একটি খোলা জায়গা আছে। সেখান থেকে তারা স্ট্রেচারটি ঠেলে নিয়ে গেল ছাউনির মত গ্যারেজটিতে। গ্যারেজটি অস্থায়ী হওয়ায় সামনে পেছনে দুদিক থেকেই ঢোকার ব্যবস্থা আছে। ওরা জানল না যে, স্ট্রেচার নিয়ে বের হবার পরপরই একজন মানুষ এনজিও কর্মী সেজে হাসপাতালের প্রধান গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে।

ছদ্মবেশী এনজিও কর্মী যখন হাসপাতাল ভবনের ভেতরে ঠিক তখনই একটি অ্যাম্বুলেন্সের আবির্ভাব ঘটল। যদি সকাল হত, তবে বোঝা যেত গাড়িটির রঙ একদম কাঁচা। গাড়িটি সোজা এসে গ্যারেজের ভেতর ঢুকল। গ্যারেজের মুখটি খোলাই ছিল। অ্যাম্বুলেন্সের পেছনের দরজা ঝটপট খুলে গেল। সেখান থেকে উঁকি দিল তিনটি মুখ। তারা সবাই সশস্ত্র পোশাকে বসে আছে। যেকোনো ধরনের হামলা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত।

আহত মানুষটিকে স্ট্রেচার থেকে তুলে গাড়িটির ভেতরে ঢোকানো হল। পেছনের দুটি সিট লেভেলিং করে পুরোপুরি শুইয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানেই মানুষটিকে শোয়ানো হল। আত্মীয় সেজে আসা এক্স ফোর্স সদস্য তার সিভিলিয়ান ড্রেস খুলে ফেলে কালো রঙের পোশাক, বডি আর্মর, আর্ম গার্ড, বুট, হেলমেট এবং গগলস পরে নিল। এবার অন্যদের মত সেও তৈরি। একজন চলে গেল ড্রাইভিং সিটে। ড্যাশবোর্ড থেকে একটি সাইরেন এবং আলো বের করল। এগুলো আমিন চৌধুরী সংগ্রহ করেছেন স্থানীয় পুলিশের কাছ থেকে। তাদেরকে নিজের পরিচয় দিতেই এগুলো জোগাড় করে দিয়েছে। তারা গাড়িটি ব্যবহারের পর কোথায় ফেলে

BanglaBook.org

রেখে যাবে সেটাও তিনি তাদেরকে জানিয়ে গেছেন। গাড়ির মালিকের ক্ষতিপূরণের জন্য কি করতে হবে সেটাও বলে গেছেন। স্থানীয় থানার ওসি কে তিনি খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যেন গাড়ির মালিক ব্যাপারটা নিয়ে হৈচৈ না করে।

পুরোপুরি তৈরি হবার পর গাড়ির পেছনের দরজা বন্ধ করে তারা ইঞ্জিন চালু করল। হেডলাইট জ্বলে উঠতেই ধীরে ধীরে তারা রওনা দিল। ভেতরের মানুষগুলো চুপচাপ বসে আছে। তাদের হাতে শোভা পাচ্ছে টাইপ ৫৬ অ্যাজল্ট রাইফেল। ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা মানুষটি ওয়্যারলেসে বলে উঠল, "ফ্লেড ফ্রম ব্ল্যাকগেট, অপারেশন সাকসিড, উই আর কামিং হোম মাদার।"

গেটের সামনে গাড়ির ভেতর প্রহরায় বসে থাকা মানুষটির সামনে থেকেই চলে গেল অ্যাম্বুলেন্সটি। কিন্তু সে দ্বিতীয়বার আর সেটার দিকে ফিরে তাকাল না। সে একবারও কল্পনা করেনি, অ্যাম্বুলেন্সে করে তাদের শিকারকে তাদেরই নাকের ডগা থেকে কেউ তুলে নিয়ে যাবে।

কিন্তু মিনিট দশেক পরে যখন আদ্রিতা গ্যারেজ থেকে হালকা পায়ে বেরিয়ে এল, সেটা দেখে তার টনক নড়ল। এই নার্সকে তো সে গ্যারেজে ঢুকতে দেখেনি। আর একটু আগেই তো গ্যারেজ থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স বের হয়ে এল। মনে মনে নিজেকে একটি গাল দিল সে। পকেট থেকে ফোন বের করে মাইল তিনেক দুরে হোটেলে অবস্থিত র-এর সদস্যদের ফোন দিল সে।

হোটেলে অবস্থান করা মানুষগুলো পুরো ঘটনায় ক্ষেপে গেল। তারা কি করবে, এ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল। দিল্লীতে ফোন করল তারা।

এদিকে আদ্রিতা নিজের দায়িত্ব সেরে গ্যারেজ থেকে বের হয়ে মূল ভবনের দিকে চলল। তার স্বাভাবিক ডিউটি অনেক আগেই শেষ হয়েছে। এখন বাসায় গিয়ে ভাল করে গোসল সেরে একটা ঘুম দিতে হবে। হাসপাতাল থেকে নিজের জিনিসপত্র সংগ্রহ করে সে বেরিয়ে এল। অল্প কিছু দূরেই সে একটি বাসা ভাড়া নিয়েছে। শরণার্থীদের জন্য তৈরি করা এই হসপিটাল কম্পাউন্ডটি লোকালয়ের খুব কাছে হওয়ায় তার জন্য সুবিধা হয়েছে।

মিনিট বিশেক হেটে সে নিজের বাসার দরজায় হাজির হল। ঘড়ির দিকে তাকাল সে। দশটা দশ। এক্স ফোর্স দশটা বাজার আগেই এসে হাজির হয়েছিল। ফলে তাড়াতাড়ি কাজটি শেষ হয়েছে। ধীরে সুস্থে পার্স থেকে চাবি বের করল সে। মোচড় দিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালাল সে। কাঁধের ব্যাগটি মেঝেতে নামিয়ে রাখল। প্রচন্ড উত্তেজনা গেছে বিকেলের পর থেকে। সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য চাই হালকা গরম পানি দিয়ে একটি গোসল। আবারও নিজেকে মনে করিয়ে দিল সে। দুই রুমের বাসা। দ্বিতীয় রুমে পা রাখল সে। একটি খাট, আলনা এবং মাঝারি আকৃতির একটি আলমারি। আসবাব বলতে এই কয়টিই রয়েছে। রুমের

BanglaBook.org

আলোও জ্বালাল না সে। আলনা থেকে শরীর মোছার তোয়ালেটা হাতে তুলে নিল সে। বাথরুমের দিকে পা বাড়াল। তাড়াহুড়ার জন্য একবারও খেয়াল করল না, অন্ধকারে আলমারির পাশ থেকে একজন মানুষ নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়েছে।

বাথরুমে ঢুকে তোয়ালে স্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে রাখল ও। তারপর তাকাল আয়নার দিকে। তাকিয়েই তার বুকটা ধড়াস করে উঠল। আয়নায় সে দেখতে পেয়েছে তার ঠিক পেছনেই একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে তার মুখাবয়বটাও ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না। হাতে একটি সেমি অটোমেটিক হ্যান্ডগান।

ঐ একমুহূর্তের জন্যই লোকটিকে দেখতে পেল সে। তার পর মুহূর্তেই মনে হল মাথার পেছনে কেউ হাতুড়ির বাড়ি দিয়েছে। অজ্ঞান হয়ে বাথরুমের মেঝেতে পরে গেল সে। সাথে সাথে ঘরের ভেতর ঢুকল আরও কয়েকজন মানুষ। পরে থাকা মেয়েটার দিকে তাকাল তারা। দেখে মনে হচ্ছে না সে ডিজিএফআই-এর লোক। তবুও দিল্লী থেকে আদেশ আছে মেয়েটাকে ধরে আনতে হবে। হয়তো সে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারবে। একজন এগিয়ে এল দড়ি, ডাক্ট টেপ এবং বড় একটি চটের বস্তা নিয়ে।

ঠিক তখনই সেখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটি খোলা মাঠ থেকে একটি হেলিকপ্টার রওনা দিল রাজধানীর উদ্দেশ্যে। ভেতরে ছিল দুজন পাইলট, ডিজিএফআই-এর একজন ডিরেক্টর, চারজন কমান্ডো সদস্য এবং একজন আহত মানুষ। তারা নিজেদের সাফল্যের ব্যাপারে কথা বলছিল। তারা জানত না তাদের মিশনের কারণে একজন মানুষ কতটা বিপদে পরে গেছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ২২

ইসলামাবাদ, পাকিস্তান
২২ জানুয়ারি, ২০১০

শাফাতের সন্ধানী চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে নাহার প্লাজার মূল ভবনটি। আরও কয়েক কদম সামনে এগোল সে। ঐতো।

শাফাত হাঁটছে নর্থ সেন্ট্রাল ইসলামাবাদের ব্যস্ত রাস্তা ধরে। কেবল সকালে এসে পৌঁছেছে সে। এসেই কাজে নেমে গেছে। খুঁজে খুঁজে আব্বাস মার্কেটের সামনে এসেছে। নাহার প্লাজাটি এর ঠিক পাশেই অবস্থিত। নাহার প্লাজার সামনে দাঁড়িয়ে এক ঝলক দেখে নিল দালানটিকে। আটতলা ভবনটি আশেপাশের দালানগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ভেতরে প্রবেশ করল সে। বাম পাশে লিফট দেখা যাচ্ছে। লিফটে চড়ে বসল সে। উদ্দেশ্য ছয় তলা।

লিফটে কেউ নেই। একা দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তার গতদিনের কথা মনে পরল। আমিন চৌধুরী তাকে বান্দরবানে যাওয়ার জন্য মেসেজ দিল। বান্দরবানের কথা শুনেই প্রথমে তার যার কথা মনে পরল সে হল আদ্রিতা। মেয়েটি তার সাথে আফগানিস্তান থেকে ফিরে আসে ২০০৭ সালেই। ঢাকায় নিজের বাসায় কিছুদিন অবসর সময় কাটায় সে। শাফাত সুযোগ পেলেই তার সাথে দেখা করত। দুজনে মিলে ঘুরে বেড়াত ঢাকার রাস্তায়। শাফাতের খুব প্রিয় কিছু সময় ছিল সেগুলো। মাঝখানে হঠাৎ করেই শাফাত খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কাজের চাপে আদ্রিতার সাথে ঠিকমত দেখা করতে পারছিল না। আদ্রিতার হঠাৎ করেই নিজেকে নতুন করে নিঃসঙ্গ মনে হতে থাকে। মূলত শাফাতের সঙ্গে দেখা হবার পরেই সে সেবিকার কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে আসে। সে বুঝতে পারে তার শূণ্য জীবনে কিসের অভাব তার কাছে কাঁটার মত বিঁধত। শাফাতের সাথে পরিচয় হবার পর তার সেই শূণ্যতা পূরণ হয়। কিন্তু সেটা তারা যখন আফগানিস্তানে ছিল তখনকার কথা। শাফাত আফগানিস্তানে নিজের দায়িত্ব শেষ করে আদ্রিতাকে তার সাথে বাংলাদেশে ফিরে আসার প্রস্তাব দিলে সেও রাজি হয়ে যায়। বাংলাদেশে শাফাতের সাথে দিনগুলি ভালই কাটছিল। কিন্তু মাঝে মাঝেই শাফাতের জরুরি তলব আসত। কখনও কখনও সপ্তাহের পর সপ্তাহ তার কোনো খোঁজ আসত না। সে উপলব্ধি করতে পারল শাফাত আর দশটা সাধারণ মানুষের মত নয়। মাঝে মাঝে সে চিন্তা

BanglaBook.org

করত শাফাত আসলেই তাকে ভালবাসে কিনা। নাকি তার সঙ্গই শুধুমাত্র শাফাতের কাম্য? এর বেশি কিছু নয়। শাফাত নিজেও তার প্রেমিকার মনোভাব বুঝতে পারত। সে তাকে আশ্বস্ত করত। সে বলত, একদিন সময় আসবে যখন তারা এই সময়গুলো পেছনে ফেলে আসবে। থাকবে শুধু তারা দুজন আর মহাকাল। কিন্তু শাফাতের দীর্ঘ অনুপস্থিতিগুলো আদ্রিতার নিঃসঙ্গতাকে পুণরায় চাঙা করে তুলল। অবশেষে আদ্রিতা সিদ্ধান্ত নিল সে আবার ফিরে যাবে সেবিকার কাজে। অসুস্থ, অসহায় মানুষগুলোর মাঝে। শাফাত তাকে বাঁধা দেয় নি। হাসিমুখেই সম্মতি দিয়েছিল। সে বুঝতে পারত আদ্রিতার সমস্যাগুলো।

আমিন চৌধুরী যখন শাফাতকে বান্দরবানে ডেকে পাঠাল তখনই শাফাতের মনে হল আদ্রিতার কিছু হয়নিতো? বান্দরবানে পৌঁছে আমিন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে সে। আমিন চৌধুরী তাকে এমন একটি কাজে পাকিস্তানে যেতে বলে যা তাকে শুধু অবাকই করে নি, কিছুটা সন্দেহও জাগিয়ে তোলে। পাকিস্তানে যাবার আগে শাফাত ফোন করে আদ্রিতাকে। তাকে জিজ্ঞেস করে কোনো গোয়েন্দা সংস্থা থেকে কেউ তার সাথে দেখা করতে এসেছিল কিনা। আদ্রিতা জানায় কেউ তার সাথে দেখা করতে আসেনি। শাফাতের সন্দেহের মাত্রা কিছুটা কমলেও তা পুরোপুরি যায়নি। তবুও...

আইএসআই-এর কিছু ক্লাসিফাইড নথিপত্র পয়সার বিনিময়ে কোনো এক ব্যক্তি আমিন চৌধুরীর কাছে দিয়ে দিচ্ছে? ইসলামাবাদের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? এটা কি একটি সস্তা সিনেমার গল্পের মত নয়?

কিন্তু শাফাত কোনো প্রশ্ন না করে কাজ করতে শিখেছে। একবারের জন্যও আমিনকে সে কোনো প্রশ্ন করেনি। তার সন্দেহের কথা প্রকাশ করেনি। তাই এখন সে হেটে চলেছে ছয়তলার করিডর মাড়িয়ে। দুপাশে অনেকগুলো দরজা। নাহার প্লাজাকে মূলতঃ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান তাদের হেড অফিস হিসেবে ব্যবহার করে। একাধারে নামগুলো পড়ে চলেছে শাফাত। আলতাফ টেকস, রেড ভিশন নেটওয়ার্ক লিমিটেড, সাইবারনেট এন্ড কোং। আরেকটু সামনে এগোতেই কাঙ্খিত দরজাটি খুঁজে পেলো সে।

কাঠের দরজা সামান্য খোলা ছিল। সেটায় একবার হালকা টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকল শাফাত। অলনেট নামের এই সাইবার অ্যাডভাইজরি প্রতিষ্ঠানটির একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান এটি। ভেতরে একটি মাঝারি আকৃতির রুম দেখা গেল যার একপাশে একটি অভ্যর্থনা ডেস্ক। তার বিপরীতে দুটি চেয়ার এবং তারও পেছনে একটি সাদা সোফা সেট। সাদা রং অবশ্য এখন আর সাদা নেই। কেমন হলদেটে হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

বোঝাই যায় এগুলো পরিষ্কারের কোনো বালাই নেই। অবশ্য এমনটিই হবার কথা। এরা কম্পিউটারের জগতের মানুষ। এরা দিনের পর দিন নাওয়া খাওয়া ভুলেও থাকতে পারে।

অলনেট সাইবার অ্যাডভাইজর নামের কোম্পানিটির এই অঙ্গ প্রতিষ্ঠানটি পাকিস্তানের আন্ডারগ্রাউন্ড হ্যাকারদের কাছে সুপরিচিত। তারা এটাকে জানে "ফিউজ লেজ' হিসেবে। অর্থাৎ অলনেটের ফিউজ লেজ হিসেবে এটা কাজ করে। এখানে বেছে বেছে পাকিস্তানের সেরা কিছু হ্যাকারদের কাজে লাগানো হয়। তাদেরকে দিয়ে করানো হয় বেআইনী কিছু কাজ যার জন্য পাকিস্তানের আইন তাদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তারা রয়ে গেছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কারণ গোপনে এদেরকেই রক্ষা করে যাচ্ছে পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলো। নিজেদের প্রয়োজনে তাদেরকে কাজে লাগাচ্ছে তারা, বিনিময়ে তাদেরকে দিচ্ছে নিরাপত্তা। তাই পুলিশ প্রশাসনের গোয়েন্দা বিভাগ হাজার চেষ্টা করেও এ ব্যাপারে কিছু করতে পারছেনা। শাফাত একবার তাদের ব্যাপারে শুনেছিল। যখন তারা ভারতের ব্যুরো অফ ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন অথবা বিসিআই-এর প্রধান সার্ভার-এ প্রবেশ করেছিল। অলনেট-এর সিইও ফিরোজ আকমাল অবশ্য এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। ঘটনাটি গুজবের মতই অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পরলেও পরে হঠাৎ করেই তা বাতাসে মিলিয়ে যায়। কিন্তু শাফাত জানে এ ধরনের ব্যাপারগুলো কতটা বাস্তবসম্মত। এইসব হ্যাকার যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সার্ভার-এ ঢুকে মূল্যবান তথ্য লোপাট করে দেয়, তখন বুঝতে হবে তারা মোটা অর্থের বিনিময়ে এসব করছে। কখনও কখনও গোপন তথ্য বের করে এনে তারা সেগুলো নিলামে ওঠায় প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে। বিখ্যাত কিছু সংবাদ মাধ্যম আর ওয়েবসাইট তাদের কাছ থেকে এসব তথ্য এবং খবর কিনে নেয় মোটা দামে। আর সে কারণেই শাফাত এখন এখানে। অন্তত তাই মনে হচ্ছে।

শাফাত ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল। একজন মানুষ অলস ভঙ্গিতে বসে আছে। হাতে দি ডন পত্রিকার একটি সংখ্যা।

"আসসালামু আলাইকুম।" শাফাত লোকটির উদ্দেশ্যে বলে উঠল। লোকটি পত্রিকা নামিয়ে শাফাতের দিকে তাকাল। সালামের জবাব দিয়ে বলল, "আপনার জন্য কি করতে পারি?" উর্দুতে বলে উঠলো সে।

"আমি জনাব ওয়াহাবের সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছি।" শাফাতও উর্দুতে জবাব দিল।

BanglaBook.org

"ওনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে?"

"হ্যা।"

"কি নাম?"

"আজাদ। আজাদ রাইহান।"

লোকটা ধীরভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। শাফাতকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, "দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। আমি ওনাকে খবর দিচ্ছি।" শাফাত চেয়ারে বসতেই লোকটা ডেস্ক থেকে বের হয়ে পাশের একটা দরজা ঠেলে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। শাফাতকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরেই মানুষটি তাকে ডেকে ভেতরে নিয়ে গেল।

ভেতরের ছোট্ট একটি করিডর পেরিয়েই আরেকটি রুম। এটা আগের রুমটির প্রায় দ্বিগুণ। ভেতরে অসংখ্য যন্ত্রপাতি আর তার দিয়ে ভর্তি হয়ে আছে। শাফাতকে ঢুকিয়ে দিয়েই লোকটি আবার চলে গেল। ভেতরে এখন শাফাত ছাড়া আর মাত্র দুটি প্রাণি আছে। যাদের একজন একটি কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। দৃষ্টি পুরোপুরি কম্পিউটারের মনিটরে নিবদ্ধ। অপর মানুষটি শাফাতকে দেখে অভ্যর্থনা জানাল। "আসসালামু আলাইকুম। আপনি নিশ্চয়ই আজাদ রাইহান?"

"ওয়া আলাইকুম আসসালাম।"

"আমিই ওয়াহাব। দয়া করে পা সামলে আসুন। নিচে তারের ছড়াছড়ি তো।"

শাফাত মানুষটির সামনে পৌঁছলে দুজনে করমর্দন করল। "আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আপনার জন্য প্যাকেজ রেডি করা আছে।"

"শুকরিয়া।" উর্দু রীতিতেই শাফাত কথা বলছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চারপাশ দেখছে সে। কেউ যদি মনে করে এখানে বসেই সাইবার ক্রাইম সংঘটিত হয় তবে ভুল করবে, এটা শুধুমাত্রই একটা ওয়ার্ক স্টেশন।

শাফাতের হাতে একটি বড় হলুদ রঙের খাম ধরিয়ে দেয়া হল। শাফাত সেটা হাতে নিয়ে আন্দাজ করল কি হতে পারে। তার মনোভাব বুঝতে পেরে ওয়াহাব বলে উঠলেন, "ব্লু রে ডিস্ক। এর পাসওয়ার্ডটি আমি আমার কন্ট্যাক্টকে জানিয়ে দেব যখন...," হাত দিয়ে ইঙ্গিতে টাকার কথা বুঝিয়ে দিলেন। শাফাত হাসল। খামের মুখটি খোলা। ভেতরে হাত দিয়ে ব্লু রে ডিস্কটি বের করে আনল। আর দশটা সাধারণ ডিস্কের মতই। "আমি কি এখানে চালিয়ে দেখতে পারি?" শাফাত প্রশ্ন করল।

"পাসওয়ার্ড ছাড়া ভেতরের তথ্য বের করতে পারবেন না।" ওয়াহাব বলে উঠলেন।

BanglaBook.org

"আমি এতদূর থেকে এসেছি কোনো ব্ল্যাংক ডিস্ক নিয়ে যাবার জন্য নয়।" শাফাত বলে উঠল। "আমেরিকান সার্ভারের কোনো মেইলিং সিস্টেম থেকে এই ফাইলগুলো যদি মেইল করা নিরাপদ হত তবে নিশ্চয়ই ব্ল্যাংক ডিস্কের এই সংশয়টা থাকত না।"

"আপনি কিভাবে বুঝবেন আপনাকে আসল জিনিস ধরিয়ে দেয়া হয়েছে?"

"আমাকে কোনো কাঁচা কাজ করতে পাঠানো হয় নি। আমি জানি আমাকে কি খুঁজতে হবে।"

কিছু একটা ভাবলেন ওয়াহাব। শেষ পর্যন্ত বললেন, "বেশ। এখানে আসুন।"

একটি খালি কম্পিউটারের সামনে বসল শাফাত। ডিস্কটি ভেতরে ঢুকাতেই ডিস্ক ড্রাইভটি ঘুরতে শুরু করল। শাফাত মনিটরের দিকে তাকিয়ে আপনমনেই ভাবল হয়তো আমিন চৌধুরী তাকে ঠিক স্থানেই পাঠিয়েছে।

ব্লু রে টি চালু হতেই শাফাত কি-বোর্ডে হাত চালাল। আমিন চৌধুরী তাকে যা বলে দিয়েছেন সেই তথ্যগুলো আছে কিনা সেটাই খুঁজে দেখা হচ্ছে। সন্তুষ্ট হয়ে শাফাত যখন ডিস্কটি বের করে আনল তার কাছে মনে হল ওয়াহাব কিছুটা স্বস্তি পেল। চারপাশে তাকাতে তাকাতে ডিস্কটি সে আবার খাপের ভেতর পুরতে লাগল। হঠাৎ সামনে রাখা একটি প্রিন্টার দেখে তার কিছু একটা মনে হল। ওয়াহাবের দিকে না তাকিয়েই সে বলে উঠল, "ফিউজ লেজ কদিন আগে হিউলেট-প্যাকার্ডের ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল সার্ভারে হ্যাক করেছিল। এটা কি আপনাদের এখান থেকেই হয়েছিল?" ওয়াহাবের ইতস্তত ভাব দেখে শাফাত আবার বলল, "আমি শুধু কৌতুহল থেকেই জানতে চাইছি।"

"না। আমাদের এই ওয়ার্ক স্টেশনে এইচপি-র সার্ভার হ্যাক হয়নি।" ওয়াহাব উত্তর দিলেন।

"তাহলে বোধহয় অন্য কোনো টেম্পোরারি বেজ থেকে হয়েছিল।"

"হ্যা।"

মাথা নাড়ল শাফাত। তার কাজ শেষ। ওয়াহাবের সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে এল সে। রাস্তায় নামতেই তার সন্ধানী চোখ একটি সাইবার ক্যাফে খুঁজতে লাগল। কয়েকজন যুবককে জিজ্ঞেস করতেই তারা দেখিয়ে দিল। সাইবার ক্যাফে দুপুরবেলায় ফাঁকা ছিল। একটি কম্পিউটারের সামনে বসে পরল ও। তার সন্দেহের অবসান ঘটেছে। সে শুধু নিশ্চিত হতে চায়। অলনেটের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ঢুকল ও।

একটু পরেই বের হয়ে আসল সে। হাতের খামটার দিকে তাকাল সে। সে

BanglaBook.org

এখন নিশ্চিত এটা আসলেই একটি ব্ল্যাংক ডিস্ক। এর ভেতরে কোনো তথ্য নেই।

আব্বাস মার্কেটের সামনে এসে সে দাঁড়িয়ে পরল। রাস্তার ওপারেই ইংরেজী ভাষায় বিখ্যাত কোম্পানি এইচপি'র কিছু কম্পিউটার সামগ্রীর ইস্তেহার টানানো আছে। এইচপি হল এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় কোম্পানি যাদের এফটিপি সার্ভার হ্যাক করা হয়েছে। এর আগে এত বড় কোনো কোম্পানির সার্ভার হ্যাক করা হয়নি। শাফাতের কাছে এটা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নয়। তার কাছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল এই হ্যাকিং ফিউজ লেজ করেনি। বরং করেছে একজন ফ্রিল্যান্স আন্ডারগ্রাউন্ড হ্যাকার। যার হ্যাকার নেম হল হেক্সকোডার। ওয়াহাব নামের মানুষটি তাকে ভুল তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন হ্যাকিংটি ফিউজ লেজ করেছে। তিনি আদৌ জানতেন না এইচপি'র সার্ভার আসলে কে হ্যাক করেছে। তার কথায় সন্দেহ হওয়ায় শাফাত অলনেটের ওয়েবসাইটে তাদের ওয়ার্ক স্টেশনগুলো এবং সার্ভিস সেন্টারগুলোর খোঁজ নিয়েছে। ইসলামাবাদে তাদের মাত্র দুটি সার্ভিস সেন্টার আছে। একটি খায়াবান সুহরাওয়ার্দিতে ইউএস অ্যাম্বেসির কাছেই। অপরটি ফাতিমা জিন্নাহ পার্কের পশ্চিমে টেনথ অ্যাভেনিউতে। কিন্তু নাহার প্লাজায় তাদের কোনো ওয়ার্ক স্টেশন নেই।

আসলে নাহার প্লাজার ওই অফিসটি সম্পূর্ণ ভুয়া। শাফাতের হঠাৎ করে ভয় ধরে গেল। ওটা নিশ্চয়ই ডিজিএফআই-এর কোনো একটি ঘাঁটি। অবশ্যই। এটা ছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা নেই। শাফাতের সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে উঠল। সে তার ফোন বের করে বাংলাদেশের একটি সেলফোনে কল করল, আদ্রিতার নম্বরে। কিন্তু একটি যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বাঁধা দিয়ে বলে উঠল, ওপাশের ফোনটি বন্ধ। শাফাত ফোন পকেটে রেখে দিল। তাকে বান্দরবানে ডেকেও কেন একটি ভুয়া কাজের নাম করে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে তা এখন পানির মত পরিস্কার।

তার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে।

আদ্রিতার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। **কেন? কিভাবে?**

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

ফেব্রুয়ারি, ২০১০

এমন কিছু সময় মানুষের জীবনে আসে যখন তার চেনা পথ এবং নিয়মকে ঠেলে নিজের গড়া নিয়ম এবং সিদ্ধান্ত কে মেনে নিতে হয়। বিশেষ করে সেই সময়গুলোতে, যখন তার প্রিয় মানুষটি অন্ধকার, অচেনা কোনো ঘরে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে থাকে। নিয়ম ভাঙা সবসময় অনিয়ম নয়। কখনও কখনও নতুন নিয়মের আবির্ভাবও বটে। বাংলাদেশের সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট হিসেবে শাফাত রায়হান প্রায় দশটি বছর পার করেছে। এই দশ বছরে নিজের অথবা দেশের স্বার্থে বহু মানুষকে সে পেছনে ফেলে এসেছে। কার্য উদ্ধারের জন্য কত মানুষকে সে ব্যবহার করেছে। আজ সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে নিয়মের বেড়াজালে এতদিন কি করেছে। এই মুহূর্তে সে আর কোনো কিছু চিন্তা করছে না। তার মাথায় শুধুই আদ্রিতার চিন্তা। নিয়ম ভাঙার চিন্তা।

ইসলামাবাদ থেকে ফিরে এসে সে আমিন চৌধুরীকে ব্লু রে ডিস্কটি পোস্ট করে দেয়। তারপর সরাসরি চলে যায় বান্দরবানে। আদ্রিতার ফ্ল্যাটে গিয়ে খোঁজ নেয়। বাসার বাড়িওয়ালা জানায় আদ্রিতা গত তিন সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ। থানায় এ ব্যাপারে ডায়েরী করা আছে। শাফাত প্রথমে চিন্তা করল ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখার। কিন্তু সাথে সাথেই এই চিন্তা নাকচ করে দিল। কারণ পুলিশ এসে নিশ্চয়ই সব ধরনের তথ্য-প্রমাণাদি নিজেদের কাছে নিয়ে গেছে।

শাফাত গেল নাইক্ষ্যংছড়ির শরণার্থী শিবিরে। সে জানত আদ্রিতা হসপিটাল ওয়ার্ডে কর্মরত ছিল। সে স্টাফ অফিসে গিয়ে বিশেষ একজন মানুষের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। কিন্তু তাকে বলা হল সেই মানুষটি এখন তার ডিউটিতে ব্যস্ত। তাকে কোনোভাবেই ডেকে আনা সম্ভব নয়। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে এল। সে অবশ্য হসপিটাল কম্পাউন্ড ছেড়ে গেল না। বরং গেটের বাইরে একটি গাছের গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সে জানত না এক সপ্তাহ আগে আরও একজন মানুষ ঠিক একইভাবে এখানে অপেক্ষা করছিল।

দুপুরের খাবারের সময় হলে তিনচার জন নার্স একত্রে বেরিয়ে এল। শাফাত তাদের মাঝে একজনকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। তারা কাছে আসতেই শাফাত হালকা স্বরে একটি নাম ধরে ডেকে উঠল, "ইরা?"

নার্সদের মাঝে একজন মুখ তুলে তাকাল, "আপনি কে?" তার কণ্ঠে বিস্ময়।

BanglaBook.org

"আমার নাম শাফাত," সে বলল, "আদ্রিতা তোমার নাম আমাকে বলেছিল। আশা করি, আমার নামটাও তোমাকে বলেছে।"

কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টিতে শাফাতের দিকে তাকিয়ে থাকল ইরা। তারপর বলে উঠল, "হ্যা। চিনতে পেরেছি।"

* * *

ইরা সেদিনের লাঞ্চ শাফাতের সঙ্গে করেছিল। শাফাত তার কাছ থেকে জানতে পারল আদ্রিতা জানুয়ারির ২১ তারিখের পর থেকে আর কাজে আসেনি। প্রথমে তারা ভেবেছিল যে, আদ্রিতা হয়তো অসুস্থ হয়ে পরেছে অথবা কোনো কারণে ঢাকায় ফিরে গিয়েছে। কিন্তু তার খোঁজ নেওয়ার জন্য বাসায় গিয়ে দেখা যায় তার বাসায় সব জিনিসপত্র রয়ে গেছে। এ থেকে তারা বুঝে নেয় যে আদ্রিতা ঢাকায় যায় নি। ঢাকায় তার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করা যায় নি। কারণ তার কোনো আত্মীয় স্বজনের ফোন নম্বর বা ঠিকানা তাদের কারও জানা নেই। পরবর্তীতে পুলিশকে খবর দেয়া হলে তারা এসে নামকাওয়াস্তে একটি তদন্ত চালায়। যার ফলাফল শূণ্য।

শাফাত জানতে চাইল আদ্রিতার সেল ফোন এবং হ্যান্ডব্যাগ পাওয়া গেছে কিনা। এ ব্যাপারে ইরা কিছু বলতে পারল না। শাফাত জানত এই প্রশ্নের জবাব তার জন্য খুব জরুরি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আদ্রিতার অন্তর্ধানের পেছনে দুটি সম্ভাবনা থাকতে পারে। প্রথমত সে কোনো কারণে ভয় পেয়ে পালিয়েছে। অথবা সে কারও হাতে ধরা পরেছে। তার কাছে দ্বিতীয়টিই যুক্তিযুক্ত মনে হল। সে ইরার কাছে জানতে চাইল, জানুয়ারির ২১ তারিখ তাদের হাসপাতালে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে কিনা। জবাবে ইরা জানাল, তার চোখে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ধরা পরেনি। তবে কি মনে করে সে শাফাতকে জানাল যে, ২০ তারিখ একজন মানুষ আহত অবস্থায় তাদের হাসপাতালে এসে হাজির হয়। তার বাম পায়ে গুলির আঘাত ছিল। ২১ তারিখ তাকে নিয়ে যাবার জন্য তার একজন আত্মীয় আসে। আদ্রিতা নিজে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেয়। অ্যাম্বুলেন্স তাদের নিজস্ব নয়। সেটা ছিল ভাড়া করা। কোনো কারণে আদ্রিতা নিজে ঐ মানুষটিকে রিলিজ করার দায়িত্ব নিয়েছিল। ইরার কাছ থেকে মানুষটির চেহারার বর্ণনা নিল শাফাত। তার আর কিছু জানবার প্রয়োজন নেই। ইরা নামের নার্সটিকে বিদায় জানিয়ে চলে এল সে।

ইরা হাসপাতালে ফিরে আসতেই একজন মধ্যবয়সী ডাক্তার তাকে শাফাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। সেই ডাক্তারটি আর কেউ নয়। অনিন্দিতা চাকমা। শাফাতকে সে ইরার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে।

BanglaBook.org

পরের দুটো দিন ছোট শহরটির বিভিন্ন ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ঢুঁ মারল শাফাত। সেখানে সে এমন একজন মানুষের কথা জানতে চাইল যার বামপায়ে একটি বড়সড় আঘাত ছিল। কিন্তু এই খোঁজাখুঁজিতে কোনো লাভ হল না। শাফাত বুঝতে পেরেছিল যে, আঘাতপ্রাপ্ত মানুষটি হয়তো ডিজিএফআই-এর কেউ। তাকে কৌশলে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তার শুধু জানতে হবে কাদের কাছ থেকে সেই মানুষটিকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তাদের হাতেই এখন আদ্রিতা বন্দী। শাফাত তার হেডকোয়ার্টার অথবা আমিন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছিল না। অথচ তাদের সঙ্গে কথা না বললে সে জানতে পারছে না ঘটনাটা কি। তাই সে অন্য পরিকল্পনা করল।

ডিজিএফআই-এর প্রতিটি অ্যাসেটকে সাহায্যের জন্য পুরো বাংলাদেশ জুড়ে রয়েছে অসংখ্য সেফ হাউজ। এইসব সেফ হাউজ বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। বেশিরভাগ সেফ হাউজে থাকে একটি উন্নত আরএলপি বা রেডিও লিঙ্ক প্রোটোকল। এইসব আরএলপির জন্য প্রতিটি এলাকায় থাকে সেলুলার নেটওয়ার্ক। আর এসব নেটওয়ার্কের জন্য থাকে ফিক্সড সেল সাইট অথবা বেজ স্টেশন। ডিজিএফআই-এর জন্য এই সেলুলার নেটওয়ার্কে ব্যবহার করা হয় ফোরজি বা ফোর্থ জেনারেশন সেলুলার নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ড। এই ওয়্যারলেস সিস্টেম ব্যবহার করে প্রতিটি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ইন্টারসেপ্ট করা হয়, ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কগুলো ট্যাপ করা হয় এবং কখনো কখনো অপারেশনাল বেজ হিসেবে রেডিও স্টেশনটি ব্যবহার হয়ে থাকে। এখান থেকেই গুরুত্বপূর্ণ আদেশ এবং নির্দেশনাগুলো পাঠানো হয় একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে।

প্রতিটি অ্যাসেটের কাছে এই সেফ হাউজগুলোর ঠিকানা বা অবস্থান দেয়া থাকে। এই সুবিধাটুকু ব্যবহার করেই শাফাত নাইক্ষ্যংছড়ির সেফ হাউজে এসে হাজির হল। সেখানে কর্মরত মানুষটিকে নিজের পরিচয় দিয়ে সে জানাল এখানে সে কিছুক্ষণ কাজ করবে। কর্মরত মানুষটির র‍্যাঙ্ক স্বাভাবিকভাবেই শাফাতের চেয়ে অনেক নিচে। তাই কোনো প্রশ্ন না করে সে শাফাতকে সাহায্য করে গেল।

সেফ হাউজের সেলুলার নেটওয়ার্কটি একটি সুপার কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত। এর চার টেরাবাইট হার্ডডিস্কটিতে প্রতিদিনের সকল সংলাপগুলো রেকর্ড করে রাখা হয়। সংলাপগুলোতে তারিখ এবং সময় দিয়ে রাখা হয়। তাই ২০ এবং ২১ তারিখের সংলাপগুলো খুঁজে পেতে শাফাতের তেমন সমস্যা হল না। সবগুলো রেকর্ড নিজের ল্যাপটপে ট্রান্সফার করে সেফ হাউজ থেকে বিদায় নিল সে। একটি হোটেলে সিঙ্গেল রুম ভাড়া নিয়ে সে পুরোটা দিন কাটিয়ে দিল রেকর্ডগুলো শুনে শুনে। শেষ পর্যন্ত তার কষ্টের সুফল মিলল যখন সে শুনতে পেল বাক্যটি অপারেশন ব্ল্যাকগেট। শাফাতের কাছে পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

BanglaBook.org

তাহলে এর পেছনে র-এর হাত রয়েছে।

শাফাত পরের দুটো দিন প্রস্তুতি নিল বার্মায় প্রবেশের। তাকে জানতে হবে, র-এর ডিটেনশন ক্যাম্পটি কোথায় অবস্থিত। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে আদ্রিতাকে তাড়াহুড়োর মাঝে তুলে নেয়া হয়েছে। কারণ, র কোনোভাবে বুঝতে পেরেছে পলাতক সেই এজেন্টের অন্তর্ধানের পেছনে তার কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা আছে। যখন তারা বুঝতে পারবে যে, আসলে আদ্রিতা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না, বরং তাকে শুধুমাত্র খেলার গুটির মত ব্যবহার করা হয়েছে, তখন তাকে রাখার মত স্থান একটিই আছে। তাদের ডিটেনশন ক্যাম্প। এজন্যই তাকে বার্মায় যেতে হবে। বান্দরবানে বসে সে কখনও এই ডিটেনশন ক্যাম্পের ঠিকানা খুঁজে পাবে না। সে ইচ্ছে করলেই নিজের হেডকোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে সেখানকার তথ্যাদি হেটে ঠিকানা বের করে নিতে পারত। কিন্তু তা সে করল না। ঠিক দুদিন পর শাফাত এসে হাজির হল বার্মার পাংরাঙ গ্রামে। ভারত সীমান্তবর্তী এলাকার এই অঞ্চলটি পাহাড় এবং শস্যল ভূমিতে ছেয়ে আছে। ছোটো ছোটো লোকালয় গুলো যেন মাঝে মাঝেই মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক এমন একটি লোকালয়ে শাফাত তার পা রাখল। খুঁজে খুঁজে একটি পানশালায় এল। গ্রামের মানুষগুলো দুপুরের কাজ শেষে এখানে এসে দুদন্ড জিরিয়ে নিচ্ছে। শাফাত তাদের মাঝে এমন একজনকে খুঁজে বের করতে চাইল যে গ্রাম্য চাষা নয়, বরং এমন কেউ যে তার কিছুটা সময় ব্যয় করবে টাকার বিনিময়ে। তার ভাঙা ভাঙা বার্মিজ শুনেই তার কাঙ্খিত মানুষটি এগিয়ে এল। অন্য রাখিনদের মত মাথায় গোলাপি রঙের কাপড়, বা পড়নে লুঙ্গি জড়ানো নয়। সাধারণত এই কাপড়গুলো বার্মার মানুষদের সংস্কৃতির একটি অংশ। লোকটিকে দেখে বোঝা যায় সে গ্রাম্য হলেও এসব সংস্কৃতির থোড়াই কেয়ার করে সে।

শাফাতের সঙ্গে তার কথা হল বার্মিজ এবং ইংরেজির সংমিশ্রণে। শাফাত তাকে জানাল সে এমন একজন মানুষকে খুঁজছে যে কিছুদিন আগে ভারতীয়দের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে। তাকে বর্ডার থেকে তুলে নেয়া হয়েছিল। নিজেকে সে বাংলাদেশের একজন নাগরিক বলে পরিচয় দিল। প্রমাণ হিসেবে সে একটি ভুয়া আইডি কার্ড দেখালো। সে জানে এই লোক কখনোই এই আইডির ব্যাপারে খোঁজ নেবে না। লোকটির সাথে তার দরদাম হল। লোকটি তাকে জানাল যে, যার কথা সে বলছে, তার কাছে যাওয়াটা বিপজ্জনক। কারণ, গ্রামের সকলেই তাকে কিছুটা সমীহ করে চলে। এর বেশি কিছু শাফাতকে সে জানাল না। শেষ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে তাদের ভেতর চুক্তি হল।

তারা নিজেদের পানীয় শেষ করে পানশালা থেকে বেরিয়ে এল। শাফাতের গাইড তাকে নিয়ে এগিয়ে গেল একটি মেঠোপথ ধরে। বার্মার গ্রামীণ জীবনগুলোর

BanglaBook.org

মাঝ দিয়ে তারা পথ করে এগোতে লাগল। কয়েকবার পথ পরিবর্তন করে তারা একটি পাহাড়ি রাস্তায় এল। রাস্তা ধরে মাইল খানেক এগোতেই কয়েকটি বাড়ি দেখা গেল। বাড়িগুলো এমন স্থানে যে, সেখান থেকে নিম্নভূমিতে অবস্থিত ছোট গ্রামটির প্রায় পুরোটাই নজরে আসে।

তারা দুজন প্রথম বাড়িটির সামনে দাঁড়িয়ে পরল। শাফাতের গাইড দরজায় টোকা দিল। ভেতর থেকে কেউ একজন বলে উঠল, "কে?"

উত্তরে গাইড বার্মিজ ভাষায় কিছু একটা বলল। শাফাত বুঝতে পারল তার গাইড নিজেদের পরিচয় দিয়েছে। একটু পরেই দরজা খুলে গেল। তারা ভেতরে প্রবেশ করল। ভেতরে চারজন মানুষ। তিনজন বসে আছে একটি টেবিল ঘিরে। আরও একটি চেয়ার ফাঁকা। টেবিলের দিকে তাকিয়ে শাফাত বুঝতে পারল তারা তাস পিটাচ্ছে। শাফাতের গাইড ভেতরের মানুষগুলোর সাথে কয়েকবার বাক্য বিনিময় করল। তাদের কথা শেষ হলে সে শাফাতকে জানাল, এখানে সেই মানুষটি আছে যে প্রায় দুই মাস আগে বর্ডার থেকে পালিয়ে এসেছে। তাকে সবাই রোমিও নামে চেনে। কিন্তু অচেনা একজন মানুষকে তার কাছে নিয়ে যেতে চাচ্ছে না ওরা। শাফাত জানাল সে এ ব্যাপারে আরও টাকা খরচ করতে রাজি আছে। সে কথা দিল সে কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে জড়িত নয়। সে এটার প্রমাণও দিতে পারবে। গাইড আবার তাদের সাথে কথা বলল। অবশেষে যে লোকটি দরজা খুলে দিয়েছিল, সে লোকটি তাদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ইঙ্গিতে শাফাতকে জানিয়ে দিল যে, কোনো কিছু এদিক সেদিক হলেই তাকে কতল করা হবে।

তারা দ্বিতীয় ঘরটিতে প্রবেশ করল। এই ঘরটি আগেরটির চেয়ে অনেক বড়। বাইরের রুমটিতে একটি টেবিল এবং একটি খাট ছাড়া আর কিছু নেই। তবে একটি কাঠের ফোল্ডিং চেয়ার এক কোনায় দাঁড় করিয়ে রাখা আছে। দেখে মনে হয় ভাঙা। একটিমাত্র জানালা দিয়ে কিছুটা আলো ঢুকছে। আরও একটি জানালা ছিল। সেটা তক্তা এবং পেরেক দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে। শাফাতের মনে একটি ক্ষীণ সন্দেহ হল এই ঘরটি কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়। সামনের পর্দা সরিয়ে দ্বিতীয় ঘরটিতে ঢুকতেই তার সন্দেহ ঠিক বলে প্রমাণিত হল। অপর দুজনের সাথে রুমটিতে প্রবেশ করে সে চারপাশে তাকাল। এখানে অনেকগুলো বড়সড় চৌবাচ্চার মধ্যে মাটি ঢেলে কিছু গাছের চারা লাগানো হয়েছে। গাছগুলো দেখেই শাফাত চিনতে পারল।

এখানে গাজার চাষ করা হয়। গাছগুলো দেখে অনুমান করল, এখানে কয়েক লক্ষ ডলারের পাতা আছে। এজন্যই তাদের এত সাবধানতা। রোমিও নামের মানুষটি কি কারণে ভারতে ধরা পরেছিল এখন কিছুটা বুঝতে পারছে শাফাত।

শাফাতকে দেখে একজন মানুষ উঠে দাঁড়াল। জিন্সের প্যান্ট এবং সাদা রঙের একটি ময়লা গেঞ্জি পরে একটা চৌবাচ্চার ভেতরের মাটি কোপাচ্ছিল। হাতে স্থানীয়

BanglaBook.org

কামারদের হাতে তৈরি ছোট একটি খুরপি। শাফাতের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে। বুঝে নিচ্ছে এই লোকটাকে কতটুকু বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু মানুষটা যে পরিমাণ অর্থের লোভ দেখাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে তার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

শাফাতের দিকে তাকিয়ে বার্মিজ ভাষায় সে বলল, "আপনার পরিচয় কি?"

শাফাত তার গাইডের দিকে তাকাল। সে কিছু বলবার আগেই স্পষ্ট বার্মিজ ভাষায় বলে উঠল, "আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। অনেকটা পালিয়েই বলতে পারেন।" গাউড ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই লোক এত স্পষ্ট বার্মিজ বলতে পারে। অথচ, তাকে কি বোকাই না সে বানিয়েছে। শাফাত বলতে লাগল, "এই মানুষটি বলল, আপনি মাস দুয়েক আগে ভারত থেকে পালিয়ে এসেছেন। আমি সে ব্যাপারে কিছু জানতে চাইছি না। আমি শুধু জানতে চাই, আপনাকে যে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল সেটা কোথায়।"

"সেটা আপনাকে বলার কোনো কারণ তো দেখছি না।" ভ্রুউঁচু করে রোমিও জবাব দিল।

"দেখুন, আমি শুধু আপনার সাথে একটি ডিল করতে চাই। আপনি আমাকে কিছু তথ্য দেবেন। বিনিময়ে আমি আপনাকে একটি মুল্য দেব।"

ঠোঁট বাঁকা করে সামান্য হাসল রোমিও। "সেটা তো আপনার কাছ থেকে এই মুহূর্তেই আমি কেড়ে নিতে পারি।" রোমিও আবার বলল।

"এখানে অতগুলো টাকা নিয়ে আসবার মত বোকা আমি নই। আপনি আমাকে তথ্যগুলো দিলেই আপনাকে আমি টাকাগুলো পৌঁছে দেব।"

"কিভাবে?"

"মানি ট্রান্সফারের মাধ্যমে। ২৪ ঘণ্টার মাঝেই আপনার টাকা আপনি পেয়ে যাবেন।"

"ততক্ষণে আপনি হাওয়া হয়ে যাবেন না, তার কোনো নিশ্চয়তা আছে?"

"আছে।" সাথে সাথে বলল শাফাত, "ততক্ষণ আমি আপনাদের সাথেই থাকব। আমার থাকবার মত কোনো জায়গা নেই। তাছাড়া আরও একটা ব্যাপারে আমার সাহায্যের প্রয়োজন।"

"কোন ব্যাপারে?"

"আমাকে ভারতে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে।"

"অসম্ভব।" সাথে সাথে রোমিও বলল।

"এর জন্য আপনাকে প্রচুর পয়সা দেয়া হবে। আমাকে যত দ্রুত সম্ভব, ভারতে ঢুকতে হবে। চোরাই পথে ঢোকা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই।"

"আমাকে মেরে ফেললেও আমি আর সীমান্ত পার হব না।" জোরে জোরে মাথা নাড়ল রোমিও।

BanglaBook.org

"আপনাকে যেতে হবে না। আমার যাবার জন্য ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি নিরাপদে ভারতে ঢুকে পরতে পারলে আমাদের আর কখনো দেখা হবে না। এটুকু কথা আমি দিতে পারি।"

রোমিও নামের মানুষটি অনেকক্ষণ চিন্তা করে দেখল। এই বাংলাদেশী লোকটি তাকে যে পরিমাণ অর্থ দিতে রাজি আছে, তা অনেক বেশি। হয়তো তার সত্যিই সাহায্য দরকার। রোমিও জানাল সে রাজি আছে। সে তাকে তথ্য দেবে। আর ভারতে ঢোকার রাস্তা বাতলে দেবে। কিন্তু তার আগে টাকার ব্যাপারটা সে ফয়সালা করতে চায়। সে জানাল তাকে যা অফার দেয়া হয়েছে, তার দ্বিগুণ দিতে হবে। বাস্তবিক, গাঁজা চাষ করে সে এক মাসে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারবে, অর্থটা তার থেকেও তিন চার গুণ বেশি। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে মানুষটি রাজি হয়ে গেল। রোমিও অবাক হয়ে ভাবল, মানুষটি আসলে কে?

রোমিও জানাল, বর্ডারে স্মাগলিং করার সময় তারা বিএসএফ-এর তাড়া খায়। এসময় সেসহ আরও তিনজন স্মাগলার ধরা পরে। তাদের ভেতর দুজন ভারতীয়। বিএসএফ তাদেরকে নিজেদের কাছে না রেখে তুলে দেয় অন্য কোনো সংস্থার হাতে। সেই সংস্থাটির লোকজন তাদেরকে নিয়ে যায় মিজোরামপুরের একটি জঙ্গুলে এলাকায়। সেখানে বিশাল একটি কম্পাউন্ড দেখে সে চিনতে পারে তাকে কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে। সেটা ছিল র-এর একটি কম্পাউন্ড।

সেখানে তাকে প্রায় একমাস আটকে রাখা হয়। নানাভাবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পরে। একদিন সেখানে কয়েকজন ডাক্তার এসে হাজির হয়। চিকিৎসার জন্য তাদের হাতে তাকে তুলে দেয়া হয়। গাড়িতে যাবার সময় সে সুযোগ বুঝে পালিয়ে আসে।

বাংলাদেশী মানুষটি এত সহজে তার পালিয়ে আসার ব্যাপারটি নিয়ে কোনো প্রশ্ন না করায় সে কিছুটা স্বস্তি পেল। কারণ, আসলে সে মোটেও পালিয়ে আসেনি। বরং তার সাথে র-এর একটি চুক্তি হয়েছিল। র তার বিরুদ্ধে স্মাগলিং-এর তেমন কোনো প্রমাণ আনতে পারছিল না। কারণ সে বমাল ধরা পরেনি। তাই তারা তার সাথে চুক্তি করে যে, তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। বিনিময়ে তাদের ঘাঁটির খোঁজ জানাতে হবে। রোমিও চুক্তি মোতাবেক স্মাগলারদের ঘাঁটির সন্ধান র-কে জানিয়ে দেয়। তারাও ওকে ছেড়ে দেয়। সে এসে গ্রামে ছড়িয়ে দেয় সে পালিয়ে এসেছে। এরপর আবার নতুন করে স্মাগলিং শুরু করে। কিন্তু যতটা সম্ভব সাবধানে।

শাফাত রোমিওর কাছ থেকে ডিটেনশন ক্যাম্পের প্রতিটি খুঁটনাটি যতটুকু সম্ভব ভাল করে জেনে নিল। রোমিও তাকে আন্ডারগ্রাউন্ডের একটি ম্যাপ এঁকে দিল। তাকে এয়ার ডাক্টের কথা জানাল। ইন্টারোগেশন সেলের কথা জানাল। আরও জানাল স্বাস্থ্যকর্মীদের কথা।

BanglaBook.org

সমস্ত তথ্য জেনে নিয়ে শাফাত রোমিওকে নিয়ে গেল সবচেয়ে কাছের শহরটিতে। সেখানে একটি ব্যাংক থেকে সে চুক্তির সমপরিমাণ অর্থ তুলে রোমিওর হাতে তুলে দিল। বার্মায় আসার আগেই সে টাকাগুলো একটি ইন্টারন্যাশনাল মানি ট্রান্সফার এজেন্সির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

চুক্তির দ্বিতীয় শর্ত অনুযায়ী রোমিও তার কয়েকজন পরিচিত স্মাগলারদের সাথে তাকে ভারতে প্রবেশ করবার ব্যবস্থা করে দিল। এর ফলে পরের রাতেই শাফাত কয়েকজন বার্মিজের সাথে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে একটি ঘাসবন পার হতে লাগল। বুনো ঘাসগুলো ছিল দুটো ছোটখাট পাহাড়ের মাঝামাঝি স্থানে। ঘাস বন পার হতেই একটি পচা ডোবা। এসব কারণেই এখানটায় বিএসএফ-এর পাহারা তেমন একটা নেই। কিন্তু স্মাগলারদের জন্য এই পচা ডোবা কিছুই না। তারা সন্তর্পনে সাঁতড়ে চলল। শাফাতও চলতে লাগল তাদের সাথে। তার কাঁধে রয়েছে পাস্টিকে মোড়া একটি ব্যাগ। সেটার ভেতরে দুয়েকটি পোশাক, যথেষ্ট পরিমাণে ভারতীয় রূপী এবং কয়েকটি কাগজপত্র। শাফাত তার পরিকল্পনা ইতিমধ্যে এঁটে নিয়েছে।

তারা যখন ভারতীয় সীমানার অনেকখানি ভেতরে চলে গেল, তখন সেখানে থেমে তারা শরীর ভাল করে ধুয়ে পোশাক পাল্টে নিল। শাফাত তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের গন্তব্য পথে চলতে লাগল। তার গন্তব্য রুকুনপুর গ্রাম।

রুকনপুর গ্রামটি আসলে গ্রাম নয়। ছোটখাট মফস্বলের মতই। রুকুনপুর বাজারকে কেন্দ্র করেই লোকালয়টি গড়ে উঠেছে। শাফাত সেখানে থাকবার মত একটি হোটেল খুঁজে বের করল। হোটেলে সারাদিন কাটিয়ে সে নিজের জন্য একটি ভুয়া আইডি এবং সনদপত্র দাঁড় করাল। এই সনদপত্র অনুযায়ী, সে অনুপ সিনহা। একটি অখ্যাত ভারতীয় দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে সে নার্সের ট্রেনিং নিয়েছে।

পরের দিন এলাকার ক্লিনিকটি খুঁজে বের করল সে। সেখানকার কর্মরত দুজন মধ্যবয়সী ডাক্তারকে সে জানাল সে একজন স্বেচ্ছাসেবী। নিজের ভুয়া পরিচয়পত্র গুলো দেখিয়ে বলল, সে এখানে কিছুদিন কাজ করতে চায়। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, সে তাদের সাথে একটি বিশেষ স্থানে যাওয়ার সঙ্গি হতে চায়। দুই মধ্যবয়সী ডাক্তার বুঝতে পারল সেই বিশেষ স্থানটি কোথায়। রিফিউজি ক্যাম্প। তারা ধরে নিল ছেলেটি স্বেচ্ছাসেবক হলেও অর্থের লোভ তার ভেতর ষোল আনাই বিদ্যমান। শাফাত পুরো একদিন ক্লিনিকটিতে বিনে পয়সায় খাটল। নিজের কাজ দেখিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করল। দুই মধ্যবয়সী ডাক্তার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিল। তারা ঠিক করল একমাস ছেলেটিকে তারা রাখবে। কেউ যদি স্বেচ্ছায় এসে কাজ করতে চায় তাদের আপত্তি থাকার কথা নয়।

শাফাত নিয়মিত ক্লিনিকটিতে সেবাদান করে গেল। এরই ভেতর ক্লিনিকের

BanglaBook.org

এক সুন্দরী মহিলা নার্সের সাথে সে ভাব জমিয়ে ফেলল। কথায় কথায় নার্সকে জানাল সে অন্যদের সাথে সামনের বার র-এর কম্পাউন্ডে যাচ্ছে। আসলে টাকা নয়, অভিজ্ঞতা এবং আত্মতৃপ্তিই যে তার মুখ্য উদ্দেশ্য এটা বারবার নার্সকে জানাতে সে ভুলল না। অবশেষে ওদের সাথে যাবার জন্য মহিলা নার্সটিকে সে পটিয়ে ফেলল।

অতঃপর ঠিক এক সপ্তাহ পরে তাদের যাত্রার পরিকল্পনা ঠিক হল। সেই দুই মধ্যবয়সী ডাক্তার, মহিলা নার্স এবং শাফাত। র-এর গাড়ি এসে তাদের নিয়ে যাবে।

যাত্রার দিন বিকেলে একজন মানুষ শাফাতের কাছে এল।

"এই যে তোমার পাস," কয়েকটি কাগজ এগিয়ে দিলেন একজন মধ্য বয়সী মানুষ, "তুমি তৈরি তো?"

কাগজগুলো হাতে নিল সে। চোখ বোলাল সেগুলোতে। এখন আর পেছানোর উপায় নেই।

"হ্যা," জবাব দিল শান্তকণ্ঠে, "আমি তৈরি।"

হাতের কাগজগুলো নিঃশব্দে নিজের ব্যাগে ঢোকাল সে। গত এক সপ্তাহ ধরে সে এখানে অবস্থান করছে : এখন সময় হয়েছে। অবশেষে।

বাইরে থেকে একজন মহিলা কণ্ঠের ডাক শোনা গেল, "এসো, এসো। দেরি কোরোনা। তারা এসে গেছে।"

উঠে দাঁড়াল সে। গায়ে চাপাল স্বাস্থ্যকর্মীদের সাদা পোশাক। হাতে তুলে নিল একটি চামড়ার ব্যাগ। সেগুলোতে রয়েছে তার প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস।

মনে মনে ছোট্ট একটি প্রার্থনা সেরে বেরিয়ে এল সে।

BanglaBook.org

তৃতীয় পর্ব
কোয়াড্রেট

অধ্যায় ২৪

ডিজিএফআই হেডকোয়ার্টার
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

কয়েক সেকেন্ড নিঃশব্দ নীরবতা চলল গোটা রুম জুড়ে। দুপুরে শুরু হওয়া একটি আলোচনা, যেটি আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল, সেটাই এখন রুমের প্রতিটি মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। শাফাতের মত একজন অ্যাসেট কিভাবে এ ধরনের একটি কাজ করে গোটা জাতিকে বিপদে ফেলে দিল তা এখন তাদের কাছে স্পষ্ট। ব্যক্তিস্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থের মাঝে শাফাত বেছে নিয়েছিল প্রথমটি। সকলের কাছেই ব্যাপারটা স্পষ্ট, কেন সে এ কাজ করেছে? কারণ নিরপরাধ একজন সাধারণ নাগরিক সুগভীর চক্রান্ত এবং পরিকল্পনার জালে আটকা পরে গিয়েছিল, না জেনে না বুঝে। তাকে ব্যবহার করা হয়েছিল। শাফাত এই বেইনসাফকে ইনসাফে পরিণত করতেই তো ছুটে গিয়েছিল গভীর বিপদের মাঝে। কেউ জানে না শাফাত কিভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল, কিভাবে সে আদ্রিতাকে বের করে আনার পরিকল্পনা করেছিল আর কিভাবেই সে ধরা পরেছিল। তারা শুধু জানে সে ধরা পরেছে। সে নিজে এখন মহাবিপদে পতিত হয়েছে, সাথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুরো দেশকে। এটা কি তার দোষ? তার ভুল?

আপাতদৃষ্টিতে পুরো ব্যাপারটায় দোষী বলে মনে হয় একজনকেই, সরাসরি না হলেও। শওকতসহ সবাই তার দিকে তাকালেন। তিনি চিন্তিত ভঙ্গিতে তার সামনে রাখা কাগজপত্রের দিকে তাকিয়ে আছেন। শওকত তাকে প্রশ্ন করলেন, "আমিন চৌধুরী, আপনি কি বলতে পারবেন, শাফাত কিভাবে র-এর ক্যাম্পে প্রবেশ করেছে?"

"এটা নিশ্চিতভাবে বলা অসম্ভব। বিভিন্ন ভাবেই এটা সে করে থাকতে পারে।" জবাব দিলেন আমিন, "কিন্তু এটা তো এখন আর মুখ্য বিষয় নয়।"

"অবশ্যই নয়।" শওকত বললেন, "এখন প্রধান ব্যাপার হল আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়াটা। আমাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে আগামীকাল কি ঘটবে। কিন্তু আমি প্রধানমন্ত্রীকে কি জবাব দেব? আমি কি ব্যাপারটা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে নেব? নাকি...'

BanglaBook.org

"নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েও তো কোনো লাভ হচ্ছে না।" বাধা দিলেন মইনুল, "শাফাত নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করেছে। সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাদের সঙ্গে একবারও কথা বলার প্রয়োজন মনে করে নি সে।"

"আমাদের কাছে আসলে আমরা কি তাকে কাজটা করতে দিতাম?" বললেন আমিন।

"ব্যাপারটা কিন্তু ঘটেছে ঐ মেয়েটার কারণে। একজন সাধারণ নাগরিককে জড়ানোটাই ভুল হয়েছে।"

আমিন চৌধুরী কিছু বললেন না। পুরো ব্যাপারটা এখন তার ওপর এসে পরেছে। সবাই মনে করছে তার কারণেই এত বড় বিপর্যয় এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। অথচ তার কিই বা করার ছিল? অন্য কোনো উপায়...

"পুরো ব্যাপারটা শুধরে ফেলার মত রাস্তা আর নেই।" মইনুল আবার বললেন।

ছোট্ট এই কথোপকথনের পর সবাই আবার খানিকটা চুপ হয়ে গেলেন। কিন্তু ডিরেক্টর জেনারেল আর বসে থাকতে পারলেন না। তার সময় ফুরিয়ে গেছে। এক্ষুণি রিপোর্ট লিখে তাকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। তিনি নীরবতা ভাঙলেন।

"আমাদের সামনে যে বিপজ্জনক পরিস্থিতি এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে সামাল দেবার জন্য নিজেদের নয়, গোটা জাতির কথা মাথায় রাখতে হবে। এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট কেউ দায়ী একথা আমি বলছি না। কারণ নিয়মের বাইরে কেউ কাজ করে নি। কেউ নিজের নিয়ম, কেউ দাপ্তরিক নিয়মে কাজ করেছে। আমাকে যদি ব্যক্তিগতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিতে হত, তাহলে আমি বলতাম, পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের সংস্থার একটি বড়সড় সেক্রিফাইস করতে হবে। আমাদের মিলিয়ন ডলার অ্যাসেটকে আমরা হারাব। কিন্তু সরকার তার অবস্থানকে দৃঢ় করতে পারবে।" সবাই চুপচাপ শুনছেন। আমিন চৌধুরী বুঝতে পারছেন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে যাচ্ছে।

শওকত হামিদ বলে চললেন, "শাফাত এখন আর বাংলাদেশের কোনো সাধারণ নাগরিক নয়। নিজের পেশা বেছে নেবার আগে তাকে দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের শপথ পড়ানো হয়েছে। আমি দুঃখের সাথে বলছি তার শপথ পূরণ করার সময় এসেছে। আপনারা নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন। আমাদের দুঃখ থাকবে শুধুমাত্র একটি। আদ্রিতা রহমান কে ফিরিয়ে আনবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। আপনারা কি আমার সঙ্গে একমত?" আমিন চৌধুরী বাদে বাকি সবাই মাথা ঝাঁকালেন। সবাই বুঝতে পারছেন যে আদ্রিতাকে সমূহ বিপদের মাঝে ঠেলে দিয়ে

BanglaBook.org

আমিন চৌধুরী ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এখন সেটার মাশুল আমিনকে নয়, বরং আদ্রিতা এবং শাফাতকে দিতে হচ্ছে। পুরো ব্যাপারটায় ভারত কেবল সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে।

"বেশ," সকলের সম্মতি পেয়ে শওকত বললেন, "আমাদের সভার এখানেই সমাপ্তি করছি। রেকর্ডিং করা অফ হোক। আপনারা সবাই দয়া করে সাইন আউট করে বের হবেন। গুড লাক এভরিওয়ান।"

শওকত হামিদ উঠে দাঁড়ালেন। আমিন চৌধুরী পাথরের মত বসে আছেন তার চেয়ারে। সবকিছু ওলট পালট মনে হচ্ছে তার কাছে। আর কি কোনো উপায় ছিল না? পুরো ব্যাপারটায় সত্যিকার অর্থে দোষ কার? তার? শাফাতের? নাকি মহসিন? যার কারণে অপারেশন ব্ল্যাকগেট সংঘটিত হয়।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন আমিন চৌধুরী। এখনও উপায় আছে। ডিজি'র সঙ্গে কথা বলতে হবে।

"কই যাচ্ছেন? সাইন আউট করে যান।" কেউ একজন বলে উঠলেন। আমিন সাইন আউটের কাগজটি বাগিয়ে নিয়ে কলমের খোঁচায় দ্রুত স্বাক্ষর দিলেন। তারপর দ্রুত বেগে বের হয়ে এলেন কনফারেন্স রুম থেকে। শওকত হামিদকে দেখা গেল করিডরের শেষ মাথায়। সেদিকে এগিয়ে গেলেন আমিন, "স্যার।"

শওকত হামিদ ফিরে তাকালেন ব্যস্ত সমস্ত আমিনের দিকে। তার কি আরও কিছু বলার আছে?

"বলুন।"

"স্যার, পুরো ব্যাপারটা কি আরেকবার চিন্তা করে দেখবেন?"

"আশ্চর্য, এরপরে আর চিন্তা করার কি থাকতে পারে?" শওকতের অধৈর্য্য কণ্ঠ শোনা গেল।

"তাদেরকে কি ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা কোনো ব্যবস্থা নেব না? আফটার অল, তারা তো এই ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী নয়। তারা তো বলির পাঁঠা মাত্র।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?"

"আমরা পুরো ঘটনাটা প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝিয়ে বলতে পারি না?"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন, আমি বলতে পারি কিনা?"

"স্যার, প্লীজ," খোঁচাটা গায়ে মাখলেন না আমিন, "আমি শুধু বলতে চাচ্ছি, আমরা কি উচ্চ পর্যায়ে অনুরোধ করতে পারিনা ওদের ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করতে?"

BanglaBook.org

"দেখুন, আমরা দুজনেই জানি, এই কাজটার জন্য যে পরিমাণ সময় দরকার, তা আমাদের হাতে নেই। ভারত সরকার আমাদের হাত বেঁধে দিয়েছে।"

"ঠিক," কথাটা কেড়ে নিলেন আমিন, "পুরো পরিস্থিতির জন্য তো আসলে ভারত সরকার দায়ী। তাদের কারণেই পরিস্থিতি এতটা ঘোলাটে আকার ধারণ করেছে। এই পরিস্থিতির জন্য যদি কাউকে সাফার করতে হয় সেটা তো ভারত সরকারের করা উচিৎ। আমরা কেন?"

"আপনি কিন্তু অন্য কথা বলছেন। আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই যে আমাদের দুজন নাগরিককে তারা অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে। ইন ফ্যাক্ট, আদ্রিতা নামে কাউকে তারা ধরে বেঁধে নিয়ে গেছে কিনা এই কথারই তো দলিল দেখাতে পারব না।"

"কিন্তু অন্যভাবে তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসা যায়।"

শওকত এক মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে আমিনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। লোকটার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? তারপর চাপা গর্জনের সুরে বলে উঠলেন, "আপনি কিসের কথা বলছেন বুঝতে পারছেন? যুদ্ধ। সরাসরি যুদ্ধ করবার কথা বলছেন।"

"যুদ্ধ এবং আক্রমণ এক নয়, জেনারেল।" শান্তস্বরে বললেন আমিন, "আমাদের ব্ল্যাক অপ অথবা কমান্ডো বাহিনীর কাছে র-এর প্রতিরোধ দশ মিনিটও টিকবে না।"

"আপনার মাথাটা ঠান্ডা করুন।" মরিয়া হয়ে বললেন জেনারেল শওকত, "আপনি কি বলছেন বুঝতে পারছেন?"

"ঝটিকা অভিযান।"

"অসম্ভব," তীব্র বেগে মাথা নাড়লেন শওকত, "নিজের দেশের মাটিতে সেটা সম্ভব। বর্ডার পার হয়ে আরেক দেশে? অসম্ভব।"

"কিন্তু..."

"থামুন। দয়া করে থামুন," বাঁধা দিলেন ডিরেক্টর জেনারেল। তার চোখের পাশের পেশীগুলো উত্তেজনায় কাঁপছে, "আপনি ইতিমধ্যেই কয়েকটি ভুল করে বসে আছেন। অপারেশন ব্ল্যাকগেটের নির্দেশ অনুযায়ী আপনি এজেন্ট সিলিকনকে সাভারে নিয়ে যান নি। মিশনটিতে একজন নিরীহ সাধারণ নাগরিককে ছল চাতুরী করে জড়িয়ে ফেলেছেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে দামি অ্যাসেটকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। আপনার সিদ্ধান্তের কারণে কিন্তু এক্স ফোর্সকেও দোষী সাব্যস্ত করা যায়। এরপরও আপনি কি করে এই কথা বলছেন?"

BanglaBook.org

আমিন চৌধুরী হঠাৎ করেই নীরব হয়ে গেলেন। তারপর আস্তে করে মুখ খুললেন, "আমার এবং এক্স ফোর্সের ভুল আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু আমি শুধুমাত্র দুজন মানুষকে বাঁচানোর জন্য অনুরোধ করছি। একজন এই দেশের জন্য অনেক কিছু করেছে। অন্যজন সবসময় অসহায় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"তাদেরকে বাঁচাবার একটিই উপায় আছে। ভারতের অভিযোগ মেনে নেয়া। কারণ তারা কোনো মিথ্যা অভিযোগ করে নি। বরং ঘটনাচক্রে তারা যে অন্যায়টি করেছে সেটিও এখন ধামাচাপা পরে গেছে। কিন্তু তাদের অভিযোগ মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে ষোলো কোটি মানুষের পরাজয়। এজন্যই এটাকে আমরা সেক্রিফাইস বলব।"

আমিন চৌধুরী আর কিছু বললেন না। শওকত কয়েক সেকেন্ড নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, "আপনি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন। এদিকে আমার সময়ও ফুরিয়ে আসছে। রিপোর্ট নিয়ে আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে।"

"ও. কে. স্যার।" স্যালুট করে শওকতের সামনে থেকে চলে যেতে লাগলেন আমিন চৌধুরী। তার চলে যাবার দিকে চিন্তিত চোখে তাকিয়ে রইলেন শওকত। মানুষটি কখনও পরাজয় মেনে নিতে চায় নি। আজও চাচ্ছে না। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিফটের দিকে এগোলেন তিনি।

নিজের রুমে পৌঁছে দেখলেন শাফাত সম্পর্কিত রিপোর্টটি আসাদ তৈরি করে রেখেছে। তাকে শুধু কয়েকেটি কথা যোগ করতে হবে। একটি দামি বলপয়েন্ট কলম টেনে নিয়ে রিপোর্টের নিচে কথাগুলো লিখে তিনি স্বাক্ষর ও সিল দিলেন। তারপর আসাদকে ডেকে তাদের মিটিং-এর একটি টেপ নিয়ে আসতে বললেন। সেটা হাতে পেয়েই তিনি তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফাইলপত্র হাতে বেরিয়ে এলেন।

কয়েক মিনিট পরেই দেখা গেল একটি কালো মার্সিডিজ ই৩২০ তীব্র বেগে ডিজিএফআই হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল।

শওকত হামিদকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল সন্ধ্যা সাতটায়। তিনি কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। সাতটা বেজে পাঁচ মিনিটে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক শুরু হল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শওকত হামিদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং।

মাত্র এক ঘণ্টা তারা নিজেদের মাঝে কথা বললেন। ডিজি'র প্রতিটি বক্তব্য মন দিয়ে শুনলেন প্রধানমন্ত্রী। তার মন্তব্যগুলো বিবেচনা করলেন। অতঃপর তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন, আগামীকাল ভারত সরকার শাফাত রায়হান নামক মানুষটিকে মিডিয়ার সামনে আনার আগেই তাদের অভিযোগ নাকচ করে দেয়া হবে। শাফাত

BanglaBook.org

রায়হানের প্রতিটি তথ্য ডিজিএফআই ডাটা ব্যাঙ্ক থেকে সরিয়ে ফেলা হবে। সেইসাথে ভারতকে যেন এই কুরুচিপূর্ণ "এপ্রোচের সমুচিত জবাব দেয়া যায় তার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে যথাযথ নির্দেশ দেয়া হল। আগত শান্তি রক্ষা মিটিংটি দু-দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। তাই যথাযথ উপায়ে এই অভিযোগ মোকাবিলার কুটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুজনেই শাফাত এবং আদ্রিতার ব্যাপারে দুঃখিত হলেন। প্রধানমন্ত্রী কথা দিলেন, আদ্রিতাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনবার জন্য ভবিষ্যতে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আনুষাঙ্গিক কাজ এবং আচারগুলো সেরে শওকত হামিদ অফিসে ফিরে এলেন রাত নয়টায়। উত্তেজনাকর একটি দিন কাটিয়েছেন। তিনি জানতেন না অফিসে তার জন্য আরও একটি চমক অপেক্ষা করছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

ভারত
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

দূরদর্শনের নিউজ ডিরেক্টর আমৃতা সেন সাত বছর ধরে নিজের পদে কাজ করে যাচ্ছেন। অভিজ্ঞতার জোরেই তিনি এখন পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিবে তা বলে দিতে পারেন। তার আশংকাই সত্যি বলে প্রমাণিত হল।

তার একটি নিউজ টিম যখন মিজোরামপুরের রুকুনপুর গ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই তার হাতে সরকারী একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির রিপোর্ট আসল। তাড়াহুড়ো করে ডাকা এই বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশকে সরাসরি অভিযুক্ত করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, ভারতের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি পাচারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এই গুপ্তচরের মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে বাংলাদেশ আসলে আসন্ন শান্তি আলোচনাকে অপমান করেছে। তারা অসদুপায়ে ভারতে শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশের এই অসদাচরণের সমুচিত জবাব দেয়া হবে।

ভারতীয় সরকারের এই প্রেস কনফারেন্স শুধু দূরদর্শন নয়, অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমগুলোতেও প্রচার করা হল। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারল ভারত তাদের আগত কর্মসূচীতে আন্তর্জাতিক সমর্থন চাইছে। এই সমর্থন তাদের প্রয়োজন শুধু একটি কারণেই।

কারণ হঠাৎ করেই মেঘালয় এবং আসামের বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-এর প্রহরা জোরদার হয়ে উঠল।

ভারতীয় আর্মির ৩০ টি ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের একটি রেজিমেন্ট হঠাৎ করেই সক্রিয় হয়ে উঠল। শিলং-এ অবস্থিত আসাম রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টার থেকে খবর আসামাত্র আটটি রেজিমেন্ট ব্যাটলিয়ন তাদের অবস্থান থেকে মেঘালয়ের সিলেট সীমান্তের দিকে সরে আসতে লাগল। এদের মাঝে রয়েছে দুর্ধর্ষ থার্ড ব্যাটলিয়ন যারা পরিচিত দ্য ফ্যান্টম থার্ড হিসেবে।

থার্ড ব্যাটলিয়নের সাথে যুক্ত হল ফার্স্ট, সেকেন্ড, ফিফথ, সেভেনথ, এইটথ, নাইনথ এবং টেনথ ব্যাটলিয়ন। এইটথ রেজিমেন্ট ব্যাটলিয়ন সুপরিচিত তাদের ডাকনাম হেড হান্টারের জন্য। নির্ভিক এই ব্যাটলিয়ন ডিভিশন আসাম রেজিমেন্টকে এনে দিয়েছে প্রচুর সেনা মেডেল, একটি সূর্য চক্র এবং একটি পদ্ম শ্রী সম্মান।

BanglaBook.org

একটি অস্থায়ী ক্যাম্পে আটটি ব্যাটলিয়ন এসে যোগ দিতে লাগল মেঘালয়ের বিএসএফ-এর সঙ্গে।

একই সঙ্গে ত্রিপুরার ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স বেজ 'আগরতলা এএফএস'-এ দুটি মিগ-২৭ এবং দুটি মিগ-২৯ কে তৈরি থাকতে বলা হল। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে একটি ইউএভি (আনম্যান্ড এয়ার ভেহিকল) উড্ডয়ন করল। আইএআই সার্চার-টু নামের এই ছোটো বিমানটি বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ঘণ্টায় দেড়শ কিলোমিটার বেগে ছুটতে লাগল।

ভারতীয় আর্মির এই তোড়জোর কিন্তু একটি দেশের নজর এড়াতে পারল না।

অ্যালান স্টেইনার তার পেন্টাগনের অফিসে নিশ্চুপ ভঙ্গিতে কয়েকটি টিভি মনিটরের দিকে তাকিয়ে ছিল। মনিটরগুলোতে অনেক উপর থেকে তোলা কিছু দৃশ্য বারবার ফুটে উঠছে। অ্যালান সেদিকে তাকিয়ে বিরক্তিকর সময়গুলো কাটিয়ে দিচ্ছিল। কেএইচ-১২ স্যাটেলাইটের পাঠানো ইমেজ ওগুলো। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় কেএইচ স্যাটেলাইটের পূর্ণ ব্যবহার করেছিল সিআইএ। সাদ্দাম হোসেনকে অপসারণ করার জন্য ৩২ টি দেশের কোয়ালিশন টিম গঠন করা হয়। এই কোয়ালিশন টিমে ২২০০ সদস্যের বাংলাদেশী সেনাও ছিল যারা যোগ দিয়েছিল 'অপারেশন মরু প্রান্তর-এ।

কিন্তু ইরাকী সেনাবাহিনী তখন মরিয়া হয়ে ওঠে এবং আশ্রয় নেয় চরম পন্থার। এরই ফলশ্রুতিতে তারা স্কাড মিসাইল, যা তখন সেখানে 'আল হুসেন' মিসাইল নামে পরিচিত ছিল, নিক্ষেপ শুরু করে। এর বিয়াল্লিশটি ইসরাইল, একটি কাতার এবং একটি বাহরাইনে গিয়ে আঘাত করে। কিন্তু সর্বোচ্চ সংখ্যক স্কাড নিক্ষেপ করা হয় সৌদি আরবে। এর সংখ্যাটি ছিল চুয়াল্লিশ। এদের মধ্যে একটি মিসাইল সফলভাবে ১৯৯১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সৌদি আরবের দাহরানে পেনসিলভানিয়ার গ্রীনসবার্গের ১৪ তম কোয়ার্টারমাস্টার ডিটাচমেন্টের ব্যারাকে হামলা করে। এই হামলায় ২৮ জন আমেরিকান সৈন্য নিহত এবং একশজনেরও বেশি আহত হয়। কোয়ালিশন বাহিনী নয়, বরং নিজেদের কথা চিন্তা করেই আমেরিকান সেনাবাহিনী স্কাড হামলা ঠেকাতে স্যাটেলাইটের সাহায্য নিতে শুরু করে। কেএইচ স্যাটেলাইটগুলো খুব সূক্ষভাবে যে কোনো বিস্ফোরণের ব্যান্ডের যথাযথ বিশ্লেষণ করতে পারত। মজার ব্যাপার হল এই সব বিস্ফোরণ আসলে স্কাড উৎক্ষেপনের কারণে কিনা তা বোঝার জন্য সারাদিন চোখে চশমা এঁটে কন্ট্রোল রুমে বসে থাকতে হত না। বরং বিস্ফোরণ স্কাড ব্যান্ডের ৪:৩-এর সঙ্গে মিলে গেলেই তা নিজে থেকে এ্যালার্মের লাল বাতি জ্বালিয়ে দিত। সাথে সাথে কলোরাডোতে অবস্থিত নোরাড (নর্থ আমেরিকান এরোস্পেস ডিফেন্স কমান্ড) তা তদন্ত শুরু করে দিত।

BanglaBook.org

কেএইচ-এর সাহায্যে বেশ কয়েকটি স্কাড হামলা প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছিল। কারণ আমেরিকা তাদের এসএএম সাইটগুলো থেকে প্যাট্রিয়ট মিসাইল নিক্ষেপ করে স্কাডকে ধ্বংস করে দিত। অনেকটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত। উপসাগরীয় যুদ্ধের পরে কেএইচ কেনান স্যাটেলাইট মোডিফাইড হয়ে কেএইচ-১২ ব্লক-থ্রি তে রুপান্তরিত হয়। নাসা এবং সিআইএ উভয়ই নিজেদের উদ্দেশ্যে এটা ব্যবহার করতে থাকে। সিআইএ-এর এশিয়া ডেস্কের কার্যক্রমে সুবিধার জন্য কেএইচ-১২ ২০০৬ সালে উৎক্ষেপনের পর থেকে নিয়মিত এশিয়ার উপর নজর রাখতে শুরু করে।

অ্যালান স্টেইনার গত দুই ঘণ্টা ধরে নিশ্চুপ কিন্তু গভীর মনোযোগে স্যাটেলাইটের পাঠানো দৃশ্যগুলোর দিকেই তাকিয়ে আছে। তার বিরক্তি দূর হয়ে গেছে। কারণ কাকতালীয়ভাবে দৃশ্যগুলো ছিল ভারতের ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের।

অ্যালান একটু দূরে বসে থাকা কেলভিন পিটারসকে ডাকল। কেলভিন কাছে আসতেই অ্যালান একটি মনিটরের দিকে আঙুল তুলে বলল, "দেখে কি মনে হচ্ছে?"

কেলভিন ভাল করে তাকাল। বেশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে ঘোষণা দিল, "এগুলো মিগ।"

"তুমি নিশ্চিত?"

"তাইতো মনে হচ্ছে। উইং দুটোর ওয়াইড স্প্যান দেখেছ? ১৫ গজের কম হবেনা। মিগ-২৭।"

"আর এ দুটো?"

"এটা কিছুটা চাপা। মিগ-২৯ হতে পারে।"

"ভারতে এখন ক'টা বাজে?"

"আটটা পঁয়ত্রিশ।"

"এত রাতে এগুলো বাইরে বের করেছে কেন?"

"তাও এই কুয়াশার মাঝে?"

"উহু, ওখানে এখনও কুয়াশা নামে নি। আরও অন্তত ঘণ্টা দুয়েক।"

"পাশের এই জিনিসটা কি?" আঙুল তুলে একটা মিগ-২৭ এর পাশে দেখাল কেলভিন।

সাথে সাথে জবাব দিতে পারল না অ্যালান। তবে শেষ পর্যন্ত অনুমান করতে পারল, "ওটা তো মনে হচ্ছে রিফুয়েলিং ট্যাঙ্ক।"

"বেশ, আরেকটু পর্যবেক্ষণ করা যাক।"

প্রায় বিশ মিনিট ধরে তারা বাংলাদেশ এবং ভারত সীমান্ত খুঁটিয়ে দেখতে

BanglaBook.org

লাগল। তারা অবাক হয়ে গেল এটা দেখে যে, মেঘালয় সীমান্তে প্রচুর আর্মি ট্রান্সপোর্ট ভেহিকল জড়ো হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে গাড়িগুলো কেবল এসে পৌঁছেছে। কেএইচ-এর টেলিস্কোপিক ক্যামেরায় স্পষ্ট দৃশ্যমান হয়ে উঠল ব্যাপারগুলো।

"তারা তো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।" কের্লভিন বলল।

"না। আক্রমন। তারা আক্রমন করতে যাচ্ছে।" অ্যালান বলল।

"চিফকে জানানো উচিৎ।"

"নিঃসন্দেহে।"

এশিয়া ডেস্কের প্রধান জন হিউস্টন তখন ঘুম থেকে উঠে একটা কিউবান নিয়ে ব্যস্ত। বিছানার পাশের ইজি চেয়ারে বসে বসে মস্ত সিগারটি মুখে ধরে যখন ধোঁয়া টানছেন ঠিক এমন সময় তার পাশের টেলিফোনটি বেজে উঠল। অলস ভঙ্গিতে তিনি হাত বাড়ালেন টেলিফোনের দিকে। কিন্তু ওপাশের কথাগুলো শুনে তার অলসতা কেটে গেল।

পেন্টাগন থেকে হিউস্টনের বাসা প্রায় আধ ঘন্টার রাস্তা। কিন্তু হিউস্টন বিশ মিনিটের মাঝেই তার অফিসে এসে পৌঁছলেন। তিনি নিজের অফিস রুমে না গিয়ে সরাসরি ঢুকলেন স্যাটেলাইট মনিটরিং রুমে। ওরা এটাকে ডাকে "আর্থ'স আই" নামে। আর্থ'স আই-এর ভেতরে তখন কয়েকজন উৎকণ্ঠিত ব্যক্তি তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনিও তাদের সাথে যোগ দিলেন।

স্যাটেলাইট ইমেজগুলো এবং দক্ষিণ এশিয়ার সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে একটিই জবাব পেলেন তিনি। ভারত বাংলাদেশে একটি ইনভ্যাশন চালাতে যাচ্ছে। ভারত সরকার এত বোকা নয় যে, হুড়মুড় করে প্রতিবেশী দেশে আর্মি নিয়ে ঢুকে যাবে। তাদের হাতে এজন্য রয়েছে একটি তুরুপের তাস। এই তুরুপের তাস ব্যবহার করে তারা আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করে নেবে। কিন্তু তাদের লাভটা কি হবে এটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি। কিন্তু নিজের করণীয়কে ভুলে গেলেন না তিনি। নিজের অফিস থেকেই তিনি ফোন দিলেন কয়েকটি রাষ্ট্রীয় ভবনে। মনে মনে হাসলেন তিনি। পৃথিবীর যেখানেই যা কিছু হোক আমেরিকার তা জানা চাই। বেশির ভাগ যুদ্ধই পুরো পৃথিবীতে প্রভাব ফেলে। তাই আমেরিকা স্বার্থ রক্ষার খেলায় নিজের দানটি সবার আগে মারে। তারপরে আসে মিত্র পক্ষের পালা।

হিউস্টন দ্বিতীয় দফায় ফোন দিলেন দক্ষিণ এশিয়ার ছোট দেশটিতে। তাদের ব্যাপারটি জানার অধিকার আছে।

ডিজিএফআই-এর ডিরেক্টর জেনারেল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক সেরে অফিসে ফেরার আধ ঘন্টা পরেই বিদেশ থেকে আসা কলটি পেলেন। ওপাশের কণ্ঠস্বরটি নিরলস ভঙ্গিতে ভারতীয় আর্মির জড়ো হবার ব্যাপারটি তাকে জানালেন। ডিজি

BanglaBook.org

শওকত হামিদ যখন ফোন কলটি শেষ করে এইমাত্র আসা খবরটি সরকারের কাছে পৌঁছাতে ব্যস্ত তখন রাত প্রায় দশটা বাজে।

জন হিউস্টন নিজের দায়িত্ব সেরে নিজের চেয়ারে আরাম করে বসলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই আরেকজন মানুষের কথা মনে হল। আরও একবার ফোন তুলে নিলেন তিনি। ডায়াল করার প্রায় সাথে সাথেই ওপাশ থেকে আমিন চৌধুরীর গলার স্বর শোনা গেল। আমিন চৌধুরীর ব্যক্তিগত নম্বরে ফোন করেছেন হিউস্টন।

"আপনাকে ফোন দিয়ে বিরক্ত করলাম নাতো?" জানতে চাইলেন হিউস্টন।

"না।" স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলেন আমিন।

"আপনাদের জন্য কিছু দুঃসংবাদ আছে।"

"আমাদের মাঝে কথাবার্তাগুলো তো ওধরনেরই হয়।"

মৃদু হাসলেন হিউস্টন। বলে চললেন, "আপনার ওপরওয়ালাকে জানানো হয়েছে। এবার আপনাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানাচ্ছি যে, ভারত আপনাদের দেশে একটি ইনভেশন চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।"

"কি বলছেন?" অবাক হলেন আমিন চৌধুরী।

"হ্যা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তারা বেশ জোরদার আক্রমন চালাবে। দেখুন আপনাদের দু'দেশের ব্যাপারে নাক গলানোর কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। কারণ সিআইএ-এর অপরের ব্যাপারে নাক গলানোর একটা বাজে পরিচিতি আছে। কিন্তু আমি বসে থাকতে পারলাম না, যখন শুনলাম ভারত ১০০ ভাগ নিশ্চিত ডিজিএফআই এই ব্যাপারে জড়িত। আমাকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলবেন কি?"

"শাফাত। শাফাত রায়হান। ও-ই ধরা পরেছে র-এর হাতে।"

এবার অবাক হবার পালা হিউস্টনের। সংক্ষেপে তাকে ব্যাপারটা খুলে বললেন আমিন। হিউস্টন শিস দিয়ে উঠলেন যখন শুনলেন আদ্রিতাও ব্যাপারটার সাথে জড়িত।

"ওহো। এটাতো সিরিয়াস ব্যাপার।"

"বটেই।"

নিজের গাল চুলকালেন হিউস্টন। "তারা কি প্রমাণ করতে পারবে সে বাংলাদেশের?"

"আমি বুঝতে পারছি না। তারা সম্ভবত মনে করছে যে নিজেদের লোককে বাঁচাতে বাংলাদেশ এগিয়ে আসবে। আর তারা এই সুযোগটা ব্যবহার করবে।"

"কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাপারটা অস্বীকার করবে এই তো?" বুঝে ফেললেন হিউস্টন।

"হ্যা। কিন্তু তাদের দেখে মনে হচ্ছে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে।"

"হ্যা। তারা এখন আর আলোচনার ধার ধারছে না। শক্তি প্রয়োগ করবে।

BanglaBook.org

আপনি কি করবেন বলে ঠিক করেছেন?"

"আমি নিশ্চিত নই। তবে আপনি আমাকে ফোন দেবার পর আমার মাথায় একটা চিন্তা এসেছে। আমাকে একটি ছোট্ট সাহায্য করুন।"

"কি রকম?"

"বার্মিজ বর্ডারে কমান্ডার আরুন ইলিয়াকে একটি নির্দেশ দিতে হবে।"

পাঁচ মিনিট ধরে আমিন চৌধুরী তার পরিকল্পনার কথা হিউস্টনকে বললেন। হিউস্টন একবার আমিনকে এই পরিকল্পনা বাদ দিতে বললেন। কিন্তু নিজের বাহিনীর ওপর আমিনের আস্থা দেখে তিনি কথা দিলেন তিনি বার্মিজ কমান্ডারকে তার পক্ষ থেকে নির্দেশটি দেবেন।

হিউস্টন এবং আমিন চৌধুরীর সংলাপ যখন শেষ হল তখন দশটা বেজে ত্রিশ চলছে। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে এক্স ফোর্সের আটজন সদস্য তখন ডিজিএফআই-এর সিভিলিয়ান অ্যাসেট অনিন্দিতা চাকমার বাসায় গিয়ে পৌঁছেছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

ডিজিএফআই হেডকোয়ার্টার
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

আমিন চৌধুরী নীরবে তার সামনে রাখা কি-বোর্ডটি নিজের কাছে টেনে নিলেন। আজ রাতে তাকে অনেক কিছু করতে হবে। তিনি বাসায় স্ত্রীকে ফোন করে বলে দিয়েছেন আজ রাতে বাসায় ফিরবেন না।

তাকে দুটো পত্র লিখতে হবে। খুব সাবধানে। গুছিয়ে।

তিনি দুটো পত্রই লিখলেন ডিরেক্টর জেনারেল শওকত হামিদকে উদ্দেশ্য করে। লেখা শেষে দুটো কাগজে ওগুলোর প্রিন্ট আউট নিলেন। কাগজ দুটোর দিকে একবার তাকালেন আমিন চৌধুরী। ভাবলেশহীন হয়ে থাকার চেষ্টা করলেন। তারপর কলমের খোঁচায় স্বাক্ষর দিলেন দুটোতেই। ড্রয়ার থেকে একটি ফ্ল্যাক্সোসিল বের করে সিল দিলেন। কাগজদুটো দুটো আলাদা খামে ভরে খামদুটোর মুখ গাম দিয়ে লাগিয়ে দিলেন।

আসলেই কি তিনি এতকিছুর জন্য দায়ি? তিনি আসলে আদ্রিতার প্রতি শাফাতের ভালবাসার কোনো মূল্যই দেননি। এটা কি তিনি স্বীকার করে নিতে পারবেন না? অপারেশন ব্ল্যাকগেট সম্পন্ন করার কি আর কোনো রাস্তা ছিলনা? অবশ্যই ছিল। কিন্তু তিনি কি শাফাতের প্রেমকে ছোট করতেই আদ্রিতাকে এই অপারেশনে জড়িয়ে ফেলেননি?

শাফাতের কাছে তিনি কি চাইতেন? তিনি কি চাইতেন শাফাত একজন আয়রন ম্যান হয়ে উঠুক? এত বছরের ক্যারিয়ার শেষেও তিনি নিজে কি তা পেরেছেন?

কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। পিছনে ফিরে তাকাবার মানুষ তিনি নন। এখন সামনে কঠিন সময়। আর সময় কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নেবার। খাম দুটো হাতে নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে নিজের কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। এলিভেটরে চড়ে উপরে উঠে এলেন। করিডর ধরে হেটে হাজির হলেন ডিরেক্টর জেনারেলের অফিসে। জোরে শ্বাস নিয়ে দরজায় টোকা দিলেন।

"ভেতরে আসুন।" শওকত হামিদের কণ্ঠ শোনা গেল।

হেটে ভেতরে ঢুকলেন আমিন। সোজা এসে দাঁড়ালেন ডিজি'র ডেস্কের সামনে। নিঃশব্দে খামদুটো বাড়িয়ে ধরলেন। ভ্রুকুঁচকে খাম দুটো হাতে নিলেন শওকত। প্রথম খামটি খুলে ভেতরের কাগজটি বের করলেন। ভিতরের লেখাগুলি

BanglaBook.org

পড়ে তিনি বজ্রাহতের মত চমকে উঠলেন। আস্তে করে কাগজটি তার ডেস্কের উপর নামিয়ে রাখলেন। তার কয়েক মুহূর্ত লাগল ভেতরের কথাগুলো হজম করতে। "আপনার রেজিগনেশান লেটার?" বিস্মিত শওকতের মুখ থেকে কোনো মতে কথাগুলো বের হল।

"হ্যা।" আমিন চৌধুরী বললেন।

"কিন্তু কেন?"

"আমার ভুলের মাশুল হিসেবে।"

"আপনার ভুল?" এখনও শওকত বুঝতে পারছেন না কেন আমিন চৌধুরী পদত্যাগপত্র দিয়েছেন।

"আমার কয়েকটা ভুল সিদ্ধান্তের ফলাফল ভোগ করছে এখন পুরো দেশ। আমাকে তো এর মাশুল দিতেই হবে।"

"ভুল।" কিছুটা উত্তেজিত স্বরেই বললেন শওকত, "আপনি ভুল করেছেন। কিন্তু এর জন্য তো আপনাকে সরাসরি দায়ি করা যায় না।"

"কেন নয়?" আমিনও জবাব দিলেন, "এত বছরের অভিজ্ঞতা নিয়েও আমি এত সাধারণ কিছু ভুল করেছি যা...'

বাধা দিলেন শওকত, "এটা কোনো কথা হল না। আমাদের এই লাইনে এধরনের ক্যাজুয়ালটি হয়ে থাকেই। এটা আমি যেমন জানি, আপনিও তেমন জানেন। তাহলে এই ব্যাপারটিতে নিজেকে দায়ি করে আপনার কি লাভ?" আমিন কিছু বললেন না। কিন্তু শওকত বলে গেলেন, "তাছাড়া আপনি নিজেই বললেন, আসল কালপ্রিট হল ভারত, কিংবা ভাল করে বলা যায় যে, ভারতের কিছু নেতৃস্থানীয় মানুষ। তাদের জন্য আপনি কেন নিজেকে দোষী ভাববেন? আমরা কেউ তো আপনাকে দোষ দেই নি। আমি প্রাইম মিনিস্টারের কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলেছি। তিনি একবারও আপনার দিকে আঙুল তোলেন নি।"

"কিন্তু...'

এবারও বাধা পেলেন আমিন চৌধুরী। শওকত এক হাত উঠিয়ে তাকে থামালেন। "দেখুন, সামনে আমাদের জন্য খুবই সংকটময় সময় ঘনিয়ে আসছে। এরকম সময়ে আপনার মত মানুষদের প্রয়োজন। আমার কথা শুনুন। দয়া করে আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি বুঝতে পারছি, শাফাত এবং আদ্রিতার জন্য আপনার খারাপ লাগছে। ওদেরকে উদ্ধারের কোনো ব্যবস্থা থাকলে আমি সেটা নিতাম। কিন্তু আমাদেরকে এখন সামনে তাকাতে হবে। আপনি কি জানেন, ভারতীয় আর্মি সিলেট সীমান্তে এসে জড়ো হচ্ছে?"

"নাতো," আমিন চৌধুরী অবাক হবার ভান করলেন।

"তারা ইউরেনিয়ামের খনি দখল করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারা যদি

BanglaBook.org

কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারে শাফাত বাংলাদেশের চর, তাহলে হয়তো আগামীকালই তারা হামলা চালাবে। এমনকি তারা প্রমাণ না পেলেও যে কোনো ছুতোই যথেষ্ট।"

"আমরা কি ব্যবস্থা নেব?"

"আমি গণভবনে যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্য। ওনাকে জানানো হয়েছে। আমি এখনই রওনা দেব। আশা করি ওখানে যেতে যেতে তিন বাহিনীর প্রধানরাও পৌঁছে যাবে।"

"আমরা কি দাঁতভাঙা জবাব দেব?"

"এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। বিডিআর-কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।" হাত দিয়ে পদত্যাগপত্রটি তুলে নিলেন শওকত, "আশা করি, এই রকম সময়ে আমরা আপনাকে সাথে পাব। এই চিঠিটা আমি নষ্ট করে দিচ্ছি। আপনাকে মিনতি করছি এই কাগজটির কথা যেন এই রুমের বাইরে কেউ না জানে।" সামনে পরে থাকা একটি ক্যান্ডেল লাইটার তুলে নিলেন তিনি। খুব সাবধানে কাগজটিতে আগুন ধরিয়ে দিলেন তিনি।

আমিন চৌধুরী রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। শওকত হামিদ জানতে পারলেন না যখন আমিন চৌধুরী বের হয়ে যাচ্ছিলেন তখন তার মুখে একটি সূক্ষ হাসি ফুটে উঠেছিল। আমিন চৌধুরী তার নিজের রুমে গিয়ে বান্দরবানে অবস্থিত এক্স ফোর্সের জন্য কয়েকটি নির্দেশ পাঠালেন। এর কয়েক মিনিট পরই শওকত হামিদও রুম থেকে বের হয়ে এলেন।

মজার ব্যাপার হল একটি জিনিস শওকত হামিদ খেয়াল করেন নি।

তার ডেস্কে পরে থাকা দ্বিতীয় খামটি।

* * *

গণভবনে একটি জরুরি এবং তড়িৎ বৈঠক শুরু হল ঠিক রাত সাড়ে এগারোটায়। গভীর রাতে সেখানে হাজির হয়েছেন বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সের প্রধানেরা। তাদের জন্য খুবই ভয়াবহ একটি সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন আর্মির ইন্টেলিজেন্স সংস্থা ডিজিএফআই-এর ডিরেক্টর জেনারেল শওকত হামিদ। তাই প্রধানমন্ত্রীর তলব পাওয়া মাত্রই তারা ছুটে এসেছেন গণভবনে।

তাদের মাঝে আলাপ আলোচনা হল। বাকবিতণ্ডা হল। সমঝোতা হল। সেইসাথে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ আর্মি জেনারেল জালালাবাদ এবং মোমেনশাহী ক্যান্টনমেন্ট থেকে স্পেশাল ফোর্স ডিপ্লয়ের ব্যবস্থা নিলেন। সেইসাথে সাভার,

BanglaBook.org

রাজেন্দ্রপুর এবং ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টর আর্মি ফোর্সকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি এবং যাত্রার জন্য নির্দেশ দিলেন। এয়ার চিফ মার্শাল বিমান বাহিনীর আওতায় থাকা ২৩ টি এফ-৭-এর দশটিকে জরুরি ভিত্তিতে আকাশে ওড়বার জন্য প্রস্তুত করলেন। তিনি এগুলোকে ফাইটার নয়, বরং ইন্টারসেপ্টর হিসেবে ব্যবহার করবেন। সেইসাথে ভিমপেল আর-২৭ এবং ভিমপেল আর-৭৩ সমৃদ্ধ চারটি মিগ-২৯ ফালক্রামকে তৈরি হবার নির্দেশ দিলেন। এছাড়াও ২টি অ্যান-৩২ এবং ৩ টি হারকিউলিস বিমান বরাদ্দ করা হল ট্রুপ, ট্যাঙ্ক এবং হেভি আর্টিলারি ট্রান্সপোর্টের জন্য।

বাংলাদেশের প্রতিটি সীমান্ত পোস্টে রেড অ্যালার্ট জারি করে দেয়া হল। প্রতিটি বিডিআর সেনাকে তাদের ব্যারাক থেকে বের করে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হল। তারা কেউ জানতনা কি হচ্ছে। তারা শুধু জানত, দেশ আক্রমনের কবলে পরতে যাচ্ছে। শত্রুপক্ষকে সীমান্ত পার হতে দেয়া যাবে না। অথচ তারা জানতনা, মেঘালয়ে এসে জড়ো হওয়া কয়েক হাজার ভারতীয় সেনা সেখানে কেন এসেছে। তারা জানত না তাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আসাম রেজিমেন্টের থার্ড ব্যাটলিয়ন জৈন্ত হিলসে এসে পৌঁছল বাংলাদেশ সময় রাত একটায়। এর আধ ঘন্টা পরেই হেড হান্টাররা এসে হাজির হল তাদের চিফ ইন কমান্ড রনজিৎ সিং-এর সাথে। রনজিৎ সিং দেখা করল দ্য ফ্যান্টম থার্ড-এর চিফ ইন কমান্ড আসলাম শাইখ এর সাথে।

একে অপরকে সম্ভাষণ জানিয়ে তারা পরস্পর আলাপে লিপ্ত হল। তারা দুজনেই ভারতের এই আকস্মিক পদক্ষেপে বিস্মিত। রনজিৎ সিং এক পর্যায়ে জানতে চাইল, "আমরা এখানে আসলে করছিটা কি?"

"যুদ্ধ নয় এটা। আমি নিশ্চিত।" জবাব এল আসলাম শাইখ-এর কাছ থেকে।

"আমাকে বলা হয়েছে জৈন্ত হিলসে থার্ড ব্যাটলিয়নের সঙ্গে একটি জয়েন্ট অপারেশনে যোগ দিতে।"

"আমাকেও একই ধরনের কথা বলা হয়েছে। এইটথ ব্যাটলিয়নের সঙ্গে জয়েন্ট ভেনচারে যোগ দিয়ে "অপারেশন এমপায়ার শুরু করার কথা।"

"আমাদের নেতৃত্ব কে দেবে জানেন?"

"হ্যা। মেজর জেনারেল অজয় কুমার। তিনি এসে পৌঁছাবেন আরও ঘন্টা খানেক পরেই।"

"অপারেশন এমপায়ার সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?"

"আমার তো মনে হয় ভূমি দখল ছাড়া আর কিছু নয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এখনতক দুই দেশের মধ্যে অফিসিয়ালি কোনো সীমানা নির্ধারণ হয়নি।"

"উহু। অন্য কোনো ব্যাপার আছে। মুক্তাপুর আর জৈন্তপুর এর ওপাশের

BanglaBook.org

গ্রামদুটো আমাদের টার্গেট। বর্ডারের অন্য স্থানগুলোতে সৈন্য মোতায়েন কিন্তু শুধুই চোখে ধুলো দেবার জন্য।"

"তাহলে আপনি কি মনে করেন, জৈন্তপুরের ওপাশের গ্রামটি আমাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হবার কোনো গোপন কারণ আছে?"

"তাই তো মনে হয়।"

"আর এজন্যই ফ্যান্টম থার্ড এবং হেড হান্টারকে একসঙ্গে সবার অলক্ষ্যে গ্রামটি দখলের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে?"

"আমার সেটাই ধারণা। ইনভ্যাশনটা এখানে শুধুমাত্র আইওয়াশ।"

"অপারেশন শুরু হবে কখন?"

"সম্ভবত সকাল সাতটায়।"

"ডিজিএফআই-এর সেই এজেন্টকে টিভি-তে আনার সাথে সাথেই, তাই না?"

"ঠিক তাই। টিভির সাংবাদিকরা সম্ভবত এতক্ষণে মিজোরামপুরে পৌঁছে গেছে।"

আসলাম শাইখ-এর কথাই ঠিক। দূরদর্শনের সাংবাদিকগণ তাদের জন্য ঠিক করা একটি ভবনে এসে পৌঁছেছে। এখানে তারা খেটেখুঁটে একটি অস্থায়ী স্টুডিও দাড়া করছে। আগামীকাল এখানেই র ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে বন্দীকে নিয়ে আসা হবে।

দুই ব্যাটলিয়নের চিফদের আলাপ যখন চলছে ঠিক তখনই বান্দরবানের বার্মা সীমান্তে একটি বেল ২১২ হেলিকপ্টার আটজন আরোহীকে নিয়ে বর্ডারের দিকে ছুটে চলেছে। তাদের দুই পাইলট বার্মিজ সীমান্ত রক্ষীদের সঙ্গে কথা বলছিল। আর পিছনে বসে থাকা আটজন মানুষ চুপচাপ তাদের শরীরে জড়িয়ে নিচ্ছিল আর্মর এবং আর্মস। তারা সজ্জিত ছিল পুরোপুরি যুদ্ধসাজে।

লকড এবং লোডেড। এই ছিল তাদের মোটো।

* * *

বার্মা-বাংলাদেশ সীমান্তে ৪৭ নম্বর ব্লক-এ বার্মিজ কমান্ডার আরুন ইলিয়া চিফ ইন কমান্ড হিসেবে নিয়োজিত পাঁচ বছর ধরে। এর আগে তার পোস্টিং ছিল সাগাইং প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলে। আরুন ইলিয়া একজন শক্তসমর্থ মানুষ। তিনি স্থানীয় বৌদ্ধ সমাজের একটি নামী পরিবার থেকে এসেছেন।

তার পরিবার অনেক আগে থেকেই আরাকানদের মাঝে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কাজ করে আসছে। বার্মার এই অঞ্চলে বহু বছর ধরে বৌদ্ধ-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা চলে আসছে। কিন্তু যখন দুই ধর্মের মানুষদের মাঝে প্রীতি ধরে

BanglaBook.org

রাখা সত্যিই মুশকিল হয়ে পরল তখন ১৯৮৮ সালে গঠিত হল অল আরাকানস স্টুডেন্টস' ইউনিয়ন (এএএসইউ)। এই সংগঠন তৈরির পিছনে আরুন ইলিয়ার পরিবার, বিশেষ করে তার ছোট ভাই মি জো ইলিয়ার সিংহভাগ অবদান ছিল। এই সংগঠনের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল আরাকান সমাজের মধ্যে যে সব বৈপ্লবিক চিন্তা চেতনা লুকিয়ে আছে তাকে উদ্বুদ্ধ করা। তারা একটি একক বৈপ্লবিক আর্মি তৈরি করতে চেয়েছিল। জাতির লক্ষ্য নির্ধারণে যে কোনো ধরনের বাধা তারা প্রতিহত করতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সংগঠনটি তাদের মূল থেকে সরে আসতে লাগল।

মি জো ইলিয়া চেষ্টা করল সংগঠনটির নেতাদেরকে তাদের উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা নির্ধারণ করতে। কিন্তু সেই নেতারা তাকে উপেক্ষা করে আরেকটি স্যেকুলার সংগঠন "ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অফ আরাকান' (নুপা) এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করল। এটা ছিল এএএসইউ-এর জন্য একটি চরম ভুল সিদ্ধান্ত যা পরবর্তীতে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। সেটা ছিল ১৯৯৭ সাল। এবছরই মি জো ইলিয়া সংগঠনটি থেকে বের হয়ে আসে। আর এবছরই "নুপা' প্রথমবারের মত কোনো বড়সড় ঝামেলায় জড়িয়ে পরে।

ঘটনাটি ঘটে একটি পানশালায়। সেখানে হঠাৎ করেই ছড়িয়ে পরে বৌদ্ধ-মুসলিম দাঙা। দু পক্ষেরই বহু মানুষ আহত এবং নিহত হবার পর সরকারের টনক নড়ে। তারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারে এর পেছনে রয়েছে "নুপা'র সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন আরাকান আর্মি (এএ)। সরকার বুঝতে পারে আরাকান আর্মি এবং ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অফ আরাকান কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে বাংলাদেশ-বার্মা সীমান্তে। এই দুটো সংগঠন যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল তখন অবশেষে তাদেরকে সরকারবিরোধী বলে ঘোষনা দেয়া হল। "নুপা'র প্রধান তাই জো খয় এর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হল।

এদিকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পরা মি জো ইলিয়া তখন আরাকান লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এএলডি) তে যোগ দেন। ১৯৯০ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে এএলডি ২৬ টি সিটের ১১ টি দখল করে ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। তাদের নীতি নির্ধারণী মি জো-এর নিজস্ব ধ্যান ধারণার সাথে মিলে যাবার ফলে তিনি উদগ্রীব হয়ে এই দলে যোগ দেন। তাছাড়া এএলডি-ও লুফে নিয়েছিল এমন একজন নেতাকে। মি জো ইলিয়া কে সবাই সম্মান এবং পছন্দ করত। তার চিন্তা চেতনা, সমাজসেবা এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আরাকান সমাজ স্বাগত জানিয়েছিল। তিনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন একজন সৎ, শান্ত এবং পছন্দনীয় মানুষ। তিনি ক্রমশঃ গড়ে ওঠা আরাকান আর্মির একগুঁয়ে এবং আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে স্বকণ্ঠে বিরোধিতা করতে লাগলেন। আরাকানবাসীদের উপরে অন্যায়ভাবে

BanglaBook.org

প্রভাব বিস্তারের জন্য তারাও আরাকান আর্মি কে পছন্দ করত না। তাই তারা তাদের প্রিয় নেতার সমর্থনে দাঁড়িয়ে গেল।

কিন্তু 'নুপা' তাদের এবং তাদের অঙ্গ সংগঠনের বিরুদ্ধে মি জো'র এই প্রচারণা সহ্য করল না। ফলশ্রুতিতে এক রাতে "নুপা'র নেতা তাই জো খয়-এর নেতৃত্বে আরাকান আর্মির একটি সশস্ত্র দল ইলিয়ার পারিবারিক বাসভবনে হামলা চালায়। তারা মি জো ইলিয়াসহ পরিবারের আরও সাতজন সদস্যকে হত্যা করে। আরুন ইলিয়া তখন সেখান থেকে বহু দূরে সীমান্তরক্ষায় নিয়োজিত। তিনি তার ভাই এবং পরিবারের অন্যান্যদের মৃত্যুর খবর শুনতে পান পরের দিন দুপুরে।

তাই জো খয় বার্মা থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। সাথে থাকে তার কয়েকজন অনুচর। আরুন ইলিয়া তখন সাগাইং প্রদেশে কর্মরত। তিনি উচ্চ মহলে আবেদন করে নিজের পোস্টিং নিয়ে আসেন নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে। তিনি শুনতে পেয়েছিলেন তাই জো খয়-কে আর্থিক এবং অন্যান্য সাহায্য প্রদানের জন্য "নুপা' প্রায়শই গোপনে সীমান্ত পার করে চর পাঠায়। তিনি মনে মনে চাইতেন তিনি তাই জো খয়-কে ধরবেন। তার ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিবেন। তিনি জানতেন না অচিরেই তার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

তাই জো খয় বাংলাদেশে লুকিয়ে আছে এই তথ্যটি ডিজিএফআই-এর কাছে পৌঁছাল একটি গোপন মাধ্যমে। তাই জো খয়-কে খুঁজে বের করার দায়িত্ব পরল ডিজিএফআই-এর ব্যুরো এক্স এর ওপর। ব্যুরো এক্স এর চিফ ইন কমান্ড আমিন চৌধুরী এক্স ফোর্সকে সাথে নিয়ে তাই জো খয়-কে ধরার জন্য একটি অপারেশন পরিচালনা করেন নাইক্ষ্যংছড়ির পাহাড়ি এলাকায়। সেটা ছিল ২০০৫ সাল।

তাই জো খয় ধরা পরে। ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অফ আরাকান-এর এই কুখ্যাত নেতাকে বার্মার কাছে হস্তান্তর করলেন আমিন চৌধুরী। কাকতালীয়ভাবে আমিন চৌধুরী আরুন ইলিয়ার কাছেই তার ভাইয়ের হত্যাকারীকে তুলে দেন। আরুন ইলিয়া যখন তাই জো খয় কে নিজের হাতে তুলে নেয় তখন তার ভেতরে যতটা না পেশাদারিত্ব কাজ করছিল, তার চেয়েও বেশি কাজ করছিল আবেগ। আমিন চৌধুরীর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ বোধ করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে শপথ নেন এখানে তিনি যতদিন আছেন এই মানুষটিকে তিনি সাহায্য করবেন। কখনও সুযোগ আসলে তার প্রতিদান দিবেন।

প্রায় পাঁচ বছর পর আরুন ইলিয়ার সে সুযোগ এসেছে।

কারণ একটু আগে তার কাছে একটি নির্দেশ আসে। নির্দেশটি আসে সিআইএ-এর একজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির অফিস থেকে। তাকে বলা হয় একটি বাংলাদেশী বেল ২১২ হেলিকপ্টারকে ট্রানজিট পারমিট দেবার জন্য। এ ধরনের নির্দেশ মানার কোনো যুক্তিই থাকে না। কিন্তু উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিটি যখন আমিন

BanglaBook.org

চৌধুরীর নামটি উচ্চারণ করলেন তখন আরুন ইলিয়ার মুখের ভাব পাল্টে গেল। তার মনে অবশ্য একটি সন্দেহ জাগল, কেন একটি বাংলাদেশী চপারকে ট্রানজিট দিতে হবে। এটা হয়ত চলতে থাকা বাংলাদেশ-ভারত উত্তেজনারই কোনো অংশ। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন চপারটিকে পারমিট দেবার জন্য।

সিআইএ থেকে ফোন কল আসবার দুই ঘণ্টা পরেই বাংলাদেশী আর্মির চপারটি বার্মা সীমান্তে পৌঁছাল। আরুন ইলিয়া সেটাকে ট্রানজিট পারমিট দিলেন। জীবনে প্রথমবারের মত তিনি এত বড় অবৈধ কাজ করলেন। শুধুমাত্র আবেগের বশবর্তী হয়ে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

ভারত-বার্মা সীমান্ত
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

২২.১৭২°, ৯৩.০৩৬°, খোপাই।

বাংলাদেশী হেলিকপ্টারটির উদ্দেশ্য এখানেই। রুকুনপুর গ্রামের সীমানা পেরোলেই। কিন্তু তারা এখন উড়ে যাচ্ছে বার্মার উপর দিয়ে। নিচে বিস্তৃত মাঠ, ফসলের ক্ষেত। কখনো কখনো দুয়েকটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। হেলিকপ্টার এখন নিচ থেকেই উড়ে যাচ্ছে। তাই কুয়াশার মাঝেও নিচের কিছু কিছু দৃশ্য চোখে পরছে।

"কুয়াশা জাঁকিয়ে বসছে, জেন্টলমেন," প্রধান পাইলটের কণ্ঠ শোনা গেল রেডিও-কম-এ, "আমরা এখন উপরে উঠতে শুরু করব। বর্ডার থেকে এখনও প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে রয়েছি আমরা। ই.টি.এ. ২০ মিনিট। সবাই শক্ত হয়ে বসুন।"

হঠাৎ করেই আরোহীরা ঝাঁকুনী অনুভব করল। চপারটি প্রতি মিনিটে ৪০০ মিটার করে উপরের দিকে উঠতে লাগল। মাটি থেকে প্রায় চার কিলোমিটার উপরে উঠে এল তারা। ভেতরের যাত্রীরা চুপচাপ অপেক্ষা করছে তাদের গন্তব্যের জন্য।

ঘণ্টা তিনেক আগেও তারা চাকমা নার্সকে এসকর্ট করে নেবার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ঢাকা থেকে একটি বার্তা তাদের যাত্রাপথকে পাল্টে দেয়। বার্তাটি এসেছিল কি-পয়েন্ট ইন্সটলেশন থেকে, ডিজিএফআই এইচকিউ-এর সাংকেতিক নাম। তারা একটি লেথাল মিশনে নামতে যাচ্ছে। কিন্তু কাগজে কলমে এই অপারেশনটির কোনো অস্তিত্ব নেই। এই অপারেশনটির কোনো নাম নেই। সীমানা লঙ্ঘন করে তারা ছুটে যাচ্ছে আরেকটি দেশে। একটি অনিবার্য যুদ্ধকে ঠেকাতে। তারা বার্মা থেকে ভারতে প্রবেশ করবে।

এক্স ফোর্সের প্রতিটি সদস্যকে বেছে নেওয়া হয়েছে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে। তাদের এই দলটি পরিচিত ব্রাভো-সিক্স নামে। ব্রাভো সিক্স এর দলনেতা ছত্রিশ বছর বয়স্ক একজন আর্মি ক্যাপ্টেন। নিয়ম শৃঙ্খলাকে মাথায় রেখে নিপুণ দক্ষতায় মিশন পরিচালনা করার দক্ষতা দেখিয়েই সে এই পদটি বাগিয়ে নিয়েছে। সে সবার কাছে পরিচিত তার ডাক নাম 'বিগহেড' হিসেবে। দলের মধ্যে দেখতে সবচেয়ে নিরীহ মানুষটি কিন্তু মোটেও নিরীহ নয়। তার উচ্চতা মাত্র পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। অন্যান্যদের তুলনায় তার উচ্চতা কম হলেও সে একজন অসামান্য নিশানাবাজ। তাকে সবাই সমীহ করে ডাকে "আর্চার নামে। এছাড়াও দলে আছে

BanglaBook.org

একটি স্নাইপার টিম। তাদের হাতে শোভা পাচ্ছে ব্রিটিশ আর্মস কোম্পানি অ্যাকুরেসি ইন্টারন্যাশনালের আর্কটিক ওয়ারফেয়ার স্নাইপার রাইফেল। স্নাইপার টিমের বিপরীতে বসে আছে একজন বিশালদেহী কমান্ডো। তাকে ডাকা হয় "ব্ল্যাক' নামে। অপর তিন সদস্য হল পালাক্রমে আলফা, চার্লি এবং প্রিস্ট।

স্নাইপার টিম ছাড়া বাকি সবাই বহন করছে এম-ফোর। প্রধান রাইফেলের সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে গ্রেনেড লঞ্চার এবং স্ট্র্যাটেজিকাল স্কোপ লাগানো আছে। সাইড আর্ম হিসেবে কেউ কেউ ডেজার্ট ইগল, কেউ কেউ ওয়ালথার ব্যবহার করছে। তাদের পুরো শরীর আর্মর দিয়ে আবৃত। মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা। শরীরের অন্যান্য বস্ত্রগুলোও কালো রঙের। তারা রাতের অভিযানের জন্য প্রস্তুত। এজন্য তাদের হেলমেটের ওপর শোভা পাচ্ছে নাইট ভিশন ডিভাইস।

আর্চার চুপচাপ বসে ভাবছিল তারা আসলে কেন ভারতে যাচ্ছে। তাদেরকে ঢাকা থেকে পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি নিয়েই যাত্রা করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে যে ভারতে আসতে হবে তা সে ভাবেনি। এটা জানত শুধু দলপ্রধান বিগহেড। আমিন চৌধুরী শুধুমাত্র তাকেই বলেছিলেন। আমিন চৌধুরীকে তারা ডাকে মাদার নামে, যার অধীনে তারা অনেকগুলো অভিযান সম্পন্ন করেছে। মাদার তাদের প্রত্যেককেই নিজে পছন্দ করে বেছে নিয়ে এসেছিলেন এক্স ফোর্সের জন্য। কি অসাধারণ একটি দল। ব্ল্যাক অপ। আর্চার যখন প্রথম আর্মিতে যোগদান করে তখন থেকেই সে ব্ল্যাক অপদের কথা শুনত। সে জানত ব্ল্যাক অপ টিম গঠনের জন্য পুরো আর্মি থেকে বেছে নেয়া হয় সেরা কিছু চরিত্রকে। সে নিজে কখনও কল্পনাও করতে পারেনি একদিন তাকেই যোগ দিতে হবে এই দুঃসাহসী, পারদর্শী যোদ্ধাদের সঙ্গে।

"নো ওয়ান গেটস লেফট বিহাইন্ড," তাকে শিখানো হয়েছিল। মাত্র কয়েকজন সক্ষম যোদ্ধা নিজেদের নিখুঁত পারদর্শীতার মাধ্যমে গুড়িয়ে দিতে পারে পুরো একটি আর্মি বেইজ। এভাবেই তাদেরকে গড়ে তোলা হয়েছে। তারা জানে কি করতে হবে, কখন করতে হবে, কিভাবে করতে হবে।

শুধু এইবার...এবারই প্রথম তারা এমন একটি অভিযানে যাচ্ছে যার কোনো নাম নেই। যার কোনো অফিসিয়াল উদ্দেশ্য নেই। এমনকি এর কোনো অস্তিত্বও নেই। কেউ জানবে না এই অভিযানটির কথা। শুধু তারাই জানবে।

"আমাদের এই অভিযানটির কি কোনো নাম থাকবে না?" হঠাৎ করেই আর্চার প্রশ্ন করে উঠল। কারও উদ্দেশ্যে নয়, অনেকটা আনমনাস্বরে।

তার দিকে চেয়ে হাসল বিগহেড। "এটি এমন এক অপারেশন যার কোনো অস্তিত্ব নেই। এর নামকরণ করে কি হবে? অভিযান শেষে কাউকে বলব না *মিশন একমপ্লিসড*। কেউ আমাদেরকে অভিনন্দন জানানোর জন্য অপেক্ষা করবে না।"

BanglaBook.org

"কিন্তু আমরা তো এর সাক্ষী। আমরা তো জানি এর অস্তিত্ব আছে।"

"বেশ তুমি নিজেই এর একটা নাম দাও।"

"উহু। আমার কোনো নাম মনে আসছে না।"

আর্চারের বিপরীতে বসে থাকা স্বল্পভাষী ব্ল্যাক আস্তে করে বলল, "কোয়াড্রেট নামটা কেমন হয়?"

"কোয়াড্রেট?"

"হুম। ঠিক বলেছ।" আবার হাসল বিগহেড, "এই নামটাই পারফেক্ট।"

অন্যরাও মৃদু মাথা নাড়ল। তারা সবাই জানে ব্ল্যাক কেন এই নামটি বলেছে। এই নামটি এক্স ফোর্সের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

হঠাৎ করেই রেডিও কম-এ পাইলটের কণ্ঠ শোনা গেল, "আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেছি, জেন্টলমেন। সবাই তৈরি হয়ে নিন। জাম্পিং এর জন্য আর দুই মিনিট রয়েছে।"

"সবাই নিজেদের প্যারাসুট প্যাক বেঁধে নিন। ডিপ্লয়মেন্ট এখনই শুরু হতে যাচ্ছে।" কো-পাইলট বলল, "আমরা আর বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারব না। ঘন কুয়াশা থাকলেও রাডারকে ফাঁকি দেয়া যাবে না।"

সবাই নিজেদের পিঠে প্যারাসুট বেঁধে নিল। সবার আগে ঝাঁপ দেবে দলনেতা বিগহেড। হেলিকপ্টারের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সে। গতি অনেক কমিয়ে দিয়েছে পাইলট। হঠাৎ করেই তার মনে হল, এর আগে কি কেউ এভাবে বর্ডার পার হয়েছে? আমিন চৌধুরী কি অভিনব পরিকল্পনাই না করেছেন।

কোনো পড়ন্ত বস্তুকে শূণ্যের মাঝে ঠেলে এক বর্গমিটার সামনে এগিয়ে নিতে পারলে তার ত্বরণ শতকরা বিশ ভাগ কমে যায়। এইজন্যই বেইজ জাম্পিং-এ প্যারাসুট ব্যবহার করা হয়। এটা ব্যবহার করে তারা শূণ্যের মাঝেও সামনে এগিয়ে যেতে পারবে।

সংকেত পাওয়া মাত্রই বিগহেড লাফ দিল। তাকে অনুসরণ করল বাকিরা। শূণ্যের মাঝে তাদের দেহগুলো প্রচন্ড গতিতে নিচে নামতে লাগল। শূণ্যে ভেসে নেমে আসার এই অভিজ্ঞতাটি কিছুটা ভীতিকর, কিছুটা উত্তেজনাকর। কিন্তু এখন এসব চিন্তার সময় নেই। এখানটায় কুয়াশা থাকা সত্বেও তারা জানে তারা নামছে একটি মাঠের ওপরে। তারা প্রত্যেকেই প্যারাসুটিং-এর সাধারণ নিয়মগুলো মেনে লাফ দিয়েছে।

প্রথমেই ফ্রি-ফল। যেটা সাহায্য করবে নিজের শরীরের অ্যারোডাইনামিক্স কে। গ্রাভিটির সাথে তাল মিলিয়ে শরীর ভাসিয়ে দিতে হবে। তারপর প্যারাসুট ওপেন করতে হবে। এটা অনেক সময় মেনুয়াল হলেও ব্রাভো-সিক্স এর সদস্যরা এএডি সিসটেম (অটোমেটিক একটিভেশন ডিভাইস) ব্যবহার করছে। এটা একটা

BanglaBook.org

ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা নির্দিষ্ট অলটিচুড সীমার ভেতরে আসলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারাসুট খুলে দেয়। প্যারাসুট খুলতেই হঠাৎ করে উপরের দিতে একটি প্রচন্ড টান। আর সবশেষে ল্যান্ডিং ফল। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। ঠিকমত ল্যান্ডিং করতে না পারলে আহত হবার সম্ভাবনা শতকরা আশি ভাগ। কিন্তু তারা এগুলো মুখস্থ করে রেখেছে। কত শত বার তারা ল্যান্ড করেছে? প্রথমে পায়ের পাতা, তারপর গোড়ালি, তারপর শরীর। তারা প্রত্যেকেই হাঁটু কিছুটা ভাঁজ করে রাখল। তবে তারা যেহেতু ডিরেকশনাল কন্ট্রোলিং প্যারাসুট ব্যবহার করেছে তাই ড্রপ জোন-এ নামতে তাদের তেমন সমস্যা হল না।

ব্রাভো সিক্স এর আট সদস্যই একটি মাঠের মধ্যে একে অপর থেকে গড়ে একশ মিটার দূরত্ব রেখে মাটিতে অবতরণ করতে পারল। শূণ্যের মাঝেই তারা পেরিয়ে গেছে বিএসএফ পোস্ট। শীতকালের প্রচন্ড কুয়াশার কারণে তাদেরকে কেউ দেখতেও পায় নি। তারা এখন ভারতের মাটিতে। আর মাইল খানেক দূরেই বিএসএফ-এর সেই সাবেক কম্পাউন্ড যা এখন র তাদের ডিটেনশন ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। তারা সবাই একত্রিত হয়ে সন্তর্পণে এগোতে লাগল জিপিএস অনুসরণ করে।

ব্রাভো সিক্স যখন এগিয়ে আসছে তখন র কম্পাউন্ডে ব্যস্ততা কমে গিয়েছে। বিশ জন সদস্যের অনেকেই তখন ঘুমিয়ে পরেছে। সুপার ইন চার্জ প্রশান্ত রায়ের নির্দেশে শাফাতকে আন্ডারগ্রাউন্ডের বাঙ্ক থেকে বের করে নিয়ে এসে দোতলায় জেনারেল সেল-এ নিয়ে আসা হয়েছে। তার শরীরের ক্ষত এবং আঘাতের চিহ্নগুলো যতটুকু সম্ভব মুছে ফেলা হয়েছে। আদ্রিতাকে নিচের সেই সেলটিতেই বন্দী করে রাখা হয়েছে।

প্রশান্ত রায় স্টাফ কোয়ার্টারে নিজের রুমে এসে বসল। সারাদিন প্রচুর উত্তেজনা গেছে। শরীরটা আর মানছে না। বারাবার হাই উঠছে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। বাইরে কুয়াশার কারণে সবকিছু আবছা লাগছে। তাই কম্পাউন্ডের চারদিকে ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে ওয়াচ টাওয়ার গুলো। ওখানে একজন করে মানুষ পাহারায় থাকে। প্রশান্ত রায়ের ধারণা এই পাহারাটুকুর দরকার নেই। এটা এমন একটা জায়গা যেখানে কেউ আসবে না। যেখানে কেউ আসতে চায় না।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে শরীরের কাপড় খুলতে লাগল। বিছানার উষ্ণতার কথা চিন্তা করে তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে। কোমরের পাশ থেকে নিজের কোল্টটি খুলে ডেস্কের উপরে রাখল। সামনে আরেকটি ব্যস্ত দিন কাটবে। কম্পাউন্ডের রেডিও অপারেটরকে রেডিও রুমে বসিয়ে রেখে এসেছে সে। দিল্লী থেকে যদি কোনো বার্তা আসে সেটা যেন সাথে সাথে তার কাছে পৌঁছে যায়,

BanglaBook.org

সেজন্য এই ব্যবস্থা। শরীরের জামাটি খুলে বিছানায় গা এলিয়ে দিল সে। শান্তি।

প্রশান্ত রায় যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে স্বপ্ন দেখার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন মেঘালয় সীমান্তে জৈন্তপুরের কাছে হেড হান্টার এবং ফ্যান্টম থার্ড নামের দুটি আর্মি ব্যাটলিয়ন নিয়ে একটি জয়েন্ট ফোর্স তৈরি করা হয়। তাদেরকে নির্দেশনা দেবার জন্য এসে হাজির হয়েছেন মেজর জেনারেল অজয় কুমার। তিনি ব্রিফিং শেষে অপেক্ষা করছিলেন দিল্লী থেকে গ্রীন লাইট আসার। একই সময় সীমান্তের ওপাশে বাংলাদেশী সৈনিকেরা জড়ো হতে লাগল। সিলেট সীমান্তে তাদের প্রহরা জোরদার হয়ে উঠেছে দ্বিগুণ। প্রতিটি সৈন্য দাঁত চেপে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে একটি ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য।

ঢাকাসহ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ তখন দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘুমাতে গেছে। বঙ্গভবন এবং গণভবনে নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছেন কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ডিজিএফআইসহ অন্যান্য ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলো নীরবে অপেক্ষা করছে। শওকত হামিদ, মহসিন আলী এবং আমিন চৌধুরী যে যার অফিস রুমে বসে নিশ্চুপ চিন্তায় মগ্ন।

সিলেটসহ অনেকগুলো জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর মানুষদেরকে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলা হল। অথচ ঠিক এটাই চাইছিল ভারতীয় আর্মি। মনুষ্যবিহীন একটি গ্রাম দখল। অসাধারণ পরিকল্পনা। ঘর ছাড়া মানুষগুলো নিরাপদ স্থানে বসে নিঃশব্দ প্রার্থনায় মগ্ন।

হঠাৎ করেই যেন সবাই নিশ্চুপ হয়ে উঠল। নীরব, নিথর। যেন কোনো চাপা আশংকায় পুরো পৃথিবী শব্দহীন হয়ে পরেছে।

ঠিক এরকম সময়ই র কম্পাউন্ডের একশ গজের মধ্যে নিঃশব্দে হেটে হাজির হল কালো পোশাকে আবৃত আটজন সশস্ত্র ব্যক্তি।

বাংলাদেশের প্রতিটি ঘড়িতে তখন রাত তিনটার ঘন্টা বেজে উঠল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

র-এর কম্পাউন্ড
মিজোরামপুর, ভারত
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

র-এর কম্পাউন্ডের এক দিকে একটি গাড়ি চলার রাস্তা। বাকি তিন দিকেই ছোট বড় গাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। জায়গাটি ঠিক পাহাড়ি নয়। কিন্তু তবুও ভূমি অসমতল। ব্রাভো সিক্সের স্নাইপার টিম কম্পাউন্ডের উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে দাড়িয়ে থাকা একটি বড় গাছের উপর চড়ে বসল। এটি হল কম্পাউন্ডের পিছনের দিক। পিছনের এই গাছটি খুবই প্রাচীন। তাই এর বড় মোটাসোটা ডালগুলোর উপর চড়ে বসতে তাদের অসুবিধা হল না।

বাকি ছয়জন কম্পাউন্ডের বাকি তিনদিকে ছড়িয়ে পরল। বিগহেড এবং আলফা তাদের সাথে থাকা বিস্ফোরক নিয়ে চলল প্রধান গেটের দিকে। আর্চার এবং চার্লি থাকল গেটের বা পাশের দেয়ালে। ঠিক তাদের বিপরীতে গেটের ডান পাশের দেয়ালে দাঁড়াল ব্ল্যাক এবং প্রিস্ট। তারা অপেক্ষা করতে লাগল স্নাইপার টিমের জন্য।

তারা তখন দক্ষ হাতে তাদের স্নাইপারের নলে সাপ্রেসর বসাচ্ছে। .৩০০ উইনচেস্টার বুলেটের জন্য সাপ্রেসর লাগানো খুবই বুদ্ধিমানের কাজ। তা নাহলে এত কাছ থেকে প্রচন্ড শব্দ হবে। স্কোপে নজর রাখল প্রধান স্নাইপার। বাইরে কুয়াশা থাকলেও কম্পাউন্ডে দুটি ফ্লাড-লাইট থাকায় ভিতরটি অনেকখানি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। খুব ধীরে ধীরে নজর বোলাতে লাগল সে।

"ওয়াচ-টাওয়ার," নিচু কণ্ঠে তার স্পটার বলে উঠল। রেডিও-কম অন থাকায় সবাই তা শুনতে পেল। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল সে। দেখতে পেয়েছে। ভেতরের জিওগ্রাফি বুঝে নেবার চেষ্টা করছে সে। দুটো ওয়াচ টাওয়ারেই পাহারা দেখা গেল। তবে তারা যে স্নাইপার নয় সেটা সে নিশ্চিত হয়ে নিল। মূল ভবনের দিকে স্কোপ ঘোরাল সে। তিন তলায় তিনটি জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। তবে ভেতরে মানুষ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। দোতলায় এক সারিতে অনেকগুলো জানালা দেখে সেটা যে স্টাফ কোয়ার্টার তাও বুঝে নিল সে। ছাদের দিকে নজর পরতেই

BanglaBook.org

রেডিও টাওয়ারটি নজরে আসল। সেটার সাথে বিদ্যুৎ সংযোগের মোটা তারগুলোও নজর এড়াতে পারল না।

"রেডিও টাওয়ারটি দেখা যাচ্ছে।" নিচু কণ্ঠে বলল সে।

"গুড।" জবাব দিল বিগহেড, "পাওয়ার সাপ্লাই?"

"এক মিনিট," জবাব এল। একটু পরেই সবাই শুনতে পেল, "কম্পাউন্ডের বাইরে বসানো ট্রান্সফর্মার থেকে একটি হার্ড লাইন সরাসরি পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছে।"

"ব্যাক আপ জেনারেটর?"

"দেখা যাচ্ছে না। আর থাকলেও এখান থেকে বোঝা যাবে না।"

"কমিউনিকেশান রুমটি কি শনাক্ত করতে পেরেছ?"

"তিন তলায়।"

"ব্যাক-আপ জেনারেটর এবং ট্রান্সমিশন সিস্টেম চালু হতে পাঁচ মিনিট লাগার কথা। আমাদের তার আগেই তিনতলায় পৌঁছাতে হবে," বিগহেড বলে চলল, "আমি এবং আলফা ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা করছি। ইয়ার্ডে কাউকে দেখা যাচ্ছে?"

"চেক করছি," একটু পরেই জবাব এল, "দুই জন সশস্ত্র গার্ড।"

"বেশ। আমার সিগনালের জন্য অপেক্ষা করো।"

বিগহেড এবং আলফা সন্তর্পনে এগিয়ে গেল কয়েক ফুট সামনে বসানো একটি ছোট ঘরের দিকে। এটাই ট্রান্সফর্মার রুম। রুমটির সামনে ছায়া পরায় অন্ধকারে তাদের দেখা যাচ্ছে না। দরজায় তালা দেয়া। কিন্তু দরজাটি তারকাটা দিয়ে তৈরি বলে ভেতরে আবছাভাবে বড় ট্রান্সফর্মারটি দেখা যাচ্ছে। তারা একে অপরের দিকে তাকাল। "আমরা পজিশন নিয়েছি।" বিগহেড তার মাউথপিসের মাধ্যমে স্নাইপার টিমকে জানাল।

"কপি।" স্নাইপার তার রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল বসাল। "খেলা শুরু হোক।"

তার স্কোপটি তাক করা ছিল প্রথম টাওয়ারটিতে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীর দিকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার শরীর লুটিয়ে পরল টাওয়ারের ছাদে। তার দুই চোখের মাঝখানের বড়সড় গর্ত থেকে গড়িয়ে তাজা রক্ত বেরিয়ে এল। কিভাবে মারা গেল সেটা বুঝার সময়ও সে পায় নি।

"গুড শট।" স্পটার ফিসফিস করে অভিনন্দন জানাল। অন্যরা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছে।

খুব ধীরে ধীরে পরের ওয়াচ টাওয়ারটিতে নজর দিল সে। বাতাসে জলীয়বাষ্প

BanglaBook.org

আর কুয়াশার পরিমাণ বেড়ে চলেছে। স্কোপ ঝাপসা হয়ে আসছে। গ্লাভস পরা হাতে তা মুছে নিল সে। পরের লক্ষ্য আরও প্রায় চল্লিশ মিটার দূরে। *মাথা লক্ষ্য করে...*নিজেকে মনে মনে বলল বলল সে...*আরেকটু উপরে...ঠিক আছে, নড়োনা...এইবার...*

দ্বিতীয়বারের মত একটি বুলেট ছুটে গেল। এক সেকেন্ডেরও কম ব্যবধানে সেটা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানল। নির্ভুল নিশানা। মৃদু ফোঁপানির মত একটি শব্দ করে দ্বিতীয় মানুষটিও পরে গেল।

আরও দুজন বাকি আছে। তারা সামনের খোলা জায়গায় টহল দিচ্ছে। ধারণাও করতে পারেনি তাদের দুই সঙ্গির কপালে কি জুটেছে। তৃতীয় বুলেটটি ছুটে গেল। লক্ষ্যবস্তুর মস্তিষ্কে থ্যালামাস ভেদ করে অপর পাশ থেকে বের হয়ে এল। তার খুলি বিচূর্ণ হয়ে গেছে। তার টহল দিতে থাকা অপর সঙ্গি অন্য দিকে ফিরে হাঁটছে। সে মখ ঘুরাবার আগেই..."শট নাও।" স্পটার বলল।

চতুর্থ বুলেটটিও তার নিশানাতে আঘাত করল। লুটিয়ে পরল আরও একটি দেহ। তার মেরুদন্ড ভেঙে গেছে।

"ইউ আর ক্লিয়ার।" স্পটার ঘোষণা দিল।

ট্রান্সফর্মার রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বিগহেড এবং আলফার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। যদিও মুখ ঢাকা থাকায় তা দেখা গেল না। অপারেশন শুরু হয়ে গেছে। এখন দ্রুত কিন্তু নিখুঁতভাবে বাকি কাজগুলো সারতে হবে। আলফা ইতিমধ্যে তার ওয়ালথারে সাইলেন্সার লাগিয়ে নিয়েছে। দরজায় লাগানো তালা লক্ষ্য করে গুলি চালালো সে। ঘটাং করে খুলে গেল তালা। এই শব্দ এখন আর কেউ শোনেনি। কারণ বাইরে আর কেউ নেই। শীতের কারণে দরজা জানালা বন্ধ থাকায় মূল ভবনের ভেতরে থাকা কেউও শব্দ শুনলনা।

ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকায় দুজনেই নাইট ভিশন গগলস টেনে চোখের উপর বসিয়ে নিল। গগলসের ভেতরে ফসফর প্লেটের উপর ছায়া পরায় চোখের সামনে সবকিছু সবুজ হয়ে উঠল। কিন্তু সবকিছু দেখা যাচ্ছে। সামনে বিশাল কিছু যন্ত্রপাতি। এগুলোই মেইন পাওয়ার সাপ্লাই-এর কাজ করে। শহর থেকে বিদ্যুতের লাইন এনে এই ট্রান্সফর্মার বসানো হয়েছে। তারা যদিও জানে না এই যন্ত্রগুলো কিভাবে কাজ করে, কিন্তু সেটা তাদের জন্য কোনো সমস্যা নয়। তারা এখানে এসেছে মেইন পাওয়ার ক্যাব্‌ল গুলো খুলে ফেলতে। তাহলে রেডিও টাওয়ারে পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে। রেডিও যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যাকআপ জেনারেটর সাথে সাথে চালু হলেও রেডিও টাওয়ার তার সিগনাল ফিরে পেতে

BanglaBook.org

আরও কয়েক মিনিট সময় নেবে। এই সুযোগটিই তারা নেবে।

দ্রুত হাতে পাওয়ার ক্যাব্‌ল গুলো টেনে খুলে ফেলল দুজনে মিলে। তারপর দ্রুত পায়ে বের হয়ে এল। বাইরে বের হয়ে আগের সেই আলো আর দেখা গেল না। ফ্লাড-লাইটের উজ্জ্বল আলো নিভে গেছে। রেডিও টাওয়ারের দিকে তাকাল তারা। লাল আলো জ্বলছে না। কম্পাউন্ডের ভেতর থেকে উত্তেজিত গলার আওয়াজ আসতে লাগল। হঠাৎ রেডিও-কমে স্পটারের কণ্ঠ শোনা গেল, "চারজন অস্ত্রধারী বের হয়ে আসছে। সবাই পজিশন নাও।"

আলফা এবং বিগহেড ছুটে এসে প্রধান গেটের সামনে পজিশন নিল। বিগহেড সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, "সবাই নাইট ভিশন ওপেন করো। আমার সিগনাল পেলেই দেয়ালে সি-ফোর প্লান্ট করবে। সবাই তৈরি?"

বাকি তিনটি দল থেকেই আশ্বাস এল। সন্তুষ্ট হয়ে বিগহেড নির্দেশ দিল, "কোয়াড্রেট ইজ ইন ইফেক্ট। ফোর...থ্রি...টু...ওয়ান।"

কম্পাউন্ডের আঙিনায় ছয়জন র এজেন্ট বেরিয়ে এসেছে। তারা বুঝতে পারল না কেন বিদ্যুৎ চলে গেছে। তারা আন্দাজ করল ট্রান্সফর্মারে কোনো সমস্যা হয়েছে। যদিও তারা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি তাদের সমস্যা কেবল শুরু।

হঠাৎ করেই পুরো কম্পাউন্ড কেঁপে উঠল বিস্ফোরণে। কম্পাউন্ডের তিন দিকের দেয়াল ধ্বসে গেছে। সেখান থেকে ধুলোর মেঘ বেরিয়ে আসতে লাগল। প্রতিটি এজেন্ট সাথে সাথে এটা ওটার পেছনে অবস্থান নিল। ওদিকে দেয়ালের ফোঁকর থেকে তখনও ধুলোর মেঘ বের হচ্ছে। তারা ভাবল আসলে ওগুলো কুয়াশা। গলগল করে কুয়াশাই ঢুকছে। আরও তিরিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করে তারা সাহস করে মাথা তুলল। কয়েকজনের হাতে টর্চ, তারা আলো ফেলল দেয়ালগুলোর দিকে। কয়েকজন হাতে পিস্তল নিয়ে বেরিয়েছে। তারা অজানা আক্রমনে ঘাবড়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে তারা উঠে দাঁড়াল। তখনও মেঘের মত জিনিসগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে আঙিনার বাতাসে। হঠাৎ করেই তারা বুঝতে পারল ওগুলো কি।

স্মোক বোম!

তীক্ষ্ণ শিসের মত শব্দ হল। সাথে সাথে কয়েক রাউন্ড বুলেট এসে আঘাত হানল তাদের শরীরে। এক সাথে চারটি দেহ লুটিয়ে পরল। তিন দিক থেকে বুলেট ছুটে এসেছে। বেঁচে থাকা দুজনের উপর প্রচন্ড আতঙ্ক এসে ভর করল। তারা উঠে দাঁড়িয়ে মূল ভবনের দিকে দৌড় দিল। এবার আক্রমন এল অন্য দিক থেকে। পরপর দুটো শট নেয়া হল। দুটো বুলেটই লক্ষ্যভেদ করল। গাছের উপর অবস্থান করা স্নাইপারের তীক্ষ্ণ চোখ এড়িয়ে যেতে পারল না দুজনের একজনও।

BanglaBook.org

ততক্ষণে ব্যাকআপ জেনারেটর চালু হয়েছে। কম্পাউন্ডের ভেতরে থাকা বাকিরা জানতে পারল তারা চারদিকে থেকে আক্রমনের শিকার। তারা জানালা দিয়ে আঙিনায় পরে থাকা মৃতদেহ গুলো দেখতে পেল। সবাই নিজের নিজের অস্ত্রগুলো হাতে তুলে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ধোঁয়ার ভেতর থেকে সাবধানে আঙিনায় ঢুকে পরল ব্রাভো সিক্স। চারদিক থেকে তাদের আক্রমনের এই কৌশলটিকে তারা নাম দিয়েছে কোয়াড্রেট। চারদিক থেকেই তারা শত্রুকে ঠিক এভাবে কোনঠাসা করে আসছে বহু দিন ধরে। যেন শত্রুকে তারা একটি কোয়াড্রেট বা চতুষ্কোনের মাঝে বন্দী করে ফেলেছে। এভাবে তারা প্রতিটি কোণকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। কেউ চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

প্রশান্ত রায় তার কাঁচা ঘুম ভেঙে টেবিলের উপরে রাখা কোল্টটি তুলে নিল। কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে তার ড্রয়ার থেকে একটি জিনিস বের করে আনল। রুমের বাইরে বেরিয়ে চিৎকার করে একজন গার্ডকে ডাকল সে। তাকে নির্দেশ দিল যেন রেডিও অপারেটর এখনই দিল্লীতে খবর পাঠায় এবং সবচেয়ে কাছের বিএসএফ ব্যারাকে যেন এসওএস পাঠায়। তারপর আরেকজন গার্ডকে নিয়ে সোজা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলল।

বাইরে তখন ব্রাভো সিক্সের ছয় সদস্য মিলিত হয়েছে। তারা মূল ভবনের দেয়াল ঘেঁষে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। তাদের হাতে আর বেশি সময় নেই। ভেতরে থাকা কেউ যদি ওয়াকিটকিতে বিএসএফ কে খবর দেয়, সেটা তাদের জন্য সমস্যা হবে না। কারণ বিএসএফ থেকে সৈন্য আসতে আসতে তারা হাওয়া হয়ে যাবে। কিন্তু দিল্লীতে খবর পৌঁছে গেলেই মুশকিল।

দরজার পাশে দাঁড়ানো প্রিস্ট দরজায় চার্জ বসালো। তিন থেকে চার সেকেন্ড সময় নিয়েই একটি ছোট বিস্ফোরণ ঘটল দরজায়। অদম্য গতিতে ছয়জন ভেতরে ঢুকে পরল। ভেতরে বড়সড় একটি করিডর। সেখানে কেউ নেই। একটি একটি করে রুম চেক করতে লাগল তারা। একটি রুমের সামনে দাঁড়িয়ে পরল তারা। এটা আর্মরি। এখানে কেউ না কেউ অবশ্যই আশ্রয় নিয়েছে। বিগহেডের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই ব্ল্যাক এবং আর্চার দুটো ফ্র্যাগ গ্রেনেড ভেতরে ছুঁড়ে মারল। গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলেই ভেতরে দুটো তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল। ভেতরে ঢুকে দেখা গেল একজনের মৃতদেহ পরে রয়েছে। অপরজন হাঁপাচ্ছে। সে আহত। সরাসরি তার মাথায় একটি বুলেট চালান করে দিল বিগহেড।

করিডরের শেষ মাথায় সিঁড়ি। উপরে নিচে দুদিকেই গিয়েছে। বিগহেড সাথে করে আলফাকে নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে নেমে গেল। বাকিদেরকে উপরে যাবার নির্দেশ

BanglaBook.org

দিল। সে জানত না প্রশান্ত রায় তার সঙ্গিকে নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডেই গিয়েছে। সেখানেই কোনো এক রুমে ওৎ পেতে রয়েছে।

আর্চার এবং চার্লি দোতলায় ঢুকে গেল। ব্ল্যাক এবং প্রিস্টের দায়িত্বে পরল তেতলার রেডিও রুম। হিসেব মতে আর মাত্র দুয়েক মিনিট পরেই রেডিও টাওয়ার তার সিগনাল ফিরে পাবে।

আর্চার তার সঙ্গিকে নিয়ে প্রতিটি রুম তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল। প্রথমেই স্টাফ কোয়ার্টার। ধীরে ধীরে তারা রুমগুলোর দিকে এগোতে লাগল। একে অপরকে কভার দিতে লাগল। প্রথম দুটি রুমে কোনো সমস্যা হল না। কিন্তু তৃতীয় রুম থেকে কয়েকটা বুলেট ছুটে এল। রুমের দরজা খোলা ছিল। দুজনে এক ঝটকায় দরজার দুপাশে অবস্থান নিল। একে অপরের দিকে এমন একটি আড়াআড়ি অবস্থান গ্রহণ করল যে সেটা একটি ক্রস সেকশন তৈরি করল। নিমেষে তাদের এম-ফোর থেকে এক ঝাঁক বুলেট ছুটে গেল রুমের ভিতরে। তারা ক্রস সেকশন তৈরি করায় রুমের প্রতিটি কোণে বুলেট ক্ষত সৃষ্টি করল। সেই সাথে শোনা গেল দুটি ভিন্ন আর্তনাদ। আরও দুজন। তারা নিজেদের বন্দুক রিলোড করে নিল। পরের রুমটির দিকে নজর দিল। কিন্তু হঠাৎ করেই সামনের আরেকটি রুম থেকে একজন মানুষ বেরিয়ে এসে চিৎকার করে কয়েকটি গুলি ছুঁড়ল। একটি বুলেট এসে চার্লির বুকে আঘাত করল। তীব্র ব্যথায় আর্তনাদ করে মেঝেতে শুয়ে পরল সে। কিন্তু আক্রমনকারীকে ততক্ষণে নিজের নিখুঁত নিশানার মাধ্যমে খতম করে ফেলেছে আর্চার। চার্লির পাশে গিয়ে বসল সে, "ঠিক আছো তো?"

"হু," কষ্ট করে জবাব দিল চার্লি। বডি আর্মরের কারণে সে আহত হয় নি। কিন্তু তীব্র ব্যথায় কয়েক মুহূর্তের জন্য কাতর হয়ে উঠেছিল। যদিও হাত থেকে বন্দুক ফেলে দেয় নি। "ব্যথা করছে।"

"ওটা সেরে যাবে।" জবাব দিল আর্চার, "উঠে দাঁড়াও।"

চার্লি উঠে দাঁড়াতেই দুজনে আবার অগ্রসর হতে লাগল। স্টাফ কোয়ার্টারের শেষ মাথায় আরেকটি দরজা। ওটা বাথরুম। আর্চার সেটার ভেতরে একটি গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল। সাথে সাথেই দুজন মানুষ ছুটে বেরিয়ে এল। বাথরুমের ভেতরে গ্রেনেড থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। কিন্তু বাইরেও তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল মৃত্যু। আর্চার এবং চার্লি আরও কয়েকটি বুলেট খরচ করল।

স্টাফ কোয়ার্টার শেষ হতেই কয়েকটি সেল। সেগুলোতে আলো ফেলে দেখতে লাগল তারা। ভয়ার্ত মানুষগুলো থরথর করে কাঁপছে। এদের মাঝেই খুঁজে পেল তারা তাদের কাঙ্খিত মানুষটিকে।

BanglaBook.org

"প্যাকেজ ইজ ফাউন্ড," পুরো দলকে জানাল চার্লি।

ঠিক তখনই তিন তলার করিডর ধরে ছুটে চলছে ব্ল্যাক এবং প্রিস্ট। রেডিও রুমের সামনে আসতেই স্নাইপার টিম ঘোষণা দিল, " রেডিও টাওয়ারে আলো জ্বলে উঠেছে। দ্রুত কাজ সারো।"

এই কথা শোনামাত্রই বিশালদেহী ব্ল্যাক বন্ধ দরজায় প্রচন্ড লাথি হাঁকাল। দ্বিতীয় লাথিতেই ভেঙে গেল দরজার ছিটকিনি। রেডিও অপারেটর সবে দিল্লীতে যোগাযোগ শুরু করেছে। সে শুধু বলতে পারল, "উই আর ইন ডেঞ্জার।" তার পরপরই প্রিস্টের এম-ফোর থেকে এক ঝাঁক বুলেট এসে ক্ষতবিক্ষত করে দিল তার দেহ। মৃতদেহটি লুটিয়ে পরল মাটিতে। রক্তে ভিজে গেল সে।

কিন্তু এত তাড়াহুড়ো করেও লাভ হল না। দিল্লীতে ঠিকই খবর পৌঁছে গেল।

ওদিকে আন্ডারগ্রাউন্ডে বিগহেড এবং আলফা তাদের শিকার শুরু করেছে। প্রহরারত দুই গার্ডকে তারা নিমেষের মাঝেই কাবু করে ফেলল। কিন্তু প্রশান্ত রায় এবং অপর গার্ড ছুটে একটি রুমে ঢুকে পরেছে। রুমে ঢুকেই তারা আলো নিভিয়ে দিয়েছে। কারণ প্রশান্ত রায় তখন তার রুম থেকে আনা জিনিসটি হাতে বের করে আনল। একটি নাইট ভিশন গগল্‌স। *এবার আমরা সমান সমান।* মনে মনে ভাবল সে। সে ওটা পরে নিল। দু-জন দুই কোনায় অস্ত্র হাতে বসে পরল। তাদের অবস্থানটিও একটি ক্রস সেকশন তৈরি করল। অর্থাৎ শত্রু যে কোনো অবস্থান থেকেই প্রবেশ করুক না কেন তাদের ফায়ারিং রেঞ্জের ভেতরে চলে আসবে। তার উপর আধো অন্ধকারে প্রশান্ত নাইট ভিশন ব্যবহার করছে।

এভাবে বসেই তারা শুনতে পেল তাদের দুই গার্ডের আর্তনাদ। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল ওদের। শুনতে পেল দুই জোড়া পায়ের শব্দ। ওরা এগিয়ে আসছে। ট্রিগারে আঙুল চেপে বসেছে। যে কোনো মুহূর্তে তারা ভেতরে ঢুকবে। ঢুকলেই তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হবে। রুমের বাইরে এসে থামল পদশব্দ। নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল দুজনেরই। কিন্তু কৈ? কেউ তো আসছে না। অপেক্ষাকে অসহ্য মনে হল প্রশান্ত রায়ের। একই সঙ্গে আতঙ্কে বুকের ভেতর ঢোল বাজছে।

অকস্মাৎ একটি টিনের কৌটার মত কি যেন ছুটে এল। শূণ্যে থাকতেই সেটি 'টুং' করে একটি মৃদু শব্দ করল। তারপরেই প্রচন্ড শব্দ আর তীব্র আলোর ঝলকানিতে ঘর ভরে উঠল। প্রশান্ত রায়ের চোখের সামনে সবকিছু সাদা হয়ে গেল। পুরো পৃথিবী হয়ে গেল শব্দহীন।

ফ্ল্যাশব্যাং!

অসহ্য যন্তণা হতে লাগল তার মাথায়। দৃষ্টি শক্তিও ফিরে আসছে না। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরেই সব যন্ত্রণা উবে গেল। কারণ বিগহেডের রাইফেল থেকে

BanglaBook.org

বের হওয়া একটি বুলেট ছুটে এসে তার কপালে আঘাত করেছে। মারা যাবার আগে সে জানত না সে চিরদিনের জন্যই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জানত না তার শ্রবণ শক্তি অর্ধেক হ্রাস পেয়েছিল। রুমে থাকা তার অপর সঙ্গিও একইসঙ্গে মারা গিয়েছিল। জানত না কেন তাকে এভাবে মারা যেতে হল। জানত না কারা তাদের উপর হামলা চালাল।

বিগহেড এবং আলফা আন্ডারগ্রাউন্ডের একটি সেলে খুঁজে পেল আদ্রিতাকে। তাকে বের করে নিয়ে আসল তারা। "সেকেন্ডারি প্যাকেজ ইজ ফাউন্ড।" জানান দিল বিগহেড।

শাফাত এবং আদ্রিতাকে উদ্ধার করে তারা বাইরে বেরিয়ে এল। ভেতরে এবং বাইরে পরে রয়েছে বিশটি মৃতদেহ। সেগুলোর চিন্তা মাথায় আনল না তারা। এখনও অনেক কাজ বাকি। তাকিয়ে দেখল তাদের স্নাইপার টিমও এগিয়ে আসছে। পুরো দল একসাথে হলে বিগহেড তাদের নতুন সমস্যার কথা জানাল, "আমাদের ভিআইপি প্যাকেজ আহত। তাকে নিয়ে আমরা পাহাড় টপকাতে পারব না। সীমান্ত পার হবার জন্য আমাদের সেকেন্ডারি পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। গ্যারেজে নিশ্চয়ই কোনো গাড়ি আছে। সেদিকে চলো।"

গ্যারেজে বেশ কয়েকটি গাড়ি দেখা গেল। তিনটি জিপ এবং একটি ভ্যান সেখানে অপেক্ষা করছে। প্রিস্ট এগিয়ে গিয়ে একটি জিপের দরজা খুলল। ড্যাশ বোর্ডে বেশ কয়েকটি সুইচ। কোনো চাবি নেই। হট ওয়্যারিং করতে হবে। গাড়ির ভেতরে আলো জ্বালাবার জন্য সুইচ টিপতে লাগল। একটি সুইচে চাপ পরতেই রেডিও চালু হয়ে পরল। এটা নিশ্চয়ই র এবং বিএসএফ-এর কথপোকথনের একটি নেটওয়ার্ক ছিল। কারণ সেখানে বিএসএফ-এর জন্য একটি বার্তা প্রচার হচ্ছিল।

"...আক্রমনের শিকার হয়েছে। ১১৩ নং ব্লকে বিএসএফ-কে জানানো যাচ্ছে যে, রুকুনপুর থেকে আমাদের একটি টিম রওনা হয়েছে। তাদেরকে যথাযথ সাহায্যের ব্যবস্থা করুন। কিছুক্ষণ আগে...।"

ব্রাভো সিক্স-এর সদস্যরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানল। রুকুনপুরে সাংবাদিকদের সামাল দেয়ার জন্য নিশ্চয়ই র-এর লোকজন আছে। রুকুনপুর থেকে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে আসতে তাদের ঘন্টা দুই লাগবে। তারা নিশ্চয়ই আগে এখানে আসবে না। প্রথমে যাবে বিএসএফ-এর ব্যারাকে। সেখান থেকে শক্তি সঞ্চয় করে তারপর এখানে আসবে।

স্পষ্ট নীরবতার মাঝেই হঠাৎ শাফাতের মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "শুনুন...একটি উপায় আছে।"

BanglaBook.org

* * *

বিএসএফ এর সীমান্ত চেকপোস্টের কমান্ডিং অফিসারের কাছে একটি বার্তা এসে পৌছাল। সেখানে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, রুকুনপুরের সাবেক বিএসএফ ব্যারাকে এইমাত্র একটি হামলা হয়েছে। সেখানে সাহায্যের জন্য গ্রাম থেকে র-এর একটি দল আসছে। তাদেরকে যেন যথাযথ সাহায্য করা হয়। বার্তাটি তাদের নিজস্ব রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে পাঠানো হয়েছে। তাই বার্তাটির নির্ভরযোগ্যতায় কোনো সন্দেহ নেই।

কমান্ডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বরত কমান্ডান্ট জয়ন্ত আগরওয়াল চিন্তিত মনে তার অধীনে দায়িত্বরতদের কিছু জরুরি নির্দেশ দিলেন। ভারতের বুকে তখন সময় রাত সাড়ে তিনটা। কিন্তু এই গভীর রাতেও হঠাৎ হঠাৎ দুয়েকটি মালবাহী গাড়ি এসে পৌছায়। তারা দু-দেশের মধ্যে পণ্য আদান প্রদানের কাজ করে থাকে। এসব গাড়িকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। কারণ চোরাচালানকারীরা এসব নিরীহ গাড়িতেই মাদক এবং অস্ত্র চোরাচালান করে থাকে। প্রতিটি গাড়িতে বহন করা মালপত্রগুলো তোলপাড় করে অনুসন্ধান করা হয়। বার্মা থেকে কোনো গাড়িকে ভারতে প্রবেশ করতে হলে সাতটি চেক-পয়েন্ট পার হয়ে আসতে হয়। এই একই পদ্ধতি চালু রয়েছে ভারত এবং বার্মার প্রায় ১৬৫৩ কিলোমিটার সীমানা জুড়ে।

তাই রাতের আঁধারে তাদের সীমানা ছেড়ে কোনো গাড়ি অথবা মানুষ পার হয়ে যেতে পারে এটাও চিন্তা করতে পারেন না জয়ন্ত। গভীর রাতে তার ঘুম ভাঙিয়ে তাকে যে নির্দেশগুলো দিল্লী থেকে দেয়া হয়েছে তাতে কিছুটা বিরক্তি ভাব হল তার। *আরে বাবা, আসামের বর্ডারেও বিএসএফ-এর ৪১ টি ব্যাটলিয়ন আছে। নিজেদের কথা তো বাদই দেয়া যায়...*নিজের মনেই ঝাল ঝাড়লেন তিনি।

নীতিগত ভাবে, বিএসএফ হোম ডিফেন্সের অধীনে। র-কে এক্সটার্নাল ইন্টেলিজেন্সের আওতায় রাখলেও এরা একটি স্বাধীনসত্ত্বা। কিছুটা স্বাধীনভাবেই এরা অন্যান্য সংস্থাগুলোর উপরে ছড়ি ঘোরাতে পারে। তাই দিল্লী থেকে যখন র তাদের উপর খবরদারি করার চেষ্টা করে সেটা তিনি ভাল চোখে দেখেন না। অথচ এটাই হয়ে আসছে গত কয়েক বছর ধরে। র তাদের গোপন কম্পাউন্ডটি গঠন করার পর থেকেই এখানকার বিএসএফ-কে তাদের বাধ্যতামূলক সহযোগীতা প্রদান করে যেতে হয়েছে। প্রথমে তারা ভেবেছিল র স্থানীয় মাদক পাচারকারী এবং চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্যই অস্থায়ী ডিটেনশন ক্যাম্প খুলেছে। কারণ বিএসএফ এই ব্যাপারে নিয়মিত র কে সাহায্য করে যেতে থাকে।

BanglaBook.org

কিন্তু অচিরেই তাদের আসল উদ্দেশ্য বিএসএফ-এর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আজ আবার একবার তাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। যখনই অস্ত্রের প্রয়োজন হয়, তখনই প্যারামিলিটারি ভাইদের কথা মনে পরে। মনে মনে তিক্ত হাসি হাসলেন জয়ন্ত। তারা তো কোনো কমান্ডো বাহিনী নয়। অথচ এই কথা কে কাকে বোঝাবে?

ঠিক তখনই একজন এসিস্টেন্ট কমান্ডান্ট এসে জানাল র-এর একটি আর্মর্ড ভ্যান এসে পৌঁছেছে। তারা কমান্ডিং অফিসারের সাথে কথা বলতে চাইছে। কমান্ডান্ট জয়ন্ত দ্রুত হেটে চেকপোস্টের কাছে গেল। সেখানে র-এর একটি নীল আর্মর্ড ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। ওটার হেড লাইট দুটো জ্বলে আছে। ইঞ্জিনও চালু। যেন রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত। জয়ন্ত হেটে ড্রাইভারের সিটের দিকে এগিয়ে গেলেন। ড্রাইভিং সিটে এবং তার পাশে বসে থাকা একজন মানুষকে দেখা গেল। তারা দুজনেই বডি আর্মর পরিহিত, যার উপরে র-এর পরিচিত ছাপ মারা। তাদের মাথায় হেলমেট এবং চোখে গগলস। জয়ন্ত ধারণা করলেন, তারা র-এর ডিফেন্স বিভাগের লোক।

"কমান্ডান্ট জয়ন্ত?," উচ্চারণ করল ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা মানুষটি। বুকে জড়িয়ে থাকা ব্যাজটিতে নাম লেখা রয়েছে।

"ইয়েস স্যার," জয়ন্ত প্রত্যুত্তর দিলেন।

হাত দিয়ে নিজের ব্যাজ দেখালো গাড়ির ভেতরের মানুষটি। র-এর অফিসিয়াল আইডেন্টিফিকেশন দেখে কিছুটা নিশ্চিত হলেন জয়ন্ত। "আশা করি আপনি জানেন, আমরা কে।" মানুষটি ইংরেজিতে বলল।

"ইয়েস স্যার।"

"আপনাদের যে নির্দেশটি দেয়া হয়েছিল তা কি সম্পন্ন হয়েছে?"

"হ্যা। বিশ জনের একটি স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে।"

"কিন্তু এখন আর সেটার দরকার হবে না।"

"কেন?" অবাক হলেন জয়ন্ত।

"ব্যারাকে আক্রমণকারী দল ইতিমধ্যে বর্ডার ক্রস করেছে।"

"কিভাবে?" আঁতকে উঠলেন জয়ন্ত।

"এখান থেকে এইমাত্র কি কোনো মাল বহন কারী ট্রাক গিয়েছে?" মানুষটি জিজ্ঞেস করল।

"গত দেড়-দুই ঘন্টায় কোনো গাড়ি যায় নি। এত রাতে সাধারণত সীমান্তে গাড়ি চলাচল হয় না। খুব কম পরিমাণে...'

BanglaBook.org

বাঁধা দিল মানুষটি, "অন্য কোনো ঘুরপথ রয়েছে ট্রাক চলাচলের?"

"আরেকটা পথ রয়েছে। সেটা সম্পূর্ণ ভাঙা চোরা একটি রাস্তা। মাল বহনযোগ্য নয়। কিন্তু ওই রাস্তার শেষেও আমাদের প্রহরা আছে।"

"তারা ট্রাকে কোনো মালপত্র বইছে না। তারা বইছে মানুষ। অতএব সেই রাস্তায় তাদের না যাবার কোনো কারণ নেই। আপনার সেই স্কোয়াডকে এই মুহূর্তে সেদিকে পাঠিয়ে দিন। কারণ, আপনাদের প্রহরা থাকলেও তারা এই মুহূর্তে মরিয়া। যে কোনো কিছু ঘটে যেতে পারে। তারা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত।"

"কিন্তু স্যার, আপনারা কিভাবে নিশ্চিত হলেন তারা এই মুহূর্তে সীমানা পার হচ্ছে?"

"ইনসাইড ম্যান, কমান্ডান্ট," জবাব দিল লোকটি, "আমরা কোনো কাঁচা কাজ করি না। তাদের মাঝে আমাদের একজন ইনফর্মার আছে।"

"ওহ।"

"আমরা এখন সোজা বার্মার বর্ডারের দিকে এগিয়ে যাব। দয়া করে ব্যারিকেড গুলো সরিয়ে নিন। আর ইশ্বরের দোহাই আপনার স্কোয়াডকে তাড়াতাড়ি পাঠান। আমরা তাদের হাতছাড়া করতে পার বনা। তারা ইতিমধ্যেই ভারতের বড়সড় ক্ষতি করে ফেলেছে।"

"ওকে স্যার।"

জয়ন্ত ইশারা করতেই ব্যারিকেডগুলো উঠে গেল। র-এর ভ্যানটি গতি বাড়িয়ে নো ম্যানস ল্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেল। জয়ন্ত তার বাছাইকৃত বিশ জনের স্কোয়াডকে রওনা করিয়ে দিলেন। সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। আক্রমণকারীরা যে ধরণের পরিকল্পনা করেছে, সেটা কি বাড়াবাড়ি নয়? তারা যতই ঝানু যুদ্ধবাজ হোক না কেন, বিএসএফ প্রহরারত একটি ট্রুপ-এর সাথে যুদ্ধ করে কখনই পারবে না। তবে এবার তারা ফাঁদে পরবে। ঘুরপথে গেলেও তাদের সামনে অপেক্ষা করছে বিএসএফ। পিছনেও ধাওয়া করে আসছে বিশ জন সশস্ত্র প্যারা মিলিটারি। এরপরও যদি তারা কোনোভাবে পার পেয়ে যায়, বাংলাদেশ সীমান্তে তাদের জন্য অপেক্ষা করবে র এবং বার্মার সীমান্তরক্ষীরা।

জয়ন্ত জানত না তার জন্য একটি বড়সড় চমক অপেক্ষা করছে। কারণ ঠিক পনের মিনিট পরেই র-এর আরেকটি গাড়ি এসে পৌঁছাল তাদের ব্যারাকে। তারাও এসে কমান্ডিং অফিসারের খোঁজ করতে লাগল।

* * *

BanglaBook.org

র-এর আর্মার্ড ভ্যানটি নো ম্যানস ল্যান্ড ধরে এগিয়ে খুব বেশি দূর গেল না। তারা গাড়ি থেকে নেমে এল। ভ্যানের পেছনের দরজাটি খুলে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে এল এক্স ফোর্সের ছয় সদস্য, সেইসাথে শাফাত এবং আদ্রিতা। ড্রাইভিং সিট থেকে নামল অপর দুই জন। তারা নিজেদের হেলমেট এবং গগলস খুলে ফেলতেই দেখা গেল বিগহেড এবং চার্লি দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গিদের দিকে তাকিয়ে হাসল তারা। শাফাতের পরিকল্পনা কাজে লেগেছে।

তারা ভ্যানটি রেখে এল একটি পাহাড়ের পাদদেশে। তারপর আহত শাফাতকে বয়ে নিয়ে এল সীমান্তে বার্মার মাটিতে। বার্মার এই অংশটিতে পাহাড় এবং সমতলভূমি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তারা যতটা সম্ভব সমতল ভূমি ধরেই হেটে চলল। শাফাতকে প্রায় বয়ে নিতে হচ্ছে। কিন্তু আদ্রিতা নিজের পায়েই হাঁটতে পারছে। যদিও প্রচন্ড উত্তেজনায় তার পা মাঝেমাঝে এলোমেলো পদক্ষেপ ফেলছে।

বিগহেড জিপিএস অনুসরণ করে যে গ্রামটিতে প্রবেশ করল তা শাফাতও চেনে। পাংরাং গ্রাম। কিছুদিন আগে সে এসেছিল এখানে। এখান থেকেই সে ভারতে প্রবেশ করেছিল। এখানেই সে আবার ফিরে এল। জিপিএস অনুসরণ করে তারা একটি ছোট খোলা মাঠে এসে দাঁড়াল। বিগহেড রেডিও কম-এ কারও সাথে যোগাযোগ করল। ঠিক সাত মিনিট পর আকাশে একটি উজ্জ্বল আলো দেখা গেল। শক্তিশালী রোটরের শব্দ করতে করতে সেটি নেমে এল। চপারটি মাটিতে নেমে আসতেই শ্রান্ত যোদ্ধারা উদ্ধারকৃতদের নিয়ে সেটাতে চড়ে বসল। তারা সরাসরি উড়ে চলল বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে।

সবার ক্লান্ত একটি দিন অতিবাহিত হল। এখনও কাজ শেষ হয় নি। বান্দরবানে ফিরে গিয়ে একজন সিভিলিয়ান অ্যাসেটকে তুলে নিতে হবে। পুরো পরিকল্পনার এটাও একটা অংশ। অতঃপর ঢাকা।

উড়ছে হেলিকপ্টারটি। আকাশের শেষ রেখার দিকে হারিয়ে গেল সেটি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৯

১ মার্চ

নতুন একটি মাস শুরু হল। শুরু হল নতুন একটি উত্তেজনা নিয়ে। সীমান্ত সংঘাতের রমরমা খবর ছাপিয়ে দুই দেশের মানুষের কাছে বিক্রি করা হল পত্রিকাগুলো। সকালে ঘুম থেকে উঠেই টিভি চালিয়ে খবর দেখতে বসে গেল মানুষগুলো। কিন্তু সাতটার সময় ভারতের চ্যানেলগুলোতে একটি ঘোষণা দুই দেশের মানুষকেই বিস্মিত করে তুলল। তারা জানাল মিজোরামপুর থেকে যে সরকারী প্রজ্ঞাপনটি প্রচার হবার কথা তা আপাতত স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। তার বদলে ভারতীয় সরকার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির আয়োজন করল। সেখানে জানানো হল ভারত তাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চায়। এছাড়াও তারা শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে।

ভারতের এই মত পরিবর্তনে প্রায় সবাই অবাক হল। এমনকি বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোও। তারা বলতে লাগল, অবশেষে ভারতের কুটনৈতিকদের চোখ খুলেছে। তারা সত্যিকারের শান্তির পথে পা বাড়িয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার যথারীতি তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গতদিনে করা ভারত সরকারের অভিযোগটি সরাসরি নাকচ করে দিল। তারা জানাল ভারত সরকারের এহেন আচরণের পর শান্তি আলোচনার ফলাফল শূণ্য হবার সম্ভাবনাই বেশি। বরং শান্তি আলোচনার জন্য তারা দুদেশের সীমান্ত উত্তেজনা প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি আছে।

ডিজিএফআই-এর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা ব্যাপারটি নিয়ে কিছুটা সন্দিহান হয়ে পরল। তারা বুঝতে পারল না এমন অকাট্য প্রমাণ হাতে রেখেও ভারত কেন পিছিয়ে গেল। কিন্তু তারা আঁচ করতে পারল যে পট পরিবর্তন হয়েছে, এক রাতের মাঝেই অজানা কিছু ঘটেছে যার ফলে এমনটি হয়েছে।

তারা জানত না, র-এর গোপন ডিটেনশন ক্যাম্পটিকে কিভাবে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিল এক্স ফোর্স। তারপর স্টাফ কোয়ার্টার থেকে তাদেরই পোশাক, তাদেরই আর্মার্ড ভ্যান নিয়ে তারা বিএসএফ-কে ফাঁকি দিয়ে সীমান্ত পার হয়েছে। তারা জানত না এক্স ফোর্স এবং বার্মিজ কমান্ডার ইলিয়া সীমা লঙ্ঘণ করেছে। তারা এটাও জানত না শাফাত এবং আদ্রিতা এখন ঢাকায়।

BanglaBook.org

তবে বুঝতে পেরেছিল শুধু একজন মানুষ। ডিরেক্টর জেনারেল শওকত হামিদ। আমিন চৌধুরীর পাঠানো বেল-২১২ যখন ফিরে এল সে-খবর তিনিও পেয়েছিলেন। তিনি আরও খবর পেয়েছিলেন যে, এক্স ফোর্সের সদস্যদের সাথে একজন মধ্য বয়সী মহিলা এবং আরও দুজন নারী-পুরুষ ছিল। শওকত হামিদ ব্যাপারটি সাথে সাথেই বুঝতে পারলেন। আমিন চৌধুরী কি পরিমাণ ঝুঁকি নিয়েছেন তা কল্পনারও বাইরে। একবার যদি তারা ধরা পরত তবে যুদ্ধ অনিবার্য ছিল। তিনি পুরো দেশকে বাজি রেখে একটি জুয়া খেলেছেন। শুধুমাত্র আটজন মানুষের উপর ভরসা করে। তিনি নিজের অফিসে আমিন চৌধুরীকে ডেকে পাঠালেন। তাকে জানালেন আইএ (ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স) যদি কখনও এ ব্যাপারে জানতে পারে, তবে তার মারাত্মক ক্ষতি এবং কোর্ট মার্শাল হতে পারে। ডিজিএফআই-এরও দুর্নাম হতে পারে। জবাবে মৃদু হেসে আমিন চৌধুরী ডিজি-র ডেস্কের উপর পরে থাকা একটি খাম দেখিয়ে দিলেন। এটি গতদিনের দেয়া দুটি চিঠির দ্বিতীয়টি। প্রথম চিঠিতে আমিন চৌধুরীর পদত্যাগের আবেদন থাকায় ওটা নিয়েই ডিজি এতটা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন যে, আরেকটি চিঠি যে তাকে আমিন দিয়েছেন, সেটাই তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। সেটা তখনও তার ডেস্কে কয়েকটি কাগজের নিচে চাপা পরে ছিল। শওকত হামিদ খামটি খুলে ভেতরের কাগজটি বের করলেন। আরেকবার অবাক হলেন তিনি।

চিঠির বিশেষ লাইনগুলো কয়েকবার করে পড়লেন তিনি। *...নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সমাধা না করায়, উক্ত স্পেশাল ফোর্সটিকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হল। পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ব্যুরো এক্স-এর প্রধানের নিকট নিজ নিজ ব্যাজ এবং পরিচয়পত্রগুলো জমা দেবার নির্দেশ দেয়া হল...এই নির্দেশ ১ মার্চ ২০১০ থেকে প্রযোজ্য...।*

শওকত হামিদ মনে মনে আমিন চৌধুরীর প্রশংসা না করে পারলেন না। কৌশলে এক্স ফোর্সকে তিনি বাতিল করে দিয়েছেন। ১ মার্চ রাত ১২টা থেকে তারা যা করবে তার জন্য এক্স ফোর্স নামে কোনো স্পেশাল ফোর্স বা ব্যুরো এক্স অথবা ডিজিএফআই কোনোক্রমে দায়ি থাকবে না। তাদের কার্যক্রম গুলো পরিণত হবে কয়েকজন সাধারণ নাগরিকের কাজে। আরও বড় কথা হচ্ছে, তাদের কাজের ব্যাপারে কোনো প্রমাণ না থাকায় ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স কখনই তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না। ব্রাভো সিক্স-এর সদস্যরা বলতে পারবে, তারা বান্দরবানে গিয়েছিল একজন অ্যাসেটকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। তাছাড়া এক্স ফোর্সকে বহিষ্কার করার কারণটি খুব তুচ্ছ। তারা অপারেশন

BanglaBook.org

ব্ল্যাক গেট-এর নির্দেশ অনুযায়ী এজেন্ট সিলিকনকে সাভারে না নিয়ে ঢাকায় নিয়ে আসে। তাই এই কারণ দেখিয়ে তাদের খুব বেশিদিনের জন্য বরখাস্ত করা যাবে না। খুব শীগগির-ই তারা পুণরায় কাজে যোগদান করতে পারবে।

ডিরেক্টর জেনারেল তার চেয়ারে বসেই আমিন চৌধুরীর দিকে তাকালেন। তার ধারণা তিনি অবসরে গেলে আমিন চৌধুরীই এই চেয়ারটিতে বসতে যাচ্ছেন। নিজের অসাধারণ মেধা দেখিয়ে চেয়ারটি বাগিয়ে নেওয়া তার জন্য কঠিন কোনো কাজ হবে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

পরিশিষ্ট

বিপদ কেটে গেছে। দুই দেশের মানুষের মাঝে এমন ধারণাই জন্মাল। কারণ দুই দেশই সীমান্ত থেকে তাদের নিজ নিজ সেনা প্রত্যাহার করে নিল।

সীমান্ত আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল। বার্মা সীমান্তের কাছে বিএসএফ-এর পুরনো বেজ থেকে উদ্ধার করা বিশটি মৃতদেহ তাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হল। তাদের জানানো হল এটি সীমান্তে অবৈধ পাচারকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষের একটি ফল। সেখানে অবশিষ্ট বন্দীদের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হল। তাদের অনেকের মুখ টাকা এবং ভয় দেখিয়ে বন্ধ করে দেয়া হল। র তাদের গোপন ডিটেনশন ক্যাম্পটি বন্ধ ঘোষণা করল।

ডিজিএফআই তাদের তথ্য ভান্ডার থেকে স্কারলেট নামের অ্যাসেটের সকল তথ্য স্থগিত করে দিল। সেগুলো আটকা পরল তাদের সেই গোপন ভল্টে যেখান থেকে কোনো তথ্য আর বের হয়ে আসে না। আদ্রিতা ফিরে গেল তার আবাসস্থল ঢাকায়, তার চাচার কাছে। তাকে অনুরোধ করা হয়েছে, গত এক মাসে যা যা ঘটেছে তা যেন বাইরের কারও কাছে ফাঁস না হয়। আদ্রিতা কথা দিয়েছে। ব্রাভো সিক্স-এর আট সদস্য তাদের চাকরি ফিরে পেল দুই সপ্তাহ পরে। তারা খুশি মনেই নিজেদের কাজে ফিরে গেছে। আমিন চৌধুরী তাদের জন্য বিশেষ পুরষ্কারের ব্যবস্থা করেছেন।

শুধুমাত্র একটি ঘরে একজন মানুষ বসে বসে অপেক্ষা করছে। তার শরীরের ক্ষতগুলো শুকাচ্ছে। নিয়মিত চিকিৎসা নিচ্ছে সে। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন আমিন চৌধুরী। সে আমিন চৌধুরীকে মনে মনে ক্ষমা করে দিয়েছে। আমিন চৌধুরী হয়ত তাকে উদ্ধার করিয়েছে নিজের ভুল সিদ্ধির জন্যই। তবুও সে আমিন চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞ।

আদ্রিতা মাঝে মাঝেই আসে তার সাথে দেখা করতে। তারা দুজন বসে বসে গল্প করে। পুরনো কথা মনে করে।

মাঝে মাঝে শুধু আদ্রিতাই কথা বলে যায়। সে শুধু শুনে যায় আর ভাবে। ভাবে সে এখন আর স্কারলেট নয়, সে আবার শাফাত রায়হান। শুধুই শাফাত রায়হান। ভবিষ্যতে কি হবে, তা সে ভাবতে চায় না। তবে সে জানে, মানুষ, সমাজ

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

এবং পরিবার থেকে অনেকদিন সে বিচ্ছিন্ন ছিল। এখন তার সুযোগ আছে এগুলোর মাঝে পুণরায় প্রবেশ করার।

কথা বলতে বলতেই আদ্রিতার হাতটি ধরে সে। আর ভাবে, বিপদ কেটে গেছে।

আসলেই কি?